সাংখ্যকারিকা

সাংখ্যকারিকা, সংস্কৃতে কারিকার সরল ব্যাখ্যা, বঙ্গভাষায় কারিকার
তাৎপর্য্য, বাচস্পতি রচিত তত্ত্ব-কৌমুদী, কৌমুদীর ক্রমিক
বঙ্গানুবাদ ও কারিকা ও কৌমুদীরবোধের উপযোগী
প্রতি কারিকায় বিস্তৃত মন্তব্য সম্বলিত।

বহরমপুর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক
শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু-সাংখ্যভূষণ
সাহিত্যাচার্য্য
সঙ্কলিত।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

SANKHYAKARIKA

Purnachandra Vedantachanchu

—Sankyha Bhusan Sahityacharya

প্রথম প্রকাশ—ইংরাজী ১৯০১

প্রথম পর্ষদ প্রকাশন—আগষ্ট, ১৯৮৩

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

আর্য ম্যানসন, নবমতল

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা—৭০০০১৩

মুদ্রক :

শ্রীজয়কৃষ্ণ ঘোষ

পাইওনীয়ার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৪৭/এফ্, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীদুর্গা রায়

মূল্য : পনের টাকা

(একাদশ কম' পরম সরকারী আনুকূল্যে প্রাপ্ত স্বল্পমূল্যের কাগজে মুদ্রিত)

Published by Prof Dibyendu Hota Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books & literature in regional languages at the University level by the Government of India in the Ministry of Education & Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু শর্মা সংকলিত সাংখ্যকারিকা পুস্তকটি পর্ষদের সংস্কৃত বিদ্যাসমিতি পুনর্মুদ্রনের সিদ্ধান্ত নেন। বর্তমানে পুস্তকটি সহজলভ্য ছিলনা। সংস্কৃত ও দর্শন বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে বিদ্যাসমিতির সিদ্ধান্তমত পর্ষদ পুস্তকটি প্রকাশ করল। পর্ষদ প্রকাশিত পুস্তকটি ইংরাজী ১৯০১-তে প্রকাশিত পুস্তকের হুবহু পুনর্মুদ্রণ। অধ্যাপক ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় নিজের একমাত্র পুস্তকটি প্রেস কপি হিসাবে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

ভবদীয়

দিব্যেন্দু হোতা

মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞাপন

সাংখ্যদর্শন না পড়িলে পাতঞ্জল বুঝা যায় না, এই নিমিত্ত আমার পাতঞ্জল প্রকাশ হওয়ার পর অনেকে সাংখ্য লিখিতে অনুরোধ করেন। সাংখ্যকারিকাই সাংখ্যের মূল গ্রন্থ, কপিল প্রণীত সাংখ্যসূত্র পাওয়া যায় না, তত্ত্বসমাস নামক সংক্ষিপ্ত কএকটী সূত্র আছে, উহাও কপিল কৃত কি না সন্দেহ স্থল। শঙ্কর উদয়ন প্রভৃতি প্রধান প্রধান আচার্য্যগণ খণ্ডন মণ্ডন স্থলে সাংখ্যকারিকারই উল্লেখ করিয়াছেন, মূলসূত্র পাইলে তাহা ত্যাগ করিয়া কারিকার উল্লেখ করিতেন না। যে সাংখ্যসূত্র অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য করিয়াছেন উহা পড়িলে স্পষ্টতঃ বোধ হয়, এক একটী কারিকা দৃষ্টে অনেকগুলি সূত্র রচিত হইয়াছে। বাচস্পতি-মিশ্র ষড়্দর্শনের টীকাকারক, কারিকার প্রতি প্রামাণ্য বোধ ছিল বলিয়াই তিনি কারিকার ব্যাখ্যা তত্ত্ব-কৌমুদী করিয়াছেন। ব্রহ্মার অবতার মণ্ডন মিশ্র শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হইয়া সুরেশ্বর আচার্য্য হয়েন, তিনিই জন্মান্তরে বাচস্পতি-মিশ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাচস্পতির লেখা সরল হইলেও ভাব গাম্ভীর্য্য পরিপূর্ণ। ৺কাশীধামে পূজ্যপাদ পরিব্রাজক বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট যেরূপ উপদেশ লাভ করিয়াছি, তদনুসারে সংস্কৃত ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, মন্তব্য ইত্যাদি করিলাম, স্থিরচিত্তে মন্তব্য ও অনুবাদের সাহায্যে তত্ত্ব-কৌমুদীর পড়ার কার্য্য চলিবে এইরূপ বিশ্বাসেই লেখা হইল, যে ভাবে টোলে ছাত্রগণকে পড়ান যায় তদনুসারেই অনুবাদ প্রভৃতি করা হইয়াছে, চিন্তাশীল পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার অধিপতি শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় মহোদয়ের ব্যয়ে এই গ্রন্থ প্রচার হইল, অল্প কথায় ঐ মহাত্মাকে সকলে রাও সাহেব বলে। আমার পাতঞ্জলদর্শন ৺মহারাণী স্বর্ণময়ীর শ্রাদ্ধে কাশিম-বাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বিতরণ করেন, সেই সময় রাও সাহেব পাতঞ্জলদর্শন দেখিয়া স্বতঃই বলিলেন "আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া এই ভাবে পুস্তক লিখুন, মুদ্রণের ভাবনা নাই" এইরূপ উৎসাহজনক অনেক কথা বলেন। ফলকথা এইভাবে পুস্তক প্রচার হইলে "অধ্যাপক ব্যতিরেকেও শাস্ত্র পাঠ করা যায়" রাও সাহেব ইহা বেশ বুঝিয়াছিলেন, শাস্ত্র

প্রচার বিষয়ে চেষ্টা করা এবং অনুবাদাদিসহ পুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ একরূপই ব্যাপার। রাও সাহেব একটী জন্মাছাদিত বহ্নি, জমিদারের মধ্যে ওরূপ গর্ব্ব-শূন্য, মহাশয়, কর্ম্মঠ ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি বিরল। তিনি ব্যয় করিয়া সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী মুদ্রিত করিলেন, ইহার বহুসংখ্যক গ্রন্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বিতরণ করিবেন। স্থানীয় উন্নতি করার অভিপ্রায়ে ব্যয়-বাহুল্য স্বীকার করিয়াও কলিকাতায় ছাপা ত্যাগ করিয়া সৈদাবাদ হিতৈষী-প্রেসে ছাপাইয়াছেন। লোকে বলে "এক ক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী" অর্থাৎ একটী কার্য্যে উভয় প্রয়োজন সিদ্ধি করাই চতুরতার পরিচায়ক, রাও সাহেবের এই কার্য্যে কতগুলি প্রয়োজন সিদ্ধ হইল একবার দেখা উচিত। প্রথমতঃ বিদ্যার উৎসাহ, অতি পরিশ্রম করিয়া দরিদ্র অধ্যাপকগণ পুস্তক লিখিয়া ছাপাইতে পারেন না, তিনি সাহায্য করিয়া লেখকের উৎসাহ দিলেন, দরিদ্র অধ্যাপকগণ পুস্তকক্রয়ে অসমর্থ, তাঁহাদিগকে পুস্তক দান করিলেন, স্থানীয় প্রেসের উৎসাহ প্রদান করিলেন। বিশেষ কথা বঙ্গদেশে এখনও সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসাদি গ্রন্থের বহুল প্রচার আবশ্যক, রাও সাহেবের উদ্যোগে বোধ হয় সে অভাব অনেকটা দূর হইবে। আমরা কায়মনোবাক্যে রাও সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করি, এবং যাহারা পুস্তক পাইবেন তাহাদিগকেও অনুরোধ করি, সকলেই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। ইতি—

বহরমপুর
বৈশাখ
সম্বৎ ১৯৫৮।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা।

ভূমিকা

আত্মানুসন্ধান ব্যতিরেকে দর্শনশাস্ত্র পাঠে প্রবৃত্তি হয় না. আমি কি ছিলাম? কি হইব? আমার স্বরূপ কি? কিরূপে বিশ্বসংসারের সৃষ্টি হইয়াছে, কিরূপেই বা উহার প্রলয় হইবে? জনন মরণাদি দুঃখ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ কি না? উহার উচ্ছেদের কোন উপায় আছে কি না? ইত্যাদির বহুবিধ প্রশ্ন চিন্তাশীলগণের চিত্তে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। এই চিন্তাই দর্শনশাস্ত্রের আবির্ভাবের হেতু। সাংখ্য-দর্শন অনুসারে উক্ত প্রশ্ন সকলের যেরূপ সিদ্ধান্ত হয়, সংক্ষেপতঃ তাহাই দেখান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ (আত্মা) এই দুইটী অনাদি তত্ত্ব। পুরুষ নির্গুণ, চেতন, বহু ও বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। প্রকৃতি অচেতন, বিভু, এক ও পরিণাম-স্বভাব। পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতি হইতে সকলের সৃষ্টি হয়। উপাদান (সমবায়ী) কারণ অর্থাৎ অবয়ব দ্রব্যের গুণ অনুসারেই কার্য্য দ্রব্যে গুণ জন্মে, অতএব কার্য্যের গুণ দেখিয়া কারণের গুণ কল্পনা করা যাইতে পারে। কার্য্যবর্গে দেখা যায় জ্ঞান, সুখ, প্রসাদ, প্রবৃত্তি, দুঃখ, মোহ ও আবরণ ইত্যাদি অনেক গুণ ক্রিয়া আছে, তদনুসারে মূলকারণেরও ঐ সমস্ত গুণ অবশ্যই স্বীকার আবশ্যক। সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ের নাম প্রকৃতি, সত্ত্বের ধর্ম্ম জ্ঞান, সুখ ইত্যাদি, রজের ধর্ম্ম দুঃখ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি, তমের মোহ, আবরণ ইত্যাদি। উক্ত গুণত্রয় দ্রব্য পদার্থ, ন্যায় বৈশেষিক অভিমত রূপ-রসাদির ন্যায় গুণ নহে, পুরুষরূপ পশুকে বন্ধন করে, তিনটী মিলিয়া ত্রিগুণ রচিত রজ্জুর ন্যায় কার্য্য করে বলিয়া উহাদিগকে গুণ বলে। উক্ত গুণত্রয় হইতে প্রকৃতি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ গুণত্রয় প্রকৃতির অবয়ব এরূপ নহে, কিন্তু গুণত্রয়ই প্রকৃতি। উহারা চিরকাল মিলিত, সংযোগ-বিয়োগ রহিত, এক অপরের আশ্রয়, নিত্যসহচর, পরস্পর পরিণামের হেতু। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ব্যক্তিগত বহুত্ব স্বীকার করিতে হয়, মাত্র একটী কার্য্য বস্ত্রের সূত্ররূপে অসংখ্য কারণ থাকে, অনন্ত-কার্য্য বিশ্বসংসারের মূলকারণ ব্যক্তিরূপে এক এ কথা কখনই বলা যায় না, অতি সূক্ষ্মতম মূলকারণ সমূহের সমষ্টি ভাবেই প্রকৃতিকে এক বলা হইয়া থাকে। অবয়বের বিভাগ হইতে হইতে যেখানে শেষ হয়, আর বিভাগ চলে না, সেইটীই মূলকারণ প্রকৃতি। নৈয়ায়িক পরমাণুতে

বিশ্রাম স্বীকার করেন, পরমাণু নিরবয়ব, নিত্য। সাংখ্যকার আরও সূক্ষ্মতম অবস্থায় পৌঁছিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন, সাংখ্যের তন্মাত্র ও ন্যায়ের পরমাণু এক স্থানীয় হইতে পারে, বিশেষ এই পরমাণু নিত্য, তন্মাত্র জন্য। সাংখ্যমতে অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই, অনভিব্যক্ত অবস্থায় কার্য্যবর্গ প্রলয় কালে প্রকৃতিতে থাকে, সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন বা আবির্ভূত হয় এই মতে উৎপত্তির নাম আবির্ভাব, এবং বিনাশের নাম তিরোভাব।

অদৃষ্ট বশতঃ পুরুষ সন্নিধান বিশেষে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হয়, সাংখ্যমতে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে ঈশ্বরের অঙ্গীকার নাই, জন্যেশ্বর স্বীকার আছে, অর্থাৎ জীবগণই তপস্যা বলে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই ব্যাপক হইলেও সৃষ্টির পূর্ব্বে উহাদের সংযোগ বিশেষ হয়, উক্ত সংযোগ, ভোগ্যতা ও ভোক্তৃতারূপ সম্বন্ধ বিশেষ, প্রকৃতি ভোগ্য হয়, পুরুষ ভোক্তা হয়। প্রকৃতি পুরুষের উক্ত সম্বন্ধরূপ সংযোগ হইতেই সৃষ্টি হয়। প্রলয়কালে গুণত্রয় সমভাবে থাকে, কেহ কাহাকে অভিভব করে না। সুখ দুঃখ মোহ স্বভাব গুণত্রয় পরস্পর বিরোধ পরিহার করিয়া মিত্র ভাবে অবস্থান করে। পুরুষের সংযোগ বিশেষ হইলে গুণত্রয়ের আর সে ভাব থাকে না, তখন তারতম্য ঘটে, এক অপরকে অভিভব করে। এইরূপে গুণত্রয়ের বৈষম্য অবস্থায় সৃষ্টি হয়, বৈষম্য নানারূপে হইতে পারে বলিয়া বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি হইতে কোন বাধা থাকে না।

গুণত্রয়ের বৈষম্য অবস্থায় প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধির সমষ্টিকেই মহত্তত্ত্ব বলে।) অন্তঃকরণরূপ একই দ্রব্য কার্য্য বিশেষে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, নিশ্চয় বৃত্তিরূপ কার্য্য বুদ্ধির, অভিমান কার্য্য অহঙ্কারের ও সঙ্কল্প কার্য্য মনের ধর্ম্ম। প্রকৃতি বুদ্ধিরূপে পরিণত হইলে পুরুষের সহিত সম্বন্ধ কিছু বিশেষরূপে হইয়া উঠে। প্রকৃতি অবস্থায় উহার ধর্ম্ম পুরুষে আরোপ হয় না, বুদ্ধিরূপে পরিণত হইলে উহার ধর্ম্ম সুখ দুঃখাদি সমস্তই পুরুষে আরোপ হয়, তখন আর পুরুষের নির্ম্মল স্বচ্ছভাব থাকে না, অমন পবিত্র বস্তু তখন সংসারের কীট হইয়া উঠে, পুরুষের এই সংসারি ভাব অনাদি, এক মাত্র আত্মজ্ঞানে উহার সমুচ্ছেদ হয়। বুদ্ধি গুণত্রয় হইতে উৎপন্ন হইলেও উহাতে সাত্ত্বিক ভাগের আধিক্য থাকে, এই নিমিত্তই উহাতে জ্ঞান সুখাদির বিকাশ হয়। সত্ত্বের আধিক্য বশতঃ বুদ্ধিতে এমনই একটী শক্তি

বিশেষ থাকে, যাহার প্রভাবে বুদ্ধি পুরুষের ছায়া গ্রহণ করিয়া স্বয়ং চেতনের ন্যায় হইয়া জীব ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। জীব শব্দে কেবল চেতন পুরুষ বা কেবল জড় বুঝায় না, চিৎ ও জড়ের মিশ্রণেই জীব ভাবের আবির্ভাব হয়, উক্ত মিশ্রণই হৃদয়-গ্রন্থি। ক্রমশঃ জড়ের স্থূলরূপে পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে জীবেরও ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। বুদ্ধির ধর্ম্ম ইচ্ছা যত্ন সুখাদির পুরুষে এবং পুরুষের ধর্ম্ম চৈতন্য বুদ্ধিতে আরোপ হয়, তপ্ত অয়ঃ পিণ্ডে লৌহ ও অগ্নির যেমন পরস্পর ভেদ থাকিয়াও থাকে না, তদ্রূপ বুদ্ধি ও পুরুষের ঘটিয়া থাকে। এক একটী পুরুষের এক একটী বুদ্ধির সহিত অনাদিকাল হইতে স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ আছে, হর-গৌরীরূপে দম্পতিযুগল চিরকালই অভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হয়। পতিব্রতা বুদ্ধি পতির সম্পর্কশূন্য হইয়া ক্ষণমাত্রও অবস্থান করে না। উল্লিখিত সম্বন্ধ নাশকেই লিঙ্গশরীর নাশ বলে, ইহাই মোক্ষাবস্থা। বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মভূতপঞ্চক ইহাদিগের সমুদায়কে লিঙ্গশরীর বলে, ইহাতে বুদ্ধিরই প্রাধান্য, এই লিঙ্গশরীরই স্বর্গ-নরক-গামী ব্যবহারিক জীব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। স্থূলশরীর হইতে লিঙ্গশরীরের নির্গম হওয়াকে মৃত্যু ও স্থূলশরীরে প্রবেশ করাকে জন্ম বলে, নতুবা অনাদি বিশ্বব্যাপক পুরুষস্বরূপ আত্মার জন্ম, মরণ বা গত্যাগতি কিছুই হয় না। লিঙ্গশরীরের গমনাগমনে আত্মার গমনাগমন ব্যবহার হয় মাত্র। যমরাজ সত্যবানের শরীর হইতে বলপূর্ব্বক পুরুষকে বাহির করিয়া নিয়াছিলেন, মহাভারতে বর্ণনা আছে, সে স্থলে পুরুষ শব্দে লিঙ্গশরীরকেই বুঝিতে হইবে। আত্মার পরিমাণ মহৎ, অণু পরিমাণ হইলে সর্ব্বশরীরে একদা শৈত্যবোধ হইতে পারে না, মধ্যম পরিমাণ হইলে ঘট পটাদির ন্যায় আত্মা বিনাশী হয়। সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীরদ্বয়ের সহিত অভিন্নরূপে ভাসমান হইয়া আমি সুখী, দুঃখী, করিতেছি, শুনিতেছি, চলিতেছি, অন্ধ, বধির ইত্যাদি সমস্ত সংসার ব্যবহার নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। লিঙ্গশরীরের সহিত আত্মার সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ নাশ হইলে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয়, তখন আর বুদ্ধির ধর্ম্ম সুখ-দুঃখাদির আরোপ হয় না, এইরূপে আত্মার স্বরূপে অবস্থানকেই মুক্তি বলে। তত্ত্ব-কৌমুদীতে উল্লিখিত-সমস্ত বিষয়ই বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ব্যাখ্যা, অনুবাদ ও মন্তব্যের সাহায্যে কারিকা ও কৌমুদীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে কোন বিষয়েরই সংশয় থাকিবে না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা।

বহরমপুর।

বৈশাখ। ১৩০৮ সাল।

—— * ——

সূচী-পত্র।

সাংখ্যকারিকা

অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
শ্লোক বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ ।
অজা যে তাং জুষমাণাং ভজন্তে
জহত্যেনাং ভুক্তভোগাং নুমস্তান্ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা। বহ্বীঃ (বিবিধাঃ) প্রজাঃ (প্রজায়ন্তে ইতি প্রজাঃ মহদাদিকার্যজাতানি) সৃজমানাং (জনয়িত্রীং) লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং (রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ স্বরূপাং) একাং (সজাতীয়-দ্বিতীয়-রহিতাং) অজাং (ন জায়তে ইত্যজা উৎপত্তিরহিতা তাং মূল প্রকৃতিং) নমামঃ (অভিবাদয়ামঃ বয়মিতিশেষঃ) যে অজাঃ (যে নিত্যাঃ বদ্ধপুরুষাঃ) জুষমাণাং (সেবমানাং স্বধর্মান্ সুখাদীন্ পুরুষায়সমর্পয়ন্তীং) ভজন্তে (সেবন্তে তামধিষ্ঠায় তদ্ধর্মান্ সুখাদীন্ স্বকীয়ত্বেনাভিমন্যন্তে) (যেচ অজাঃ মুক্তপুরুষাঃ) ভুক্তভোগাং (সম্পাদিত—বিষয়ানুভবাং) এনাং (প্রকৃতিং) জহতি (পরিত্যজন্তি) তান্ (বদ্ধান্ মুক্তাংশ্চ পুরুষান্) নুমঃ (অভিবাদয়ামঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ ॥ বিবিধ কার্য্যের জননী রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ ত্রিগুণাত্মক এক অজা অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিকে নমস্কার। যে সমস্ত অজ অর্থাৎ বদ্ধপুরুষ আপনাকে ভজনা করিতেছে, নিজের ধর্ম সুখদুঃখাদি সমর্পণ করিতেছে এরূপ প্রকৃতিকে সেবা করে অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্মকে আপনার বলিয়া অভিমান করে, এবং যে সমস্ত অজ অর্থাৎ মুক্তপুরুষ শব্দস্পর্শাদিবিষয়-সাক্ষাৎকাররূপ ভোগ সম্পাদন করিয়াছে এরূপ প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ তাহার ধর্ম স্বকীয় বলিয়া আর অভিমান করে না, এই উভয়বিধ পুরুষকে নমস্কার ॥ ১ ॥

মন্তব্য। স্বকীয়গ্রন্থ নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইয়া শিষ্যপ্রশিষ্য সম্প্রদায়রূপে প্রচলিত হইবে এই অভিপ্রায়ে বাচস্পতিমিশ্র মূলপ্রকৃতি ও বদ্ধ-মুক্ত উভয়বিধ পুরুষকে, নমস্কারচ্ছলে সাংখ্যশাস্ত্রের সারমর্ম উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। জড়বর্গের মূলকারণ সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণত্রয়স্বরূপ প্রকৃতি বুদ্ধি-অহঙ্কারাদি-কার্য্যরূপে পরিণত

হইয়া স্বকীয়ধর্ম সুখদুঃখাদি পুরুষকে সমর্পণ করে, পুরুষ অর্থাৎ বদ্ধজীব প্রকৃতির ধর্ম সুখদুঃখাদিকে আপনার বলিয়া অভিমান করে ইহার নাম ভোগ। প্রকৃতিও পুরুষের ভেদজ্ঞান হইলে আর পূর্ব্বোক্তরূপে প্রকৃতির ধর্ম পুরুষে আরোপ হয় না, সুতরাং পুরুষ স্বকীয় স্বচ্ছ নির্গুণভাবে অবস্থান করে ইহার নাম অপবর্গ। শ্লোকের "ভুক্তে" ও "জহতি" এই পদদ্বয় দ্বারা যথাক্রমে ভোগ ও অপবর্গ কথিত হইয়াছে।

লোহিতাদি পদে লক্ষণা করিয়া রজঃ প্রভৃতি গুণত্রয় বুঝাইয়াছে, লোহিত ও রজোগুণ উভয়েরই রঞ্জন ধর্ম আছে, অতএব সাদৃশ্য সম্বন্ধে লক্ষণা করিয়া লোহিত শব্দে রজোগুণ বুঝাইয়াছে। এইরূপ শুক্ল ও সত্ত্বগুণ উভয়েরই প্রকাশ ধর্ম, এবং কৃষ্ণ ও তমোগুণ উভয়েরই আবরণ ধর্ম, সুতরাং লক্ষণা করিয়া শুক্লশব্দে সত্ত্বগুণ ও কৃষ্ণশব্দে তমোগুণ বুঝাইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষের বিশেষ বিবরণ ৩য় কারিকায় বলা যাইবে ॥ ১ ॥

কপিলায় মহামুনয়ে
শ্লোক মুনয়ে শিষ্যায় তস্য চাসুরয়ে।
পঞ্চশিখায় তথেশ্বর
কৃষ্ণায়ৈতে নমস্যামঃ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা॥ মহামুনয়ে (মহতে শ্রেষ্ঠায় মুনয়ে মননশীলায় আদিবিদুষে) কপিলায় (সাংখ্যসূত্রকৃতে) তস্য শিষ্যায় মুনয়ে আসুরয়ে, পঞ্চশিখায় তথা ঈশ্বরকৃষ্ণায়, এতে (বয়ং) নমস্যামঃ (সাংখ্যশাস্ত্র-কর্ত্তৄন্ অভিবাদয়ামঃ)॥ ২ ॥

অনুবাদ॥ মহামুনি কপিল, তৎশিষ্য আসুরি, পঞ্চশিখ ও ঈশ্বরকৃষ্ণ ইহাদিগকে আমরা নমস্কার করি। ২ ॥

মন্তব্য। শ্লোকদ্বারা সাংখ্যশাস্ত্র প্রবর্ত্তক ঋষিগণকে নমস্কার করা হইয়াছে। মুনিবর কপিল অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য সহকারে জন্মগ্রহণ করেন, "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি" ইত্যাদি শ্রুতি। সাংখ্যসূত্র কপিলের প্রণীত, আসুরি প্রভৃতি উক্ত কপিলের শিষ্যপ্রশিষ্য সম্প্রদায়। সাংখ্যকারিকা ঈশ্বরকৃষ্ণের বিরচিত।

শ্লোকে "এতান্ নমস্যামঃ" এরূপ পাঠান্তর আছে, এতান্ কপিলাদীন্ ইত্যর্থঃ। কপিল প্রভৃতি প্রত্যেককে নমস্কার করিয়া সমস্ত ভাবে পুনর্ব্বার নমস্কার করা হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। ২ ॥

কৌমুদী ॥ ইহ খলু প্রতিপিত্সিতমর্থং প্রতিপাদয়ন্ প্রতিপাদায়িতাঽবধেয়-বচনো ভবতি প্রেক্ষাবতাম্। অপ্রতিপিত্সিতমর্থং তু প্রতিপাদয়ন্ নায়ং লৌকিকো নাপি পরীক্ষক ইতি প্রেক্ষাবদ্ভিরুন্মত্তবদুপেক্ষ্যেত। সচৈষাং প্রতিপিত্সিতোঽর্থো যো জ্ঞাতঃ সন্ পরম-পুরুষার্থায় কল্পতে ইতি প্রারিপ্সিত-শাস্ত্র-বিষয়-জ্ঞানস্য পরম-পুরুষার্থ-সাধন-হেতুত্বাত্তদ্বিষয়জিজ্ঞাসামবতারয়তি।

অনুবাদ ॥ শ্রোতাসকল যে বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, সেই বিষয় নিরূপণ করিলে বক্তার উপদেশ সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে, যাহা জানিবার আবশ্যক নাই, এরূপ বিষয়ের নিরূপণ করিলে বক্তা "এই ব্যক্তি লৌকিক অলৌকিক কোন বিষয় স্থির করিতে জানে না", এইরূপে বুদ্ধিমান্‌গণের নিকট বাতুলের ন্যায় অনাদৃত হইয়া থাকেন। যে পদার্থ জানিতে পারিলে পরম-পুরুষার্থ মুক্তিলাভ হয়, বুদ্ধিমান্‌গণ তাহারই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। সাংখ্য শাস্ত্র প্রারিপ্সিত অর্থাৎ আরম্ভ করিতে অভীষ্ট হইয়াছে, ইহার বিষয় পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান হইলে মুক্তি হয় বলিয়া উক্ত বিষয়-জ্ঞানের ইচ্ছার অবতারণা করা হইতেছে।

মন্তব্য। "বিনা বিষয়-সম্বন্ধৌ তথৈবার্থাধিকারিণৌ। অব্যাখ্যেয়ো ভবেদ্‌গ্রন্থঃ স্যাদ্‌ গ্রন্থে তচ্চতুষ্টয়ং" শাস্ত্রে বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী থাকা চাই, নতুবা গ্রন্থের ব্যাখ্যা আবশ্যক হয় না। শাস্ত্রে যে সমস্ত পদার্থের বর্ণনা থাকে তাহাকে বিষয় বলে। শাস্ত্রপাঠে যে ফললাভ হয়, তাহার নাম প্রয়োজন। শাস্ত্রের সহিত বিষয়ের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক অর্থাৎ বোধ্য-বোধকভাব সম্বন্ধ থাকে, শাস্ত্রবিষয়কে প্রতিপাদন করে, সুতরাং বিষয় প্রতিপাদ্য, শাস্ত্র প্রতিপাদক। বিষয় ও জ্ঞানের সহিত বিষয়-বিষয়িতা বা কার্য্য-কারণতা সম্বন্ধ এবং জ্ঞান ও প্রয়োজনের সহিত জন্য-জনকতা সম্বন্ধ থাকে। শাস্ত্রীয় বিষয় জানিতে পারিলে যে প্রয়োজন সিদ্ধি হয়, উক্ত প্রয়োজন-কামীকেই অধিকারী

বলা যায়। বিষয়াদি চতুষ্টয়ের নাম অনুবন্ধ, প্রত্যেক গ্রন্থে এই অনুবন্ধ চতুষ্টয় থাকা আবশ্যক। সাংখ্যশাস্ত্রের বিষয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, শাস্ত্র ও বিষয়ের সম্বন্ধ প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকতা। প্রয়োজন মুক্তি, সাংখ্যশাস্ত্রের বিষয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান হইলে মুক্তি হয়, মুক্তিকামী (মুমুক্ষু) ব্যক্তি সাংখ্যশাস্ত্রের অধিকারী। (প্রেক্ষাবান অর্থাৎ বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সাংখ্যশাস্ত্র পাঠ করিবেন এই অভিপ্রায়ে ভগবান ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকা প্রণয়ন করিয়াছেন)। বাচস্পতি মিশ্র উহার ব্যাখ্যাকর্ত্তা, এই ব্যাখ্যার নাম তত্ত্বকৌমুদী। প্রেক্ষাবান্‌গণ মুক্তিকামনা করেন, সাংখ্যশাস্ত্র পাঠে পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বের জ্ঞান হইলে মুক্তি হয়। "যস্যামুৎপন্নমানায়ামবিদ্যা নাশমর্হতি। বিবেক-কারিণী বুদ্ধিঃ সা প্রেক্ষেত্যভিধীয়তে" অর্থাৎ যে প্রকার বুদ্ধির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান তিরোহিত হয়, বিবেকজননী তাদৃশ বুদ্ধিকে প্রেক্ষা বলে; উক্ত বুদ্ধি যাহার আছে, তাঁহাকে প্রেক্ষাবান্ বলে।

কারিকা।
দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাঽপার্থাচেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা। দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ (দুঃখানাং ত্রয়ং আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিক-রূপং, তেন অভিঘাতঃ অনিষ্টরূপতয়া সম্বন্ধঃ তস্মাৎ হেতোঃ) তদপঘাতকে হেতৌ (তস্য দুঃখত্রয়স্য অপঘাতকে সমূলা বিনাশকে কারণে তত্ত্বজ্ঞানরূপে) জিজ্ঞাসা (জ্ঞাতুমিচ্ছা কর্ত্তব্যেতি শেষঃ) দৃষ্টে (লৌকিকে অনায়াসসাধ্যে উপায়ে বিদ্যমানে সতি) সাঽপার্থা (সা জিজ্ঞাসা অপার্থা অপগতার্থা ব্যর্থা) চেন্ন (ইদং ন সঙ্গতং দৃষ্টোপায়েন তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা ব্যর্থা ন ভবেৎ) একান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ (একান্তস্য অবশ্যম্ভাবস্য অত্যন্তস্য চ পুনরুৎপত্তিরূপস্য অভাবাৎ অসম্ভবাৎ)। ১।

তাৎপর্য্য। প্রাণিমাত্রেরই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখত্রয়ের সম্বন্ধ আছে, দুঃখকে অনিষ্ট বলিয়াও সকলের জ্ঞান আছে, অতএব দুঃখনাশক উপায় জানা আবশ্যক। রোগাদি-দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য দৃষ্ট অর্থাৎ লৌকিক ঔষধাদি উপায় আছে বলিয়া দুঃখনিবৃত্তির উপায়ে (তত্ত্বজ্ঞানে) জিজ্ঞাসা হইবে না, এরূপ বলা যায় না; কারণ, দৃষ্ট উপায় দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি

অবশ্য হইবে, এরূপ নহে। (অনেকস্থলে ঔষধাদির প্রয়োগে রোগাদি নিবৃত্তি হয় না) দুঃখনিবৃত্তি হইলেও পুনর্ব্বার উৎপত্তির সম্ভব আছে, যাহাতে দুঃখত্রয় অবশ্য বিনষ্ট হয়, এবং পুনর্ব্বার জন্মিতে না পারে, এরূপ চেষ্টা করা উচিত। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিশ্চয় দুঃখনিবৃত্তি হয়, পুনর্ব্বার আর হইতে পারে না ॥ ১ ॥

কৌমুদী ॥ (ক) এবং হি শাস্ত্রবিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত যদি দুঃখং নাম জগতি ন স্যাৎ, সদ্বা অজিহাসিতং, জিহাসিতং বা অশক্য সমুচ্ছেদং, অশক্যসমুচ্ছেদতা চ দ্বেধা, দুঃখস্য নিত্যত্বাদ্বা, তদুচ্ছেদোপায়াপরিজ্ঞানাদ্বা, শক্যসমুচ্ছেদত্বেঽপিচ শাস্ত্রবিষয়স্য জ্ঞানস্যানুপায়ভূতত্বাদ্বা, সুকরস্যোপায়ান্তরস্য সদ্ভাবাদ্বা। তত্র ন তাবদ্ দুঃখং নাস্তি নাপ্যজিহাসিত মিত্যুক্তং দুঃখত্রয়াভিঘাতাদিতি। দুঃখানাং ত্রয়ং দুঃখত্রয়ং তৎখলু আধ্যাত্মিকং আধিভৌতিকং আধিদৈবিকঞ্চ। তত্রাধ্যাত্মিকং দ্বিবিধং শারীরং মানসঞ্চ। শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং বৈষম্য-নিমিত্তং। মানসং কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-ভয়েৰ্ষ্যা-বিষাদ-বিষয়-বিশেষা-দর্শননিবন্ধনং। সর্ব্বঞ্চৈতদান্তরোপায়সাধ্যত্বাদাধ্যাত্মিকং দুঃখং। বাহ্যোপায়সাধ্যং দুঃখং দ্বেধা, আধিভৌতিক-মাধিদৈবিকঞ্চ। তত্র আধিভৌতিকং মানুষ-মৃগ-পশু-পক্ষি-সরীসৃপ-স্থাবর-নিমিত্তং। আধিদৈবিকং যক্ষ-রাক্ষস-বিনায়ক-গ্রহাদ্যাবেশ-নিবন্ধনং। তদেতৎ প্রত্যাত্ম-বেদনীয়ং দুঃখং রজঃ-পরিণামভেদো ন শক্যতে প্রত্যাখ্যাতুম্। তদেতৎ দুঃখত্রয়েণান্তঃকরণ-বর্ত্তিনা চেতনাশক্তেঃ প্রতিকূলবেদনীয়তয়াঽভিসম্বন্ধোঽভিঘাত ইতি।

(খ) এতাবতা প্রতিকূল-বেদনীয়ত্বং জিহাসা-হেতুরুক্তঃ। যদ্যপি ন সন্নিরুধ্যতে দুঃখং তথাপি তদভিভবঃ শক্যঃ কর্ত্তুমিত্যুপরিষ্টাৎ উপপাদয়িষ্যতে। তস্মাদুপপন্নং তদপঘাতকে হেতাবিতি। তস্য দুঃখত্রয়স্যাপঘাতকস্তদপঘাতকঃ, উপসর্জ্জনস্যাপি বুদ্ধ্যা সমাকৃষ্টস্য তদা পরামর্শঃ। অপঘাতকশ্চ হেতুঃ শাস্ত্র-প্রতিপাদ্যো নানা ইত্যাশয়ঃ।

(গ) অত্রাশঙ্কতে দৃষ্টে সাপার্থা চেদিতি। অয়মর্থঃ, অস্তু দুঃখ-ত্রয়ং জিহাসিতঞ্চ তম্ভবতু, ভবতু চ তৎ শক্যহানং, সহতাঞ্চ শাস্ত্রগম্য উপায়স্তদুচ্ছেত্তুং, তথাপ্যত্র প্রেক্ষাবতাং নযুক্তা জিজ্ঞাসা, দৃষ্টস্যো-বোপায়স্য তদুচ্ছেদকস্য সুকরস্য বিদ্যমানত্বাৎ। তথাচ লৌকিকানামা-ভাণকঃ, "অর্কেচেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ। ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কোবিদ্বান্ যত্নমাচরেদিতি।" সন্তি চোপায়াঃ শতশঃ শারীর-দুঃখ-প্রতীকারায়েষৎকরাঃ সুকরা ভিষজাং বরৈরু-পদিষ্টাঃ। মানসস্যাপি সন্তাপস্য প্রতীকারায় মনোজ্ঞ-স্ত্রী-পান-ভোজন-বিলেপন-বস্ত্রালঙ্কারাদি-বিষয়প্রাপ্তিরুপায়ঃ সুকরঃ। এব-মাধিভৌতিকস্য দুঃখস্যাপি নীতিশাস্ত্রাভ্যাসকুশলতা-নিরত্যয়-স্থানা-ধ্যাসনাদিঃ প্রতীকার-হেতুরীষৎকরঃ। তথাধিদৈবিকস্যাপিদুঃখস্য মণিমন্ত্রৌষধাদ্যুপযোগঃ সুকরঃ প্রতীকারোপায় ইতি।

(ঘ) নিরাকরোতি নেতি, কুতঃ, একান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ, একান্তো দুঃখনিবৃত্তেরবশ্যম্ভাবঃ অত্যন্তো দুঃখস্য নিবৃত্তস্য পুনরনুৎপাদঃ, তয়োরেকান্তাত্যন্তয়োরভাবঃ একান্তাত্যন্ততোঽভাব ইতি, ষষ্ঠীস্থানে সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিল্। এতদুক্তং ভবতি, যথাবিধি রসায়নাদি-কামিনী নীতিশাস্ত্রাভ্যাস-মন্ত্রাদ্যুপযোগেঽপি তস্য তস্যাধ্যাত্মিকাদে র্দুঃখস্য নিবৃত্তেরদর্শনাদনৈকান্তিকত্বং, নিবৃত্তস্যাপি পুনরুৎপত্তিদর্শনাদনাত্যন্তিকত্বমিতি সুকরোঽপ্যৈকান্তি-কাত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তের্ন দৃষ্ট উপায় ইতি নাপার্থা জিজ্ঞাসেত্যর্থঃ।

(চ) যদ্যপি দুঃখমমঙ্গলং তথাপি তদুপরিহারার্থত্বেন তদপঘাতো মঙ্গলমেবেতি যুক্তং শাস্ত্রাদৌ তদুৎকীর্ত্তনমিতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ (ক)। এরূপ হইলে সাংখ্যশাস্ত্রের বিষয় পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা হইত না, যদি দুঃখ নামে কোন পদার্থ জগতে না থাকিত, থাকিলেও পরিত্যাজ্য না হইত, পরিত্যাজ্য হইলেও উহার উচ্ছেদের সম্ভাবনা না থাকিত, দুঃখ সমুচ্ছেদ না হইবার কারণ দুইটী, দুঃখ নিত্য অর্থাৎ বিনাশের অযোগ্য

হওয়া এবং উচ্ছেদের উপায় জানিতে না পারা। দুঃখ উচ্ছেদের যোগ্য হইলেও, যদি শাস্ত্রবিষয়ের জ্ঞান উহার (দুঃখনাশের) কারণ না হয়, অথবা শাস্ত্রবিষয় জ্ঞান (যাহা হওয়া দুর্ঘট) অপেক্ষা অন্য কোন অনায়াস-সাধ্য উপায় থাকে, তবে শাস্ত্রবিষয় জ্ঞানের ইচ্ছা হয় না। এই কয়েকটী পক্ষ (কোটি) মধ্যে "দুঃখ নাই, এরূপ নহে", "দুঃখ অপরিত্যাজ্য এরূপও নহে", দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ এই শব্দ দ্বারা ইহাই বলা হইয়াছে। "দুঃখের ত্রয়"-দুঃখত্রয় (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) ত্রিবিধ দুঃখ যথা, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক (শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতিকে আত্মা বলে, এই আত্মার নিমিত্ত যে দুঃখ, তাহার নাম আধ্যাত্মিক) দুঃখ দুই প্রকার, শারীর ও মানস। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিবিধ শরীর ধাতুর বৈষম্য অর্থাৎ ন্যূনাতিরেকতা বশতঃ শারীর দুঃখ জন্মে। কাম, (ভোগেচ্ছা, লালসা) ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষ্যা, বিষণ্ণতা ও বিষয় বিশেষের (যে বিষয় পাইতে একান্ত ইচ্ছা থাকে) অপ্রাপ্তি বশতঃ মানস দুঃখ জন্মে। উক্ত সমস্তই আন্তর অর্থাৎ শরীরের অন্তর্ভূত পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। বাহ্য (শরীরাদির বহির্ভূত) পদার্থ দ্বারা দুই প্রকার দুঃখ হইয়া থাকে, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। ইহার মধ্যে আধিভৌতিক দুঃখ (ভূতশব্দে প্রাণিমাত্র এবং ক্ষিত্যাদি পঞ্চ উভয়বিধই বুঝিতে হইবে, এই ভূত হইতে উৎপন্ন দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে) মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ (কৃকলাস) ও স্থাবর (স্থিতিশীল, ভূমি পর্ব্বতাদি) জন্য হইয়া থাকে। আধিদৈবিকদুঃখ (বিদ্যাধরাদি জাতিকে দেবযোনি বলে, উহা দ্বারা যে দুঃখ জন্মে, তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে।) যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক (যাহারা বিঘ্ন করে) ও শনি প্রভৃতি গ্রহের আবেশ অর্থাৎ দৃষ্টি (অধিষ্ঠান) বশতঃ হইয়া থাকে। রজোগুণের পরিণামবিশেষ এই দুঃখ সকলেরই সুবিদিত ; সুতরাং "নাই" এ কথা বলা যায় না। অন্তঃকরণে অবস্থিত (সাংখ্যমতে সুখদুঃখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, আত্মার নহে) এই ত্রিবিধ দুঃখের সহিত চেতনাশক্তি পুরুষের প্রতিকূলতা-রূপে (অনিষ্টরূপে, দুঃখ যেন আমাদের না হউ, এই ভাবে।) সম্বন্ধকে অভিঘাত বলে।

(খ)। এ পর্য্যন্ত যতটুকু বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা বলা হইল, প্রতিকূলরূপে (ভাল লাগে না, এই ভাবে) দুঃখের বোধ হওয়ায় দুঃখত্যাগের ইচ্ছা হয়।

সৎপদার্থ দুঃখের নিরোধ অর্থাৎ অভাব করিতে না পারিলেও তাহার অভিভব (অনুভব না হয় এইরূপে) হইতে পারে, এ কথা অগ্রে বলা যাইবে। অতএব দুঃখের অপঘাত (সম্পূর্ণ নাশক না হইলেও অভিভবে সমর্থ) এ কথা সঙ্গত বলা হইয়াছে। তদপঘাতক শব্দে দুঃখত্রয়ের অপঘাতক বুঝাইবে (দুঃখত্রয়াভিঘাতের অপঘাতক এরূপ বুঝাইবে না), কারিকার দুঃখত্রয় উপসর্জন (গৌণ, অভিঘাতশব্দের বিশেষণ) হইলেও, বুদ্ধিতে উপস্থিত (কারিকায় দুঃখত্রয় শব্দ শ্রবণে দুঃখত্রয়ের জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহার স্মরণ আছে তদ্শব্দে সেই বুদ্ধিস্থ দুঃখত্রয়ের উপস্থিতি করিয়াছে) থাকায় তদ্শব্দ দ্বারা গ্রহণ হইয়াছে। দুঃখত্রয়ের নাশের কারণ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞান, আর কিছুই নহে, ইহাই শাস্ত্রকারের অভিপ্রায়।

(গ)। ("দৃষ্টে সাঽপার্থাচেৎ" এই বাক্য দ্বারা প্রাগুক্ত বিষয়ে আশঙ্কা করা হইতেছে। আশঙ্কার তাৎপর্য্য এইরূপ, জগতে দুঃখত্রয় থাকুক, উহাকে পরিত্যাগের ইচ্ছাও হউক, পরিত্যাগের সম্ভাবনাও হউক, শাস্ত্রোক্ত উপায় পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব-জ্ঞান দুঃখত্রয় বিনাশে সমর্থও হউক, তথাপি উক্ত তত্ত্বজ্ঞানে প্রেক্ষাবান্‌গণের জিজ্ঞাসা হওয়া উচিত নহে, কারণ অতি দুর্লভ শাস্ত্রগম্য উপায় তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা অল্পায়াসসাধ্য অনেক দৃষ্ট উপায় আছে, উহা দ্বারা সহজে ত্রিবিধ দুঃখ দূর হইতে পারে, (অল্প আয়াসে প্রয়োজনসিদ্ধি হইলে অধিক পরিশ্রম করিতে কোন্ মূঢ়ের ইচ্ছা হয় ?) লৌকিক আভাণক (ন্যায়, যুক্তি) ঐ ভাবেই আছে, "যদি অকে অর্থাৎ সমীপে গৃহকোণে বা প্রাঙ্গণে মধু পাওয়া যায়, তবে কি জন্য পর্ব্বতে আরোহণ করিবে, অভিলষিত বিষয় লাভ হইলে কোন্ বিদ্বান্ লোক অধিকতর যত্ন করিয়া থাকেন ?" (কেহই নহে, অভীষ্টসিদ্ধি হইলেই হয়, অল্পপ্রযত্নে ইষ্টসিদ্ধি হইলে অধিক যত্নে কাহারও অভিরুচি হয় না।") শারীর দুঃখ-প্রতীকারের নিমিত্ত অল্পায়াসে সম্পন্ন হয় বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এরূপ শত সহস্র উপায় (ঔষধ) বর্ত্তমান আছে। মানস দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত মনোরম স্ত্রী, পান, ভোজন, বিলেপন (গন্ধদ্রব্য চন্দনাদি) বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি অল্পায়াসলভ্য (তত্ত্বজ্ঞান লাভ অপেক্ষা) বিবিধ ভোগ্য-পদার্থ আছে। এইরূপ আধিভৌতিক দুঃখ নিরাকরণের নিমিত্ত সহজসাধ্য নীতিশাস্ত্র পাঠ, নির্ব্বাধস্থানে বসতি, প্রভৃতি বিবিধ উপায় আছে। এইরূপ

সতৰ্কতা ঋষি মন্ত্র ও ঔষধাদির ব্যবহার করিলে আধিদৈবিক দুঃখ দূর হইতে পারে।

(ঘ)। কারিকার "ন" ইত্যাদি অংশ দ্বারা উল্লিখিত আশঙ্কার নিরাকরণ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত সন্দেহ হইতে পারে না, কারণ :—প্রদর্শিত দৃষ্ট উপায় সমুদায়ে একান্ত ও অত্যন্তের অভাব আছে। একান্ত শব্দের অর্থ দুঃখনিবৃত্তির অবশ্যম্ভাব অর্থাৎ অবশ্যই হওয়া ; অত্যন্ত শব্দে নিবৃত্ত দুঃখের পুনর্ব্বার উৎপত্তি না হওয়া বুঝায়, একান্ত ও অত্যন্তের অভাব, ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস, ষষ্ঠীবিভক্তি স্থানে তসিল্ (অত্যন্ততঃ এই স্থানে) প্রত্যয় হইয়াছে, তসিল্ প্রত্যয় সকল বিভক্তি স্থানেই হইতে পারে (অধিকাংশস্থলে পঞ্চমী ও সপ্তমী স্থানে হইয়া থাকে)। এ কথা বলা যাইতেছে ; যথানিয়মে রসায়নাদি (বৃদ্ধ পুরুষকেও যুবার ন্যায় করে, এরূপ ঔষধকে রসায়ন বলে) স্ত্রী, নীতিশাস্ত্রের অনুশীলন ও মন্ত্রাদির ব্যবহার করিলেও পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিকাদি দুঃখের নিবৃত্তি দেখা যায় না, সুতরাং দৃষ্ট উপায়ের অনৈকান্তিকত্ব (ব্যভিচার, প্রয়োগ করিলেও, ফলের অনিষ্পত্তি) আছে। দৃষ্ট উপায় দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি হইলেও পুনর্ব্বার জন্মিয়া থাকে, সুতরাং অনাত্যন্তিকত্বের অর্থাৎ আর কখনও হইবে না, এ ভাবে নিবৃত্তি না হওয়ার সম্ভাবনা আছে (তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা দুঃখনিবৃত্তি রূপ মোক্ষ হইলে পুনর্ব্বার আর দুঃখ জন্মে না, দৃষ্ট উপায় দ্বারা সেরূপ হয় না একবার কোন মতে দুঃখনিবৃত্তি হইলেও, পুনর্ব্বার শত সহস্র দুঃখ জন্মে, রক্তবীজের বংশ, কিছুতেই সমূলে নষ্ট হয় না)। অতএব দৃষ্ট উপায় অল্পায়াসসাধ্য হইলেও, উহা দ্বারা একান্ত ও অত্যন্তরূপে (সর্ব্বতোভাবে) দুঃখ নিবৃত্তি হয় না, সুতরাং অদৃষ্ট উপায় শাস্ত্র-গম্য তত্ত্বজ্ঞানে জিজ্ঞাসা ব্যর্থ হইল না।

(চ)। দুঃখ অমঙ্গল হইলেও, তদপঘাতক শব্দ দুঃখপরিহার (বিনাশ) বুঝাইয়াছে, দুঃখপরিহারটী মঙ্গলস্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রের আদিতে তাহার উল্লেখ করা উপযুক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

মন্তব্য। (নিরন্তর দুঃখ-দহনে দগ্ধ মনুষ্যের মনে স্বতঃই উদয় হয়, কিরূপে এ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায়, দুঃখ উপস্থিত হইবামাত্রই প্রতীকারের চেষ্টা হয়, উপায় অনুষ্ঠান করিলেও বিফলমনোরথ হয়, দুঃখ দূর হয় না, কখনও বা কিছু কালের জন্য দূর হয়, পুনর্ব্বার দুঃখসমূহ উত্তালতরঙ্গরূপে উদয় হয়।

বারবার এইরূপ পরীক্ষা করিয়া স্থির হয়, লৌকিক উপায় দ্বারা সর্ব্বতোভাবে দুঃখনিবৃত্তি কখনই হইবার নহে, কারণ থাকিলে অবশ্যই কার্য্য জন্মে, দুঃখের কারণ দূর করা চাই, সেই কারণ মিথ্যা জ্ঞান, উহার নিবৃত্তি কেবল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই হইতে পারে, অধ্যাত্মশাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিয়া ধ্যানযোগ-নিদিধ্যাসনে তত্ত্বজ্ঞান হয়। সাংখ্যশাস্ত্রের তত্ত্বের নির্ণয় আছে, তাই বিষয়-বিরক্ত বিবেকী সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়নে সমুৎসুক হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা পুনর্জ্জন্মের অভাব হয়, হইলে দুঃখের ন্যায় সুখেরও অভাব হয়, সুতরাং আমরায় লাভ-লোকসান সমান, এরূপ আশঙ্কা হইবে না, বিষয়-সুখে বিতৃষ্ণা না হইলে, তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার জন্মে না, বিবেকিগণ বিষয়সুখকে দুঃখ বলিয়া জানেন, "পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈ গুণবৃত্তি-বিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ", পাতঞ্জল।

আত্মা নির্গুণ, সুখদুঃখাদি-ধর্ম্মরহিত, তথাপি প্রতিবিম্বরূপে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম সুখ-দুঃখাদি আত্মায় পতিত হওয়ায় আমি সুখী দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান হয়। যাহাতে উক্তরূপে প্রতিবিম্ব না পড়ে, অন্তঃকরণের সহিত আত্মার ভোগ্যভোক্তৃতা সম্বন্ধ বিদূরিত হয়, তাহার একমাত্র উপায় তত্ত্বানুশীলন। যদিচ "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" সতের বিনাশ বা অসতের উৎপত্তি হয় না, দুঃখত্রয় সৎপদার্থ, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উহার উচ্ছেদ না হইলেও, অভিভব হইতে পারে। যাহাতে দুঃখত্রয় সূক্ষ্ম-ভাব স্বকারণ প্রকৃতিতে লয় পায়, পুরুষে প্রতিবিম্বিত না হয়, সেরূপ হইতে পারে, প্রকৃতিতে সুখদুঃখাদি থাকায় ক্ষতি নাই, আত্মায় প্রতিবিম্বিত হওয়াকেই ভোগ বলে। এ সমস্ত বিষয় বিস্তারিত-রূপে অগ্রে বলা যাইবে।

তদ্‌শব্দে প্রক্রান্ত, প্রসিদ্ধ ও বুদ্ধিস্থ বুঝায়; প্রক্রান্ত যথা, "অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজ মবাসৃজৎ" মনু, সৃষ্টির প্রারম্ভে অপ্ (কারণবারি) সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে বীজবপন করিয়াছিলেন; এ স্থলে "তাসু" এই তদ্‌শব্দের অর্থ প্রক্রান্ত। "স হরিঃ পায়াৎ" সেই হরি রক্ষা করুন্। সেই হরি যিনি সর্ব্বজনবিদিত, এ স্থানে "সঃ" এই তদ্‌শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ। "তে হি নো দিবসা গতাঃ" আমাদের সেই সমস্ত সুখের দিন গত হইয়াছে, এ স্থানে "তে" এই তদ্ শব্দের অর্থ বুদ্ধিস্থ অর্থাৎ যাহাকে মনে পড়ে। প্রক্রান্ত (প্রস্তুত,

যাহাকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) স্থলে পূর্ব্বে যেটী প্রধানরূপে কথিত হয়, তাহারই উপস্থিতি হইয়া থাকে, সুতরাং কারিকার "তদপঘাতকে" এ স্থলে তদ্‌শব্দে দুঃখত্রয়ের অভিঘাতকেই বুঝা উচিত, দুঃখত্রয়কে নহে, কারণ দুঃখত্রয় মুখ্যরূপে কথিত হয় নাই, অভিঘাতের বিশেষণরূপেই কথিত হইয়াছে, তাই তদ্‌শব্দের প্রক্রান্ত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিস্থ অর্থের গ্রহণ হইয়াছে। কৌমুদীর "তদা পরামর্শ" এ স্থলে "তদা" তচ্ছব্দেন এইরূপ বুঝিতে হইবে।

নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তি কামনা করিয়া শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গলাচরণ করিবার রীতি আছে, শাস্ত্রের আদি প্রথম কারিকায় তাহা না হইয়া বিপরীত দুঃখত্রয়রূপ অমঙ্গলের উল্লেখ হইয়াছে, তাই বাচস্পতিমিশ্র সমাধান করিয়াছেন, দুঃখ অমঙ্গল হইলেও, দুঃখবিনাশ মঙ্গলস্বরূপ, সুতরাং শাস্ত্রের আদিতে উল্লেখ করা উচিতই হইয়াছে॥ ১॥

কৌমুদী॥ স্যাদেতৎ মাভূদ্দৃষ্ট উপায়ঃ, বৈদিকস্তু জ্যোতিষ্টোমাদিঃ সহস্রসম্বৎসর-পর্য্যন্তঃ কর্ম্মকলাপঃ তাপত্রয়ং একান্তমত্যন্তঞ্চাপনেষ্যতি। শ্রূয়তেহি "স্বর্গকামো যজেতেতি" স্বর্গশ্চ "যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরং। অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃ পদাস্পদং" ইতি দুঃখবিরোধী সুখবিশেষঃ। সচ স্বর্গঃ স্বসত্ত্বয়া সমূলঘাতমপহন্তি দুঃখং। নচৈষ ক্ষয়ী, তথাহি শ্রূয়তে "অপাম সোমমমৃতা অভূমেতি" তদপক্ষয়ে কুতোহস্যামৃতত্বসম্ভবঃ। তস্মাদ্বৈদিকস্যোপায়স্য তাপত্রয়প্রতীকারহেতো র্মুহূর্ত্ত-যামাহোরাত্র-মাস-সম্বৎসরাদি-নির্ব্বর্ত্তনীয়তা অনেক-জন্ম-পরম্পরায়াস-সম্পাদনীয়াদ্ বিবেকজ্ঞানাৎ ঈষৎ-করত্বাৎ পুনরপাপার্থা জিজ্ঞাসা ইত্যাশঙ্ক্যাহ॥

অনুবাদ॥ দৃষ্ট উপায় দ্বারা দুঃখত্রয় একান্ত অত্যন্তভাবে বিদূরীত হয় না, এ কথা স্বীকার করা গেল, কিন্তু (বড় অধিক হইলেও) সহস্রসম্বৎসর পর্য্যন্ত কালসাধ্য (শাস্ত্রগম্য তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় লক্ষ, কোটি, অসংখ্যবৎসর সাধ্য নহে) জ্যোতিষ্টোমযাগ প্রভৃতি ক্রিয়া সমুদায় দুঃখত্রয়কে একান্ত অত্যন্তভাবে বিনাশ করিতে পারে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে "স্বর্গকামো যজেত" যাগদ্বারা স্বর্গ সম্পাদন করিবে, যে সুখ-দুঃখের সহিত মিশ্রিত নহে, (বৈষয়িক সুখের উপায়

ভাগে ভোগ থাকে) উত্তরকালে দুঃখের দ্বারা পরিস্কৃত নহে, অর্থাৎ ধারাবাহিক সুখ, সুখের বিনাশ হইয়া দুঃখ হইবে, এরূপ নহে ; এবং যাহা ইচ্ছা অনুসারে উপস্থিত হয়, দুঃখের বিরোধী এরূপ সুখবিশেষকে স্বর্গ বলে। উক্ত সুখরূপ স্বর্গ বিষয়ের শক্তি থাকাই মূলের সহিত দুঃখ বিনাশ করে, (নিরন্তর সুখধারা চলিলে দুঃখের সম্ভাবনা থাকে না)। এতাদৃশ স্বর্গ বিনাশী নহে ; কেন না, শ্রুতিতে আছে, "অপাম সোমমমৃতা অভূম" আমরা সোমরস পান করিয়াছি অর্থাৎ সোমযাগ করিয়াছি সুতরাং অমর হইয়াছি। স্বর্গের বিনাশ হইলে, দেবগণের অমরত্ব কিছুতেই সম্ভব হয় না, (স্বর্গবাসীকেই অমর বলে) অতএব তাপত্রয়ের বিনাশ করিতে সমর্থ, মুহূর্ত, প্রহর দিন, রাত্রি, মাস বা সম্বৎসরাদি-কালে সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ বৈদিক-উপায়, অনেক জন্মপরম্পরায় কষ্ট করিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, এরূপ বিবেকজ্ঞান (শাস্ত্রগম্য তত্ত্বজ্ঞান) অপেক্ষা সহজসাধ্য বলিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা নিরর্থক হইতেছে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন ॥

মন্তব্য ॥ পুনর্ব্বার দুঃখ না হয়, এই অভিপ্রায়ে তত্ত্বজ্ঞানের উপায় অনুসন্ধান হইয়া থাকে। যাগ করিয়া স্বর্গে যাইতে পারিলে, আর দুঃখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না ; কারণ, স্বর্গ একটি সুখবিশেষ উহাতে কোনরূপ দুঃখের সংশ্লেষ নাই, এবং উহার বিনাশও নাই। স্বর্গের লক্ষণ শ্লোকটী ভট্টবার্ত্তিকের। শ্লোকের "যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং" ইত্যাদি প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ, নতুবা পুনরুক্তি হয়, এরূপও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। যাগাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে সহস্র-সম্বৎসরের অধিক কাল লাগে না, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি বৎসর বা জন্মেও লাভ হয় কি না সন্দেহ। তাই অপেক্ষাকৃত সুগম উপায় যজ্ঞাদির অবতারণা করিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছে ॥

কারিকা।

দৃষ্ট বদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ ॥
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা ॥ আনুশ্রবিকঃ (অনুশ্রবে বেদে বিহিতঃ যাগাদিঃ উপায়ঃ) দৃষ্টবৎ (দৃষ্টেন লৌকিকেন উপায়েন তুল্যঃ, একান্ত অত্যন্ত দুঃখত্রয় ন নাশক-ত্বাদর্থঃ) হি (যতঃ) সঃ (দৃষ্ট উপায়ঃ) অবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ (অবিশুদ্ধ্যা

পশুবধাদিজনিতেন পাপেন, ক্ষয়েন যজ্ঞীয়ফলস্বর্গাদেঃ সুচিরকালানবস্থানং নাশেন, অতিশয়েন বিশেষেণ ন্যূনাতিরেক-ভাবেনচ, যুক্তঃ সম্বদ্ধঃ) তদ্বিপরীতঃ (তস্মাৎ অবিশুদ্ধ্যাদি-দোষযুক্তাৎ দৃষ্টরূপায়াৎ, বিপরীতঃ বিশুদ্ধ্যা ক্ষয়াতিশয়াভাবেনচ যুক্তঃ উপায়ঃ বিবেকজ্ঞানং) শ্রেয়ান্ (প্রশস্ততরঃ) কুতঃ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ (ব্যক্তং, মহদাদি, অব্যক্তং প্রকৃতিঃ, জ্ঞঃ পুরুষঃ, এতেষাং বিজ্ঞানাৎ বিশেষতো জ্ঞানাৎ, অনুযোগি-প্রতিযোগিধর্ম্মাণাং হি বিশেষতো জ্ঞানাৎ তয়োর্ভেদসাক্ষাৎকারো ভবতীতি) ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য ॥ বেদবিহিত যাগাদিরূপ অদৃষ্ট উপায়ও দৃষ্ট উপায়ের ন্যায় অর্থাৎ দুঃখত্রয়কে একান্ত অত্যন্তভাবে উচ্ছেদ করিতে অসমর্থ; কারণ, যাগাদিতে পশুবধাদি জন্য পাপ হয়, সুতরাং দুঃখের সম্ভব আছে। যাগাদির ফল স্বর্গাদি বিনশ্বর, সুতরাং কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার দুঃখে পতিত হয়, স্বর্গাদি সুখে তারতম্য আছে, সুতরাং অধিক সুখ দেখিয়া অল্পসুখীর দুঃখ জন্মে। ইহার বিপরীত, পাপাদি দোষে দূষিত নহে, এমত উপায় প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদসাক্ষাৎকারই শ্রেষ্ঠতর। উহা মহদাদিব্যক্ত, অব্যক্ত প্রকৃতি ও জ্ঞ পুরুষের বিশেষরূপে জ্ঞান বশতঃ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

কৌমুদী ॥ (ক) গুরুপাঠাদনুশ্রূয়তে ইত্যনুশ্রবো বেদঃ, এতদুক্তং ভবতি শ্রূয়তে এব পরং ন কেনাপি ক্রিয়তে ইতি, তত্রভবঃ আনুশ্রবিকঃ ইতি, তত্র প্রাপ্তো জ্ঞাত ইতি যাবৎ। আনুশ্রবিকোঽপি কর্ম্মকলাপো দৃষ্টেন তুল্যো বর্ত্ততে ইতি, ঐকান্তিকাত্যন্তিক দুঃখ-প্রতীকারানুপায়ত্বস্যোভয়ত্রাপি তুল্যত্বাৎ। যদ্যপি চানুশ্রবিক ইতি সামান্যেনাভিহিতং তথাপি কর্ম্মকলাপাভিপ্রায়োদ্রষ্টব্যঃ, বিবেক-জ্ঞানস্যাপ্যানুশ্রবিকত্বাৎ, তথাচ শ্রূয়তে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, প্রকৃতিতো বিবেক্তব্যঃ," "ন স পুনরাবর্ত্ততে, ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইতি। অস্যাং প্রতিজ্ঞায়াং হেতুমাহ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ, অবিশুদ্ধিঃ সোমাদিযাগস্য পশুবীজাদি-বধসাধনতা, যথা আহস্ম ভগবান্ পঞ্চশিখাচার্য্যঃ, "স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ ইতি।" স্বল্পঃ সঙ্করঃ জ্যোতিষ্টোমাদি-জন্মনঃ প্রধানাপূর্ব্বস্য পশুহিংসাদি-

জন্মনাঽনর্থহেতুনা অপূর্ব্বেণ। সপরিহারঃ কিয়তাপি প্রায়শ্চিত্তেন পরিহর্ত্তুং শক্যঃ। অথ চ প্রমাদতঃ প্রায়শ্চিত্তমপি নাচরিতং, প্রধান-কর্ম্ম-বিপাক সময়েচ পচ্যতে তথাপি যাবন্তুনসা পিতাথাবনর্থঃ সূতো তাবান সপ্রত্যবমর্ষঃ প্রত্যবমর্ষেণ সহিষ্ণুতয়া সহবর্ত্ততে ইতি, মৃষ্যন্তেহি পুণ্যসম্ভারোপনীত-স্বর্গসুধামহাহ্রদাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাপমাত্রো-পপাদিতাং দুঃখবহ্নিকণিকাং।

(খ) নচ মাহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানীতি সামান্যশাস্ত্রং বিশেষঃ শাস্ত্রেণ অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত ইত্যনেন বাধ্যতে ইতিযুক্তং বিরোধাভাবাৎ, বিরোধেহি বলীয়সা দুর্ব্বলং বাধ্যতে, নচেহাস্তি কশ্চিদ্বিরোধঃ ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। তথাহি "মা হিংস্যাৎ" ইতি নিষেধেন হিংসায়া অনর্থহেতুভাবো জ্ঞাপ্যতে, নতু অক্রত্বর্থত্বমপি; "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যনেনতু পশুহিংসায়াঃ ক্রত্বর্থত্বমুচ্যতে, নতু অনর্থ-হেতুত্বাভাবঃ, তথাসতি বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। নচ অনর্থহেতুত্ব ক্রতূ-পকারকত্বয়োঃ কশ্চিদস্তিবিরোধঃ, হিংসাহি পুরুষস্য দোষমাবক্ষ্যতি, ক্রতোশ্চ উপকরিষ্যতি। ক্ষয়াতিশয়ৌচ ফলগতা বপ্যুপায়ে উপচরিতৌ, ক্ষয়িত্বঞ্চ স্বর্গাদেঃ সত্ত্বে সতি কার্যত্বাদনুমিত মিতি। জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ স্বর্গমাত্রস্য সাধনং, বাজপেয়াদয়স্তু স্বারাজ্যস্য ইত্যতিশয়বত্বং, যুক্তঞ্চ পরসম্পদুৎকর্ষো হীনসম্পদং পুরুষং দুঃখাকরোতীতি। "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইতিচ অমৃতত্বাভিধানং চিরস্থেমানমুপলক্ষতি, যদাহুঃ "আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং" হি ভাষ্যতে ইতি। অতএব চশ্রুতিঃ "ন" কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ, পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্যতয়ো বিশন্তি।" তথা কর্ম্মণা মৃত্যুমৃষয়ো নিষেদুঃ প্রজাবন্তো দ্রবিণমীহমানাঃ।" তথা "পরে ঋষয়ো মনীষিণঃ পরং কর্ম্মভ্যোঽমৃতত্বমানশুঃ" ইতি। তদেতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্যাহ তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্। তস্মাদানুশ্রবিকাদ্দুঃখাপ-ঘাতকাদুপায়াৎ সোমাদেঃ অবিশুদ্ধাৎ অনিত্য-সাতিশয়ফলাদ্

বিপরীতঃ বিশুদ্ধঃ হিংসাদিসঙ্করাভাবাৎ নিত্যানিরতিশয়ফলঃ অসকৃদপুনরাবৃত্তিশ্রুতেঃ। নচ কার্যত্বেন অনিত্যতা ফলস্য যুক্তা ভাবকার্যস্য তথাত্বাৎ, দুঃখপ্রধ্বংসস্যতু কার্যস্যাপি তদ্বৈপরীত্যাৎ। ন চ দুঃখান্তরোৎপাদঃ, কারণ প্রবৃত্তৌ কার্যান্তরপাদাৎ, বিবেকজ্ঞানো-পজনন-পর্যন্তত্বাচ্চ কারণ-প্রবৃত্তেঃ। এতচ্চ উপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যতে।

(গ) অক্ষরার্থস্তু তস্মাদানুশ্রবিকাদ্ দুঃখাপঘাতকাদ্ধেতো বিপরীতঃ সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ঃ তৎসাক্ষাৎকারো দুঃখাপঘাতকো হেতু, অতএব শ্রেয়ান্। আনুশ্রবিকো হি বেদবিহিতত্বাৎ মাত্রয়া দুঃখাপঘাতকত্বাচ্চ প্রশস্যঃ, সত্ত্বপুরুষান্যতা-প্রত্যয়োঽপি প্রশস্যঃ তদনয়োঃ প্রশস্যয়োঃ মধ্যে সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ঃ শ্রেয়ান্। কুতঃ পুনরস্যোৎপত্তিরিত্যত উক্তং ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ইতি। ব্যক্তঞ্চ অব্যক্তঞ্চ জ্ঞশ্চ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞাঃ, তেষাং বিজ্ঞানং বিবেকেন জ্ঞানং, ব্যক্তজ্ঞানপূর্ব্বকমব্যক্তস্য তৎকারণস্য জ্ঞানং, তয়োশ্চ পারার্থ্যেন আত্মা পরো জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞানক্রমেণ অভিধানং। এতদুক্তং ভবতি, শ্রুতি-স্মৃতীতিহাস পুরাণেভ্যো ব্যক্তাদীন্ বিবেকেন শ্রুত্বা শাস্ত্রযুক্ত্যাচ ব্যবস্থাপ্য দীর্ঘকালাদর-নৈরন্তর্য-সৎকার-সেবিতাদ্ ভাবনাময়াদ্বিজ্ঞান-মিতি। তথাচ বক্ষ্যতি "এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি নমে নাহমিত্য পরি-শেষং। অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানমিতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ॥ (ক) গুরুর পাঠের পশ্চাতে শুনা যায় বলিয়া বেদের নাম অনুশ্রব, ইহাই বলা হইতেছে, বেদ কেবল শ্রুতই হইয়া থাকে, কাহার দ্বারা রচিত হয় নাই, উক্ত বেদে অবস্থিত, বেদে প্রাপ্ত অর্থাৎ বেদদ্বারা বোধিত যাগাদি কর্মকে আনুশ্রবিক বলে। আনুশ্রবিক যাগাদি-কর্মসমুদায়ও (কেবল এই উপায় বলিয়া কথা নহে) দৃষ্টের ন্যায়, যেহেতু একান্ত ও অত্যন্তভাবে দুঃখ-নাশের কারণ দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কোন উপায়ই নহে। কারিকায় যদিও আনুশ্রবিক-শব্দটী সামান্যভাবে বলা হইয়াছে, তথাপি এ স্থলে আনুশ্রবিকশব্দে যাগাদি কার্যসমুদায় বুঝিতে হইবে (তত্ত্বজ্ঞান নহে), বিবেকজ্ঞানও আনুশ্রবিক অর্থাৎ

বেদবোধিত, সেইরূপই বেদে শুনা গিয়া থাকে। ("আত্মাকেই জানা উচিত" প্রকৃতি হইতে আত্মাকে পৃথকভাবে জানা উচিত, আত্মজ্ঞব্যক্তি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে না।") অদৃষ্টউপায় দৃষ্টউপায়ের তুল্য, এই বিষয়ে হেতু বলা যাইতেছে, সেই আনুশ্রবিক কর্ম্মসমুদায় অবিশুদ্ধ অর্থাৎ পাপমিশ্রিত, উহার ক্ষয় ও বিশেষ (তারতম্য) আছে, সোমাদি যাগ (যাগের অঙ্গ দুইটী দ্রব্য ও দেবতা, দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগের নাম যাগ) পশু ও বীজাদির বধের কারণ হয়, ইহাই অবিশুদ্ধি। ভগবান্ পঞ্চশিখ আচার্য্য বলিয়াছেন,—(যাগাদি) স্বল্পসঙ্কর, সপরিহার ও সপ্রত্যবমর্ষ। জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের দ্বারা উৎপন্ন হয় যে প্রধান অপূর্ব্ব অর্থাৎ যে ধর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি জন্মে, (যাগাদিস্থলে অনেকগুলি অপ্রধান অপূর্ব্ব থাকে, আশুবিনাশী ক্রিয়ারূপ অঙ্গ যাগ সকলের পরস্পর মিলন হইতে পারে না বলিয়া, অঙ্গযাগ দ্বারা একটী অপ্রধান অপূর্ব্ব বা খণ্ডাপূর্ব্ব উৎপন্ন হয় স্বীকার হইয়াছে, এই অপ্রধান অপূর্ব্ব হইতে স্বর্গাদি জন্মে না, উহারা একত্র হইয়া একটী প্রধান অপূর্ব্ব জন্মায়, ইহা দ্বারা স্বর্গাদি ফল জন্মে) উহার সহিত পশুহিংসাদি দ্বারা উৎপন্ন দুঃখের কারণ অল্পপরিমাণ পাপের সংশ্রব থাকে, ইহাকে স্বল্পসঙ্কর অর্থাৎ স্বল্পপাপের সহিত সঙ্কর বলে। পূর্ব্বোক্ত পাপ অল্প-পরিমাণে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দূর করা যাইতে পারে, অতএব সপরিহার। অনব-ধানতাবশতঃ (পশুহিংসাদিজনিত পাপবিনাশের নিমিত্ত) যদি প্রায়শ্চিত্ত করা না হয়, তবে প্রধান কর্ম্ম যাগাদির পরিণাম স্বর্গাদি ভোগের সময় ঐ অল্প-পরিমাণ পাপেরও পরিণাম অর্থাৎ দুঃখভোগ হয়, তাহা হইলেও ঐ পাপ যতটুকু অনর্থ দুঃখ উৎপন্ন করে, তাহা অনায়াসে সহ্য করা যাইতে পারে। প্রত্যবমর্ষ অর্থাৎ সহিষ্ণুতার সহিত বর্ত্তমান বলিয়া ইহাকে সপ্রত্যবমর্ষ বলে, পুণ্যরাশি দ্বারা সমুৎপন্ন স্বর্গসুধা মহাহ্রদে যে সমস্ত পুণ্যশীলগণ অবগাহন করিতেছেন, তাঁহারা অল্পপাপে উৎপন্ন দুঃখরূপ অগ্নিকণাকে সহজেই সহ্য করিতে পারেন।

(খ) "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" কোন জীবের হিংসা করিবে না, হিংসা-মাত্রেই পাপ, এই সামান্যশাস্ত্র অর্থাৎ সাধারণতঃ প্রাণিমাত্রের হিংসা-নিষেধক-শাস্ত্রটী, অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত অগ্নিষোম দেবতার উদ্দেশে পশু বিনাশ করিবে, অর্থাৎ পশুবধ করিয়া অগ্নিষোম দেবতার যাগ করিবে ; এই বিশেষ শাস্ত্রদ্বারা বাধিত হয় বলা ঠিক নহে ; কারণ, (উক্ত উভয়শাস্ত্রের) বিরোধ নাই,

বিরোধ থাকিলে অর্থাৎ একটী বিষয়ে ভাব ও অভাবরূপে উভয়শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইলে, প্রবলশাস্ত্রের দ্বারা দুর্ব্বলশাস্ত্র বাধিত হয়। প্রদর্শিতস্থলে কোন বিরোধ নাই, কারণ উভয়শাস্ত্রের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। এইরূপ,—"মা হিংস্যাৎ" এই নিষেধ দ্বারা "হিংসা পাপের কারণ" ইহা বুঝায়, হিংসা (যাগে পশুহিংসা) যাগের উপকারক নহে এরূপ বুঝায় না; "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" এই বিধায়ক শাস্ত্র দ্বারা "পশুহিংসা যাগের উপকারক" ইহা বুঝায় অনর্থের (পাপের দ্বারা দুঃখের) জনক নহে এরূপ বুঝায় না, সেরূপ বুঝাইলে বাক্যভেদ (একটী বাক্যে বিশেষ্য অর্থাৎ প্রধানরূপে উভয় অর্থের বোধ) দোষ হয়। একটী বিষয় (বৈধহিংসা) অনর্থের জনক ও যাগের নিষ্পাদক হইবে; ইহাতে কোন বিরোধ নাই; বৈধ পশুহিংসা পুরুষের দোষ অর্থাৎ পাপ জন্মায়, যাগেরও উপকার করে।

আনুশ্রাবিক কর্ম্ম যাগাদি ফল স্বর্গাদিতে ক্ষয় ও অতিশয় (বিশেষ, তারতম্য) আছে, কার্য্য স্বর্গের ধর্ম্ম এই ক্ষয় বিশেষকে কারণ যাগাদিতে উপচার অর্থাৎ লক্ষণা করিয়া বুঝাইয়াছে। স্বর্গাদি বিনশ্বর অর্থাৎ ইহার অবশ্যই বিনাশ আছে, কারণ, উহা ভাবরূপ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, (ধ্বংসভাব উৎপন্ন হইলেও ইহার বিনাশ নাই; কারণ, ইহা অভাবরূপ, ভাব পদার্থ নহে)। জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগ কেবল স্বর্গের সাধন, বাজপেয় প্রভৃতি স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বর্গের আধিপত্যের কারণ, অতএব উক্ত উভয়ের মধ্যে একের অতিশয় আছে, যাগাদি কার্য্য করিয়া কেহ স্বর্গে যায়, কেহ বা স্বর্গের রাজা হয়, পরের সম্পত্তি অধিক দেখিলে অল্প সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণের দুঃখ হইয়া থাকে, (স্বর্গে গিয়া স্বর্গাধিপতির সুখসমৃদ্ধি দেখিয়া স্বর্গবাসী সাধারণ দেবগণের দুঃখ হইবার কথা) "অপাম সোমমমৃতা অভূম" সোমরস পান অর্থাৎ সোমযাগ করিয়াছি, অমর হইয়াছি, এই অমরতার অর্থ চিরকাল অবস্থান, (দেবগণ স্বর্গের আদিতে জন্মিয়া প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া থাকেন)শাস্ত্রেউক্ত আছে, "প্রাণিগণের সংপ্লব অর্থাৎ প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থানকেই অমৃতত্ব বলে, এই নিমিত্তই শ্রুতিতে আছে,—যাগাদি কর্ম্ম, পুত্র অথবা ধন অর্থাৎ দেবতাজ্ঞান (উপাসনা, বিদ্যা) রূপ দৈববিত্ত দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না; অপর ঋষিগণ কেবল শরীরাদিতে অভিমান ত্যাগ দ্বারা অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করিয়াছেন। ঐ অমৃতত্ব অর্থাৎ বিষ্ণুপদ স্বর্গ নহে, উহা মুক্তিরূপ তাহাতে নিহিত হইয়া

বিরাজিত আছে, (কেবল চিত্ত-বৃত্তিরূপ জ্ঞান দ্বারাই উহাকে পাওয়া যায়,) বিবেকী যতিগণই উহা পাইয়া থাকেন। (বুদ্ধিতে থাকিলেও, সাধারণে জানিতে পারে না) ; পুত্রকন্যাপরিবৃত ঋষিগণ ঐশ্বর্য্যের কামনা করিয়া, কর্ম্ম (কাম্যকর্ম্ম) দ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ বন্ধনকেই পাইয়াছেন, ধীশক্তিশালী অপর ঋষিগণ কর্ম্মের অতীত (যাহাকে কর্ম্মদ্বারা পাওয়া যায় না) অমৃতত্বকে (জ্ঞান দ্বারা) প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, উক্ত আনুশ্রবিক কর্ম্মকলাপ হইতে বিপরীত অর্থাৎ অনিত্যত্ব প্রভৃতি দোষে দূষিত নহে, এরূপ তত্ত্বজ্ঞানই দুঃখত্রয় নাশের প্রশস্ততর উপায়। এই তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি (বুদ্ধি, সত্ত্ব) ও পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকার, মহদাদি ব্যক্ত, অব্যক্ত প্রকৃতি ও জ্ঞ পুরুষের বিশেষরূপে জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। উহা সাতিশয় ফল স্বর্গাদির জনক দুঃখবিনাশক আনুশ্রবিক (বেদ বোধিত) উপায় হইতে বিপরীত, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বিশুদ্ধ কারণ, ইহাতে হিংসাদির মিশ্রণ নাই, এবং ইহার ফল (মোক্ষ) নিত্য ও নিরতিশয় (মুক্তিতে ছোট-বড়-ভাব নাই, মুক্ত হইলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ হয় না, সুতরাং দুঃখ ভোগ হয় না) মুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বার আবৃত্তি অর্থাৎ জন্ম নাই, এ কথা শ্রুতিতে বারম্বার উক্ত আছে। তত্ত্বজ্ঞানের ফল মুক্তি কার্য্য, অতএব বিনাশী এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে, ভাবকার্য্যই সেরূপ (অনিত্য) হইয়া থাকে, দুঃখধ্বংসরূপ মুক্তি, কার্য্য হইলেও, ভাব বিপরীত অর্থাৎ অভাব। অন্য দুঃখের উৎপত্তিরও সম্ভাবনা নাই, যেহেতু কারণের ব্যাপার (ক্রিয়া) না হইলে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। দুঃখাদির কারণ প্রকৃতির ব্যাপার (সৃষ্টি) বিবেকজ্ঞান জন্মান পর্য্যন্তই হইয়া থাকে, এ সমস্ত কথা অগ্রে বিশেষরূপে বলা যাইবে।

(গ) অক্ষরার্থ (কারিকার উত্তর ভাগের অর্থ) এইরূপ,—দুঃখনাশের উপায় বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকার দুঃখনাশক পূর্ব্বোক্ত আনুশ্রবিক উপায় যাগাদি হইতে বিপরীত, অর্থাৎ হিংসাসঙ্কর অনিত্যতা প্রভৃতি দোষে দূষিত নহে, অতএব উহা প্রশস্ততর। আনুশ্রবিক কর্ম্মকলাপ যাগাদিও বেদ-বিহিত এবং কিয়ৎপরিমাণে দুঃখের নাশক (যত কাল স্বর্গ ভোগ হয়, ততকাল দুঃখ হয় না) বলিয়া প্রশংসনীয়, বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকার (তত্ত্বজ্ঞান) ও প্রশংসনীয়, প্রশংসনীয় এই উভয় উপায়ের মধ্যে বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকাররূপ উপায়টী অধিকতর প্রশসংনীয়। কিরূপে ইহার (তত্ত্বজ্ঞানের)

উৎপত্তি হয়, এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হইতেছে, ব্যক্ত, অব্যক্ত ও পুরুষের জ্ঞান হইলে পূর্ব্বোক্ত ভেদ প্রত্যক্ষ হয়। ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ পুরুষ ইহাদের বিশেষরূপে জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। প্রথমতঃ (প্রত্যক্ষাদি দ্বারা) ব্যক্তের জ্ঞান হইয়া ঐ ব্যক্তের কারণরূপে অব্যক্ত প্রকৃতির অনুমান হয়। ব্যক্ত ও অব্যক্ত (জড়বর্গসমুদায়) উভয়ই পরের (পুরুষের) প্রয়োজন সিদ্ধি করে, (জড়-পদার্থ চেতনের ভোগ্য হয়) যাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধি করে, সেই পরই পুরুষ, এইরূপে পুরুষের অনুমান হয়। ক্রমশঃ (প্রথমে ব্যক্তের, পরে অব্যক্তের ও সর্ব্বশেষে পুরুষের) যেরূপ জ্ঞান হয়, সেই রূপেই কারিকায় নির্দ্দেশ হইয়াছে।

সার কথা এই ;—শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে ব্যক্ত প্রভৃতিকে বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা ব্যবস্থাপন (মনন) করিয়া দীর্ঘকাল আদর নৈরন্তর্য্য ও ভক্তিসহকারে অনুষ্ঠিত ভাবনাময় (চিন্তন, নিদিধ্যাসন) ধর্ম্ম হইতে বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। এই কথাই বলা যাইবে, "এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করিলে সংশয় ও ভ্রম-বিরহিত, বিশুদ্ধ, কোনরূপ অজ্ঞানে অমিশ্রিত, আমি কর্ত্তা নহি, কোন বস্তুর সহিত আমার সম্বন্ধ নাই, আমি বিকারহীন পুরুষ, এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে" ॥ ২ ॥

মন্তব্য ॥ "বৈধহিংসার্থ পাপ নাই" ন্যায় ও মীমাংসা শাস্ত্রের এইরূপ মর্ম্ম। তাঁহারা বলেন, বৈধের অতিরিক্ত রাগপ্রাপ্ত অবৈধহিংসায় পাপ হয়, "মা হিংস্যাৎ" এই শাস্ত্রের বিষয় অবৈধহিংসা, "অপবাদ-বিষয়ং পরিত্যজ্য উৎসর্গঃ প্রবর্ত্ততে" অর্থাৎ বিশেষ বিধির (এ স্থলে অগ্নিষোমীয়াদি শাস্ত্রের) বিষয় পরিত্যাগ করিয়া উৎসর্গ (সামান্য) শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয় ; বিশেষ শাস্ত্রের স্থল পরিত্যাগ করিয়া, অন্য স্থলগুলিকে সামান্য শাস্ত্রে বুঝায়, অতএব হিংসা করিলে পাপ হয়, এই সামান্য শাস্ত্র বৈধহিংসারূপ হিংসাবিশেষকে পরিত্যাগ করিয়া বুঝাইবে, বৈধাতিরিক্ত হিংসায় পাপ হয়। সাংখ্যকার বলেন, তাহা নহে, বৈধহিংসাতেও পাপ হয়, তবে পাপ অপেক্ষা পুণ্যের ভাগ অতিরিক্ত বলিয়া, সাধারণের ইহাতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অগ্নিষোমীয় শাস্ত্রের অর্থ—পশু বধ করিয়া যাগ সম্পন্ন করিবে, ঐ পশুবধে পাপ হইবে না, কে বলিল ?

ঈর্ষ্যাদ্বেষ প্রাণীমাত্রের সঙ্গের সঙ্গী, স্বর্গে গিয়াও নিস্তার নাই, সেখানেও

পরের শ্রীবৃদ্ধিতে কাতর হইতে হয়, আত্মারাম অর্থাৎ আপনাতেই আপনি সুখী হওয়া ভিন্ন বিমল আনন্দের সম্ভাবনা নাই।

কারণ ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, কার্য্য থাকিলেই অবশ্য কারণ থাকিবে, ব্যক্তরূপ কার্য্যদ্বারা তৎকারণ অব্যক্তের অনুমান হয়। গৃহশয্যাদি স্থলে দেখা যায়, জড়মাত্রই চেতনের ভোগ্য, ভোগ্য থাকিলেই ভোক্তা থাকা চাই, নতুবা কাহার ভোগ হইবে? জড়বর্গরূপ ভোগ্য দ্বারা ভোক্তা পুরুষের অনুমান হয়। অগ্রে বিস্তারিত বলা যাইবে॥ ২॥

কৌমুদী॥ তদেবং প্রেক্ষাবদপেক্ষিতার্থত্বেন শাস্ত্রারম্ভং সমাধায় শাস্ত্রমারভমাণঃ শ্রোতৃবুদ্ধিসমবধানায় তদর্থং সংক্ষেপতঃ প্রতিজানীতে॥

অনুবাদ॥ পূর্ব্বোক্তরূপে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সমস্ত প্রেক্ষাবান্‌গণের অপেক্ষিত, সুতরাং শাস্ত্রের আরম্ভ করা উচিত, ইহা স্থির করতঃ শাস্ত্রের আরম্ভ করিতে গিয়া শ্রোতাসকলের চিত্তের একাগ্রতার নিমিত্ত শাস্ত্রীয় অর্থ সংক্ষিপ্তরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

কারিকা॥ মূল-প্রকৃতিরবিকৃতিঃ মহদাদ্যাঃপ্রকৃতিবিকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারঃ ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ॥ ৩॥

ব্যাখ্যা॥ মূলপ্রকৃতিঃ (প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ, মূলংচাসৌ প্রকৃতিশ্চেতি, মূল-প্রকৃতিঃ আদিকারণং, প্রধানং) অবিকৃতিঃ (ন বিকৃতিঃ ন কার্য্যং, কারণমেব) মহদাদ্যাঃ সপ্ত (মহদহঙ্কার-পঞ্চতন্মাত্রাণি) প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ (প্রকৃতয়শ্চ তাঃ বিকৃতয়শ্চ, মহদাদিষু সপ্তসু কারণত্বং কার্য্যত্বঞ্চ, কিঞ্চিদপেক্ষ্য কারণং কিঞ্চিদপি-চাপেক্ষ্য কার্য্যমিত্যর্থঃ) ষোড়শকঃ (ষোড়শসংখ্যা-পরিমিতো গণঃ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চমহাভূতানি, মনশ্চ) বিকারঃ তু (বিকারঃ কার্য্যং এব নতু কারণং) পুরুষঃ (চিতিশক্তিঃ) ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ (ন কিমপি জনয়তি, নচ কস্মাদপি উৎপদ্যতে)॥ ৩॥

তাৎপর্য্য॥ জড়বর্গের আদিকারণ প্রকৃতি কার্য্য নহে, কেবল কারণ। মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধিসমষ্টি) অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্মভূত) ইহারা কার্য্য ও কারণ উভয়রূপ, কোনটী অপেক্ষা করিয়া কারণ; কোনটী অপেক্ষা করিয়া কার্য্য। পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ (এই ষোড়শটী কেবল

কার্য্য অর্থাৎ অন্য কোন তত্ত্বের কারণ নহে। পুরুষ কার্য্যও নহে, কারণও নহে। ৩॥

কৌমুদী॥ সংক্ষেপতঃ হি শাস্ত্রার্থস্য চতস্রঃ বিধাঃ, কশ্চিদর্থঃ প্রকৃতিরেব, কশ্চিদর্থঃ বিকৃতিরেব, কশ্চিঃ প্রকৃতি-বিকৃতিরেব, কশ্চিদনুভয়রূপঃ। তত্র কা প্রকৃতিরেব ইত্যত উক্তং মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিরিতি। প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানং, সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা, সা অবিকৃতিঃ প্রকৃতিরেবেত্যর্থঃ, কস্মাদিত্যত উক্তং মূলেতি, মূলঞ্চাসৌ প্রকৃতিশ্চেতি মূলপ্রকৃতিঃ, বিশ্বস্য কার্য্যসংঘাতস্য সামূলং ন ত্বস্যা মূলান্তরমস্তি অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ, নচানবস্থায়াং প্রমাণমস্তীতিভাবঃ। কতমাঃ পুনঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ কিয়ত্যশ্চ ইত্যত উক্তং মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তেতি, প্রকৃতয়শ্চ তা বিকৃতয়শ্চেতি, তথাহি, মহত্তত্ত্বমহঙ্কারস্য প্রকৃতিঃ বিকৃতিশ্চ মূলপ্রকৃতেঃ, এবমহঙ্কার তত্ত্বং তন্মাত্রাণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রকৃতিঃ বিকৃতিশ্চ মহতঃ, এবং পঞ্চতন্মাত্রাণি ভূতানামাকাশাদীনাং প্রকৃতয়ঃ বিকৃতয়শ্চ অহঙ্কারস্য। অথ কা বিকৃতিরেব কিয়তীচ ইত্যতউক্তং ষোড়শকস্তু বিকার ইতি, ষোড়শসংখ্যা পরিমিতোগণঃ ষোড়শকঃ, তু শব্দঃ অবধারণে ভিন্ন ক্রমশ্চ, পঞ্চমহাভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণিচেতি ষোড়শকো গণো বিকার এব ন প্রকৃতিরিতি। যদ্যপিচ পৃথিব্যাদীনামপি গো-ঘট বৃক্ষাদয়ো বিকারাঃ, এবং তদ্বিকার-ভেদানাং পয়োবীজাদীনাং দধ্যঙ্কুরাদয়ঃ, তথাপি গবাদয়ো বীজাদয়ো বা ন পৃথিব্যাদিভ্যস্তত্ত্বান্তরং, তত্ত্বান্তরোপাদানত্বঞ্চ প্রকৃতিত্বমিহাভিপ্রেতমিতি ন দোষঃ সর্ব্বেষাং গোঃঘটাদীনাং স্থূলতেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাচ সমেতি ন তত্ত্বান্তরত্বং। অনুভয়রূপমুক্তং, তদাহ ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি, এতচ্চ সর্বমুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যতে॥ ৩॥

অনুবাদ॥ সাংখ্য-শাস্ত্রের পদার্থ সমুদয় সংক্ষেপরূপে চারি ভাগে বিভক্ত, কোন পদার্থ কেবল প্রকৃতি অর্থাৎ কারণই, কার্য্য নহে, কোন পদার্থ কেবল

বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্যই, কারণ নহে, কোন পদার্থ প্রকৃতি-বিকৃতি উভয়রূপ এবং কোন পদার্থ অনুভয়রূপ অর্থাৎ কার্য্য নহে, কারণও নহে। উক্ত চারি প্রকারের মধ্যে কোন্‌টী কেবল প্রকৃতি এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হইয়াছে, মূল প্রকৃতি কার্য্য নহে, সম্যক্‌ প্রকারে কার্য্য সকলকে যে উৎপন্ন করে, তাহাকে প্রকৃতি বলে, উহার আর একটী নাম প্রধান, উহা সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় উপলক্ষিত (যাহারা কখনও সাম্যাবস্থা পাইয়াছে) গুণত্রয়, উহা অবিকৃতি, কার্য্য নহে, কেবল কারণ। মূল (যাহার আর মূল নাই) যে কারণ তাহাকে মূল প্রকৃতি বলে কার্য্য-বর্গ সমূহয়ের প্রকৃতিই মূল কারণ, ইহার আর মূল নাই, কারণের মূল এরূপ হইলে (তাহার মূল তাহার মূল এইরূপে) অনবস্থা দোষ হয়, ঐ ভাবে অনবস্থায় কোন প্রমাণ নাই, এরূপ বুঝিতে হইবে, (একটী নিত্য মূল কারণ স্বীকারে উৎপত্তি হইলে, অনবস্থা স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে)।

কোন্‌ কোন্‌টী প্রকৃতি-বিকৃতি, উহাদের সংখ্যাই বা কত? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হইয়াছে,—মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি (মহৎ অহঙ্কার ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র) সাতটী প্রকৃতি বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য কারণ উভয়রূপ। তাহা এইভাবে হয়; মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারের কারণ অথচ মূল প্রকৃতির কার্য্য। এইরূপ অহঙ্কারতত্ত্ব পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের (মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের) কারণ অথচ মহত্তত্ত্বের কার্য্য। এইরূপ পঞ্চতন্মাত্র আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের কারণ অথচ অহঙ্কারের কার্য্য।

কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ কেবল বিকৃতি, উহাদের সংখ্যাই বা কত? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হইয়াছে ষোলটী পদার্থ কেবল বিকৃতি, অর্থাৎ কার্য্য, কারণ নহে। ষোড়শকঃ তু এই 'তু' শব্দের অর্থ অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়, উহার ক্রম ভিন্ন (যে ভাবে কারিকায় 'তু' শব্দ ষোড়শক শব্দের পরে প্রযুক্ত হইয়াছে, উহাকে সেরূপে না বুঝিয়া, স্থানান্তরে বিকারশব্দের পরে রাখিয়া বুঝিতে হইবে) ষোড়শকঃ বিকারস্তু বিকারএব এইরূপে অর্থবোধ হইবে। পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ সংখ্যা বিশিষ্টগণ (কার্য্যের দল) কেবল বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য, কারণ নহে, ইহা হইতে অন্য কোন তত্ত্বের উৎপত্তি হয় না। যদিও পৃথিব্যাদির গো-ঘট-বৃক্ষাদিরূপ কার্য্য আছে, গো-বৃক্ষাদির কার্য্য দুগ্ধ-বীজাদি, দুগ্ধবীজাদির দধি অঙ্কুরাদিরূপ কার্য্য আছে (উক্ত ষোড়শ পদার্থ

কেবল কার্য্য হইল না, কারণও হইয়াছে) সত্য, কিন্তু গবাদি বা বীজাদি (চেতন ও অচেতনভাবে দুই প্রকার বলা হইয়াছে) পৃথিব্যাদি হইতে পৃথক তত্ত্ব নহে। কারিকার প্রকৃতি পদের অর্থ অন্য তত্ত্বের উপাদান, অতএব দোষ নাই। গোঘটাদি সমস্তেরই স্থূলতা ও ইন্দ্রিয়-বেদ্যতা (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ হইবার যোগ্যতা) পৃথিব্যাদির সহিত সমান অর্থাৎ পৃথিবী (মৃত্তিকা) যেমন স্থূল ও চক্ষুঃ বা ত্বক্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ঘটাদিও সেইরূপ, অতএব পৃথক্ তত্ত্ব নহে। অনুভয় প্রকার (সংক্ষেপরূপে বলিবার সময়) বলা হইয়াছে, সম্প্রতি তাহাই বলা হইতেছে, পুরুষ কার্য্য বা কারণ কিছুই নহে। এ সমস্ত বিষয় অগ্রে বিশেষরূপে বলা যাইবে ॥ ৩ ॥

মন্তব্য ॥ বোধের সুগম উপায় করিবার নিমিত্ত দার্শনিক পণ্ডিতগণ জগতের সমস্ত পদার্থ শ্রেণীবিভক্ত করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। (প্রকৃতি ও তৎ-কার্য্যরূপ জড়বর্গ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া পুরুষকে (আত্মাকে) জানিতে পারিলে মুক্তি হয়। একটী বস্তু হইতে অপরটীকে পৃথক্‌ভাবে বুঝাইতে হইলে, উভয়েরই স্বভাব বিশেষরূপে বর্ণনার আবশ্যক, এই নিমিত্তই সামান্যও বিশেষভাবে জড়বর্গ বলা হয়াছে, নতুবা আত্মজ্ঞানেই মুক্তি হয়, জড়বর্গের জ্ঞানের আবশ্যক ছিল না।

চতুর্ব্বিংশতি জড়বর্গ সমস্তই দ্রব্য পদার্থ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় বৈশেষিক শাস্ত্র প্রসিদ্ধ গুণ নহে, পুরুষরূপ পশুকে বন্ধন করে এবং বেণীর ন্যায় পরস্পর আবদ্ধ থাকে বলিয়া গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়াছে। জড়বর্গের মূল কারণ প্রকৃতি, উহার বিভাগ হয় না, উহা নিত্য পদার্থ গুণত্রয়ের অতিরিক্ত নহে। কারিকায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে, কিন্তু সাম্যাবস্থা প্রকৃতি নহে, সাম্যাবস্থা উপলক্ষিত অর্থাৎ যাহার কখন সাম্যাবস্থা ঘটিয়াছে, এরূপ গুণত্রয়কেই প্রকৃতি বলে, বৈষম্য অবস্থায় সৃষ্টি হয়, মহদাদি কখনই সাম্যাবস্থায় উপলক্ষিত হয় না। এদিকে সাম্যাবস্থাকে বিশেষণ না বলিয়া উপলক্ষণ বলায় বৈষম্যাবস্থায় সৃষ্টিকালেও গুণত্রয়ের প্রকৃতিত্ব হানি হইতেছে না, বিশেষণ ও উপলক্ষণের বিশেষ এই,—বিশেষণটী বর্ত্তমান থাকে, উপলক্ষণটী বর্ত্তমান না থাকিয়াও বিশেষ্যকে ইতর হইতে পৃথক্‌ভাবে বুঝাইয়া দেয়, যে গৃহের চালে কাক পড়িয়াছিল, সেইটী অমুকের গৃহ, এখানে কাক বর্ত্তমান না থাকিয়াও, গৃহের পরিচয় জন্মায়; এখানে কাকটী উপলক্ষণ। উক্ত গুণত্রয়ের স্থানে

ন্যায়শাস্ত্রে পরমাণু নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ এই ন্যায়ের পরমাণুর শব্দাদি গুণ আছে, গুণত্রয়ের তাহা নাই, সাংখ্যের ভূত সূক্ষ্ম বা পঞ্চতন্মাত্র স্থানে ন্যায়ের পরমাণুর নির্দ্দেশ হইতে পারে।

সূক্ষ্ম ভূত বা পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতাত্মক তত্ত্বান্তর বলা হইয়াছে; কারণ সূক্ষ্ম ভূতে স্থূলতা নাই, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা নাই, মহাভূতে আছে। মহাভূত হইতে গোঘটাদিকে তত্ত্বান্তর বলা হয় না, কারণ উভয়েরই স্থূলতা আছে, উভয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে। অতএব জড়বর্গ চতুর্বিংশতিতত্ত্বের অধিক নহে ॥ ৩ ॥

কৌমুদী ॥ তমিমমর্থং প্রামাণিকং কর্ত্তুং অভিমতাঃ প্রমাণ-ভেদাঃ লক্ষণীয়াঃ, নচ সামান্য-লক্ষণমন্তরেণ শক্যং বিশেষলক্ষণং কর্ত্তুমিতি প্রমাণসামান্যং তাবল্লক্ষয়তি ॥

অনুবাদ ॥ পূর্ব্বোক্ত পদার্থসকলকে প্রামাণিক অর্থাৎ প্রামাণসিদ্ধ যথার্থ-রূপে স্থির করিবার নিমিত্ত, (পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি প্রভৃতি পদার্থ বাস্তবিক আছে, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত) প্রমাণসমুদায় অভীষ্ট হইয়াছে, সুতরাং প্রমাণসকলের লক্ষণ করা আবশ্যক, সামান্য লক্ষণ (সাধারণতঃ বলা, অনেক লক্ষ্যে থাকে এরূপ একটী ধর্ম্মদ্বারা পরিচয় করা) না করিয়া বিশেষ লক্ষণ করা যায় না বলিয়া অগ্রে প্রমাণ-সামান্যের লক্ষণ করিতেছেন, প্রমাণ কাহাকে বলে প্রথমতঃ তাহাই বলা যাইতেছে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবিশেষ কি? তাহা পরে বলা যাইবে।

মন্তব্য ॥ মনুষ্য কি? না বুঝিয়া ব্রাহ্মণ কি? তাহা বুঝা যায় না। প্রথমতঃ সাধারণতঃ একটী জ্ঞান হওয়া চাই, পরে বিশেষ করিয়া জানা যাইতে পারে, নতুবা অগ্রেই বিশেষরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও ফল লাভ হয় না, এ নিমিত্ত প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ-বিশেষ বুঝাইবার পূর্ব্বে সামান্যতঃ প্রমাণ কি? তাহা বলা হইয়াছে।

কারিকা ॥ দৃষ্টমনুমানমাপ্ত-বচনঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা ॥ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ (সর্ব্বেষাং প্রমাণানাং উপমানাদীনামপি, সিদ্ধত্বাৎ অন্তর্ভাবাৎ) প্রমাণং (প্রমাকরণম্) দৃষ্টং (প্রত্যক্ষং) অনুমানং

(অনুমিতি-করণং) আপ্তবচনঞ্চ (আগমশ্চ) ত্রিবিধং (তিস্রো বিধা অস্য ত্রিধেত্যর্থঃ) ইষ্টং (অভিলষিতং) প্রমাণাৎ হি (যতঃ প্রমাণাৎ) প্রমেয়সিদ্ধিঃ (প্রমেয়াণাং ব্যক্তাদীনাং সিদ্ধিঃ জ্ঞানং, অতঃ প্রমাণং নিরূপ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য ॥ প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত অনুমান ও আগম প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়, উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি প্রভৃতি প্রত্যক্ষাদি তিন প্রমাণের অন্তর্ভূ'ত ; অতএব প্রমাণের সংখ্যা তিনের অধিক নহে, ন্যূনও নহে। প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয়ের জ্ঞান হয়, সুতরাং প্রমাণের নিরূপণ আবশ্যক ॥ ৪ ॥

কৌমুদী ॥ অত্রচ প্রমাণমিতি সমাখ্যা লক্ষ্যপদং তন্নির্বচনঞ্চ লক্ষণং প্রমীয়তে অনেনেতি নির্বচনাৎ প্রমাং প্রতি করণত্বমবগম্যতে। তচ্চ অসন্দিগ্ধাবিপরীতানধিগত-বিষয়া চিত্তবৃত্তিঃ। বোধশ্চ পৌরু-ষেয়ঃ ফলং প্রমা, তৎসাধনং প্রমাণমিতি। এতেন সংশয়-বিপর্য্যয়-স্মৃতি-সাধনেষু অপ্রমাণেষু ন প্রসঙ্গঃ। সংখ্যা-বিপ্রতিপত্তিং নিরাকরোতি ত্রিবিধমিতি, তিস্রো বিধা অস্য প্রমাণসামান্যস্য তৎ ত্রিবিধং, নন্যূনং নাপ্যধিকমিত্যর্থঃ, বিশেষলক্ষণানন্তরঞ্চৈত দুপপাদ-য়িষ্যামঃ। কতমাঃ পুনস্তাস্তিস্রোবিধা ইত্যত আহ দৃষ্টমনুমানমাপ্ত বচনঞ্চেতি। এতচ্চ লৌকিক-প্রমাণাভিপ্রায়ং লোকব্যুৎপাদনার্থ-ত্বাচ্ছাস্ত্রস্য, তস্যৈবাত্রাধিকারাৎ। আর্ষং তু বিজ্ঞানং যোগিনামূর্দ্ধ স্রোতসাঞ্চ ন লোকব্যুৎপাদনায় অলমিতি সদপি নাভিহিতং অনধিকারাৎ। স্যাদেতৎ মাভূন্ন্যূনং অধিকন্তু কস্মান্নভবতি ? সঙ্গিরন্তে হি বাদিনঃ উপমানাদীন্যপি প্রমাণানি ইত্যত আহ সর্ব্বপ্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ এম্বেব দৃষ্টানুমানাপ্ত বচনেষু সর্ব্বেষাং প্রমাণানাং সিদ্ধত্বা দন্তর্ভাবাদিত্যর্থঃ। এতচ্চ উপপাদয়িষ্যতে ইত্যুক্তং।

অথ প্রমেয়-ব্যুৎপাদনায় প্রবৃত্তং শাস্ত্রং কস্মাৎ প্রমাণং সামান্যতো বিশেষতশ্চলক্ষতীত্যত আহ প্রমেয়-সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধীতি, সিদ্ধিঃ প্রতীতিঃ। সেয়মার্যা অর্থক্রমানুরোধেন পাঠক্রম মনাদৃত্য এবং ব্যাখ্যাতা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ॥ কারিকার প্রমাণ, এই সংজ্ঞা শব্দটী লক্ষ্যকে (যাহার লক্ষণ করিতে হইবে, যাহাকে বুঝাইতে হইবে তাহাকে) বুঝাইয়াছে। প্রমাণ পদের নির্বচন অর্থাৎ যোগার্থ (অবয়বার্থ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ, প্র+মা+করণে অনট্) দ্বারা প্রমাণের লক্ষণ বুঝিতে হইবে, (যাহা দ্বারা প্রমিত অর্থাৎ বিষয় সকল জ্ঞাত হয়, এইরূপ নিরুক্তি দ্বারা প্রমার (যথার্থ জ্ঞানের) করণ প্রমাণ এইরূপ বুঝাইবে) (যে বিষয়ে, সন্দেহ বা ভ্রম নাই, যাহা পূর্ব্বে জানা যায় নাই, এরূপ বিষয় আকারে চিত্তের বৃত্তিকে (বিষয়াকারে চিত্তের পরিণাম, জলাশয়ের জল নালা বাহিয়া যেমন চতুষ্কোণাদি ক্ষেত্রাকারে পরিণত হয়, তদ্রূপ চিত্তও ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্বিষয় ঘট-পটাদিরূপে পরিণত হয়, ঘটাদির আকারে অঙ্কিত হয়) প্রমাণ (যথার্থ জ্ঞান) বলে।) প্রমাণের ফল পুরুষ-নিষ্ঠ বোধ, ইহাকেই (বিষয় সাক্ষাৎকাররূপ) প্রমা বলে। প্রমাণের এইরূপ লক্ষণ করায় সংশয়, বিপর্য্যয় (ভ্রম) ও স্মৃতির কারণরূপ অপ্রমাণ সকলে প্রমাণের উক্ত লক্ষণের প্রসক্তি হইল না অর্থাৎ প্রমাণ শব্দে সংশয়াদির কারণ বুঝাইল না। ত্রিবিধ এই পদ দ্বারা প্রমাণের সংখ্যাবিষয়ে বিবাদ নিরাকরণ করিতেছেন, সাধারণতঃ প্রমাণের বিধা অর্থাৎ প্রকার তিনটী, ইহার অল্পও নহে, অধিকও নহে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিশেষের লক্ষণ বলিবার পর উক্ত বিষয় (প্রমাণ তিনের অধিক নহে, অল্পও নহে) বিশেষরূপে বলা যাইবে। প্রমাণের সেই তিনটী বিধা অর্থাৎ প্রকার কি? কি? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা যাইতেছে,—দৃষ্ট, (প্রত্যক্ষ) অনুমান ও আপ্তবচন অর্থাৎ শব্দ। লৌকিক প্রমাণের অভিপ্রায়েই এইরূপ (প্রমাণ তিন প্রকার, অধিক নহে) বলা হইয়াছে, কারণ, লোকের জ্ঞান জননই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, (অতএব) সাংখ্যশাস্ত্রে লৌকিক প্রমাণেরই উপন্যাস হইয়াছে। উর্দ্ধ-স্রোতা (যাঁহাদের রেতঃ-পাত হয় না) জিতেন্দ্রিয় যোগিগণের আর্ষ (অলৌকিক) বিজ্ঞান আছে, উহা লোকের ব্যুৎপত্তি (জ্ঞান) জন্মাইতে পারে না; অতএব থাকিলেও এখানে উহার উল্লেখ করা হইল না; কারণ, শাস্ত্রে (সাংখ্যনয়ে) উহার অধিকার নাই।

যাহা হউক, প্রমাণ তিন প্রকারের কম নাই হইল, অধিক না হইবার কারণ কি? (অন্যান্য বাদিগণ (নৈয়ায়িক প্রভৃতি) উপমান আদি

(অর্থাপত্তি অনুপলব্ধি প্রভৃতি) অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইয়াছে,—এই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দরূপ প্রমাণত্রয়ে উপমানাদি সমস্ত প্রমাণের অন্তর্ভাব আছে,) এ বিষয়ও উপপন্ন করা যাইবে, এ কথা বলা হইয়াছে।

ভাল, প্রমেয়কে (জ্ঞেয়কে, পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে) বুঝাইবার নিমিত্ত সাংখ্যশাস্ত্রের আরম্ভ হইয়াছে, সামান্য ও বিশেষভাবে প্রমাণের নিরূপণ কি জন্য? এইরূপ আশঙ্কায় বলা যাইতেছে,—প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয়ের অবগতি হইয়া থাকে। অর্থক্রমের অনুরোধে পাঠ-ক্রমের আদর না করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করা হইল, অর্থাৎ যেরূপ ক্রমে কারিকায় নির্দ্দেশ আছে, সেরূপ ব্যাখ্যার সুবিধা হয় না বলিয়া প্রথমতঃ প্রমাণ পদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

মন্তব্য ॥ কারিকায় একটী প্রমাণপদ দ্বারা লক্ষ্য ও লক্ষণ উভয় বুঝিতে হইবে—প্রমাণ এই সংজ্ঞা দ্বারা যেটী বুঝায় অর্থাৎ প্রমাণ বলিলে সামান্যতঃ লোকের যে বিষয়ে জ্ঞান হয়, সেইটী লক্ষ্য এবং "প্রমীয়তে অনেন প্র+মা+করণে ল্যুট্", প্র-পূর্ব্বক মা ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে ল্যুট্, (অনট্,) প্রত্যয় দ্বারা প্রমাণপদ হইয়াছে, এই অবয়বার্থ দ্বারা যেটী (প্রমা-জ্ঞানের করণটী) বুঝায়, সেইটী লক্ষণ) লক্ষ্যতাবচ্ছেদক (প্রমাণত্ব) ও লক্ষণের (প্রমাণত্বের অর্থাৎ প্রমা-করণত্বের) অভেদ হয় বলিয়া, কারিকায় প্রমাণ-পদ-বোধ্যটী লক্ষ্য এবং প্রমাকরণত্বটী লক্ষণ, এইরূপ বুঝিতে হইবে। প্রমাণ-পদ-বোধ্য ও প্রমা-করণত্ব বস্তুতঃ এক হইলেও, জ্ঞানাংশে বিভিন্নরূপে উপস্থিত হয় বলিয়া উক্ত দোষ (লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ও লক্ষণের অভেদ) হইবে না।

অনধিগত শব্দ দ্বারা স্মৃতি নিরাস করা হইয়াছে, "সঃ ঘটঃ" সেই ঘট ইত্যাদি স্মৃতির বিষয় ঘটাদি পদার্থ পূর্ব্বে অধিগত অর্থাৎ অনুভূত হইয়াছে, অতএব ঐ স্মৃতির করণটী প্রমাণ হইবে না; কিন্তু ওরূপে অনধিগত পদের প্রয়োগ করিলে, "ঘটঃ ঘটঃ" ইত্যাদি ধারাবাহিক প্রত্যক্ষস্থলে অব্যাপ্তি হয়; কারণ; "ঘটঃ" এই দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয়টী প্রথম জ্ঞান-(ঘটঃ) দ্বারা গৃহীত; সুতরাং অনধিগত নহে, এরূপ আশঙ্কায় বেদান্ত পরিভাষাকার বলিয়াছেন, ধারাবাহিকস্থলে বিরুদ্ধ পট মঠাদি বিষয়াকারে

চিত্তবৃত্তির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত একই বৃত্তি (সাংখ্যের প্রমাণ), সুতরাং ওস্থলে “প্রথম জ্ঞান” (বৃত্তি) “দ্বিতীয় জ্ঞান” এরূপ কথাই নহে। অথবা কালেরও প্রত্যক্ষ হয়, প্রথম-ক্ষণ-বিশিষ্ট ঘট প্রথম জ্ঞানের বিষয়, দ্বিতীয় ক্ষণ-বিশিষ্ট ঘট দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয়, অতএব দ্বিতীয়-ক্ষণ-বিশিষ্ট ঘটটী প্রথম জ্ঞানের দ্বারা অধিগত হয় নাই, বিশেষ্যের (ঘটের) অভেদ থাকিলেও. বিশেষণের (ক্ষণদ্বয়ের) ভেদ আছে, সুতরাং প্রমাত্বের ব্যাঘাত হইবেনা।

শব্দশক্তিকার বলিয়াছেন, “যজ্জাতীয়-বিশিষ্ট-জ্ঞানত্বাবচ্ছেদেন সমানাকার—নিশ্চয়োত্তরত্বং তজ্জাতীয়ান্য-যথার্থ-জ্ঞানস্যৈব অগৃহীত-গ্রাহিত্বেন প্রমাত্বাৎ, অতএব ধারাবাহিক-প্রত্যক্ষ-ব্যক্তীনাং সমানাকার-গ্রহোত্তর-বর্ত্তিত্বেঽপি ন তাসাং প্রমাত্বহানিঃ হানিস্তু সমানাকারানুভব-সমুত্থানাং স্মৃতীনামিতি” অর্থাৎ যে জাতীয় জ্ঞান মাত্রেরই সমানাকার জ্ঞানের উত্তর হওয়া নিয়ম, (যে জাতীয় জ্ঞান সকল সমানাকার জ্ঞানের পরে ভিন্ন হইতে পারে না) সেই জাতীয় জ্ঞান ভিন্ন যথার্থ জ্ঞানকেই অগৃহীত-গ্রাহী (অনধিগত বিষয়ক) বলিয়া প্রমা বলে। স্মৃতিমাত্রেই সমানাকার অনুভবের উত্তর হয়, অতএব উহা প্রমা নহে। ধারাবাহিক প্রত্যক্ষস্থলে প্রথম জ্ঞানটী সমানাকার অনুভবের উত্তর হয় নাই, অতএব “প্রত্যক্ষ মাত্র সমানাকার জ্ঞানের উত্তর হয়” এরূপ নিয়ম না থাকায় উহা প্রমা হইতে পারিল।

শাস্ত্রে অনেক স্থানে অনুবাদ দোষের উল্লেখ আছে, এই অনুবাদ দোষটী অপ্রামাণ্য দোষের নামান্তর মাত্র ; অনুবাদ সকল গৃহীত-গ্রাহী বলিয়া প্রমাণ নহে, যাহার অনুবাদ করিয়াছে, সেই মূলটীই প্রমাণ, অনুবাদটী নহে ; কারণ, উহার বিষয় পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছে।

(বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে যে জ্ঞান (এই ঘট, এই পট, ইত্যাদি) জন্মে, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহাকে ব্যবসায় বলিয়া উল্লেখ আছে, সাংখ্যমতে সেইটী প্রমাণ। “আমি ঘট জানি” ইত্যাদি অনুব্যবসায়সকল সাংখ্যমতে পৌরুষের বোধ অর্থাৎ প্রমাণের ফল প্রমা, ন্যায়মতে আত্মা সগুণ, সুতরাং জ্ঞানরূপ ধর্ম্ম তাহার হইতে পারে। সাংখ্যমতে আত্মা নির্গুণ, জ্ঞানাদি চিত্তের ধর্ম্ম, উহা আত্মায় প্রতিফলিত হয় মাত্র। উক্ত বিষয়ে বাচস্পতিমিশ্র ও বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতভেদ আছে, বাচস্পতির মতে পুরুষ (আত্মা) বৃত্তিযুক্ত চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিত্তের ধর্ম্ম সুখাদিকে গ্রহণ করে, ভিক্ষুর

মতে চিত্তে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ার ন্যায় পুরুষেরও চিত্তের প্রতিবিম্ব পড়ে, এ সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে অগ্রে বলা যাইবে।

যোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তের এমনি একটী অলৌকিক শক্তি জন্মে, যাহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ, সূক্ষ্ম, দূরবর্ত্তী বা ব্যবহিত পদার্থেরও জ্ঞান হইতে পারে। উহার প্রভাব সিদ্ধ যোগিগণই জানেন, অপরে তাহা বুঝিতে পারে না, অপরকে বুঝানও যায় না, উহা দ্বারা সাধারণের কোন ফলোদয় নাই, তাই বলা হইয়াছে—"সদপি নাভিহিতং অনধিকারাৎ।" এই আর্ষ জ্ঞানকেই শাস্ত্রান্তরে যোগজ-সন্নিকর্ষ-জন্য জ্ঞান বলা হইয়া থাকে।

"প্রত্যক্ষ মেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেব মুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিন স্তথা।
সম্ভবৈতিহ্য-যুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥"

অর্থাৎ চার্ব্বাকমতে প্রমাণ একটী (প্রত্যক্ষ), কণাদ ও বৌদ্ধমতে দুইটী (প্রত্যক্ষ ও অনুমান), সাংখ্য (পাতঞ্জলও বটে) মতে প্রমাণ তিনটী (প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ), একদেশী নৈয়ায়িকও প্রমাণ তিনটী বলেন, অপর নৈয়ায়িকের মতে প্রমাণ চারিটী (প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান), প্রভাকরমতে প্রমাণ পাঁচটী (প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান ও অর্থাপত্তি) ভট্ট ও বেদান্তীর মতে প্রমাণ ছয়টী (পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী ও অভাব অর্থাৎ অনুপলব্ধি), পৌরাণিকগণের মতে প্রমাণ আটটী (পূর্ব্বোক্ত ছয়টী এবং সম্ভব ও ঐতিহ্য)। প্রমাণের সংখ্যাবিষয়ে বাদিগণের এইরূপ বিবাদ থাকায় বলা হইয়াছে, প্রমাণ তিনের কম নহে, অধিকও নহে। বিশেষ বিবরণ অগ্রিম কারিকায় দেখান যাইবে।

ভ্রম, প্রমাদ, (অনবধানতা) বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা) ও ইন্দ্রিয়-দোষাদি (অন্ধত্বাদি) রহিত ব্যক্তি অর্থাৎ যাঁহার কথায় বিশ্বাস হইতে পারে, একরূপ

লোককে আপ্ত বলে, এই আপ্ত-ব্যক্তির উক্তিকেই আগম (শব্দ জন্য চিত্তবৃত্তি) প্রমাণ বলে ॥)

"আগমোহ্যাপ্তবচনং আপ্তং দোষক্ষয়াদ্বিদুঃ।
ক্ষীণদোষোহনৃতং বাক্যং ন ব্রূয়াদ্ধেত্বসম্ভবাৎ ॥
স্বকর্ম্মণ্যভিযুক্তো য়ঃ সঙ্গ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিতঃ।
পূজিত স্তদ্বিধৈ র্নিত্য মাপ্তো জ্ঞেয়ঃ স তাদৃশঃ ॥

অর্থাৎ আপ্তের বাক্যকেই আগম বলে, রাগ-দ্বেষাদি দোষ রহিতের নাম আপ্ত, উক্ত দোষরহিত ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলেন না ; কারণ, রাগ-দ্বেষাদি দোষ বশতঃই লোকে মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, যাঁহার রাগাদি নাই, সে ব্যক্তি মিথ্যা বলিবে কেন ? যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রম উচিত কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত, যাঁহার সঙ্গ বা দ্বেষ নাই, যে মহাত্মাগণেরও পূজনীয়, তাঁহাকে আপ্ত বলে।

যেরূপ ক্রমে নির্দ্দেশ করিলে সহজে বুঝিতে পারা যায়, ছন্দের অনুরোধে কারিকায় তাহার বিপরীতরূপে নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাই ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন, অর্থক্রমের অনুরোধে পাঠক্রম পরিত্যক্ত হইল ॥ ৪ ॥

কৌমুদী ॥ সম্প্রতি প্রমাণ-বিশেষ-লক্ষণাবসরে প্রত্যক্ষস্য প্রমাণেষু জ্যেষ্ঠত্বাৎ তদধীনত্বাচ্চ অনুমানাদীনাং প্রতিবাদিনা মবিপ্রতিপত্তেশ্চ তদেব তাবল্লক্ষয়তি।

অনুবাদ ॥ এখন প্রমাণবিশেষের (প্রত্যক্ষাদির) লক্ষণ করিতে হইবে। প্রমাণত্রয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষটী সর্বজ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হয়. অনুমানাদি প্রমাণ প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকারে প্রতিপক্ষ চার্ব্বাকাদিরও আপত্তি নাই, সুতরাং প্রথমতঃ প্রত্যক্ষের লক্ষণ করা হইতেছে।

কারিকা ॥ প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্রিবিধ মনুমান মাখ্যাতং।
তল্লিঙ্গ-লিঙ্গি-পূর্ব্বক মাপ্ত-শ্রুতি রাপ্তবচনন্তু ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা ॥ দৃষ্টং (প্রত্যক্ষং) প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ঃ (বিষয়ং বিষয়ং প্রতি বর্ত্তমানং প্রতি-বিষয়ং ইন্দ্রিয়ং, তজ্জন্যঃ অধ্যবসায়ঃ নিশ্চয়ঃ জ্ঞানং, ইন্দ্রিয়-জন্যং

জ্ঞান মিত্যর্থঃ), অনুমানং (অনুমিতিকরণং) ত্রিবিধং (তিস্রো বিধা যস্য তৎ ত্রিবিধং, পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ) আখ্যাতং (কথিতং) তৎ (অনুমানং) লিঙ্গ-লিঙ্গি-পূর্ব্বকং (লিঙ্গং ব্যাপ্যং ধূমাদি, লিঙ্গি ব্যাপকং বহ্ন্যাদি, লিঙ্গমস্যাস্তীতি লিঙ্গী পর্ব্বতাদি-পক্ষশ্চ, তৎপূর্ব্বকং তজ্জ্ঞান-জন্যং পরামর্শ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য মিত্যর্থঃ) তু (পুনঃ) আপ্তবচনং আপ্তশ্রুতিঃ (আপ্তা শ্রুতিঃ, সত্যবচনং, শব্দঃ প্রমাণং, শব্দজনিতা চিত্তবৃত্তিরিত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য ॥ বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে নিশ্চয়-জ্ঞান (চিত্তবৃত্তি) হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। অনুমান তিন প্রকার, পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট, ঐ অনুমান ব্যাপ্তি-জ্ঞানপূর্ব্বক পরামর্শজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। সত্য বাক্যকে আপ্তবচন বলে ॥ ৫ ॥

কৌমুদী ॥ (ক) অত্র দৃষ্টমিতি লক্ষ্য-নির্দ্দেশঃ, পরিশিষ্টন্তু লক্ষণং, সমানাসমান-জাতীয়-ব্যবচ্ছেদো লক্ষণার্থঃ। অবয়বার্থস্তু বিষিণ্বন্তি বিষয়িণ মনুবধ্নন্তি স্বেন রূপেণ নিরূপণীয়ং কুর্ব্বন্তীতি যাবৎ, বিষয়াঃ পৃথিব্যাদয়ঃ সুখাদয়শ্চ, অস্মদাদীনা মবিষয়াশ্চ তন্মাত্র লক্ষণাঃ যোগিনা মূর্দ্ধস্রোতসাঞ্চ বিষয়াং, বিষয়ং বিষয়ং প্রতি বর্ত্ততে ইতি প্রতি-বিষয় মিন্দ্রিয়ং, বৃত্তিশ্চ সন্নিকর্ষঃ, অর্থ-সন্নিকৃষ্ট মিন্দ্রিয় মিত্যর্থঃ। তস্মিন্নধ্যবসায়ঃ তদাশ্রিত ইত্যর্থঃ, অধ্যবসায়শ্চ বুদ্ধি-ব্যাপারঃ জ্ঞানং। উপাত্ত-বিষয়াণাং ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তৌ সত্যাং বুদ্ধেস্তমোঽভিভবে সতি যঃ সত্ত্ব-সমুদ্রেকঃ সোঽধ্যবসায় ইতি, বৃত্তিরিতি, জ্ঞানমিতি চাখ্যায়তে। ইদং তৎ প্রমাণং। অনেন যশ্চেতনাশক্তে রনুগ্রহঃতৎফলং প্রমা বোধঃ। বুদ্ধিতত্ত্বং হি প্রাকৃতত্বা দচেতনমিতি তদীয়োঽধ্যবসায়োঽ প্যচেতনঃ ঘটাদিবৎ, এবং বুদ্ধিসত্ত্বস্য সুখাদয়োঽপি পরিণাম-ভেদাঃ অচেতনাঃ। পুরুষস্তু সুখাদ্যননুষঙ্গী চেতনঃ, সোঽয়ং বুদ্ধিতত্ত্ব-বর্ত্তিনা জ্ঞান-সুখাদিনা তৎ প্রতিবিম্বিতঃ তচ্ছায়াপত্ত্যা জ্ঞান-সুখাদিমানিব ভবতীতি চেতনো-ঽনুগৃহ্যতে, চিতিচ্ছায়পত্ত্যাচ অচেতনাঽ পি বুদ্ধিস্তদধ্যবসায়োঽপি

চেতন ইব ভবতীতি, তথাচ বক্ষ্যতি "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং। গুণ কর্ত্তৃত্বেচ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ" ইতি। অত্র অধ্যবসায়-গ্রহণেন সংশয়ং ব্যবচ্ছিনত্তি, সংশয়স্যান-বস্থিত-গ্রহণেন অনিশ্চিতরূপত্বাৎ, নিশ্চয়ঃ অধ্যবসায়ঃ ইতিচানর্থা-ন্তরং। বিষয়গ্রহণেন চ অসদ্বিষয়ং বিপর্য্যয় মপাকরোতি, প্রতি-গ্রহণেনচ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-সূচনাঃ অনুমান-স্মৃত্যাদয়শ্চ পরাকৃতা ভবন্তি। তদেবং সমানাসমান-জাতীয়-ব্যবচ্ছেদকত্বাৎ "প্রতিবিষ-য়াধ্যবসায়ঃ" ইতি দৃষ্টস্য সম্পূর্ণং লক্ষণং। তন্ত্রান্তরেষু লক্ষণান্ত-রাণি তৈর্থিকানাং নতু দূষিতানি বিস্তরভয়াদিতি।

(খ)॥ নানুমানং প্রমাণমিতি বদতা লৌকায়তিকেন অপ্রতি-পন্নঃ সন্দিগ্ধো বিপর্য্যস্তো বা পুরুষং কথং প্রতিপাদ্যেত ? নচ পুরুষা-ন্তরগতা অজ্ঞান-সংদেহ-বিপর্য্যয়াঃ শক্যা অর্ব্বাগ্-দৃশা প্রত্যক্ষেণ প্রতিপত্তুং; নাপি প্রমাণান্তরেণ অনভ্যুপগমাৎ, অনবধৃতাজ্ঞান-সংশয়-বিপর্য্যয়স্তু যৎ কঞ্চন পুরুষং প্রতি বর্ত্তমানং, অনবধেয়-বচন-তয়া প্রেক্ষাবদ্ভিরুন্মত্তবদুপেক্ষ্যেত। তদনেনাজ্ঞানাদয়ঃ পরপুরুষ-বর্ত্তিনঃ অভিপ্রায়ভেদাদ্ বচনভেদলিঙ্গাদনুমাতব্যাঃ ইত্য কামেনাপি অনুমানং প্রমাণ মভ্যুপেয়ং।

(গ)॥ তত্র প্রত্যক্ষকার্য্যত্বাৎ অনুমানং প্রত্যক্ষানন্তরং লক্ষ-ণীয়ং, তত্রাপি সামান্যলক্ষণপূর্ব্বকত্বাৎ বিশেষলক্ষণস্য অনুমান সামান্য তাবল্লক্ষয়তি লিঙ্গ-লিঙ্গি-পূর্ব্বক মিতি। লিঙ্গং ব্যাপং, লিঙ্গি ব্যাপকং, শঙ্কিত-সমারোপিতোপাধি-নিরাকরণেন বস্তুস্বভাব প্রতিবদ্ধং ব্যাপ্যং, যেন চ প্রতিবদ্ধং তদ্ব্যাপকং। লিঙ্গ-লিঙ্গি-গ্রহণেন বিষয়বাচিনা বিষয়িণং প্রত্যয় মুপলক্ষয়তি। ধূমাদির্ব্যাপ্যঃ বহ্ন্যাদির্ব্যাপকঃ ইতি যঃ প্রত্যয়ঃ তৎপূর্ব্বকং। লিঙ্গিগ্রহণঞ্চ আবর্ত্ত-নীয়ং তেনচ লিঙ্গমস্যাস্তীতি পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান মপি দর্শিতং ভবতি। তদ্ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব-পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞানপূর্ব্বকং অনুমানমিতি অনু-

মানসামান্যং লক্ষিতং। অনুমানবিশেষান্ তন্ত্রান্তর-লক্ষিতান্ অভিমতান্ স্মারয়তি ত্রিবিধমনুমানমিতি তৎ সামান্যতো লক্ষিত মনুমানং বিশেষতস্ত্রিবিধং পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো-দৃষ্টঞ্চেতি। তত্র প্রথমং তাবৎ দ্বিবিধং বীতমবীতং চ, অন্বয়মুখেন প্রবর্ত্তমানং বিধায়কং বীতং, ব্যতিরেকমুখেন প্রবর্ত্তমানং নিষেধক মবীতং। তত্রাবীতং শেষবৎ, শিষ্যতে পরিশিষ্যতে ইতি শেষঃ, সএব বিষয়তয়া যস্যাস্তি অনুমানজ্ঞানস্য তৎ শেষবৎ; যদাহুঃ "প্রসক্তপ্রতিষেধে অন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমানে সম্প্রত্যয়ঃ পরিশেষ ইতি।" অস্য চাবীতস্য ব্যতিরেকিণঃ উদাহরণমগ্রেঽভিধাস্যতে ইতি।

বীতঞ্চ দ্বেধা, পূর্ব্ববৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ, তত্রৈকঃ দৃষ্ট-স্বলক্ষণ-সামান্য-বিষয়ং যৎ তৎ পূর্ব্ববৎ, পূর্ব্বং প্রসিদ্ধং দৃষ্ট-স্বলক্ষণ-সামান্য মিতি যাবৎ, তৎ অস্য বিষয়ত্বেন অস্তি অনুমানজ্ঞানস্যেতি পূর্ব্ববৎ, যথা ধূমাৎ বহ্নিত্ব-সামান্য-বিশেষঃ পর্ব্বতেঽনুমীয়তে, তস্য বহ্নিত্ব-সামান্য-বিশেষস্য স্বলক্ষণং বহ্নিবিশেষো দৃষ্টো রসবত্যাং। অপরঞ্চ বীতং সামান্যতোদৃষ্টং অদৃষ্ট-স্বলক্ষণ-সামান্য-বিষয়ং, যথা ইন্দ্রিয়-বিষয়মনুমানং, অত্রহি রূপাদি-বিজ্ঞানানাং ক্রিয়াত্বেন করণবত্ত্বমনুমীয়তে, যদ্যপি করণত্ব-সামান্যস্য ছিদাদৌ বাস্যাদি স্বলক্ষণ মুপলব্ধং, তথাপি যজ্জাতীয়ং রূপাদি জ্ঞানে করণমনুমীয়তে তজ্জাতীয়স্য করণত্বস্য নদৃষ্টং স্বলক্ষণং প্রত্যক্ষেণ, ইন্দ্রিয়জাতীয়ং হিতৎ করণং নচেন্দ্রিয়ত্ব সামান্যস্য স্বলক্ষণং ইন্দ্রিয়বিশেষঃ প্রত্যক্ষেণ গোচরঃ অর্ব্বাগ্দৃশাৎ, যথা বহ্নিত্ব-সামান্যস্য স্বলক্ষণং বহ্নিঃ। সোঽয়ং পূর্ব্ববতঃ সামান্যতোদৃষ্টাৎ সত্যপি বীতত্বেন তুল্যত্বে বিশেষঃ। অত্রচ দৃষ্টং দর্শনং, সামান্যতঃ ইতি সামান্যস্য, সার্ব্ববিভক্তিকঃ তসিল্, অদৃষ্ট-স্বলক্ষণ-সামান্য-বিশেষস্য দর্শনং সামান্যতোদৃষ্ট মনুমানামিত্যর্থঃ। সর্ব্বঞ্চৈতদস্মাভির্ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকায়াং ব্যুৎপাদিতং নেহোক্তং বিস্তরভয়াদিতি।

(ঘ) *প্রয়োজক-বৃদ্ধ-শব্দ শ্রবণ-সমনন্তরং প্রয়োজ্য-বৃদ্ধ-প্রবৃত্তি হেতু-জ্ঞানানুমানপূর্ব্বকত্বাৎ শব্দার্থসম্বন্ধে-গ্রহণস্য স্বার্থসম্বন্ধ-জ্ঞান-* সহকারিণশ্চ শব্দস্যার্থ-প্রত্যায়কত্বাৎ অনুমান-পূর্ব্বকত্বমি ত্যনুমানানন্তরং শব্দং লক্ষয়তি আপ্তশ্রুতি রাপ্তবচনন্তিতি। আপ্তবচনমিতি লক্ষ্যনির্দ্দেশঃ পরিশিষ্টংলক্ষণং, আপ্তা-প্রাপ্তা যুক্তেতি যাবৎ, আপ্তাচাসৌ শ্রুতিশ্চেতি আপ্তশ্রুতিঃ, শ্রুতির্বাক্যজনিতং বাক্যার্থজ্ঞানং, তচ্চ স্বতঃ প্রমাণং; অপৌরুষেয়বেদবাক্য-জনিতত্বেন সকল-দোষাশঙ্কা-বিনির্ম্মুক্তেঃ যুক্তং ভবতি। আদিবিদ্বষশ্চ কপিলস্য কল্পাদৌ কল্পান্তরাধীত-শ্রুতি-স্মরণ-সম্ভবঃ, সুপ্ত-প্রবুদ্ধস্যেব পূর্ব্বেদ্যুরবগতানামর্থানাম পরেদ্যুঃ। তথাচাবট্য-জৈগীষব্য সম্বাদে ভগবান্ জৈগীষব্যো দশ মহাকল্পবর্ত্তি জন্মস্মরণ মাত্মন উবাচ, "দশমহাকল্পেষু বিপরিবর্ত্তমানেন ময়েত্যাদিনা গ্রন্থসন্দর্ভেণ। আপ্ত-গ্রহণেনচ অযুক্তাঃ শাক্য-ভিক্ষু-নির্গ্রন্থক-সংসারমোচকাদীনাং আগমাভাসা নিরাকৃতা ভবন্তি। অযুক্তত্বঞ্চৈতেষাং বিগানাৎ ছিন্নমূলত্বাৎ প্রমাণ বিরুদ্ধার্থাভিধানাৎ কৈশ্চিদেবচ ম্লেচ্ছাদিভিঃ পুরষাপসদৈঃ পশুপ্রায়ৈঃ পরিগ্রহাদ্ বোধ্যং। তুশব্দেন অনুমানাদ্ব্যবচ্ছিনত্তি, বাক্যার্থোহি প্রমেয়ো নতু তদ্ধর্ম্মো বাক্যং, যেন তত্র লিঙ্গং ভবেৎ। নচ বাক্যং বাক্যার্থং বোধয়ৎ সম্বন্ধ-গ্রহণমপেক্ষতে অভিনব-কবি-বিরচিতস্য বাক্যস্য অদৃষ্টপূর্ব্বস্য অননুভূতচর বাক্যার্থবোধকত্বাদিতি।

(চ) এবং প্রমাণ-সামান্য-লক্ষণেষু তদ্বিশেষ-লক্ষণেষুচ সৎসু যানি প্রমাণান্তরাণি উপমানাদীনি অভ্যুপেয়ন্তে প্রতিবাদিভিঃ, তানি উক্তলক্ষণেষু প্রমাণেষ্বন্তর্ভবন্তি। তথাহি উপমানং তাবৎ যথা গৌস্তথাগবয় ইতি বাক্যং তজ্জনিতা ধীঃ আগমএব। যোঽপ্যয়ং গবয়শব্দো গোসদৃশস্য বাচকঃ ইতি প্রত্যয়ঃ সোঽপ্যনুমানমেব, যোহি শব্দো যত্র বৃদ্ধৈঃ প্রযুজ্যতে সোঽসতি বৃত্ত্যন্তরে তস্য বাচকঃ, যথা গোশব্দো গোত্বস্য, প্রযুজ্যতে চৈবং গবয়শব্দো গোসদৃশে ইতি

তস্যৈব বাচক ইতি তজ্‌জ্ঞানমনুমানমেব। যত্তু গবয়স্য চক্ষুঃ-সন্নিকৃষ্টস্য গোসাদৃশ্যজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষমেব। অতএব স্মর্য্যমাণায়াং গবি গবয়সাদৃশ্যজ্ঞানং প্রত্যক্ষং, নহ্যন্যৎ গবি সাদৃশ্যং অন্যচ্চ গবয়ে, ভূয়োঽবয়ব-সামান্যযোগোহি জাত্যন্তরবর্ত্তী জাত্যন্তরে সাদৃশ্য মুচ্যতে, সামান্যযোগশ্চৈকঃ, সচেদ্‌গবয়ে প্রত্যক্ষঃ গব্যপি তথেতি নোপমানস্য প্রমেয়ান্তর মস্তি যত্র প্রমাণান্তরং ভবেদিতিন প্রমাণান্তর মুপমানং।

(ছ)॥ এবং অর্থাপত্তিরপি ন প্রমাণান্তরং, তথাহি জীবতশ্চৈত্রস্য গৃহাভাবদর্শনেন বহির্ভাবস্যাদৃষ্টস্য কল্পনং অর্থাপত্তি রভিমতা বৃদ্ধানাং, সাপ্যনুমানমেব; যদাখল্বব্যাপকঃ সন্‌ একত্র নাস্তি তদাঽন্যত্রাস্তি, যদাঽব্যাপক একত্রাস্তি তদাঽন্যত্র নাস্তীতি সুকরঃ স্বশরীরে এব ব্যাপ্তিগ্রহঃ। তথাচ সতো গৃহাভাব-দর্শনেন লিঙ্গেন বহির্ভাব-দর্শন মনুমানমেব। নচ চৈত্রস্য ক্বচিদসত্ত্বেন গৃহাভাবঃ শক্যোঽপহ্নোতুং, যেন অসিদ্ধো গৃহাভাবো বহির্ভাবে ন হেতুঃ স্যাৎ। নচ গৃহাভাবেন বা সত্ত্বমপহ্নূয়তে, যেন সত্ত্বমেবানুপপদ্যমান মাত্মানং ন বহিরবস্থাপয়েৎ। তথাহি চৈত্রস্য গৃহাসত্ত্বেন সত্ত্বমাত্রং বা বিরুধ্যতে, গৃহসত্ত্বং বা? ন তাবৎ যত্রক্বচন সত্ত্বস্যাস্তি বিরোধো গৃহাসত্ত্বেন ভিন্ন-বিষয়ত্বাৎ, দেশসামান্যেন গৃহবিশেষাক্ষেপোঽপি পাক্ষিক ইতি সমানবিষয়তা বিরোধ ইতিচেন্ন, প্রমাণ-নিশ্চিতস্য গৃহেঽসত্ত্বস্য পাক্ষিকতয়া সাংশয়িকেন গৃহসত্ত্বেন প্রতিক্ষেপায়োগাৎ। নাপি প্রমাণ-নিশ্চিতো গৃহাভাবঃ পাক্ষিকমস্য গৃহসত্ত্বং প্রতিক্ষিপন্‌ সত্ত্বমাত্রমপি প্রতিক্ষেপ্তুং সাংশয়িকত্বঞ্চ ব্যপনেতু মর্হতীতিযুক্তং, গৃহাবচ্ছিন্নেন চৈত্রাভাবেন গৃহেসত্ত্বং বিরুদ্ধত্বাৎ প্রতিক্ষিপ্যতে, নতু সত্ত্বমাত্রং, তস্য তত্রৌদাসীন্যাৎ, তস্মাৎ গৃহাভাবেন লিঙ্গেন সিদ্ধেন সতো বহির্ভাবোঽনুমীয়তে ইতিযুক্তং। এতেন বিরুদ্ধয়োঃ প্রমাণয়ো র্বিষয়-ব্যবস্থয়া অবিরোধাপাদান মর্থাপত্তের্বিষয় ইতি নিরস্তং, অবচ্ছিন্নানবচ্ছিন্নয়ো র্বিরোধাভাবাৎ। উদাহরণান্তরাণি চার্থাপত্তে

রেবমেবানুমানেঽন্তর্ভাবনীয়ানি। তস্মাৎ নানুমানাৎ প্রমাণান্তর মর্থাপত্তি রিতিসিদ্ধং।

(জ) এবমভাবোঽপি প্রত্যক্ষমেব, নহিভূতলস্য পরিণাম-বিশেষাৎ কৈবল্যলক্ষণাৎ অন্যো ঘটাভাবো নাম, প্রতিক্ষণ-পরিণামিনোহি সর্ব্বে এব ভাবাঃ ঋতে চিতিশক্তেঃ, সচ পরিণামভেদ ঐন্দ্রিয়ক ইতি নাস্তি প্রত্যক্ষাদ্যনবরুদ্ধো বিষয়ো যত্রাভাবাহ্বয়ং প্রমাণান্তরমভ্যুপেয়মিতি।

(ঝ) সম্ভবস্তু যথা খার্য্যাং দ্রোণাঢ়ক-প্রস্থাদ্যবগমঃ, সচানু-মানমেব। খারীত্বং হি দ্রোণাদ্যবিনাভূতং প্রতীতং খার্য্যাং-দ্রোণাদি-সত্ত্ব মবগময়তীতি।

(ট) যচ্চানির্দ্দিষ্ট-প্রবক্তৃকং প্রবাদপারম্পর্য্যমাত্রং "ইতি হোচু র্ব্বৃদ্ধা" ইত্যৈতিহ্যং, যথেহ বটে যক্ষঃ প্রতিবসতীতি, ন তৎ প্রমাণং, অনির্দ্দিষ্ট-প্রবক্তৃকত্বেন সাংশয়িকত্বাৎ, আপ্ত-প্রবক্তৃকত্ব-নিশ্চয়েত্বাগমঃ ইত্যুপপন্নং ত্রিবিধং প্রমাণমিতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ॥ (ক) কারিকার দৃষ্ট এই অংশটুকু লক্ষ্যের (যাহাকে বুঝাইতে হইবে) বাচক, অবশিষ্ট অংশ (প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ঃ) লক্ষণ, অর্থাৎ "প্রতিবিষয়া-ধ্যবসায়ঃ, এইটী প্রত্যক্ষের লক্ষণ. সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থ হইতে লক্ষ্যকে যে ব্যবচ্ছেদ করে, পৃথক্ করিয়া বুঝায়, তাহাকে লক্ষণ বলে। প্রতিবিষয়াধ্য-বসায় ইহার অবয়বার্থ (যোগার্থ) এইরূপ,—বিষয়ি অর্থাৎ জ্ঞানকে যে সম্বন্ধ করে, আপনার আকারে আকারিত করে, (জ্ঞানের স্বীয় কোন আকার নাই, ঘট-পটাদির আকারেই জ্ঞানের আকার হয়) তাহাকে বিষয় বলে। বিষয় শব্দে পৃথিব্যাদি মহাভূত (বহির্বিষয়) ও সুখাদি (আন্তর বিষয়) বুঝিতে হইবে। শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্মভূত) আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, উহা যোগিগণ ও ঊর্দ্ধস্রোতাগণের (দেবগণের) প্রত্যক্ষ-বিষয়। এক একটী বিষয়ে যে এক একটীর বৃত্তি (ব্যাপার, শব্দে শ্রোত্রের, রূপে চক্ষুর ইত্যাদি) হয়, তাহার নাম প্রতিবিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। এ স্থলে বৃত্তি (বর্ত্ততে এই ক্রিয়াপদ দ্বারা বৃত্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ বুঝাইয়াছে) শব্দের অর্থ সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সংযোগ, এরূপ

অর্থ করিয়া প্রতিবিষয় শব্দে বিষয়-সংযুক্ত ইন্দ্রিয় বুঝাইয়াছে; বিষয়-সংযুক্ত ইন্দ্রিয়ে আশ্রিত অর্থাৎ তাদৃশ ইন্দ্রিয়-জন্য অধ্যবসায়কে (বুদ্ধির ব্যাপারকে) জ্ঞান বলে। (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিধানবশতঃ বুদ্ধির (অন্তঃকরণের) তমো-ভাগের অভিভব হইলে, নির্ম্মলরূপে সত্ত্বভাগের যে সমুদ্রেক (স্ফুরণ) হয়, তাহাকে অধ্যবসায়, জ্ঞান বা বৃত্তি বলা যায়); এইটাই (বিষয়াকারে চিত্তের বৃত্তিটাই) পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ এই প্রমাণের দ্বারা চিতিশক্তি পুরুষের যে অনুগ্রহ হয়, (জ্ঞানাদি-ধর্ম্ম-রহিত নির্গুণ আত্মার জ্ঞানাদির আরোপ হয়) তাহাকে প্রমাণের ফল প্রমা বা বোধ বলে। বুদ্ধিসত্ত্ব (বুদ্ধি আকারে পরিণত সত্ত্বগুণ) প্রাকৃত অর্থৎ জড়প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া অচেতন, সুতরাং তাহার ধর্ম্ম (আশ্রিত) অধ্যবসায়ও অচেতন, যেরূপ জড় মৃত্তিকাদির কার্য্য ঘটাদি জড়ই হইয়া থাকে তদ্রূপ (জড়ের ধর্ম্ম জড়ই হইয়া থাকে বলিয়া) বুদ্ধির পরিণাম-বিশেষ সুখাদিও অচেতন, অর্থাৎ স্বয়ং কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারে না। পুরুষ অর্থৎ চিতিশক্তি আত্মা চেতন (বিষয় প্রকাশে সমর্থ), উহার সুখাদি কোন ধর্ম্ম নাই, জ্ঞান-সুখাদি-আকারে চিত্ত পরিণত হইলে, তাহাতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহার (চিত্তের) ধর্ম্ম জ্ঞান-সুখাদি দ্বারা স্বয়ং জ্ঞানসুখাদি-যুক্তের ন্যায় হয়, ইহাকেই চিত্তকর্ত্তৃক পুরুষের অনুগ্রহ বলে। পুরুষের ছায়া গ্রহণ করিয়া, অচেতন বুদ্ধি ও তাহার ধর্ম্ম অধ্যবসায় ইহারা চেতনের ন্যায় হয়, অর্থাৎ চিত্তও তাহার ধর্ম্ম পুরুষ-চৈতন্য দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া ঘটাদি বিষয়কে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, এইরূপই বলা যাইবে,—"প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ বশতঃ অচেতন লিঙ্গ (বুদ্ধি) চৈতন্যবিশিষ্ট হয়, এবং বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বে (বুদ্ধি কিছু করিলে) নির্ব্যাপার পুরুষ, আমি কর্ত্তা, এইরূপ বোধ করে, অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষ উভয়ের ধর্ম্ম উভয়ে আরোপ হয়। লক্ষণে "অধ্যবসায়" পদ দ্বারা সংশয়ের নিরাস হইয়াছে, সংশয়টী অব্যবস্থিতরূপ (অস্থির, একটীতে স্থির নহে, উভয় দিকে ধাবমান) সুতরাং অনিশ্চিত, নিশ্চয় ও অধ্যবসায় ইহা পর্য্যায় মাত্র, অর্থাৎ এই উভয়ের অর্থ পৃথক্ নহে, অতএব অধ্যবসায়-পদ দ্বারা অনিশ্চিতরূপ সংশয় নিরস্ত হইল। লক্ষণে বিষয় পদ দ্বারা অসৎ বিষয় (যাহার বিষয় মিথ্যা, রজ্জুতে সর্প জ্ঞান হয়, এই সর্পটি মিথ্যা) বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে। প্রতিশব্দ গ্রহণ দ্বারা ইন্দ্রিয় ও অর্থের সংযোগ বুঝাইয়াছে, সুতরাং অনুমান ও স্মৃতি প্রভৃতি নিরস্ত হইয়াছে। (অনুমানের বিষয় বহ্নি

প্রভৃতি, স্মৃতির বিষয় "সঃ ঘটঃ" অতীত ঘটাদি, ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত নহে, সুতরাং তাদৃশ স্থলে বহ্নি-ঘটাদি-বিষয়ে যে জ্ঞান উহা প্রত্যক্ষ নহে) এইরূপ বলা হইল, প্রতিবিষয় ইত্যাদি লক্ষণের অর্থ—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃ অবাধিতবিষয়ে যে নিশ্চয়রূপ চিত্তবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ) এই লক্ষণটী প্রত্যক্ষকে সজাতীয় অনুমান ও আগম (প্রত্যক্ষ প্রমাণ যথার্থ বিষয়ে হয়, অনুমান এবং আগমও ঐরূপ হইয়া থাকে, সুতরাং প্রমাণস্বরূপ সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সমান ধর্ম্ম বশতঃ অনুমান ও আগম প্রমাণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের সজাতীয়) এবং বিজাতীয়, ভ্রমজ্ঞান (ভ্রমজ্ঞানের বিষয় বাধিত, প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় অবাধিত, অতএব ভ্রমজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিজাতীয় এইরূপ স্মৃতিও প্রত্যক্ষের বিজাতীয়, স্মৃতির বিষয় পূর্ব্বে গৃহীত, প্রত্যক্ষের বিষয় সেরূপ নহে) হইতে পৃথক করিয়াছে বলিয়া, "প্রতি-বিষয় ইত্যাদি" প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ (অতি ব্যাপ্তি অব্যাপ্তি দোষরহিত) লক্ষণ হইল বুঝিতে হইবে। ন্যায়াদি শাস্ত্রান্তরে গোতম প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের প্রত্যক্ষ লক্ষণ (ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং অব্যপদেশ্যং অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং ইত্যাদি) অনেক আছে, গ্রন্থ-বাহুল্যভয়ে তাহার খণ্ডন করা হইল না।

(খ) লোকায়তিক (যাহারা লৌকিক পরিদৃশ্যমান বিষয় ভিন্ন পার-লৌকিক স্বর্গনরকাদি মানে না, চার্ব্বাক, নাস্তিক) অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করিয়া, যে ব্যক্তি (শিষ্য প্রভৃতি) বুঝিতে পারে নাই, সন্দেহযুক্ত হইয়াছে, অথবা বিপরীতভাবে বুঝিয়াছে, এরূপ লোককে কি প্রকারে বুঝাইবে? (শিষ্যাদি বুঝিতে না পারিলে বুঝাইতে হয়, তাহাদের সংশয় থাকিলে দূর করিতে হয়, একটীকে আর একটী বলিয়া বুঝিলে সেই ভ্রম দূর করিতে হয়), অন্য পুরুষের অজ্ঞান, সন্দেহ বা ভ্রম, অর্ব্বাক্‌দৃক্ অর্থাৎ যাহাদের বহির্ম্মাত্র দৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি নাই, এরূপ যোগি ভিন্ন সাধারণ লোকে প্রত্যক্ষ দ্বারা জানিতে পারে না। অন্য প্রমাণ অনুমান দ্বারা বুঝিবে চার্ব্বাক এরূপও বলিতে পারে না, কারণ, চার্ব্বাকমতে অনুমান প্রমাণ নাই। যাহাকে উপদেশ দিতে হইবে, তাহার উপদিষ্ট বিষয়ে অজ্ঞান, সন্দেহ বা ভ্রম আছে, তাহা না বুঝিয়া যে কোনও ব্যক্তির প্রতি কিছু উপদেশ দিতে গেলে, তাহার কথা কেহ সমাদর করে না, বুদ্ধিমান্‌গণ তাহাকে বাতুলের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব অপর পুরুষের অজ্ঞানাদিকে তাহার ইচ্ছানুসারে বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা চার্ব্বাকের অনুমান

করিতে হইবে (প্রথমে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান পরে ইচ্ছা ও সর্বশেষে বাক্যপ্রয়োগ হয়, বাক্য প্রয়োগ অর্থাৎ কথা অনুসারে ইচ্ছার ও ইচ্ছা দ্বারা জ্ঞানের অনুমান হইতে পারে) অতএব লোকায়তিক চার্ব্বাকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

(গ) লোকায়তিক চার্বাককে অনুমান স্বীকার করিতে হইয়াছে, ঐ অনুমানটী প্রত্যক্ষের কার্য্য. (ব্যাপ্তিগ্রহ ও পরামর্শজ্ঞান প্রত্যক্ষ, উহা না হইলে অনুমান হয় না) অতএব প্রত্যক্ষের নিরূপণের পর অনুমানের নিরূপণ করা উচিত, এ স্থলেও অনুমানকে প্রথমতঃ সামান্যভাবে না বুঝাইয়া, বিশেষরূপে বুঝান যায় না, সুতরাং প্রথমতঃ অনুমানের সামান্য লক্ষণ করা যাইতেছে, (অনুমান লিঙ্গ-লিঙ্গিপূর্ব্বক অর্থাৎ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব ও পক্ষ-ধর্ম্মতা-জ্ঞান জন্য হইয়া থাকে, লিঙ্গ শব্দের অর্থ ব্যাপ্য, অর্থাৎ হেতু ধূমাদি, যে ব্যাপক সাধ্য বহ্ন্যাদিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেনা, (যেখানে বহ্নি নাই সেখানে ধূম নাই)। লিঙ্গি শব্দের অর্থ ব্যাপক সাধ্য বহ্নি প্রভৃতি ; যেটী ব্যাপ্য হেতু ধূমাদি যেখানে থাকে, সেখানে অবশ্যই থাকে। শঙ্কিত ও সমারোপিত এই উভয়বিধ উপাধি (বিশেষ বিবরণ গ চিহ্নিত মন্তব্যে দ্রষ্টব্য) রহিত হইয়া যাহা বস্তুর (ব্যাপকের) স্বভাবতঃ সম্বদ্ধ হয়, অর্থাৎ যাহাতে ব্যাপ্তি (ব্যভিচারের অভাব) আছে, তাহাকে ব্যাপ্য বলে, এই ব্যাপ্যটী যাহার সহিত সম্বদ্ধ অর্থাৎ যাহাকে ছাড়িয়া কখনই থাকিতে পারে না, তাহাকে ব্যাপক বলে। বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয়ের বাচক লিঙ্গ ও লিঙ্গি শব্দ দ্বারা এ স্থলে তদ্বিষয়ে জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে। ধূমাদি ব্যাপ্য, বহ্নি প্রভৃতি ব্যাপক অর্থাৎ বহ্নির ব্যাপ্তি ধূম আছে, ধূম বহ্নিকে ছাড়িয়া থাকে না, ধূম যেখানে আছে, সেখানে অবশ্যই বহ্নি আছে, এইরূপ ব্যাপ্তি জ্ঞান হইয়া অনুমান হয়। কারিকার লিঙ্গি শব্দের আবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্ব্বার পাঠ করিতে হইবে, তাহাতে লিঙ্গ অর্থাৎ ব্যাপ্য ধূম প্রভৃতি যাহাতে (পর্ব্বতাদি পক্ষে) থাকে, এরূপ বুঝাইয়া ব্যাপ্যের পক্ষবৃত্তিতা—জ্ঞানরূপ পরামর্শ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। (অতএব ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবরূপ ব্যাপ্তি জ্ঞান ও পরামর্শ জ্ঞান—(বহ্নির ব্যাপ্য ধূম পর্বতে আছে) জন্য যে চিত্তবৃত্তি, (বহ্নিমান্ পর্ব্বতঃ ইত্যাদি) হয়, তাহাকে অনুমান প্রমাণ বলে ;) এইটী অনুমানের সামান্য লক্ষণ। ন্যায়াদি শাস্ত্রে অনুমানকে তিন প্রকার বলা হইয়াছে ;(("অথ তৎপূর্ব্বকত্বাৎ ত্রিবিধ মনুমানং পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ" ন্যায়সূত্র।)) উহা নিজের (সাংখ্যকারের) অভিমত, ত্রিবিধ পদ দ্বারা

তাহারই স্মরণ করান হইয়াছে। অনুমান তিন প্রকার, পূর্ব্বে সামান্যভাবে লক্ষিত হইয়াছে যে অনুমান, উহা বিশেষরূপে তিন প্রকার—(পূর্ববৎ শেষবৎ ও সামান্যতো-দৃষ্ট। তিন প্রকারে বিভক্ত এই অনুমানকে প্রথমতঃ দুই প্রকার বলা যাইতে পারে, প্রথমটী বীত, দ্বিতীয়টী অবীত)। (যে অনুমানটী অন্বয়ব্যাপ্তি-(তৎসত্ত্বে তৎসত্তা, ব্যাপ্য ধূমাদির সত্তায় ব্যাপক বহ্ন্যাদির সত্তা অর্থাৎ যেখানে ধূম আছে, সেখানে অবশ্যই বহ্নির থাকা আবশ্যক) মূলক, যেটী বিধায়ক অর্থাৎ কোন ভাববস্তুর বোধক তাহাকে (বহ্নিমান্ ধূমাৎ ইত্যাদিকে) বীত অনুমান বলে। ব্যতিরেক ব্যাপ্তি-(তদসত্ত্বে তদসত্তা, ব্যাপক সাধ্যের অসত্ত্বে অভাবে ব্যাপ্য হেতুর অসত্তা অভাব, ব্যাপকভাবে ব্যাপ্যাভাব মূলক অনুমানকে অবীত বলে, উহা নিষেধক অর্থাৎ "কোন বস্তু নাই, বা নহে রূপে" অভাবের প্রতিপাদক)। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার অনুমানের মধ্যে অবীত (কেবল-ব্যতিরেকী, যাহাতে অন্বয় ব্যাপ্তি[illegible] সম্ভাবনা নাই) অনুমানটী শেষবৎ। শিষ্যতে (শি[illegible] ধাতু কর্ম্মণি ঘঞ্) এইর[illegible] [illegible]গার্থ দ্বারা শেষ শব্দে অবশিষ্ট বুঝায়, এই শে[illegible] [illegible]াতে বিষয়তা-সম্বন্ধে আ[illegible] [illegible]শেষোবিষ্যতে বিষয়তয়া যস্য তৎ শেষবৎ অনুমা[illegible] [illegible]হার নাম শেষবৎ। শাস্ত্রকা[illegible] [illegible]বলিয়াছেন প্রসক্তের (যাহার প্রাপ্তির সম্ভা[illegible] না ছিল) প্রতিষেধ করতঃ অন্যত্র (অপ্রসক্ত গুণাদিতে) প্রশক্ত অর্থাৎ প্রাপ্তি না থাকায় অবশিষ্ট স্থানে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম পরিশেষ (বিশেষ বিবরণ মন্তব্যভাগে দ্রষ্টব্য)। ব্যতিরেকি এই অবীত অনুমানের উদাহরণ অগ্রে (অসদকরণাৎ ইত্যাদি স্থলে) দেওয়া যাইবে। বীত অনুমান দুই প্রকার,—পূর্ব্ববৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট, ইহার মধ্যে প্রথমটী দৃষ্ট-স্বলক্ষণ-সামান্য-বিষয় অর্থাৎ দৃষ্ট হইয়াছে স্বকীয় লক্ষণ (ইতর ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম, বহ্নির পরিচায়ক) সামান্য অনুগত ধর্ম্ম বহ্নিত্ব যে বহ্নির সেই বহ্নি হইয়াছে বিষয় যাহার, পূর্ব্ব শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ (বিজ্ঞাত) অর্থাৎ দৃষ্ট-স্বলক্ষণ-সামান্য, সেই বহ্নিরূপ বিজ্ঞাত পদার্থটী যে অনুমান জ্ঞানের বিষয় তাহার নাম পূর্ব্ববৎ, যেমন পর্ব্বতে ধূম জ্ঞানের অনন্তর বহ্নিত্ব-সামান্যের (বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নের) বিশেষ তদ্ব্যক্তি পর্ব্বতীয় বহ্নির অনুমান হয় ঐ বহ্নিত্ব-সামান্য-বিশেষের (পর্ব্বতীয় বহ্নির) স্বলক্ষণ (স্বস্য পর্ব্বতীয় বহ্নের্লক্ষণং ইতর-ব্যাবর্ত্তক-ধর্ম্মঃ বহ্নিত্বমিব লক্ষণং যস্য মহানসীয়-বহ্নেঃ অর্থাৎ বহ্নিমান্ ধূমাৎ এ স্থলে পর্ব্বতীয় বহ্নি সাধ্য, উহাতে যে বহ্নিত্বরূপ ধর্ম্ম আছে, সেই ধর্ম্ম অন্য যে মহানসীয় বহ্নি প্রভৃতির আছে) বহ্নিবিশেষ

পাকশালাতে দেখা গিয়াছে অর্থাৎ যেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মবিশিষ্টের প্রথমতঃ অন্য কোন স্থানে প্রত্যক্ষ হয় তাহাকে পূর্ব্ববৎ অনুমান বলে।

সামান্যতো-দৃষ্ট-রূপ দ্বিতীয় বীত অনুমানটী অদৃষ্ট-স্বলক্ষণ-সামান্য-বিষয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তভাবে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মবিশিষ্টের প্রত্যক্ষ না হইয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের ব্যাপক-ধর্ম্ম-বিশিষ্টের (ইন্দ্রিয়ত্ব ব্যাপ্য, করণত্ব ব্যাপক) প্রত্যক্ষ হয়, যেমন ইন্দ্রিয়বিষয়ক অনুমান, এ স্থলে ক্রিয়া বলিয়া রূপাদি বিজ্ঞানের করণ-বত্তার অনুমান (রূপাদি-বিজ্ঞানং সকরণকং ক্রিয়াত্বাৎ ছিদাদিবৎ) হয়। ছিদাদি স্থলে করণত্ব-সামান্যের স্বলক্ষণ (করণ বিশেষ) কুঠারাদির প্রত্যক্ষ হইলেও রূপাদি জ্ঞান স্থলে যে জাতীয় করণের অনুমান হয় সে জাতীয় করণত্বের স্বলক্ষণ বিশেষ-করণের প্রত্যক্ষ হয় না। সেই করণটী ইন্দ্রিয় জাতীয়, বহ্নিত্ব সামান্যের বিশেষ তত্তদ্বহ্নির ন্যায় ইন্দ্রিয় সামান্যের বিশেষ তত্তদিন্দ্রিয় কাহারই প্রত্যক্ষ হয় না (ইন্দ্রিয়ং সর্ব্বং অতীন্দ্রিয়ং, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ইন্দ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ)। বীত অর্থাৎ বিধায়করূপে পূর্ব্ববৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট এই উভয়টী তুল্য হইলেও পূর্ব্ববৎ অনুমান হইতে সামান্যতো দৃষ্টের এইটুকু (সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মবিশিষ্টের প্রত্যক্ষ না হওয়া) বিশেষ। 'সামান্যতো দৃষ্ট' এ স্থলে দৃষ্ট শব্দের অর্থ দর্শন, 'সামান্যতঃ' শব্দের অর্থ সামান্যের, সামান্য শব্দের উত্তর তস্ প্রত্যয় করিয়া সামান্যতঃ শব্দ নিষ্পন্ন শব্দ হইয়াছে, তস্ প্রত্যয় সকল বিভক্তির স্থানেই হইয়া থাকে (কেবল পঞ্চমী সপ্তমী বলিয়া কথা নহে, এ স্থানে ষষ্ঠীস্থানে হইয়াছে)। যাহার স্বলক্ষণ পূর্ব্বে জ্ঞাত হয় নাই এরূপ সামান্য বিশেষের দর্শন অর্থাৎ জ্ঞানকে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলে। এ সকল কথা আমরা (বাচস্পতি মিশ্র) ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকায় বলিয়াছি, বাহুল্যভয়ে এখানে বিশেষ করিয়া বলা হইল না।

(ঘ) প্রয়োজক বৃদ্ধের (অনুমতি কারকের, উত্তম বৃদ্ধের, বাটীর প্রাচীন লোকের) আদেশ (গামানয়, গাভী নিয়ে এস এই প্রকার) শুনিয়া প্রয়োজ্য বৃদ্ধের (যাঁহাকে আদেশ করা হয় তাঁহার, মধ্যম বৃদ্ধের) গো আনয়নে প্রবৃত্তি হয়, এই প্রবৃত্তির কারণ উক্ত বিষয়ে জ্ঞান, এই জ্ঞানের অনুমান (ঘ চিহ্নিত মন্তব্যে দ্রষ্টব্য) দ্বারা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (শক্তি, এই শব্দ দ্বারা এই অর্থের বোধ ইত্যাদি) জ্ঞান হয়, উক্ত সম্বন্ধ-জ্ঞানসহকারে শব্দসকল অর্থকে বুঝায়, অতএব শব্দের দ্বারা অর্থজ্ঞান স্থলে পূর্ব্বে অনুমানের আবশ্যকতা

আছে বলিয়া অনুমান নিরূপণ করিয়া শব্দ নিরূপণ করিতেছেন। আপ্ত বচনের অর্থ আপ্তশ্রুতি অর্থাৎ সত্য বাক্য। (কারিকার আপ্ত বচন পদটী লক্ষ্যের বাচক, অবশিষ্টটুকু লক্ষণ অর্থাৎ আপ্তশ্রুতিকেই আপ্ত বচন বলে। আপ্ত শব্দের অর্থ প্রাপ্ত অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত প্রামাণিক, যথার্থ।) (আপ্ত যে শ্রুতি (শব্দ) তাহাকে আপ্তশ্রুতি বলে। শ্রুতি শব্দে বাক্য জন্য বাক্যার্থ জ্ঞান অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি বুঝাইবে (সাংখ্যমতে চিত্তবৃত্তিকেই প্রমাণ বলে)। উক্ত বাক্যার্থ জ্ঞান স্বতঃ প্রমাণ অর্থাৎ উহা প্রমাণ কি না? জানিবার নিমিত্ত অন্য প্রমাণের অপেক্ষা করে না, কারণ পুরুষকৃত নহে, এরূপ নিত্য বেদবাক্যজনিত বলিয়া কোনরূপ দুষ্ট নহে, (লৌকিক বাক্যস্থলে পুরুষের দোষ ভ্রম প্রভৃতি শব্দে আরোপ হয়) সুতরাং যুক্ত অর্থাৎ সত্য।

বেদের ন্যায় বেদমূলক স্মৃতি ইতিহাস ও পুরাণাদি বাক্য জনিত জ্ঞানও যুক্ত অর্থাৎ প্রমাণ হয়। প্রথমতঃ সুপ্ত পরে জাগ্রত ব্যক্তির পূর্ব্বদিনের কথার পর দিনে স্মরণ হওয়ার ন্যায় আদি বিদ্বান্ কপিলের পূর্ব্বকল্পে (প্রলয়ের পূর্বে সৃষ্টিতে) অধীত বেদ বাক্যের স্মরণ পর কল্পের প্রথমে হইতে পারে। এরূপ অনেক দিনের কথা স্মরণের বিষয় (মহাভারতে) অবট্য জৈগীষব্য সম্বাদে বর্ণিত আছে, ভগবান্ জৈগীষব্য দশ মহাকল্পে (কল্প অতি দীর্ঘকাল, ব্রহ্মার এক দিন) বারম্বার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু লাভ করিয়া ইত্যাদি গ্রন্থ ভাগ দ্বারা নিজের দশ মহাকল্পকালীন জন্মপরম্পরার স্মরণ বলিয়াছেন। আপ্ত পদ দ্বারা অযুক্ত অর্থাৎ প্রমাণ রহিত বৌদ্ধ ক্ষপণক অবধূত শ্বেত-পট প্রভৃতির শাস্ত্র পরিহার হইতেছে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ প্রমাণ নহে, কারণ উহাদের নিন্দা শ্রবণ আছে, উহাদের মূল নাই, (স্মৃতি প্রভৃতির মূল বেদ) উহাতে প্রমাণ-বিরুদ্ধ বিষয়ের উক্তি অর্থাৎ বৌদ্ধাদি গ্রন্থে যাহা বলিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-বিরুদ্ধ' পশুতুল্য পুরুষাধম ম্লেচ্ছ প্রভৃতি লোকেই উহাকে শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছে (কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গ্রহণ করে নাই), অতএব বৌদ্ধাদি-প্রণীত গ্রন্থ যুক্ত নহে (সুতরাং প্রমাণ নহে)। 'তু' শব্দ (আপ্ত বচনং তু) দ্বারা শব্দকে অনুমান হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে. অর্থাৎ অনুমানের রীতিতে শব্দ-প্রমাণ দ্বারা অর্থবোধ হইবে না, শব্দ স্থলে বাক্যার্থ (এক পদার্থ বিশিষ্ট অপর পদার্থ) প্রমেয় অর্থাৎ শব্দরূপ প্রমাণ দ্বারা বাক্যার্থের বোধ হইয়া থাকে, বাক্য বাক্যার্থের ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম হইলে বাক্যকে হেতু বলিয়া বাক্যার্থরূপ ধর্ম্মীর অনুমান

হইতে পারিত (যেমন ধূমকে হেতু করিয়া বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বতের অনুমান হয়)। বাক্য বাক্যার্থকে বুঝাইতে গিয়া সম্বন্ধ গ্রহণকে (ব্যাপ্তিজ্ঞানকে, ব্যাপ্তিজ্ঞান-সহকারে হেতুজ্ঞান দ্বারা সাধ্যের অনুমান হইয়া থাকে) অপেক্ষা করে না। নূতন কবি বিরচিত শ্লোক দ্বারা কোনও একটী অপূর্ব্ব ভাবের বোধ হইয়া থাকে, এ স্থলে তাদৃশ ব্যাপ্তির (যেখানে গামানয় ইত্যাদি বাক্য, সেখানেই গোর আনয়ন বুঝায় ইত্যাদির) সম্ভাবনাও নাই, অথচ নূতন শ্লোক দ্বারা অভিনব ভাবের বোধ হইয়া থাকে।

(চ) এইরূপ প্রমাণ-সামান্যের ও প্রমাণবিশেষের লক্ষণ নিরূপিত হইল, প্রতিবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি উপমানাদি অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ তিনটীতে অন্তর্ভূত হইবে, তাহা এই ভাবে—যেরূপ গো, সেইরূপ গবয়, (গবয় গো-তুল্য বন্যজন্তু-বিশেষ, গলকম্বল ভিন্ন উহাদের অন্য সমস্ত অবয়ব গরুর ন্যায়) ইত্যাদি বাক্যকে অথবা উক্ত বাক্য-জনিত চিত্তবৃত্তিকে যদি উপমান বলা যায়, (বেদান্তমতে সাদৃশ্য-জ্ঞান-জনক প্রমাণ উপমান) তবে তাহা আগম অর্থাৎ আপ্তবচন শব্দ-প্রমাণের অতিরিক্ত নহে। গবয় শব্দ গো-সদৃশের বাচক, এইরূপ জ্ঞানও অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে, (নৈয়ায়িকমতে উপমানকে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিয়া, উহা দ্বারা শব্দের শক্তিগ্রহ হয়, সাংখ্যমতে অনুমানের দ্বারাই শব্দের শক্তি অর্থাৎ সঙ্কেত জ্ঞান হইয়া থাকে) বৃদ্ধগণ যে শব্দটীকে যে বিষয়ের বোধের নিমিত্ত প্রয়োগ করেন, উহা অন্য বৃত্তি অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তি না থাকিলে তাহারই বাচক হইয়া থাকে, যেমন গো শব্দ গোত্ব-জাতির বাচক, ঐরূপেই বৃদ্ধগণ গবয় শব্দকে গো সাদৃশ্যে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সুতরাং গবয় শব্দ গো সদৃশের বাচক, অতএব উক্ত জ্ঞান অনুমান ভিন্ন নহে। চক্ষুঃ সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ সমীপবর্ত্তী গবয় জন্তু গো'রতুল্য, এইরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ। স্মর্য্যমাণ অর্থাৎ যাহাকে মনে পড়িতেছে, এরূপ গো (গৃহস্থিত গো) গবয়ের সদৃশ এইরূপ জ্ঞানও প্রত্যক্ষ ; কেন না, গোতে গবয়ের সাদৃশ্য এবং গবয়ে গো সাদৃশ্য পৃথক্ নহে, অন্য জাতীয় বস্তুর অধিকাংশ অবয়বের সম্বন্ধ অন্য জাতীয় বস্তুতে থাকিলে তাহাকে সাদৃশ্য বলে, উক্ত অবয়বসাধারণের সম্বন্ধ একই, উহা (গোর সাদৃশ্য) যদি গবয়ে প্রত্যক্ষ হইল, তবে গোতে (গবয়ের সাদৃশ্য) প্রত্যক্ষ না হইবে কেন ? অতএব অন্যরূপে উপমানের এমন একটী প্রমেয়

(যাহাকে বুঝাইতে হইবে, জ্ঞেয়) নাই, যেখানে উপমান অতিরিক্তভাবে প্রমাণ হইতে পারে, অতএব উপমান প্রত্যক্ষাদির অতিরিক্ত প্রমাণ নহে।

(ছ) এইরূপ উপমানের ন্যায় অর্থাপত্তিও অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। অর্থাপত্তি প্রমাণ এইরূপ,—জীবিত চৈত্র (কোন এক ব্যক্তি) গৃহে নাই দেখিয়া বাহিরে আছে (যাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে না) কল্পনা হয়, বৃদ্ধগণ উহাকে অর্থাপত্তি (একটী বিষয়ের উপপত্তি না হওয়ায়, অন্য বিষয়ের কল্পনাকে অর্থাপত্তি বলে) বলিয়া থাকেন। এই অর্থাপত্তিও অনুমানের ভিন্ন নহে, অব্যাপক (প্রাদেশিক, বিভু নহে, যে বস্তু এককালে উভয় স্থানে থাকিতে পারে না) অথচ বর্ত্তমান পদার্থ যখন এক স্থানে থাকে না, তখন অন্য স্থানে থাকে, উক্ত অব্যাপক পদার্থ যখন এক স্থানে থাকে, তখন অন্য স্থানে থাকে না, এরূপ ব্যাপ্তির নিশ্চয় আপনার শরীরেই অনায়াসে হইতে পারে। অতএব সৎ জীবিত অর্থাৎ বর্ত্তমান চৈত্রের গৃহাভাবরূপ হেতু দ্বারা বাহিরে অবস্থানের প্রতীতি হয়, উহা অনুমানই।

কোন স্থানে অবস্থান দ্বারা চৈত্রের গৃহে অনবস্থানের অপলাপ হয় না, (অনির্দ্দিষ্টরূপে কোন স্থানে আছে বলিয়া, গৃহেতেই থাকিতে হইবে, এরূপ নহে) সেরূপ হইলে গৃহাভাবটী স্বয়ং অসিদ্ধ হওয়ায় বহিঃঅবস্থানের অনুমাপক হইত না, (হেত্বসিদ্ধি দোষ হইত) চৈত্র গৃহে নাই বলিয়া একেবারে নাই এরূপও বলা যায় না, তাহা হইলে চৈত্রের সত্তার (বর্ত্তমানতার, অবস্থিতির) উপপত্তি না হওয়ায় অর্থাৎ চৈত্র নাই, এরূপ স্থির হওয়ায়, সত্তা আপনাকে বাহিরে রাখিতে পারিত না, অর্থাৎ চৈত্র বাহিরে আছে, এরূপ জ্ঞান হইতে পারিত না, (সাধ্যশূন্য-পক্ষ-রূপ বাধ দোষ হইত)। বিচার করিয়া দেখা যাউক,—চৈত্রের গৃহে অসত্তার সহিত কি সত্তামাত্রের বিরোধ? না গৃহে সত্তার বিরোধ? অর্থাৎ চৈত্র গৃহে নাই বলিয়া কি একেবারে নাই? অথবা গৃহে নাই? গৃহে অসত্তার সহিত যে কোন স্থানে (অনির্দ্দিষ্টরূপে) সত্তার বিরোধ নাই; কারণ, উভয়ের বিষয় পৃথক (গৃহে থাকা না থাকায় বিরোধ আছে, যে কোন স্থানে থাকার সহিত গৃহে না থাকায় বিরোধ হইবে কেন?) দেশ সামান্য দ্বারা গৃহরূপ দেশ-বিশেষের পাক্ষিকভাবে আক্ষেপ হইতে পারে, অর্থাৎ চৈত্র আছে বলিলে কোন স্থানে (দেশ সামান্যে) আছে বুঝায়; এই দেশ-সামান্যরূপ কোন স্থান, হয় গৃহ না হয় গৃহ ভিন্ন, সুতরাং এক পক্ষে

গৃহে আছে, এরূপও বুঝাইতে পারে; অতএব উভয়ের (থাকা না-থাকার) গৃহরূপ এক বিষয় হইয়াছে বলিয়া বিরোধ আছে এরূপও বলা যায় না; কারণ গৃহে অসত্তাটী প্রমাণ নিশ্চিত (প্রত্যক্ষ সিদ্ধ), গৃহে সত্তাটী পক্ষে প্রাপ্ত (পাক্ষিক) বলিয়া সন্দিগ্ধ, সন্দিগ্ধের দ্বারা নিশ্চিতের নিরাস হয় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিতরূপে অবগত গৃহে-অসত্তা চৈত্রের পাক্ষিক গৃহ-সত্তাকে নিরাস করিয়া সামান্যতঃ সত্তাকে কিম্বা (বাহিরে আছে কি না?) সংশয়কে (বহিঃসত্তার সংশয়ের আবশ্যক আছে, সংশয় থাকিলে অনুমান হয়; 'সন্দিগ্ধ-সাধ্যবত্বং পক্ষত্বং') নিরাস করিবে ইহা ঠিক নহে, গৃহ অবচ্ছেদে (অংশে, বিভাগে) চৈত্রের অভাব দ্বারা বিরোধবশতঃ গৃহে সত্তারই নিরাস হইয়া থাকে, সামান্যতঃ সত্তার নহে; কেন না, সামান্যতঃ সত্তার প্রতি গৃহে অসত্তা উদাসীন অর্থাৎ গৃহে অসত্তা দেখিবে, গৃহে সত্তা থাকিল কি না? যে কোন স্থানে থাকে না থাকে, তাহাতে গৃহে অসত্তার ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, সুতরাং তাহাকে নিরাস করিতে ব্যগ্র হয় না। অতএব প্রমাণ দ্বারা অবগত গৃহে-অসত্তারূপ হেতু দ্বারা জীবিত ব্যক্তির বহিঃসত্তার অনুমান হইয়া থাকে, ইহা উপযুক্ত।

বিরুদ্ধ-প্রমাণদ্বয়ের বিষয় ব্যবস্থা করিয়া বিরোধ পরিহার করা অর্থাপত্তি প্রমাণের প্রয়োজন, এ কথাও পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা নিরস্ত হইলে, অর্থাৎ চৈত্র বাঁচিয়া আছে, এ কথা জ্যোতিষ-শাস্ত্র বা আপ্ত-বাক্যরূপ শব্দ-প্রমাণ দ্বারা জানা গিয়াছে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে চৈত্র গৃহে নাই, একই চৈত্রের থাকা ও না থাকা উভয় প্রমাণের বিষয় বলিয়া বিরোধ হইয়াছে, অর্থাপত্তি প্রমাণ উহাদের বিষয় ব্যবস্থা করিয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শব্দের বিষয় বাহিরে চৈত্রের সত্তা, প্রত্যক্ষের বিষয় গৃহ অবচ্ছেদে (গৃহে চৈত্র নাই), কিন্তু ওরূপে অবচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ, গৃহে নাস্তি) ও অনবচ্ছিন্নের (সামান্যতঃ সত্তার) বিরোধ হয় না (গৃহে আছে, গৃহে নাই, ইহাদের বিরোধ হয় এবং সামান্যতঃ আছে বা নাই, ইহাদেরও বিরোধ হইতে পারে)।

এই ভাবেই অর্থাপত্তির অন্য অন্য উদাহরণ অনুমানে অন্তর্ভাব করিতে হইবে ('পীনো দেবদত্তঃ দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে, অর্থাৎ রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে' দেবদত্ত স্থূলকায়, অথচ দিবাতে আহার করে না, সুতরাং রাত্রিতে আহার করে, কেননা, দিবা-রাত্রি কোন সময়ে আহার না করিলে স্থূলকায় হওয়া যায় না, স্থূলকায়

ব্যক্তি অবশ্যই কোন সময় আহার করে, এরূপ ব্যাপ্তি দ্বারা অনুমান হইবে। (ছ চিহ্নিত মন্তব্য দেখ) অতএব অর্থাপত্তি অনুমান হইতে অতিরিক্ত প্রমাণ নহে।

(জ) এইরূপ অভাবও (অনুপলব্ধিও) প্রত্যক্ষ বই আর কিছু নহে ভূতলের কৈবল্যরূপ (কেবলের ভাব, একাকী থাকা, কেবল ভূতল, ঘটবিশিষ্ট ভূতল নহে) পরিণাম-বিশেষের অতিরিক্ত ঘটাভাব নাম কোন পদার্থ নাই (অনুপলব্ধি প্রমাণ দ্বারা 'ভূতলে ঘটো নাস্তি' ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু ভূতলের অতিরিক্ত ঘটাভাব নামক কোন পদার্থ নাই, জ চিহ্নিত মন্তব্যে দ্রষ্টব্য)। চিতিশক্তি অর্থাৎ পুরুষ ব্যতিরেকে সমস্ত জড়বর্গই প্রতিক্ষণে পরিণত হয়, ভূতলের পরিণাম যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা গৃহীত হইল, তবে প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, এমন আর কি প্রমেয় আছে? যাহার নিমিত্ত অভাব (অনুপলব্ধি) নামক অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে।

(ঝ) খারীতে (পরিমাণ বিশেষে) দ্রোণ আঢ়ক প্রভৃতি পরিমাণের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ দ্রোণ আঢ়ক প্রভৃতি পরিমাণ না জানিয়া খারী-পরিমাণ জানা যায় না, খারীর জ্ঞান হইলে সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণাদির জ্ঞান হয়, পৌরাণিকগণ ওরূপ স্থলে সম্ভব নামক একটী প্রমাণ বলিয়া থাকেন। উহা অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। দ্রোণাদির ব্যাপ্য খারীত্বটী (ঘটিত্বটী ঘটকের ব্যাপ্য হয়, দিনের ব্যাপ্য মাস) অবগত হইয়া খারীতে দ্রোণাদির সত্তা বুঝাইয়া দেয়।

(ট) ঐতিহ্য নামে আর একটী প্রমাণ আছে। 'ইতি হ উচুঃ বৃদ্ধাঃ' প্রাচীনগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন (ইতিহ+ষণ্ ঐতিহ্য), উহার বক্তার নিশ্চয় নাই, কেবল কিম্বদন্তী অর্থাৎ জনশ্রুতিপরম্পরা মাত্র, (যেমন, এই বটবৃক্ষে যক্ষ বসতি করে। উক্ত ঐতিহ্যটী প্রত্যক্ষাদির অতিরিক্ত নহে, কেন না, যদি বক্তার নিশ্চয় না হয়, তবে, 'বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে কি না?' এরূপ সংশয় হয় (সংশয় প্রমাণ নহে)। কথায় বিশ্বাস হয়, এরূপ কোনও বক্তার নিশ্চয় হইলে তাঁহার উক্তিটী (ইহ বটে যক্ষঃ প্রতিবসতি ইত্যাদি) আগম অর্থাৎ আপ্তবচনরূপ প্রমাণ হইবে। অতএব প্রমাণ তিন প্রকার, ইহা স্থিরীকৃত হইল ॥ ৫ ॥

মন্তব্য। (ক) লক্ষণ অর্থাৎ অসাধারণ চিহ্নটী ইতরভেদ অনুমানে হেতু হয়, অর্থাৎ লক্ষ্যটী লক্ষ্যেতর হইতে ভিন্ন, ইহা লক্ষণ দ্বারা জানা যায়। 'গল-

কম্বলবন্ধং গোত্বং' যাহার গলদেশে লম্বমান চক্র আছে তাহাকে গো বলে, উক্ত গলকম্বলরূপ লক্ষণটী গো ভিন্ন কোন জন্তুর নাই, গলকম্বল দেখিলে এই গোটী অশ্বাদি হইতে ভিন্ন এরূপ জ্ঞান হয়, উক্ত অসাধারণ ধর্ম্ম-রূপে লক্ষণটী লক্ষ্য গোকে সজাতীয় ও বিজাতীয় হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝায়। পশুত্বরূপে অশ্বাদি গোর সজাতীয়, এবং পশুত্ব নাই বলিয়া মনুষ্যাদি গোর বিজাতীয়, গলকম্বল এই সজাতীয় বিজাতীয় উভয় হইতেই গোকে ভিন্নরূপে বুঝায়; তদ্রূপ প্রতিবিষয় ইত্যাদি লক্ষণও প্রত্যক্ষকে প্রমাণস্বরূপে সজাতীয় অনুমানাদি হইতে এবং অপ্রমাণস্বরূপে বিজাতীয় ভ্রম স্মৃতি প্রভৃতি হইতে ভিন্নরূপে বুঝায়। সজাতীয় ও বিজাতীয় হইতে লক্ষ্যকে যে পৃথক্ করিয়া বুঝায়, তাহাকে লক্ষণ বলে, প্রতিবিষয় ইত্যাদিও লক্ষ্য-প্রত্যক্ষকে সজাতীয় বিজাতীয় হইতে পৃথক্ করিয়াছে, অতএব এইটী প্রত্যক্ষের লক্ষণ।

বি-পূর্ব্বক "ষিঞ্ বন্ধনে" ষি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয় করিয়া বিষয়পদ হইয়াছে, (সংশয়-বাচক বিশয় শব্দ তালব্য শকার যুক্ত), যাহার জ্ঞান হয়, যে আপনার আকারে জ্ঞানকে আকারিত করে, তাহার নাম বিষয়; উহা চেতন গবাদি ও অচেতন ঘটাদিভেদে দুই প্রকার। উক্ত বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়। স্থলবিশেষে ইন্দ্রিয় বিষয়-দেশে গমন করে, দেহ ছাড়িয়া যায় না, (সেরূপ হইলে ঘটপটাদির চাক্ষুষ-জ্ঞানকালে জ্ঞাতার অন্ধ হইবার কথা) কিন্তু মবারের ন্যায় দীর্ঘ হইয়া বৃত্তিরূপে চক্ষু ঘটাদি দেশে গমন করে, অর্থাৎ ঘট ও চক্ষুর মধ্যে যেন একটী রেখা পড়িয়া যায়। বেদান্তমতে কর্ণও শব্দদেশে গমন করে, নতুবা অমুক স্থানে শব্দ হইতেছে এরূপ জ্ঞান হয় না, ন্যায়মতে শব্দ বীচিতরঙ্গ, অথবা কদম্বকারকের ন্যায় ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া আসিয়া কর্ণের সহিত মিলিত হয়। যে রূপেই হউক, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের কোনও একটী অভিনব সম্বন্ধ হয়, এই সম্বন্ধই (সন্নিকর্ষই) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ। সত্ত্ব-প্রধান চিত্ত সর্ব্বদাই বিষয় প্রকাশ করিতে পারে, কেবল তমোগুণ দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় পারে না, উক্তরূপে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে, তমোরূপ আবরণ বিদূরিত হওয়ায় বিমল সত্ত্বজ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, ইহাকেই জ্ঞান বলে।

যেরূপ জলাশয়ের জল নালা বাহিয়া চতুষ্কোণাদি ক্ষেত্রের আকারে পরিণত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা চিত্ত বিষয়দেশ গমন করিয়া বিষয়াকারে

পরিণত হয়, এই পরিণামের নাম বৃত্তি, উক্তরূপে বিষয়াকারে চিত্তে বৃত্তি হইলেই তাহাতে পুরুষের ছায়া পড়ে, পুরুষ বৃত্তি-বিশিষ্ট-চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া (বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে পুরুষে বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্তের ছায়া পড়িয়া) চিত্তের ধর্ম্ম জ্ঞান-সুখাদিকে গ্রহণ করে, আমি জানি, আমি সুখী, ইত্যাদি-রূপে আপনাতে জ্ঞানাদির আরোপ করে। ন্যায়মতে আত্মা সগুণ, সুতরাং বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ জন্য জ্ঞান (ব্যবসায় "অয়ং ঘটঃ") আত্মাতেই হয়, অনন্তর অনুব্যবসায় ("ঘট মহং জানামি" ইত্যাদি) জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বজাত ব্যবসায়-জ্ঞান প্রকাশিত হয়, "অয়ং ঘটঃ" ইত্যাদি ব্যবসায়-জ্ঞান ও উহার বিষয় ঘট উভয়ই "ঘট মহং জানামি" এই অনুব্যবসায় জ্ঞানের বিষয়, "সবিষয় জ্ঞান-বিষয়-জ্ঞানত্বং অনুব্যবসায়ত্বং", অর্থাৎ বিষয়ের সহিত জ্ঞান যে জ্ঞানের বিষয় তাহাকে অনুব্যবসায় বলে। এইরূপেই ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশ হয়, নতুবা ব্যবসায় জ্ঞান স্বয়ং অপ্রকাশিত থাকিয়া বিষয় প্রকাশে সমর্থ হয় না। ন্যায়মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ নহে, সুতরাং জ্ঞানান্তর দ্বারা প্রকাশিত হয়. সাংখ্যমতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ, ন্যায়ের অনন্ত অনুব্যবসায় স্থানে এক প্রকাশশীল চিতিশক্তি পুরুষ, কাজেই সাংখ্যমতে ব্যবসায়-অনুব্যবসায় কল্পনা নাই, ন্যায়ের ব্যবসায় জ্ঞান-স্থানীয় সাংখ্যের চিত্তবৃত্তি। বেদান্ত ও সাংখ্য উভয় মতেই চিৎ-জড়-সমষ্টি জীব অর্থাৎ আমি সুখী ইত্যাদি জ্ঞান কেবল বুদ্ধি বা কেবল পুরুষের হয় না, উভয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন জীবেরই হইয়া থাকে।

রজ্জু-প্রভৃতিতে সর্পাদিজ্ঞান ও স্বপ্নদর্শন ইত্যাদি স্থলে বিষয় না থাকিয়াও জ্ঞান হয়, উক্ত দৃষ্টান্তবলে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ ঘটপটাদি বিষয়ের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করেন না, জ্ঞানেরই পরিণাম বলিয়া থাকেন, সাংখ্যমতে ঘটপটাদি বিষয় আছে, উহা জ্ঞানের পরিণামমাত্র নহে, তাহা হইলে কোনও এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য উল্কাপাত প্রভৃতিতে যুগপৎ সাধারণের প্রতি সন্ধান হইতে পারে না। উক্ত বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে নিশ্চয়-রূপে চিত্তবৃত্তি জন্মে, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। ন্যায়মতে "ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞান মব্যপদেশ্য মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং" অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘটাদি বিষয়ের সংযোগ হইলে যে অবাধিত জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে, উহা দুই প্রকার,—অব্যপদেশ্য

অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প এবং ব্যবসায়াত্মক অর্থাৎ সবিকল্প। এইরূপ "ইন্দ্রিয় জন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষং" "জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষং" ইত্যাদি প্রত্যক্ষের অনেক লক্ষণ আছে। বেদান্তমতে "প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত বিষয়-চৈতন্যের অভেদ" ইত্যাদি অনেক লক্ষণ আছে; (বেদান্ত পরিভাষায় দ্রষ্টব্য)। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে ঐ সমস্ত লক্ষণের দোষগুণ বিচার হয় নাই।

(খ) জগতের অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ তাহাদের জ্ঞান হয়, না হইলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না; ছাত্রকে পড়ান যাইতেছে, ছাত্র বুঝিতেছে না এরূপ স্থলে তাহার মুখভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা মনের ভাব অনুমান করিয়া, যেরূপে বুঝে সেইরূপে উপদেশ দিতে হইবে, ছাত্রের ঐরূপ অজ্ঞান সংশয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপদেশ দেওয়াই প্রকৃত অধ্যাপকের কার্য্য। অতএব স্বীকার করিতে হইল, অনুমান একটী প্রমাণ।

অনুমান না মানিলে ধূমাদি দেখিয়া বহ্নি প্রভৃতির জ্ঞান হইয়া উহাতে কিরূপে প্রবৃত্তি হয়? এই আশঙ্কায় চার্ব্বাক বলিয়া থাকেন, উক্ত স্থলে মূলে প্রত্যক্ষ আছে, অথবা ভ্রমবশতঃ বহ্নিপ্রভৃতিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, স্থলবিশেষে যে ফল লাভ হয়, উহা আকস্মিক মাত্র। বহ্ন্যাদির প্রত্যক্ষ-যোগ্যতা থাকিলেও পরকীয় চিত্তবৃত্তি অজ্ঞানাদি কখনই প্রত্যক্ষ হয় না, এই নিমিত্ত বাচস্পতি পরকীয় অজ্ঞানাদির উল্লেখ করিয়াছেন।

(গ) 'যন্নিরূপণানন্তরং যন্নিরূপণীয়ং তন্নিরূপিত সঙ্গতিমত্ত্বংতস্য' যেটী বলিয়া যেটী বলিতে হইবে, সেই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ থাকা চাই, 'নাসঙ্গতং প্রযুঞ্জীত' অসঙ্গত অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ নাই, এরূপ বাক্য বলা উচিত নহে, বলিলে উহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষিত হয়। উক্ত সম্বন্ধ বা সঙ্গতি ছয় প্রকার,—সপ্রসঙ্গ উপোদ্‌ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা। নির্ব্বাহকৈক-কার্য্যত্বে ষোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে' প্রসঙ্গ (স্মৃত বিষয়ের উপেক্ষা না করা), উপোদ্‌ঘাত (প্রকৃত বিষয় সিদ্ধির উপযোগিনী চিন্তা), হেতুতা (কার্য্যকারণভাব), অবসর (বলবদ্‌বিরোধি জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি) নির্ব্বাহকতা (প্রয়োজকতা) ও এক-কার্য্যতা অর্থাৎ পূর্ব্বাপর উভয়ের একটী প্রয়োজন থাকা। (ইহাদের বিশেষ বিবরণ অনুমিতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)। অনুমান প্রত্যক্ষের কার্য্য বলিয়া প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুমান বলা হইয়াছে, এ স্থলে উভয়ের কার্য্য-কারণ-ভাব-রূপ হেতুতা সঙ্গতি বুঝিতে হইবে।

ব্যাপ্যের জ্ঞান হইতে ব্যাপকের জ্ঞানকে অনুমান বলে। ব্যাপ্তি যাহাতে থাকে, তাহাকে ব্যাপ্য বলে, যাহার ব্যাপ্তি তাহার নাম ব্যাপক। নিয়ত সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলে, ব্যভিচারাভাব, অবিনাভাব প্রভৃতি ব্যাপ্তির নামান্তর। যেটী ছাড়িয়া যেটী থাকে না, থাকিতে পারে না, সেটী তাহার ব্যাপ্য, বহ্নিকে ছাড়িয়া ধূম থাকিতে পারে না, অতএব ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। অনুমানস্থলে ব্যাপ্যকে হেতু ও ব্যাপককে সাধ্য বলা হয়। একটীর একস্থানে অবস্থানকালে যে অপরটীর সেখানে অবশ্যই থাকা আবশ্যক, সেইটী তাহার ব্যাপক, বহ্নি ধূমের ব্যাপক, কেন না যেখানে ধূম আছে, অবশ্যই সেখানে বহ্নি থাকিবে।

প্রথমতঃ ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয়, অর্থাৎ বহ্নিকে ছাড়িয়া ধূম কখনই থাকিতে পারে না, ইহা বিশেষরূপে পরীক্ষিত হয়, ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি ব্যতিরেক নিশ্চয়ই প্রধান কারণ। ধূম বহ্নিকে ছাড়িয়া কখনই থাকিতে পারে না, যেকাল পর্য্যন্ত এরূপ জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ শতসহস্র স্থলে বহ্নি ও ধূমের একত্র অবস্থানরূপ অন্বয় নিশ্চয়ে ব্যাপ্তি স্থির হয় না। উক্তরূপে ব্যাপ্তি স্থির হইলে পর পর্ব্বতাদিতে অবিচ্ছিন্নমূল ধূম দর্শনের পর ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এরূপ স্মরণ হয়, হইলে বহ্নি ব্যাপ্য ধূম পর্ব্বতে আছে', এরূপ পরামর্শ হয়, অনন্তর পর্ব্বতে বহ্নি আছে, এরূপ অনুমান হইয়া থাকে।

ব্যাপ্তিজ্ঞানস্থলে দেখা চাই, কোনরূপ উপাধির সম্ভাবনা আছে কি না? উপাধি থাকিলে ব্যাপ্তি থাকে না। সাধ্যের ব্যাপক হইয়া যেটী সাধনের অব্যাপক হয়, তাহাকে উপাধি বলে। এরূপ উপাধি থাকিলে স্পষ্টতঃ বোধ হয় হেতুতে দোষ আছে, নতুবা উপাধিটী সাধ্যরূপ ব্যাপকটীর ব্যাপক হইয়া সাধনরূপ ব্যাপ্যটীর ব্যাপক হইল না, ইহা সঙ্গত নহে। হেতু ব্যভিচারী হইলেই উপাধি থাকে, এই ব্যভিচারী হেতুকেই অসদ্ধেতু বলে, পক্ষান্তরে অব্যভিচারী হেতুর নাম সদ্ধেতু। 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এখানে ধূমটী সদ্ধেতু, কেন না ধূম বহ্নির ব্যভিচারী নহে 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এখানে বহ্নিটী অসদ্ধেতু, কেন না, বহ্নিটী ধূমের ব্যভিচারী, বহ্নিটী ধূমকে ছাড়িয়া অয়োগোলকে (অতিতপ্ত লৌহপিণ্ডে) থাকে, এখানে আর্দ্রেন্ধনটী উপাধি হইয়াছে, আর্দ্রেন্ধন ধূমরূপ সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে, যেখানে ধূম আছে, সেখানে আর্দ্রেন্ধন (ভিজা কাঠ) আছে, অথচ বহ্নিরূপ সাধন অর্থাৎ হেতুর ব্যাপক হয় নাই, অয়োগোলকে বহ্নিরূপ সাধন আছে, কিন্তু আর্দ্রেন্ধন নাই, বহ্নিরূপ সাধনটী অয়োগোলকে

ধূমরূপ সাধ্য ও আর্দ্রেন্ধনরূপ উপাধি উভয়ের ব্যভিচারী হইয়াছে। উপাধি দুই প্রকার ;—শঙ্কিত ও সমারোপিত বা নিশ্চিত। উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপকতা সন্দেহ হয়, তাহাকে শঙ্কিত উপাধি বলে। প্রদর্শিত আর্দ্রেন্ধনটী সমারোপিত উপাধি। উপাধির শঙ্কা হইলে ব্যভিচারে শঙ্কা হয়, সুতরাং ব্যভিচারাভাবরূপ ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয় না, ব্যাপ্তির সংশয় হয়। উপাধির নিশ্চয় হইলে ব্যভিচারের নিশ্চয় হয়।

কেহ কেহ উপাধির লক্ষণ এইরূপ বলেন, 'যেটী সাধনের অব্যাপক হইয়া সাধ্যের সমব্যাপ্ত তাহার নাম উপাধি। ব্যাপক হইয়া যে ব্যাপ্য হয়, তাহাকে সমব্যাপ্ত বলে। উপাধির বিশেষ বিবরণ উপাধিবাদ-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

অনুমানের প্রকার নানাবিধ, স্বার্থ ও পরার্থভেদে অনুমান দুই প্রকার। ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি স্বয়ং নিশ্চয় করিয়া পর্ব্বতাদিতে ধূম দেখিয়া বহ্নিবিষয়ে যে নিশ্চয় অনুমান হয়, তাহাকে স্বার্থানুমান বলে। ইহাতে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ অবয়ব বা হেত্বাভাস, উপাধি প্রভৃতি কিছুরই অবতারণা হয় না। পদার্থ অনুমানে "ব্যাপ্য আছে, অতএব অবশ্যই ব্যাপক থাকিবে" এ কথা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ অবয়ব প্রতিপাদক ন্যায়-বাক্য দ্বারা অপর কর্তৃক অপরের প্রতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সমস্ত-রূপ বিশিষ্ট লিঙ্গ বোধক বাক্যসমূহকে ন্যায় বলে। পক্ষে থাকা, সপক্ষে থাকা, বিপক্ষে না থাকা, অসৎপ্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিরুদ্ধ হেতু দ্বারা আক্রান্ত না হওয়া এবং বাধিত-সাধ্যক না হওয়া, অর্থাৎ যেটাকে সাধ্য করা হইয়াছে, সেটী পক্ষে নাই, এরূপ না হয়। উক্তরূপে হেতুর স্বরূপ পঞ্চবিধ।

অনুমান-প্রকরণে পক্ষ, সপক্ষ, বিপক্ষ, পক্ষসম, হেতু, সাধ্য, হেত্বাভাস ব্যাপ্তি, পরামর্শ, অবয়ব প্রভৃতি পারিভাষিক অনেক শব্দ আছে, "সন্দিগ্ধ সাধ্যবত্ত্বং পক্ষত্বং" যে পর্ব্বতাদিতে বহ্নি প্রভৃতি সাধ্যের সংশয় থাকে, তাহাকে পক্ষ বলে। পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয় থাকিলে, অনুমানের আবশ্যক করে না, সেরূপ স্থলে সিদ্ধসাধন দোষ হয়। সাধ্যের অভাব নিশ্চয় থাকিলেও অনুমান হয় না ; কেন না, পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতির প্রতি পর্ব্বতে বহ্নির অভাব-নিশ্চয় প্রতিবন্ধক হয়, বহ্নির অনুমিতি হইতে দেয় না, অতএব পক্ষে সাধ্যের সংশয়েরই উপযোগিতা, এইটী সংশয়-পক্ষতাবাদী প্রাচীন

নৈয়ায়িকের মত। নবীনেরা বলেন, "সিষাধয়িষা-বিরহ-বিশিষ্ট-সিদ্ধ্যভাবঃ পক্ষতা" অর্থাৎ সাধনের ইচ্ছা (অনুমিৎসা) থাকিলে, সাধ্যনিশ্চয় থাকিলেও অনুমিতি হইয়া থাকে, নতুবা অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা আত্মনিশ্চয় থাকায় পুনর্ব্বার আত্মবিষয়ে অনুমানরূপ মনন হইতে পারে না। "পর্ব্বতো-বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এখানে পর্ব্বতটী পক্ষ। যেখানে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, তাহাকে সপক্ষ বলে, যেমন মহানস (পাকশালা), যেখানে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় আছে, তাহাকে বিপক্ষ বলে, যেমন উক্ত স্থলে জল-হ্রদাদি। যেখানে সাধ্যের নিশ্চয় হয় নাই, কিন্তু হওয়া আবশ্যক, হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহাকে পক্ষসম বলে, যেমন "ঘটঃ অনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ, এইখানে ঘটটী পক্ষ, পট প্রভৃতি পক্ষসম ; কেন না, কার্য্য বলিয়া পট প্রভৃতিও অনিত্য ইহা প্রতিপাদন করিতে হইবে। যে একটীর জ্ঞান দ্বারা অপর একটীর জ্ঞান হয়, তাহাকে হেতু বলে। যাহার জ্ঞান হয়, তাহার নাম সাধ্য, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এখানে বহ্নিটী সাধ্য, ধূমটী হেতু।

হেতুর ন্যায় আভাসমান দুষ্ট হেতুকে হেত্বাভাস বলে, জ্ঞান যে বিষয়ে হইয়া অনুমিতি বা তৎকরণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিরোধী হয়, তাহার নাম হেত্বাভাস। হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার,—অনৈকান্ত, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ ও বাধিত সাধ্যক্। অনৈকান্ত বা ব্যভিচারী হেতু তিন প্রকার,—সাধারণ, অসাধারণ, ও অনুপসংহারী, যে হেতুটী সপক্ষ বিপক্ষ উভয়ে থাকে তাহার নাম সাধারণ। যেটী উক্ত উভয়ের কোনটীতে থাকে না, তাহাকে অসাধারণ বলে। যে হেতুর সাধ্যটী কেবলান্বয়ী অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাহাকে অনুপসংহারী বলে। যে হেতুটী সাধ্যাধিকরণে কখনই থাকে না, তাহাকে বিরুদ্ধ বলে। আশ্রয়াসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি অর্থাৎ হেত্বসিদ্ধি ও ব্যাপ্যাসিদ্ধি এই তিন প্রকার অসিদ্ধি। বিরুদ্ধ হেতুদ্বয়ের পরামর্শ হইলে, সৎপ্রতিপক্ষ বলে। পক্ষটী সাধ্যরহিত হইলে বাধ বলে। বাহুল্যভয়ে ইহাদের বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইল না।

ব্যাপ্তি দুই প্রকার,—অন্বয়-ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি, "তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বা অন্বয়ঃ" যেখানে ব্যাপ্য ধূমাদি থাকে, সেখানে ব্যাপক বহ্ন্যাদি অবশ্যই থাকিবে, এরূপ ব্যাপ্তিকে অন্বয়ব্যাপ্তি বলে। অন্বয়ব্যাপ্তিস্থলে হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একত্র অবস্থান পূর্ব্বে লক্ষিত হয়, পাকশালাতে

ধূম ও বহ্নির সামানাধিকরণ্য প্রত্যক্ষ হয়। কৌমুদীর প্রদর্শিত বীত অনুমানটী এই অন্বয়ব্যাপ্তি-মূলক। পূর্ব্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট উহারই অবান্তরভেদ, উভয়েরই মূলে অন্বয়ব্যাপ্তি আছে, বিশেষ এই পূর্ব্ববৎ স্থলে বহ্নিরূপ সাধ্যের সহিত ধূমের সামানাধিকরণ্য পাকশালাদিতে গৃহীত হয়। সামান্যতোদৃষ্ট স্থলে সেরূপ হয় না, মোটামুটী সামান্যভাবে ব্যাপ্তিস্থির হইয়া পরিশেষে বিশেষরূপে সাধ্যজ্ঞান হয়, ইন্দ্রিয়ানুমানে এ বিষয় অনুবাদে বলা হইয়াছে।

"তদসত্ত্বে তদসত্তা" "ব্যাপকাভাবাৎ ব্যাপ্যাভাবঃ" যেখানে ব্যাপক বহ্ন্যাদি নাই, সেখানে ব্যাপ্য ধূমাদি নাই, থাকিতেই পারে না, এইরূপ ব্যাপ্তিকে ব্যতিরেকব্যাপ্তি বলে। কৌমুদীর লিখিত অবীত অনুমানটী এই ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিমূলক। এ স্থলে হেতুসাধ্যের সামানাধিকরণ্য জ্ঞান পূর্ব্বে না হইলেও চলে। স্থলবিশেষে সাধ্যজ্ঞান পূর্ব্বে হইতেই পারে না, স্থলবিশেষে যোগ্যতা থাকিয়া না হইলেও ক্ষতি হয় না। "ইয়ং (পৃথিবী) পৃথিবীতর-ভিন্না গন্ধবত্বাৎ" যাহাতে গন্ধ আছে, সেই পদার্থটী পৃথিবীর ইতর জলাদি হইতে ভিন্ন, জলাদি নহে অর্থাৎ পৃথিবী। যাহাতে গন্ধ আছে, সেইটী পৃথিবী, এ বিষয় অনুমানের পূর্ব্বে জানা যায় না, কিন্তু পৃথিবীতর-ভেদের অভাব (ব্যাপকাভাব) জলাদিতে আছে, সেখানে গন্ধেরও অভাব আছে ; অতএব "তদভাব-ব্যাপকীভূতাভাব-প্রতিযোগিত্বং" অর্থাৎ সাধ্যাভাবের ব্যাপক যে অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগী হেতু, এইরূপ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে। হেতুর ব্যাপক সাধ্য হয়, সাধ্যাভাবের ব্যাপক হেত্বভাব, যেখানে ধূম আছে, সেখানে বহ্নি আছে, যেখানে বহ্নির অভাব আছে, সেখানে ধূমের অভাব আছে। গন্ধটী গুণ পদার্থ সুতরাং দ্রব্যে থাকে, জলাদিও দ্রব্য, সুতরাং তাহাতে গন্ধের থাকা সম্ভব ছিল, নিষেধ করা হইয়াছে। গুণাদিতে গুণ থাকিতে পারে না, সুতরাং নিষেধের আবশ্যকতা নাই। পরিশেষে যেটী থাকিল, সেইটী পৃথিবী, গন্ধ সেখানেই থাকে, অতএব গন্ধজ্ঞান দ্বারা পৃথিবীত্বের জ্ঞান হইতে পারে।

উক্ত অন্বয় ও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি হইতে কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী-রূপ তিন প্রকার অনুমান হয়। যাহার বিপক্ষ নাই সেইটী কেবলান্বয়ী, যেমন "ঘটঃ অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ" এখানে বস্তুমাত্রই অভিধেয়, সুতরাং কোন স্থানেই অভিধেয়ত্বরূপ সাধ্যের অভাব নিশ্চয় হয় না। যাহার

সপক্ষ নাই, তাহাকে কেবল-ব্যতিরেকী বলে, "পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ" এ স্থলে যেখানে গন্ধ আছে, সেখানে পৃথিবীতর জলাদি অষ্ট দ্রব্য ও গুণাদি পঞ্চ পদার্থের (গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের) ভেদ আছে, এ বিষয় অনুমানের পূর্ব্বে নিশ্চয় হয় না, কাজেই সাধ্যের নিশ্চয় নাই বলিয়া এটী কেবল-ব্যতিরেকী। যেখানে সপক্ষ বিপক্ষ উভয় থাকে, তাহাকে অন্বয় ব্যতিরেকী বলে, যেমন "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এ স্থলে মহানসাদি সপক্ষ ও জলহ্রদাদি বিপক্ষ উভয়ই আছে।

ব্যাপ্যের পক্ষবৃত্তিতা জ্ঞানের নাম পরামর্শ, অর্থাৎ বহ্নিব্যাপ্য ধূম পর্ব্বতে আছে, এইটী পরামর্শজ্ঞান। অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ ও পরামর্শ ব্যাপার। পরামর্শ না হইলে অনুমিতি হয় না।

প্রতিজ্ঞা হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটী অবয়ব। প্রতিজ্ঞা পর্ব্বতো বহ্নিমান্, হেতু ধূমাৎ, উদাহরণ যো যো ধূমবান্ সঃ সঃ বহ্নিমান্ যথা মহানসং, উপনয় বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ অয়ং, নিগমন তস্মাদ্ বহ্নিমান্। কেহ কেহ প্রতিজ্ঞাদিত্রয় বা উদাহরণাদিত্রয় অবয়ব স্বীকার করেন। অন্বয় ব্যাপ্তি স্থলে "যদেবং তদেবং" যৎ এবং হেতুমত,, তৎ এবং সাধ্যবৎ, এইরূপে উদাহরণ হয়। ব্যতিরেকস্থলে "যন্নৈবং তন্নৈবং" যৎ ন এবং ন সাধ্যবৎ, তৎ ন এবং ন হেতুমৎ এইরূপে উদাহরণ বাক্যের উপন্যাস হইয়া থাকে।

ন্যায়-ভাষ্যকার পূর্ব্বৎ ইত্যাদির স্থল অন্যরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণের জ্ঞান হইতে কার্য্যের জ্ঞানকে পূর্ব্বৎ বলে, যেমন মেঘের উন্নতি দেখিলে বৃষ্টি হইবে এরূপ অনুমান হয়। কার্য্যের জ্ঞান দ্বারা কারণের অনুমানকে শেষবৎ অনুমান বলে, যেমন নদী পূর্ণ হইয়াছে, খরস্রোতঃ হইয়াছে দেখিলে, বৃষ্টি হইয়াছে এরূপ অনুমান হয়। এতদতিরিক্ত স্থল সামান্যতোদৃষ্ট, যেমন এক স্থানে দৃষ্ট আদিত্যাদিকে স্থানান্তরে দেখিলে উহাদের গতির অনুমান হয়। কৌমুদীর প্রদর্শিত-স্থলগুলিও ভাষ্যকারের অভিমত।

অনুমান-প্রকরণ একটী সমুদ্রবিশেষ, সংক্ষেপতঃ সমস্ত কথা বলা যায় না। অনুমানখণ্ডে জ্ঞান না হইলে দর্শনশাস্ত্র বুঝা যায় না। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে ন্যায়ের অনুমানখণ্ড পড়া আবশ্যক।

(ঘ) অনুমানের নিরূপণ করিয়া শব্দের নিরূপণ করা হইয়াছে, এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সঙ্গতি থাকা আবশ্যক, সেই সঙ্গতি "এককার্য্যতা"

শাব্দ-বোধরূপ কার্য্যজননে শব্দ ও অনুমান উভয়ের উপযোগিতা আছে, কিরূপে আছে দেখানো যাইতেছে, কেবল শব্দশ্রবণেই অর্থ বোধ হয় না, শক্তিজ্ঞানের অপেক্ষা করে। "এই শব্দের এই অর্থ" "এই অর্থের বাচক এই শব্দ" এইরূপ জ্ঞানকে শক্তিজ্ঞান বলে। অনুমান ব্যতিরেকে শক্তিজ্ঞান হয় না, ব্যবহার দর্শন দ্বারা শক্তির অনুমান হয়। বাটীর প্রাচীন লোক যুবাপুরুষকে "গাভী নিয়ে এস" বলিয়া অনুমতি করিলে যুবাপুরুষ গাভী লইয়া আসিয়া থাকে, তখন পার্শ্বস্থ ব্যক্তির বোধ হয়, "এই ব্যক্তির গবানয়নে চেষ্টা (শরীর ব্যাপার) প্রবৃত্তি (মানসব্যাপার, যত্নবিশেষ) জন্য হইয়াছে, কেন না আমারও চেষ্টা আমার প্রবৃত্তি-জন্য হইয়া থাকে, চেষ্টামাত্রই প্রবৃত্তি-জন্য। ঐ প্রবৃত্তিটী চিকীর্ষা অর্থাৎ কার্য্য করিতে ইচ্ছা ও ইষ্টসাধনতা জ্ঞান হইতে হইয়াছে, গবানয়ন আমার কর্ত্তব্য, উহাতে আমার প্রয়োজনসিদ্ধি হইবে, এইরূপ জ্ঞান হইলেই গবানয়নে প্রবৃত্তি (যত্ন) হইয়া থাকে। "জ্ঞানজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছা-জন্যা কৃতির্ভবেৎ। কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ক্রিয়াভবেৎ" ইষ্টসাধনতা জ্ঞান হইতে ইচ্ছা (চিকীর্ষা), ইচ্ছা হইতে প্রবৃত্তি. প্রবৃত্তি হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অতএব ক্রিয়া দ্বারা চেষ্টার, চেষ্টা দ্বারা প্রবৃত্তির, প্রবৃত্তি দ্বারা ইচ্ছার এবং ইচ্ছা দ্বারা জ্ঞানের অনুমিতি হইতে পারে, এইটী কার্য্য-লিঙ্গক কারণানুমান। যুবাপুরুষের গবানয়ন বিষয়ে জ্ঞান হইয়াছে স্থির হইল, এই জ্ঞানের প্রতি কারণ কি? উপস্থিত আর কোনও কারণ দেখা যায় না, কেবল বৃদ্ধের উচ্চারিত "গাভী নিয়ে এস" এই বাক্যটী আছে, অতএব উক্ত বাক্যশ্রবণেই যুবার গবানয়ন জ্ঞান পূর্ব্বক তাহাতে প্রবৃত্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। উক্ত বাক্যের অবশ্যই এমন কোন শক্তি আছে যাহাতে গবানয়নবিষয়ে জ্ঞান জন্মাইতে পারে। এইরূপে প্রথমতঃ বাক্যের শক্তিগ্রহ হইলে অনন্তর "গাভীটী বেঁধে রাখ" "অশ্বটী লইয়া এস" এইরূপে উল্টা পাল্টা করিয়া বাক্যপ্রয়োগ করিলে প্রত্যেক পদের শক্তি-জ্ঞান হইতে পারে।

শক্তিজ্ঞানের প্রতি অনেক কারণ আছে ;—

"শক্তি গ্রহং ব্যাকরণোপমান-কোষাপ্ত-বাক্যাদ্ ব্যবহারতশ্চ।
বাক্যস্য শেষাদ্ বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ॥"

ব্যাকরণ দ্বারা ধাতুপ্রকৃতি প্রত্যয়াদির শক্তিজ্ঞান হইয়া থাকে উপমান দ্বারা গবাদি পদের শক্তিজ্ঞান হয়, সাংখ্যমতে এ স্থলে অনুমান দ্বারা শক্তিজ্ঞান হয়, এ কথা উপমান প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। স্বর্গাদি অধিকাংশ শব্দের শক্তিজ্ঞান কোষ অর্থাৎ অভিধান হইতে হয়। ব্যবহার দ্বারা যেরূপে গবাদি শব্দের শক্তিজ্ঞান হয় তাহা দেখান হইয়াছে। "যবময়শ্চরুর্ভবতি" যবের দ্বারা চরু প্রস্তুত করিবে, যবটী কি জানা যায় নাই, বসন্তকালে অপর ওষধি সকল ম্লান হয়, কেবল এই গুলি (যবসকল) হৃষ্টপুষ্ট থাকে, এই বাক্য-শেষভাগ দ্বারা দীর্ঘশূক বিশেষে যব শব্দের শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। এই আম্রতরুতে পিকপক্ষী মধুর কূজন করিতেছে, এ স্থলে আম্র ও মধুররবাদি শব্দের সান্নিধ্যবশতঃ পিকশব্দের কোকিলে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। কোন স্থলে বিশ্বস্ত ব্যক্তির কথায় শক্তিজ্ঞান হইয়া থাকে, এই পুরোবর্ত্তী পশুটী উষ্ট্রপদের বাচ্য, ইহাকে উট বলে, এরূপ শুনিয়া উষ্ট্রপদের পশুবিশেষে শক্তিগ্রহ হয়।

শাব্দ বোধের প্রতি পদজ্ঞানকরণ, পদ জন্ম পদার্থের উপস্থিতি ব্যাপার, শক্তিজ্ঞান-সহকারী কারণ। আসত্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও তাৎপর্য্যজ্ঞান শাব্দ বোধের প্রতিকারণ, পদসকলের সন্নিধান অর্থাৎ অবিলম্বে উচ্চারণের নাম আসত্তি। পদার্থসকলের পরস্পরে অন্বয়ে বাধ না থাকাকে যোগ্যতা বলে। অর্থবোধে যাহাদের পরস্পর নিয়ত অপেক্ষা, সেই উভয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ক্রিয়াপদ ও কারকপদে সেইরূপ আছে, ক্রিয়াপদ ছাড়িয়া কারকপদের অর্থ হয় না, কারকপদ ছাড়িয়া ক্রিয়াপদের অর্থ বোধ হয় না। বক্তার অর্থাৎ বাক্যপ্রয়োগ-কর্ত্তার ইচ্ছাকে তাৎপর্য্য বলে, বিস্তারিত বিবরণ ন্যায়-শব্দখণ্ডে দ্রষ্টব্য।

ন্যায়মতে শব্দের বৃত্তি দুইটী, শক্তি ও লক্ষণা। অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যঞ্জনা নামে একটী বৃত্তির উল্লেখ আছে। কেহ কেহ তাৎপর্য্য নামে আর একটী বৃত্তি স্বীকার করেন, বাহুল্যভয়ে ইহাদের বিশেষ বিবরণ পরিত্যক্ত হইল।

আপ্তশব্দে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষশূন্য পুরুষ বুঝায়, উহার উক্তিকে আপ্তশ্রুতি বলা যায়। অথবা "আগমো হ্যাপ্ত বচনং" বেদাদি শাস্ত্রকেই আপ্ত বলে। আপ্তস্য শ্রুতিঃ, অথবা আপ্তা শ্রুতিঃ, তৎপুরুষ বা কর্ম্মধারয় উভয়বিধ সমাসই হইতে পারে। ইন্দ্রিয় জন্য চিত্তবৃত্তিটী প্রত্যক্ষ প্রমাণের

ন্যায় শব্দ জন্য চিত্তবৃত্তিটাই প্রমাণ, শব্দ নহে, "আয়ুর্বৈ ঘৃতম্" ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় কার্য্যকারণের অভেদ বিবক্ষা করিয়া প্রমাণের কারণেতে প্রমাণ বলা হইয়াছে। সাংখ্যমতে সর্ব্বত্রই চিত্তবৃত্তি প্রমাণ।

চিত্তবৃত্তিটী স্বতঃ প্রমাণ, উহার প্রামাণ্য গ্রহণের নিমিত্ত অন্যের আশ্রয় লইতে হয় না। সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসা মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ, জ্ঞানান্তরের প্রকাশ্য নহে। চিত্তবৃত্তিরূপ জ্ঞানটী পুরুষচৈতন্য দ্বারা গৃহীত হয়, গ্রহণকালে তদ্গত প্রামাণ্যও গ্রহণ করে। এরূপ হইলে, "ইদং জ্ঞানং প্রমা ন বা?" এরূপ সংশয় হইতে পারে না, জ্ঞানটী যদি প্রমা বলিয়াই নিশ্চয় হয়, তবে আর প্রমা কি না? এরূপ সংশয় কিরূপে হইবে? এই আশঙ্কায় নৈয়ায়িক জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই, উত্তরকালে অনুমান দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্য হয় এরূপ বলেন। জ্ঞানটী যদি উপযুক্ত কারণদ্বারা উৎপন্ন হয়, কোনরূপ দোষের সম্পর্ক না থাকে, তবেই প্রমা বলিয়া অনুমান হয়। স্বতঃপ্রামাণ্যবাদীও সংশয়ের অনুরোধে দোষাভাবের উল্লেখ করিয়াছেন, "দোষাভাবে সতি যাবৎ স্বাশ্রয়-গ্রাহক-সামগ্রীগ্রাহ্যত্বং স্বতস্ত্বং" স্ব শব্দে প্রমাত্ব, তাহার আশ্রয় চিত্তবৃত্তিরূপ-জ্ঞান, তাহার গ্রাহক বেদান্তমতে সাক্ষিচৈতন্য, সাংখ্যমতে চিতিশক্তি পুরুষ, পুরুষরূপ চৈতন্য চিত্তবৃত্তিরূপ-জ্ঞানের গ্রহণকালে তদ্গত প্রমাত্বও গ্রহণ করে। "জ্ঞান-জনক-সামগ্র্যতিরিক্তজন্যত্বং পরতস্ত্বং" অর্থাৎ জ্ঞানের কারণ যে সমস্ত তদতিরিক্ত কোন পদার্থ দ্বারা জন্মিলে, তাহাকে পরতঃপ্রমাণ বলে। ন্যায়মতে তাদৃশ অতিরিক্ত কারণ গুণ, "দোষোঽপ্রমায়াজনকঃ প্রমায়াস্তু গুণোভবেৎ" পিত্তদূরত্বাদি দোষ অপ্রমার জনক। বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ইত্যাদি গুণ প্রমার জনক। প্রমাণ সাধারণে অনুগত দোষ বা গুণ নাই, প্রমাণভেদে দোষ গুণের ভেদ আছে। স্বতঃপ্রমাণবাদী বলেন, যদিচ দোষাভাবরূপ অতিরিক্ত কারণটী প্রমাত্বনিশ্চয়ের হেতু হয়, তথাপি উহা ভাবরূপ নহে, আগন্তুক ভাবজন্য হইলেই, স্বতঃপ্রামাণ্যের হানি হয়।

বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষকৃত নহে। এ বিষয়, "বেদঃ অপৌরুষেয়ঃ সম্প্রদায়াবিচ্ছেদেসতি অস্মর্য্যমাণকর্তৃকত্বাৎ আত্মবৎ" এইরূপ অনুমান দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। বেদের সম্প্রদায় অর্থাৎ প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন, উহাকে কেহ রচনা করিয়াছে এরূপও জানা যায় না, অতএব আত্মার

তায় উহা অপৌরুষেয়। মীমাংসকমতে ঈশ্বর নাই। কেবল বেদ বলিয়া কথা নহে, শব্দমাত্রই নিত্য। সাংখ্যমতেও বেদকর্ত্তা ঈশ্বর নাই, আদি বিদ্বান্ কপিল মহর্ষি পূর্ব্বকল্পের অধীত বেদের স্মরণ করিয়া পরকল্পে জনসাধারণে প্রচার করেন। শব্দের নিজের কোন দোষ নাই, একই শব্দ দ্বারা সত্য মিথ্যা উভয়বিধ পদার্থের বোধ হইতে পারে। ভ্রান্ত পুরুষ দ্বারা উচ্চারিত হইয়া সেই ভ্রম শব্দে আরোপ হয় মাত্র। অপৌরুষেয় নিত্যবেদে সেরূপ দোষারোপের সম্ভাবনা নাই। বেদকে পৌরুষেয় বলিলেও কোন ক্ষতি নাই, কারণ সে পক্ষেও বেদের কর্ত্তা ঈশ্বর, তাহাতে ভ্রম প্রভৃতি কোন দোষের লেশমাত্র নাই, সুতরাং উচ্চারয়িতার দোষ শব্দে সংক্রমিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

\ একমাত্র বেদই প্রমাণ ; স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণাদির প্রামাণ্য বেদমূলক, অর্থাৎ বেদকে স্মরণ করিয়াই মনু প্রভৃতি স্মৃতি ও ইতিহাস পুরাণাদি বিরচিত হইয়াছে, এই নিমিত্তই বেদের ইতর সাধারণ শাস্ত্রকেই (কেবল মনু প্রভৃতি নহে) স্মৃতি বলা যায়। বৌদ্ধ প্রভৃতি দ্বারা প্রণীত শাস্ত্র সমুদায়ের সেরূপ কোন মূল নাই, উহারা পরস্পর বিরুদ্ধবাদী, অতএব ওসমস্ত প্রমাণ নহে।

কণাদ ও সুগত, শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। শব্দ শ্রবণে যে অর্থবোধ হয় না, এরূপ কথা নহে, সেই অর্থ বোধটী শাব্দ বোধের রীতিতে হয় না, কিন্তু অনুমানের প্রণালীতে হয়, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। শব্দের শক্তিগ্রহ না থাকিলে তাহা দ্বারা অর্থ বোধ হয় না, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিয়ত, অতএব শব্দ শ্রবণ করিলে নিয়ত সম্বন্ধ অর্থের অনুমান হইতে পারে। সাংখ্যকার বলেন, ওরূপভাবে শব্দের দ্বারা অর্থের অনুমান হইতে পারে সত্য, কিন্তু পদার্থটাই যে বাক্যার্থ এরূপ নহে, পদার্থ সমুদায়ের সম্বন্ধ বা বিশিষ্ট পদার্থই বাক্যার্থ, উহা অতিরিক্ত, বাক্যার্থস্থলে নিয়ত সম্বন্ধ থাকে না। প্রতিভাশালী কবি কর্ত্তৃক প্রচলিত শব্দ দ্বারা কাব্য রচিত হইলেও, তাহাতে কেমন একটী অভূতপূর্ব্ব অজ্ঞাত ভাবের বোধ হয়, কাব্যপাঠের পূর্ব্বে তাদৃশ ভাবের জ্ঞান থাকে না, সুতরাং তাদৃশস্থলে কবিতারূপ বাক্যকে হেতু করিয়া অভূতপূর্ব্ব অজ্ঞাত ভাব-রূপ বাক্যার্থের অনুমান দ্বারা বোধ হয় এরূপ বলা যায় না, কারণ তাদৃশ

কবিতা-রূপ বাক্য ও তাদৃশ হৃদয়গ্রাহী অশ্রুতপূর্ব্ব ভাব-রূপ বাক্যার্থের সম্বন্ধ পূর্ব্বে জানা যায় নাই, কেবল শব্দের মহিমাতেই সেরূপ ভাবের বোধ হইয়া থাকে। অতএব শব্দপ্রমাণ অনুমানের অতিরিক্ত।

(চ) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ ইহার কোনটী অস্বীকার করিলে চলে না, যুক্তিদ্বারা ইহা স্থির করা হইয়াছে। উপমানাদি অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকারের আবশ্যক নাই, উহা প্রত্যক্ষাদির অন্তর্ভূত, সম্প্রতি এ বিষয় প্রতিপন্ন করা যাইতেছে। ন্যায়মতে গবয়াদি পদের শক্তিগ্রহের নিমিত্ত অতিরিক্ত উপমান প্রমাণ স্বীকার করা হইয়া থাকে। "গো-সদৃশ পশুটীকে গবয় বলে" এই কথা কোন অরণ্যবাসীর মুখে শুনিয়া, গ্রামবাসী ব্যক্তি অরণ্যে গিয়া যদি সেই পশুটীকে দেখিতে পান, তখন তাঁহার মনে হয়, এই পশুটী গো-সদৃশ, অনন্তর গবয় পশুটী গোর সদৃশ এই অতিদেশ বাক্যের স্মরণ হইলে গবয় পশু গবয়পদের বাচ্য এইরূপ জ্ঞান হয়, এ স্থলে গবয় পশুতে গোর সাদৃশ্য জ্ঞানটী করণ, "গবয়পশু গোর সদৃশ" এই অতিদেশ বাক্যার্থের স্মরণটী ব্যাপার, গবয়ে গবয়পদের শক্তিগ্রহ ফল। উক্তবিধ স্থলে গবয়াদিপদের শক্তিগ্রহ অনুমান দ্বারাই হইতে পারে, এ কথা উপমান প্রস্তাবে অনুবাদভাগে বিশদরূপে বলা হইয়াছে।

বেদান্ত-পরিভাষাকার বলেন, উপমানটী সাদৃশ্য-জ্ঞানের কারণ, গবয়ে গোর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইলে গৃহস্থিত গোতে গবয়ের সাদৃশ্য-জ্ঞান হইয়া থাকে, ঐটী উপমান প্রমাণের ফল। সাংখ্যকার বলেন, সাদৃশ্যটী পৃথক্ নহে, গবয়ে গোর সাদৃশ্য একটী, গোতে গবয়ের সাদৃশ্য আর একটী এরূপ নহে, অতএব গবয়ে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইলে গোতেও প্রত্যক্ষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

সাদৃশ্যটীকে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিলেও অনুমানের দ্বারা গোতে গবয়ের সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে পারে, যেটী যাহার সদৃশ, সেটী তাহার সদৃশ, গবয়টী গোর সদৃশ হইলে গোটীও গবয়ের সদৃশ তাহার সন্দেহ নাই, পরিভাষাকার বলেন, "ওরূপ অনুমানের অবতারণা না করিয়াই গৃহস্থিত গোতে গবয়ের সাদৃশ্য-জ্ঞান হইয়া থাকে এবং উপমা (অনুমান নহে) করিতেছি এরূপ নিজের অনুভব হয়, অতএব উপমান একটী অতিরিক্ত প্রমাণ।"

ফল কথা, উপমানকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার প্রয়োজন

নাই, পদের শক্তিগ্রহই হউক অথবা সাদৃশ্য-জ্ঞানই হউক,সমস্তই প্রত্যক্ষাদির দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে, অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার প্রক্রিয়া-গৌরবমাত্র।

(ছ) অর্থাপত্তিকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া ভট্ট, প্রভাকর ও বেদান্তী স্বীকার করেন, ইহারা ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমান বলেন না। অর্থাপত্তি খণ্ডনবাদী ন্যায়, বৈশেষিক ও সাংখ্যকার বলেন, ব্যতিরেকব্যাপ্তি দ্বারাই চরিতার্থ হয়, অতএব অর্থাপত্তি মানিবার আবশ্যক নাই, কেবল নামমাত্রে বিবাদ, একপক্ষে ব্যতিরেকব্যাপ্তি স্বীকার করিয়া অর্থাপত্তি খণ্ডন, অপর পক্ষে অর্থাপত্তি স্বীকার করিয়া ব্যতিরেকব্যাপ্তি খণ্ডন।

উপপাদ্য-জ্ঞান দ্বারা উপপাদকের কল্পনাকে অর্থাপত্তি বলে, যেটী ব্যতিরেকে যেটী উপপন্ন হয় না, সেটী তাহার উপপাদ্য, যাহার অভাবে অনুপপন্ন হয়, সেইটী উপপাদক, রাত্রিভোজন ব্যতিরেকে দিবা অভুক্ত ব্যক্তির স্থূলতা সম্ভব হয় না, অতএব স্থূলতাটী উপপাদ্য, রাত্রি ভোজনটী উপপাদক, জীবিত ব্যক্তির বাহিরে অবস্থান ব্যতিরেকে গৃহে অনবস্থান সম্ভব হয় না, অতএব বাহিরে অবস্থানটী উপপাদক, গৃহে অনবস্থানটী উপপাদ্য, উপপাদ্য স্থূলত্ব দ্বারা উপপাদক রাত্রি ভোজনের, এবং উপপাদ্য গৃহে অনবস্থান দ্বারা উপপাদক বাহিরে অবস্থানের কল্পনাকে অর্থাপত্তি বলে। "অর্থের আপত্তি" অর্থাৎ কল্পনা এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিয়া অর্থাপত্তি শব্দ দ্বারা রাত্রি ভোজনাদি উপপাদক জ্ঞান বুঝায়, "অর্থের আপত্তি হয় যাহা দ্বারা" এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া অর্থাপত্তি শব্দে উপপাদ্য স্থূলতাদি জ্ঞানকে বুঝায়, এইরূপে করণ ও ফল অর্থাৎ প্রমাণ ও প্রমা উভয়েই অর্থাপত্তি শব্দের প্রয়োগ হয়। দৃষ্টার্থাপত্তি, শ্রুতার্থাপত্তি প্রভৃতি অর্থাপত্তির অনেক ভেদ আছে, বেদান্ত পরিভাষায় দ্রষ্টব্য।

(জ) "ভূতলে ঘটোনাস্তি" ভূতলে ঘট নাই, ইত্যাদি স্থলে ভূতলাদিতে অতিরিক্ত অভাব পদার্থের অবতারণা না করিয়া ঘট নাই অর্থাৎ কেবল ভূতল, ঘটবিশিষ্ট ভূতল নহে, এইরূপে ভূতলাদির কেবল-ভাবের অবতারণাই যুক্তিযুক্ত। চিতিশক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে জড়বর্গমাত্রই কখন বিশিষ্টভাবে কখন বা কেবল স্বরূপে অবস্থান করে। ভূতলে ঘট নাই বলিলে কেবল ভূতল বুঝায়, ঘট আছে বলিলে বিশিষ্ট ভূতল বুঝায়, এইরূপে উপপত্তি হইলে অভাবনামক অতিরিক্ত পদার্থ ও তাহার গ্রহণের নিমিত্ত অনুপলব্ধি (অভাব) নামক অতি-

রিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক করে না। অভাব বোঝাই করিয়া নৌকা ডুবাইয়া অথবা অসংখ্য অভাব মাথায় করিয়া ঘাঁড় বেদনা করিয়া লাভ কি? এইরূপ প্রাগভাবটী কার্য্যের অনাগত অবস্থা এবং ধ্বংসাভাবটী কার্য্যের অতীত অবস্থা, সাংখ্যমতে কার্য্য সৎ। অন্যোহন্যাভাবটী অধিকরণ স্বরূপ। এইভাবে উপপত্তি হইলে অসংখ্য অভাব গলায় বাঁধিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন করে না।

(ঝ) ঘটিত জ্ঞানটী ঘটকজ্ঞানের ব্যাপ্য, যেটী গঠিত হয়, তাহাকে ঘটিত এবং যাহা দ্বারা গঠিত হয় তাহাকে ঘটক বলে। মাসটী দিনসমূহের দ্বারা গঠিত, মাসের ঘটক দিন, মাসের জ্ঞান হইলে সঙ্গে সঙ্গে দিনের জ্ঞান হইয়া যায়, কেন না মাস বুঝিতে হইলে ত্রিংশদ্ দিনের জ্ঞান আবশ্যক। এইরূপে খারী পরিমাণের জ্ঞান হইলে সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণ আঢ়কাদি পরিমাণের জ্ঞান হইয়া যায়, কেন না খারী পরিমাণটী দ্রোণাদি পরিমাণ দ্বারা গঠিত।

"অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োহষ্টৌতু পুষ্কলং।
পুষ্কলানিচ চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চতুরাঢ়ো ভবেদ্‌দ্রোণঃ খারী দ্রোণ-চতুষ্টয়ং॥"

অতএব খারীপরিমাণ দ্বারা দ্রোণাদি-পরিমাণের জ্ঞানের নিমিত্ত সম্ভব নামে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

(ট) অমুক বটগাছে ভূত আছে, অমুক বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য আছে, এরূপ প্রবাদ প্রায় সর্ব্বত্রই শুনা যায়, উহার কোন মূল নাই, চিরকাল জনরব চলিয়া আসিতেছে মাত্র। ওরূপ অমূলক বিষয় বোধের নিমিত্ত ঐতিহ্য নামে অতিরিক্ত প্রমাণ মানিবার আবশ্যক করে না। মূল স্থির হইলে, কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলিয়াছে এরূপ নিশ্চয় হইলে শব্দ প্রমাণে অন্তর্ভূত হইবে, নতুবা মিথ্যা পদার্থের নিমিত্ত প্রমাণের অন্বেষণ নিষ্প্রয়োজন। অতএব স্থির হইল, প্রমাণ তিন প্রকার, অতিরিক্ত নহে।

সংসারের বিষয় অপলাপ করা যায় না; প্রমাণের সংখ্যা অল্পই হউক বিস্তরই হউক, সকল মতেই পদার্থজ্ঞানের উপপত্তি হইয়া থাকে। প্রমাণের সংখ্যা অধিক করিলে উপদেশের উপায় সুগম হয় সন্দেহ নাই। অল্পপ্রমাণে সমস্ত পদার্থজ্ঞানের উপপত্তি করা সাধারণের পক্ষে কষ্টকর হয়। পুরাণাদি

শাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে বর্ণনাই অধিক, তাই প্রমাণের সংখ্যাও অধিকরূপে স্বীকার আছে ॥ ৫ ॥

কৌমুদী ॥ এবং তাবদ্ ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ-লক্ষণ-প্রমেয়-সিদ্ধ্যর্থং প্রমাণানি লক্ষিতানি। তত্র ব্যক্তং পৃথিব্যাদি স্বরূপতঃ ঘট-পটো-পল-লোষ্ট্রাদ্যাত্মনা পাংশুল-পাদকো হালিকোঽপি প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপদ্যতে, পূর্ব্বাবতা চানুমানেন ধূমাদি-দর্শনাদ্ বহ্ন্যাদীতি তদ্-ব্যুৎপাদনায় মন্দ-প্রয়োজনং শাস্ত্রমিতি দুরধিগমমনেন ব্যুৎপাদনীয়ং। তত্র যৎপ্রমাণং যত্র সমর্থং তৎ উক্ত-লক্ষণেভ্যঃ প্রমাণেভ্যো 'নিষ্কৃষ্য দর্শয়তি।

অনুবাদ ॥ এইরূপে সমুদায় ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ অর্থাৎ পুরুষরূপ প্রমেয়ের (জ্ঞেয়ের) বোধের নিমিত্ত প্রমাণ সকলের নিরূপণ করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ঘট, পট, প্রস্তর ও লোষ্ট্রাদি স্বরূপ ব্যক্ত পৃথিব্যাদিকে ধূলিধূসরিত চরণ হলবাহী কৃষকও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারে, ধূমাদি লিঙ্গজ্ঞান হইলে পূর্ব্ববৎ অনুমান দ্বারা বহ্নি প্রভৃতিকেও জানিতে পারে, অতএব ঐ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানের নিমিত্ত সাংখ্যশাস্ত্রের রচনা হইলে উহার প্রয়োজন মন্দ হয় অর্থাৎ তাহাতে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য মহৎ হয় না, অতএব সাংখ্যশাস্ত্র দ্বারা এরূপ বিষয় বুঝাইতে হইবে যাহা দুরধিগম, যে বিষয় সাধারণের জানিবার উপায় নাই। উক্ত দুরধিগম বিষয় সমুদায়ের মধ্যে যে বিষয়টী যে প্রমাণের গোচর, তাহা উক্ত প্রমাণত্রয় মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখান যাইতেছে।

মন্তব্য ॥ সাধারণ লোক-ব্যবহারে যাহা সকলেই জানিতেছে, সেই সমস্ত বুঝাইতে শাস্ত্রের আবশ্যক কি? শাস্ত্র দ্বারা এরূপ বস্তু বুঝাইতে হইবে যাহা সাধারণে প্রমাণান্তর দ্বারা জানিতে পারে না, এই নিমিত্তই 'অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ' অর্থাৎ শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয় অন্যলভ্য নহে, প্রমাণান্তরের দ্বারা জ্ঞাতব্য হয় না।

জড়তত্ত্ব হইতে পৃথক করিয়া আত্মাকে বুঝানই সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য. উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রে জড়বর্গেরও বিস্তারিত বিবরণ আছে। যাহা হইতে পৃথক্ করিয়া জানিতে হইবে, তাহাদিগকে পূর্ব্বে বিশেষরূপে

জানা আবশ্যক, নতুবা ভেদজ্ঞান হইতে পারে না। স্থূল জড়বর্গের দ্বারা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতমরূপে প্রকৃতি পর্য্যন্তের অনুমান হয়, পরিশেষে জড়বর্গ পদার্থ বলিয়া তাহা দ্বারা অতি দুরধিগম আত্মতত্ত্বেরও জ্ঞান হইতে পারে। আত্মজ্ঞানই মুক্তির একমাত্র কারণ।

কারিকা ॥
সামান্যতস্তু দৃষ্টা দতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতি রনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষ মাপ্তাগমাৎ সিদ্ধং ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা ॥ সামান্যতঃ দৃষ্টাৎ অনুমানাৎ (পূর্ব্বোক্তাৎ অদৃষ্ট স্বলক্ষণ-সামান্য-বিষয়াৎ বীতানুমানাৎ, উপলক্ষণেন শেষবতঃ অপি) তু (এব, ন প্রত্যক্ষেণ নচ পূর্ব্ববতাঽনুমানেন) অতীন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়াবেদ্যানাং প্রধান-পুরুষাদীনাং) প্রতীতিঃ (পৌরুষেয়-বোধঃ, সাক্ষাৎকারঃ) তস্মাদপি চ (সামান্যতোদৃষ্টাৎ, চকারাৎ শেষবতশ্চ) অসিদ্ধং (অপরিজ্ঞাতং) পরোক্ষং (ইন্দ্রিয়াতীতং অতি-দুরধিগমং বস্তু) আপ্তাগমাৎ (শব্দরূপাৎ প্রমাণাৎ) সিদ্ধং (জ্ঞাতং ভবতীতি-শেষঃ) ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য ॥ প্রধান পুরুষাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান সামান্যতোদৃষ্ট ও শেষবৎ অনুমান হইতে হয়। সৃষ্টিক্রম, স্বর্গ ও অপূর্ব্বাদি পরোক্ষ বিষয় উক্ত উভয়বিধ অনুমানের দ্বারা জানা যায় না ? উহাদের জ্ঞান কেবল আগম হইতেই হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

কৌমুদী ॥ তুশব্দঃ প্রত্যক্ষ-পূর্ব্ববদ্‌ভ্যাং বিশিনষ্টি। সামান্যতো-দৃষ্টাদনুমানা দধ্যবসায়াৎ অতীন্দ্রিয়াণাং প্রধান-পুরুষাদীনাং প্রতীতিঃ প্রতি-পত্তিশ্চিতিচ্ছায়াপত্তিঃ বুদ্ধেরধ্যবসায়ঃ সেত্যর্থঃ। উপলক্ষণঞ্চৈতৎ শেষবতঃ ইত্যপি দ্রষ্টব্যং। তৎকিং সর্ব্বেষু অতী-ন্দ্রিয়েষু সামান্যতোদৃষ্টমেব প্রবর্ত্ততে ? তথাচ যত্র তন্নাস্তি মহদা-দ্যারম্ভ-ক্রমে স্বর্গাপূর্ব্বদেবতাদৌচ, তেষামভাবঃ প্রাপ্ত ইত্যত আহ তস্মাদপীতি। তস্মাদপীত্যেতাবাতৈব সিদ্ধে চকারেণ শেষবত ইত্যপি সমুচ্চিত মিতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ॥ কারিকার "তু" শব্দ প্রত্যক্ষ ও পূর্ব্ববৎ অনুমান হইতে বিশেষ

করিয়াছে, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় প্রধান পুরুষাদির জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও পূর্ব্ববৎ অনুমান দ্বারা হইতে পারে না। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানরূপ অধ্যবসায় অর্থাৎ বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ প্রমাণ দ্বারা অতীন্দ্রিয় প্রধান পুরুষাদির প্রতীতি অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষাৎকার রূপ পৌরুষেয় বোধ হয়। সামান্যতোদৃষ্ট-পদটী শেষবৎ অনু-মানের উপলক্ষণ, শেষবৎ অনুমানের দ্বারাও অতীন্দ্রিয় বিষয়ের বোধ হয়, ইহা বুঝিতে হইবে. তবে কি ইহাই বলা যাইতেছে যে, একমাত্র সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানই অতীন্দ্রিয় বিষয়ের গ্রাহক হয় (অন্য প্রমাণ নহে)? সেরূপ হইলে মহ-দাদির উৎপত্তিক্রম, স্বর্গ, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং দেবতা প্রভৃতি বিষয়ের অভাব হইয়া উঠে; কেন না, ওসকল স্থলে সামান্যতোদৃষ্ট বা শেষবৎ অনুমানের যোগ্যতা নাই। এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সামান্যতোদৃষ্ট বা শেষবৎ অনুমান দ্বারা যে সমস্ত বিষয় জানা যায় না, এরূপ পরোক্ষ বিষয় আগম প্রমাণ দ্বারা জানিতে হইবে। কারিকায় "তস্মাদপি" এইটুকু বলিলেও চলিত, চকারের দ্বারা শেষবৎ অনুমান দ্বারাও যাহার জ্ঞান হয় না, এরূপে সমুচ্চয় করা হইয়াছে, অর্থাৎ সামান্যতোদৃষ্ট এবং শেষবৎ অনুমান দ্বারা যে সকলের জ্ঞান হয় না, এরূপ পরোক্ষ বিষয় সৃষ্টিক্রম স্বর্গ প্রভৃতির জ্ঞান শাস্ত্র হইতেই হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

মন্তব্য ॥ সামান্যতোদৃষ্ট, পূর্ব্ববৎ ও শেষবৎ অনুমানের বিবরণ পঞ্চম কারিকায় বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে; প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা স্থূলভূতের জ্ঞান হয়। স্থূলভূতের দ্বারা তৎকারণ পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতের অনুমান হয়, "স্থূলভূতানি স্ব-স্ব বিশেষগুণবদ্‌-দ্রব্যোপাদানকানি স্থূলত্বাৎ ঘটপটাদিবৎ". কারণের গুণ দ্বারাই কার্য্যে গুণ উৎপন্ন হয়, সুতরাং স্থূলভূতে যে সমস্ত রূপরসাদি বিশেষ গুণ আছে, উহার কারণ সূক্ষ্মভূতেও ঐ সমস্ত থাকা চাই। "জ্ঞানং সকরণকং ক্রিয়াত্বাৎ ছিদাবৎ" এইরূপ অনুমান দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অনুমান হয়। পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়রূপ কার্য্য দ্বারা তৎকারণ অহঙ্কারের অনুমান এইরূপে—"তন্মাত্রেন্দ্রিয়াণি অভিমানবদ্দ্রব্যো-পাদানকানি অভিমান-কার্য্যদ্রব্যত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা পুরুষাদি।" অহঙ্কাররূপ কার্য্য দ্বারা তৎকারণ বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের অনুমান হয়, "অহঙ্কার-দ্রব্যং নিশ্চয়-বৃত্তিমদ্দ্রব্যোপাদানকং নিশ্চয়-বৃত্তিকার্য্য-দ্রব্যত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা পুরুষাদি"। উক্ত স্থলে বৃত্তিদ্বয়ের কার্য্যকারণভাব দ্বারা বৃত্তিমদ্দ্বয়েরও

কার্য্যকারণ ভাব বুঝিতে হইবে, বিশেষ বিবরণ সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে দ্রষ্টব্য। মহত্তত্ত্ব-রূপ-কার্য্য দ্বারা মূল প্রকৃতির অনুমান হয়, "সুখ-দুঃখ-মোহধর্ম্মিণী বুদ্ধিঃ সুখ দুঃখ-মোহ-ধর্ম্মক-দ্রব্যোপাদানিকা কার্য্যত্বে সতি সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্বাৎ কান্তাদিবৎ।" জড়বর্গ সমুদায় পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সাধন করে, সেই পরটী চেতন পুরুষ, কেন না, উক্ত পরটী জড় হইলে পরার্থ হইবার কথা, সেই পরটীও পরার্থ হইবে, এইরূপে অনবস্থা হইয়া যায়, অতএব জড়বর্গ যে পরের প্রয়োজন সাধন করে, সেই পর জড় নহে, চেতন। জড়বর্গ পরার্থ বলিয়া পুরুষের অনুমাপক এইরূপে হয়, "মহদাদিকং পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ গৃহাদিবৎ" যাহারা অনেকে একত্র হইয়া কার্য্য করে, তাহাকে সংহত্যকারী বলে; প্রদর্শিত স্থল সকলে পূর্ব্ববৎ অনুমানের সম্ভাবনা নাই, পূর্ব্ববৎ অনুমানে সাধ্যের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তন্মাত্রাদি প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ অতীত।

"স্ব-প্রতিপাদকত্বেসতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বং উপলক্ষণত্বং" যেটী নিজের বোধ জন্মাইয়া অপর বিষয়ও বুঝাইয়া দেয়, তাহাকে উপলক্ষণ বলে, কারিকার সামান্যতোদৃষ্ট পদটী নিজের ও শেষবদনুমানের প্রতিপাদক হইয়াছে। মহদাদির সৃষ্টিক্রম, স্বর্গ, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অপূর্ব্ব ও দেবতাদির জ্ঞান কোন প্রকার অনুমান দ্বারা হয় না, উহাদের জ্ঞান একমাত্র শাস্ত্র দ্বারাই হইয়া থাকে। স্বর্গাদি পদার্থ জানিতে হইলে শাস্ত্রের আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই, যুক্তি দ্বারা স্বর্গাদি বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

কৌমুদীতে দুইটী অধ্যবসায়ের উল্লেখ আছে, অধ্যবসায় হইতে কিরূপে অধ্যবসায় উৎপন্ন হয়? এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। প্রথমান্ত অধ্যবসায় পদটী পৌরুষেয় বোধের বাচক, পঞ্চম্যন্তটী চিত্তবৃত্তির, 'চিত্তে বিষয়াকারে বৃত্তিরূপ প্রমাণ উৎপন্ন হইলে ঐ বৃত্তিটী পুরুষেরও বলিয়া বোধ হয়, এই বোধই প্রমাণের ফল প্রমিতি। 'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র' পাতঞ্জল-সূত্রভাষ্যে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে ॥ ৬ ॥

কৌমুদী ॥ স্যাদেতৎ, যথা গগনকুসুম-কূর্ম্মরোম-শশবিষানাদিষু প্রত্যক্ষমপ্রবর্ত্তমানং তদভাব মবগময়তি, এবং প্রধানাদিষ্বপি, তৎকথং তেষাং সামান্যতোদৃষ্টাদিভ্যঃ সিদ্ধিরিত্যত আহ ॥

অনুবাদ। এইরূপ হউক, যেমন আকাশকুসুম, কূর্ম্মরোম ও শশ-শৃঙ্গাদি অলীক পদার্থে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই (অনুপলব্ধি আছে) বলিয়া উহাদের অভাব প্রতীতি হয়, এইরূপ প্রধানাদি স্থলেও হউক, অর্থাৎ প্রধানাদি প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং নাই এরূপ স্থির হউক, তবে আর কিরূপে সামান্যতোদৃষ্টাদি অনুমান দ্বারা উহাদের প্রতীতি হইবে? এইরূপ আশঙ্কায় মূলকার বলিয়াছেন ॥

মন্তব্য ॥ যাহার প্রত্যক্ষ হয় না তাহা নাই। অতি অল্পলোকেই অনুমানাদির অনুসন্ধান করে। প্রধানাদির কখনই প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব উহা নাই, থাকিলে প্রত্যক্ষ হইত, গগনকুসুমাদি নাই বলিয়াই প্রত্যক্ষ হয় না ॥

কারিকা ॥
অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়-ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্‌ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ॥ অতিদূরাৎ (অত্যন্তং বিপ্রকর্ষাৎ) সামীপ্যাৎ (অতিশব্দানুবৃত্ত্যা অতি-সামীপ্যাৎ সান্নিধ্যাৎ) ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ (ইন্দ্রিয়াণাং চক্ষুরাদীনাং ঘাতো বধঃ অসামর্থ্যং তস্মাৎ) মনোঽনবস্থানাৎ (চিত্তস্য চাঞ্চল্যাৎ বিষয়ান্তর সংসক্তত্বাদিত্যর্থঃ) সৌক্ষ্মাৎ (অণুপরিমাণাৎ) ব্যবধানাৎ (কেনাপি বস্তুনা দৃক্‌পথাবরণাৎ) অভিভবাৎ (বলবতা আক্রান্তত্বাৎ) সমানাভিহাচ্চ তুল্য-রূপ-বস্তুসংমিশ্রণাৎ চ সত্ত্বেঽপি বস্তূনাং অপ্রত্যক্ষং ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য ॥ বস্তু থাকিলেও অতিদূরতা, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়নাশ, মনের অনবধান, সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, বলবদ্‌দ্রব্য দ্বারা অভিভব ও তুল্যরূপ বস্তুর সংমিশ্রণ এই সমস্ত কারণে প্রত্যক্ষ হয় না, প্রত্যক্ষ না হইলেই পদার্থ থাকে না, এরূপ বলা যায় না ॥ ৭ ॥

কৌমুদী ॥ অনুপলব্ধিরিতি বক্ষ্যমাণং সিংহাবলোকন-ন্যায়েন অনুষঞ্জনীয়ং। যথা উৎপতন্‌ বিয়তি পতত্রী অতিদূরতয়া সন্নপি প্রত্যক্ষেণ নোপলভ্যতে। সামীপ্যাদিত্যত্রাপ্যতি রনুবর্ত্তনীয়ঃ, যথা

লোচনস্থ মঞ্জনং অতিসামীপ্যাৎ ন দৃশ্যতে। ইন্দ্রিয়ঘাতঃ অন্ধত্ব-বধিরত্বাদিঃ। মনোঽনবস্থানাৎ যথা কামাদ্যুপহতমনাঃ স্ফীতা-লোকমধ্যবর্ত্তিনং ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টমপ্যর্থং নপশ্যতি। সৌক্ষ্ম্যাৎ যথা ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টং পরমাণ্বাদি প্রণিহিতমনা অপিন ন পশ্যতি। ব্যবধানাৎ কুড্যাদিব্যবহিতং রাজদারাদি ন পশ্যতি। অভিভবাৎ যথা অহনি সৌরীভি র্ভাভিঃ অভিভূতং গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলংন পশ্যতি সমানাভিহারাৎ যথা তোয়দবিমুক্তান্ উদবিন্দূন্ জলাশয়ে ন পশ্যতি। চকারঃ অনুক্তসমুচ্চয়ার্থঃ, তেন অনুদ্ভবোঽপি সংগৃহীতঃ, তদ্‌যথা, ক্ষীরাদ্যবস্থায়াং দধ্যাদি অনুদ্ভবান্ন দৃশ্যতে।

এতদুক্তং ভবতি, নহি প্রত্যক্ষনিবৃত্তিমাত্রাদ্ বস্ত্বভাবো ভবতি, অতিপ্রসঙ্গাৎ, তথাহি, নহি গৃহাদ্ বহির্নিগতঃ গৃহজন মপশ্যং স্তদ্‌ভাবং বিনিশ্চিনুয়াৎ, অপিতু যোগ্যপ্রত্যক্ষ-নিবৃত্তে রয় মভাবং বিনিশ্চিনোতি, নচ প্রধান-পুরুষাদীনা মস্তি প্রত্যক্ষ যোগ্যতেতি ন তন্নিবৃত্তিমাত্রাৎ তদভাব নিশ্চয়ো যুক্তঃ প্রামাণিকানামিতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ॥ সিংহদৃষ্টিরূপে 'অনুপলব্ধি' এই বক্ষ্যমাণ (অষ্টম কারিকায় বলা যাইবে) কথাটার এ স্থলে অধিকার করিতে হইবে (অতিদূরাদি কারণবশতঃ বস্তুর সত্ত্বেও অনুপলব্ধি হয়, এইরূপ কারিকার অর্থ হইবে)। অতিদূরের দৃষ্টান্ত, যেমন আকাশে উড়িতেছে, এমন শকুনাদি পক্ষী সকল থাকিয়াও অতিদূরতা বশতঃ প্রত্যক্ষ হয় না। 'সামীপ্যাৎ' এ স্থলেও অতিশব্দের অনুবৃত্তি অর্থাৎ অধিকার করিতে হইবে, (তাহাতে "অতিসামীপ্যাৎ এইরূপ বুঝাইবে) অতিসামীপ্য বশতঃ নয়নের কজ্জল দেখা যায় না। অন্ধ হওয়া, বধির হওয়া প্রভৃতিকে ইন্দ্রিয়ঘাত বলে। মনের অনবস্থানবশতঃ অনুলব্ধির উদাহরণ, যেমন কাম শোকাদি দ্বারা যাহার মন নিতান্ত অভিভূত হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তি উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট বিষয়ও দেখিতে পায় না। ইন্দ্রিয়সংযুক্ত পরমাণু প্রভৃতিকে মনঃসংযোগ সহকারেও সূক্ষ্মতাবশতঃ প্রত্যক্ষ করা যায় না। ব্যবধান থাকায় ভিত্তি (ভিত, দেয়াল) প্রভৃতি দ্বারা ব্যবহিত রাজপত্নী প্রভৃতিকে দেখা যায় না। দিবাভাগে প্রবল

সূর্য্যকিরণে সমাচ্ছন্ন থাকায়, গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলকে দেখা যায় না। সমানাভিহার অর্থাৎ সদৃশ বস্তুতে মিশিয়া যাওয়া বশতঃ জলাশয়ে মেঘমুক্ত জলবিন্দু পৃথক্ করিয়া জানা যায় না।

কারিকার চকারটী অনুক্তের সমুচ্চায়ক, অর্থাৎ উক্ত হয় নাই এরূপ বিষয়কেও চকার আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, তাহা দ্বারা অনুদ্ভব অর্থাৎ অনভিব্যক্ত অবস্থার সংগ্রহ হইল। দুগ্ধাদি অবস্থায় উদ্ভূত না থাকায় দধি প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয় না, উৎপত্তির পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই সমবায়ি কারণে (সাংখ্যমতে উপাদান কারণে) কার্য্য থাকে, কেবল অব্যক্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া উহার প্রত্যক্ষ হয় না।

এই কথা বলা হইল,—প্রত্যক্ষ না হইলেই বস্তুর অভাব হয়, এরূপ নহে; সেরূপ হইলে অতিপ্রসঙ্গ অর্থাৎ অনিষ্টের আপত্তি হয়, তাহা এইরূপ,—কোন ব্যক্তি গৃহ হইতে বাহিরে গিয়া গৃহের পরিবারবর্গকে দেখিতে না পাইয়া তাহাদের অভাব নিশ্চয় অর্থাৎ গৃহের পরিবারবর্গ নাই, এরূপ স্থির করিতে পারে, সেরূপ করে না, কিন্তু যোগ্য প্রত্যক্ষ নিবৃত্তি (যোগ্যানুপলব্ধি) হইলে অর্থাৎ বস্তুর প্রত্যক্ষ যোগ্যতা আছে, দেখা যাইতে পারিত এমত অবস্থায় দেখিতে না পাইলে সেই বস্তু নাই, এরূপ স্থির করা যায়। প্রধান পুরুষাদির প্রত্যক্ষ যোগ্যতা নাই, অতএব কেবল প্রত্যক্ষ-নিবৃত্তিবশতঃ উহাদের অভাব স্থির করা প্রামাণিকগণের অর্থাৎ অনুমানাদি প্রমাণ স্বীকার করেন এমত আস্তিকগণের উচিত হয় না ॥ ৭ ॥

মন্তব্য ॥ অধিকার চারি প্রকার; "গোযূথং সিংহদৃষ্টিশ্চমণ্ডূকপ্লুতি রেবচ। গঙ্গাস্রোতঃ প্রবাহশ্চ অধিকারশ্চতুর্বিধঃ", সিংহগণের স্বভাব চলিতে চলিতে এক একবার পশ্চাদ্ভাগে অবলোকন করে, কোন শত্রু পশ্চাৎ আক্রমণ করে কি না ফিরিয়া দেখে সেইরূপ অগ্রিম সূত্রাদিতে উল্লিখিত পদাদির পূর্ব্বসূত্রাদিতে অনুবৃত্তির নাম সিংহাবলোকন ন্যায়। "অতিঃ অনুবর্ত্তনীয়ঃ" অতিঃ অতিশব্দঃ, শব্দস্বরূপ (অর্থ নহে) বুঝাইবার নিমিত্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া এ স্থলে "অব্যয়াচ্চ" সূত্রদ্বারা অতিশব্দের উত্তর বিভক্তির লোপ হয় নাই। রূপরসাদি বিষয় গ্রহণের শক্তিকেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বলে, ঐ শক্তিবিগমের নাম ইন্দ্রিয়ঘাত। প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ অনেক; বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ, বিষয়ের মহৎ

পরিমাণ, উদ্ভূতরূপ, আলোক এবং ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযোগ ইত্যাদি। অতিদূর ও অতিসামীপ্য স্থলে বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ নাই। মনোঽনবস্থানকালে তত্তদি-ন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ নাই। "অন্যত্রমনাঃ অভবং নাশ্রৌষং" ইত্যাদি শ্রুতিতেও মনোঽনবস্থানের কথা আছে। এ বিষয়ে দুষ্মন্তের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, তদ্বিষয়ে একান্ত অভিভূত শকুন্তলাই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, শকুন্তলা শূন্যহৃদয়ে থাকায় সমীপে উপস্থিত সংকারপ্রার্থী ক্রোধস্বভাব দুর্ব্বাসাঃ মুনিকে জানিতে পারেন নাই। পরমাণুস্থলে মহত্ত্ব নাই। ব্যবধান স্থলে বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ নাই।

চাকর উক্ত ও অনুক্ত উভয়ের সমুচ্চয় করে, শব্দের দ্বারা উল্লিখিত বিষয়ের সমুচ্চয় অর্থাৎ সংগ্রহের নাম উক্ত সমুচ্চয়। স্থলবিশেষে উল্লিখিত না থাকিলেও, আবশ্যকমতে কোন বিষয়ের সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, উহাকে অনুক্তসমুচ্চয় বলে।

অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি যোগ্যানুপলব্ধি কারণ, যোগ্যে অনুপলব্ধি এইরূপ সমাস করিয়া ভেদপ্রত্যক্ষস্থলে অধিকরণের যোগ্যতা থাকায় স্তম্ভাদিতে পিশা-চাদির ভেদ প্রত্যক্ষ হয়, যোগ্যের অনুপলব্ধি এইরূপ সমাস করিয়া সংসর্গাভাব (অত্যন্তাভাব প্রভৃতি) স্থলে প্রতিযোগীর যোগ্যতা থাকায় ভূতলাদিতে ঘটাদির অত্যন্তাভাব প্রত্যক্ষ হয়। অনুগত করিয়া যোগ্যা অনুপলব্ধি এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাস করা যাইতে পারে. "তর্কিত-প্রতিযোগি-সত্ত্ব-প্রসঞ্জিত-প্রতিযোগিকতা" রূপই অনুপলব্ধির যোগ্যতা। ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘটটী প্রথম প্রতিযোগী, অনুপলব্ধির প্রতিযোগী উপলব্ধিটী দ্বিতীয় প্রতিযোগী। "যদি স্যাৎ উপলভ্যেত" প্রতিযোগী ঘটাদি থাকিলে উপলব্ধ হইত, উহাদের প্রত্যক্ষ হইত; ভূতলাদি অধিকরণে তর্কিত (যদি থাকিত) ঘটাদি প্রতিযোগীর সত্তা দ্বারা যাহার প্রতি-যোগীর (উপলব্ধির) সত্তাটী আপাদন যোগ্য হয় সেইরূপ অনুপলব্ধিকে যোগ্য বলে। অর্থাৎ যেরূপ অবস্থায় প্রতিযোগী থাকিলে অবশ্যই তাহার প্রত্যক্ষ হইবার কথা, সেরূপ অবস্থায় প্রত্যক্ষ না হইলেই উহা নাই বুঝিতে হইবে। প্রত্যক্ষ না হইলেই বস্তু নাই, এরূপ বুঝা উচিত নহে ॥ ৭ ॥

কৌমুদী ॥ কতমৎ পুনরেষু কারণং প্রধানাদীনা মনুপলব্ধা বিত্যত আহ।

অনুবাদ ॥ অনুপলব্ধির প্রতি অতিদূরাদি যে সমস্ত কারণ বলা হইয়াছে, প্রধানাদির অপ্রত্যক্ষের প্রতি উহার কোনটী কারণ? এইরূপ জিজ্ঞাসায় মূলকার বলিয়াছেন,—

কারিকা ॥
সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ।
মহদাদি তচ্চকার্য্যং প্রকৃতি-সরূপং বিরূপঞ্চ ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা ॥ তদনুপলব্ধিঃ (তেষাং প্রধানাদীনাং অনুপলব্ধিঃ অপরিজ্ঞানং) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মত্বাৎ নিরবয়বত্বাদিত্যর্থঃ) অভাবাৎ ন (প্রধানাদয়ঃ ন সন্তীতি নোপলভ্যন্তে ইতি ন) কার্য্যতঃ তদুপলব্ধেঃ (কার্য্যাৎ লিঙ্গাৎ তস্য প্রধানস্য উপলব্ধেঃ বোধাৎ, অভাবান্নানুপলব্ধি রিত্যন্বয়ঃ) তচ্চ কার্য্যং মহদাদি (তৎ-অনুমাপকং কার্য্যং মহদাদি, মহদহঙ্কার-পঞ্চতন্মাত্রৈকাদশেন্দ্রিয়-স্থূলভূতানী-ত্যর্থঃ। প্রকৃতি-সরূপং বিরূপঞ্চ (মহদাদি কার্য্যং ত্রৈগুণ্য-বিষয়ত্বাদি-ধর্ম্মেণ প্রকৃতিসদৃশং, হেতুমত্ত্বাদিনাচ প্রকৃতি-বিলক্ষণং, পুরুষানুমানন্তু সংঘাত পরার্থত্বাদিত্যাদিনা বক্ষ্যতে ইত্যনুসন্ধেয়ং) ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য ॥ সূক্ষ্মতাবশতঃই প্রধানাদিকে জানা যায় না, অভাববশতঃ নহে; কেন না, কার্য্য দ্বারা প্রধানের অনুমান হয় (পরার্থ জড়বর্গ পুরুষের অনুমাপক হয় ইহা ১৭ কারিকায় বলা যাইবে), মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি উক্ত কার্য্য মূলপ্রকৃতির সদৃশও বটে বিসদৃশও বটে, একথা 'ত্রিগুণমবিবেকি' ইত্যাদি এবং 'হেতুমদনিত্যং' ইত্যাদি কারিকায় বলা যাইবে ॥ ৮ ॥

কৌমুদী ॥ অথ অভাবাদেব সপ্তমরসবদেষা মনুপলব্ধিঃ কস্মান্ন-ভবতীত্যত আহ নাভাবাৎ, কুতঃ? কার্য্যত স্তদুপলব্ধেঃ, তদিতি প্রধানম্পরামৃশতি। পুরুষোপলব্ধৌ তু প্রমাণং বক্ষ্যতি "সংঘাত-পরার্থত্বাদিতি।" দৃঢ়তরপ্রমাণাবধারিতে হি বিষয়ে প্রত্যক্ষম প্রবর্ত্তমানং অয়োগ্যত্বান্ন প্রবর্ত্ততে ইতি কল্প্যতে, সপ্তমস্তুরসো ন প্রমা-ণেনাবধারিত ইতি ন তত্র প্রত্যক্ষস্যা যোগ্যতা শক্যঽধ্যাবসাতু মিতি ভাবঃ। কিংপুন স্তৎকার্য্যং যতঃ প্রধানানুমানং? ইত্যত আহ মহ-

দাদি তচ্চ কার্য্যং। এতচ্চ যথা গমকং তথোপরিষ্টা দুপপাদয়িষ্যতে। তস্য কার্য্যস্য বিবেকজ্ঞানোপযোগিনী সারূপ্যবৈরূপ্যে আহ প্রকৃতি-সরূপং বিরূপঞ্চ। এতে চোপরিষ্টাদ্ বিভজনীয়ে ইতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ॥ সপ্তমরসের ন্যায় অভাববশতঃই প্রধানাদির অনুপলব্ধি কেন হয় না? এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইয়াছে, অভাববশতঃ নহে, অর্থাৎ নাই বলিয়া প্রধানাদির প্রত্যক্ষ হয় না, এরূপ বুঝা উচিত নহে, কারণ, কার্য্য দ্বারা প্রধানের অনুমান হইতে পারে। কারিকার তদুপলব্ধেঃ এই তদ্‌শব্দ প্রধানকে বুঝাইয়াছে (পুরুষকে নহে)। 'সংঘাতপরার্থত্বাৎ' ইত্যাদি ১৭ কারিকায় পুরুষের বোধের কারণ অনুমান প্রমাণ বলা যাইবে।

অন্য কোন প্রবল প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিতরূপে পরিজ্ঞাত বস্তু প্রত্যক্ষ না হইলে বুঝিতে হইবে, উহাতে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই, সপ্তমরস সেরূপ নহে, কোন অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা উহার নিশ্চয় হয় না, অতএব ওস্থলে প্রত্যক্ষের অযোগ্যতা স্থির করা যায় না, অর্থাৎ সপ্তমরস আছে, প্রত্যক্ষের অযোগ্য বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না, এইরূপ বুঝা উচিত নহে, সপ্তমরস নাই বলিয়াই প্রত্যক্ষ হয় না, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

যাহা দ্বারা প্রধানের অনুমান হয় সেই কার্য্যটী কি? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হইয়াছে, সেই কার্য্য মহদাদি (আদিশব্দে অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত বুঝিতে হইবে), মহদাদি কার্য্য যেরূপে প্রধানের অনুমাপক হয়, তাহা অগ্রে ('ভেদানাং পরিমাণাৎ' ইত্যাদি ১৫ কারিকায়) প্রতিপাদন করা যাইবে। বিবেক অর্থাৎ পরস্পর ভেদ জ্ঞানের উপায় প্রকৃতি ও মহদাদির সারূপ্য-বৈরূপ্য অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বলা যাইতেছে, মহদাদি কার্য্য মূল প্রকৃতির সদৃশও হয় বিসদৃশও হয়, অর্থাৎ কার্য্যবর্গ ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা মূলকারণের সদৃশ এবং ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা বিসদৃশ হইয়া থাকে। এই সারূপ্য ও বৈরূপ্যদ্বয়কে অগ্রে (১০ কারিকায়) বিভাগ করিয়া দেখান যাইবে। ৮ ॥

মন্তব্য॥ মধুর, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত ও অম্ল এই ছয়টী রসের অতিরিক্ত সপ্তম কোন রস নাই; কারণ, অনুমানাদি দ্বারা ঐ সপ্তমরসের

জ্ঞান হয় না, এমত অবস্থায় বুঝা যাইতে পারে, সপ্তবয়সের প্রত্যক্ষ হইতেছে না, অতএব উহা নাই। প্রধানাদি সেরূপ নহে, অনুমান ও শব্দ দ্বারা উহাদের জ্ঞান হয়, সুতরাং ওসকল স্থলে যোগ্যতা নাই বলিয়াই প্রত্যক্ষ হয় না, এরূপ বুঝিতে হইবে।

কারিকায় 'তদনুপলব্ধিঃ' এ স্থলে যেমন তদ্‌শব্দে প্রধান পুরুষ উভয়কে বুঝাইয়াছে, 'কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ' এ স্থলে সেরূপ পুরুষকে বুঝাইবে না; কারণ, কার্য্যদ্বারা পুরুষের অনুমান হয় না, পুরুষ কাহারও কারণ নহে, 'ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ।' অতএব এ স্থলে তদ্‌শব্দে কেবল প্রধানকেই বুঝিতে হইবে। কার্য্যদ্বারা প্রধানরূপ কারণের জ্ঞান সামান্যতোদৃষ্টরূপ বীত অনুমান দ্বারা হইয়া থাকে। পুরুষের অনুমান অন্য প্রকার (অবীত), তাহা অগ্রে বলা যাইবে॥ ৮ ॥

কৌমুদী॥ কার্য্যাৎ কারণমাত্রং গম্যতে, সন্তি চাত্র বাদিনাং বিপ্রতিপত্তয়ঃ। কেচিদাহুঃ "অসতঃ সজ্জায়তে" ইতি। "একস্য সতো বিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং ন বস্তুসৎ" ইত্যপরে। অন্যেতু "সতোঽসজ্জায়তে" ইতি। "সত্য সজ্জায়তে" ইতি বৃদ্ধাঃ। তত্র পূর্ব্বাস্মিন্ কল্পত্রয়ে প্রধানং ন সিধ্যতি। সুখ-দুঃখ-মোহ-ভেদবৎ-স্বরূপ-পরিণাম-শব্দাদ্যাত্মকত্বং হি জগৎকারণস্য প্রধানস্য প্রধানত্বং সত্ত্ব-রজস্তমঃ-স্বভাবত্বং। যদি পুনরসতঃ সজ্জায়তে, অসন্নিরূপাখ্যং কারণং কথং সুখাদিরূপ-শব্দাদ্যাত্মকং স্যাৎ? সদসতো স্তাদাত্ম্যানুপপত্তেঃ।

অথৈকস্য সতো বিবর্ত্তঃ শব্দাদি-প্রপঞ্চস্তথাঽপি সতঃসজ্জায়তে ইতি নস্যাৎ। নচাদ্বয়স্য প্রপঞ্চাত্মাকত্বঃ অপিতু অপ্রপঞ্চস্য প্রপঞ্চাত্মকতয়া প্রতীতি র্ভ্রম এব।

যেষামপি কণভক্ষাক্ষচরণাদীনাং সত এব কারণা দসতো জন্ম, তেষামপি সদসতো রেকত্বানুপপত্তে র্ন কার্য্যাত্মকং কারণ মিতি ন প্রধানসিদ্ধিঃ, অতঃ প্রধানসিদ্ধ্যর্থং প্রথমং তাবৎ সৎকার্য্যং প্রতিজানীতে॥

অনুবাদ ॥ কার্য্যদ্বারা কারণমাত্রের অবগম হয়, অর্থাৎ স্থূলকার্য্য দেখিয়া সামান্যভাবেই জগতের মূল সূক্ষ্ম কারণের বোধ হয়, সেই কারণটী কি? তাহা বিশেষ করিয়া জানা যায় না। এ বিষয়ে (জগতের মূল কারণে) বাদীগণের পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি আছে। কেহ কেহ (শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ) বলেন, অসৎ হইতে সতের জন্ম হয়, অর্থাৎ অভাব হইতেই বস্তুর উৎপত্তি হয়। অপর সম্প্রদায়ে (অদ্বৈত ব্রহ্মবাদীগণ) বলেন এক পরমার্থ সৎ বস্তুর (সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের) বিবর্ত্তই (সর্পরূপে রজ্জুর অন্যথাভাবের ন্যায়) কার্য্যবর্গ, ঐ কার্য্য সকল বস্তু-সৎ নহে অর্থাৎ মিথ্যা। অন্যেরা (ন্যায় বৈশেষিক) বলেন, সৎ-কারণ (পরমাণু) হইতে অসৎ কার্য্য উৎপন্ন হয়। সৎকারণ হইতে সৎকার্য্যের উৎপত্তি হয়, ইহাই বৃদ্ধ অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রকারগণের অভিমত।

উক্ত পক্ষচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম তিনটী পক্ষে প্রধান সিদ্ধি হয় না। প্রধানের (জগতের মূলকারণের) স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়; সুখটী সত্ত্বের, দুঃখটী রজের এবং মোহটী তমের ধর্ম্ম অর্থাৎ কার্য্য। সাংখ্যমতে কার্য্য ও কারণের অভেদ এবং সুখদুঃখাদি বিষয়ের ধর্ম্ম, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রধানটী সুখ দুঃখ মোহরূপ বিশেষযুক্ত এবং স্বরূপের (প্রধানের) পরিণাম শব্দাদি প্রপঞ্চের অভিন্ন, অর্থাৎ সুখদুঃখাদিবিশিষ্ট শব্দাদি সৎপ্রপঞ্চ প্রলয়কালে অব্যক্ত অবস্থায় প্রধানে থাকিয়া সৃষ্টিকালে তাহা হইতে আবির্ভূত হয়।

অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি (শূন্যমতে) হইলে অসৎটী নিরূপাখ্য অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় (যাহাকে বিশেষ করিয়া বলা যায় না) হইয়া কিরূপে সুখাদি স্বরূপ শব্দাদির অভিন্ন হইবে? সৎ ও অসতের তাদাত্ম্য (অভেদ) হইতে পারে না। এক পরমার্থ সৎ পদার্থের বিবর্ত্ত (স্বাজ্ঞানকল্পিত, মিথ্যা) শব্দাদি প্রপঞ্চ এরূপ বলিলেও (অদ্বৈতমতে) 'সৎ হইতে সতের জন্ম হয়', এ কথা বলা হইল না, কারণ, (উক্তমতে) অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সৎশব্দাদি প্রপঞ্চাত্মক হয় এরূপ নহে, কিন্তু প্রপঞ্চরহিত ব্রহ্মের প্রপঞ্চাভিন্নরূপে জ্ঞান হয়, উহা ভ্রম মাত্র। কণাদ ও অক্ষপাদ গোতমের মতে সৎকারণ পরমাণু হইতে অসৎকার্য্য দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি হয়, উঁহাদের মতেও সৎ ও অসতের ঐক্যের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং কারণটী কার্য্যাত্মক অর্থাৎ কার্য্যের অভিন্ন হইতে পারে না, কাজেই প্রধানের সিদ্ধি হয় না। অতএব প্রধান সিদ্ধির নিমিত্ত সূত্রকার প্রথমতঃ "কার্য্যসৎ" ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন ॥

মন্তব্য ।। বৌদ্ধ চারি প্রকার ; মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিক সর্ব্বশূন্যতাবাদী, যোগাচার বাহ্যশূন্যতা অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী, সৌত্রান্তিক বাহ্যপদার্থের অনুমেয়তাবাদী ও বৈভাষিক বাহ্যপদার্থের প্রত্যক্ষতাবাদী। সকল মতেই পদার্থ ক্ষণিক অর্থাৎ একক্ষণ স্থায়ী। শূন্যবাদই বৌদ্ধের অভিমত, শিষ্যগণ একরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়াও আপন আপন অধিকারভেদে পূর্ব্বোক্ত চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। বোদ্ধার ভেদে একরূপ বাক্য হইতেও নানাবিধ অর্থবোধ হয় "গতোঽস্তমর্কঃ" ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। শূন্যবাদী মাধ্যমিকগণের মতে অভাব হইতে ভাব কার্য্যের উৎপত্তি হয় "অভাবাদ্ভাবোৎপত্তিঃ নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ।" শূন্যবাদীগণ স্বমতের-পোষকরূপে 'অসদেবেদ মগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ দিয়া থাকেন। বীজাদির নাশ হইলেই অঙ্কুরাদি জন্মে, দুগ্ধাদির নাশে দধ্যাদি জন্মে, অতএব বুঝিতে হইবে, অসৎ হইতেই সতের উৎপত্তি হয়। এই মতে আত্মার স্বরূপ উচ্ছেদই মুক্তি। শূন্যমতে প্রধানসিদ্ধি হইতে পারে না, কারণ, অলীক অসৎ পদার্থ কিরূপে সৎকার্য্যের অভিন্ন হইবে? সাংখ্যকারের মতে প্রধানটী সৎ উহার কার্য্যও সৎ এবং কার্য্য ও কারণের অভেদ। শারীরকভাষ্যের তর্কপাদ ও সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে বৌদ্ধমতের বিশেষ বিবরণ জানা যাইবে।

অদ্বৈতমতে জগৎ মিথ্যা, একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য। রজ্জু বিষয়ে অজ্ঞান এবং রজ্জু ও সর্পের সাদৃশ্যজ্ঞান-জন্য সংস্কার থাকিলে, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞান 'অয়ং সর্পঃ' প্রত্যক্ষঃ, সুতরাং একটী অনির্ব্বাচনীয় সর্প উৎপন্ন হয়, ইহাকেই জ্ঞানাধ্যাস ও বিষয়াধ্যাস বলে। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুইটী শক্তি আছে, আবরণ শক্তি দ্বারা রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানের আচ্ছাদন হয়, অর্থাৎ রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানা যায় না, বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা সর্পাদির উদ্ভাবন হইয়া থাকে। তদ্রূপ অনাদিকাল হইতে ব্রহ্মবিষয়ে জীবগণের যে অজ্ঞান আছে, জীবগণ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, চিরকালই আমি সুখী ইত্যাদি অনুভব ও তজ্জন্য সংস্কার হইয়া আসিতেছে। উক্ত অজ্ঞানের আবরণ শক্তি দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের আচ্ছাদন হওয়ায়, সংস্কার-সহকারে বিক্ষেপশক্তি দ্বারা অদ্বৈত-ব্রহ্মে দ্বৈত আকাশাদির উৎপত্তি হয়। সৃষ্টির আদি নাই, ভ্রমজ্ঞান হইতে সংস্কার, সংস্কার

হইতে পুনর্ব্বার ভ্রম, এইরূপে সংস্কার ও ভ্রমের চক্র ঘুরিয়া আসিতেছে. প্রথম সৃষ্টিতে কিরূপ হইল, এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই।

বিকার ও বিবর্ত্তভাবে দুই প্রকার পরিণাম হয়; 'সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীর্যতে। অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ' যথার্থরূপে একটী বস্তু অন্যরূপে পরিণত হইলে বিকার হয়, মৃত্তিকার বিকার ঘট, দুগ্ধের বিকার দধি। অযথার্থরূপে একটী বস্তু অন্যভাবে পরিণত (পরিজ্ঞাত, বস্তুটীর কিছুই হয় না, কেবল ভ্রান্ত ব্যক্তি একটীকে আর একটী বলিয়া জানে) হইলে বিবর্ত্ত বলে, রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্প, শুক্তির বিবর্ত্ত রজত। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত ও অজ্ঞানের বিকার, জগৎ মিথ্যা, উহাতে পারমার্থিক সত্তা নাই, ব্যবহারিক সত্তা আছে, অর্থাৎ ব্যবহার দশাতে সৎ বলিয়া বোধ হয়। উক্ত মতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে সত্যজগতের উৎপত্তি হয় না, প্রপঞ্চরহিতব্রহ্মকে প্রপঞ্চ-বিশিষ্টরূপে জানা যায় মাত্র, সুতরাং সৎ হইতে সতের উৎপত্তি না হওয়ায় প্রধানসিদ্ধি হইল না।

ন্যায়-বৈশেষিকমতে পরমাণু জগতের মূলকারণ, উহা সৎ, এই সৎকারণ হইতে অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না (প্রাগভাব প্রতিযোগী) এরূপ দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি হয়। কার্য্যনাশ হইলে সেই কার্য্যের সত্তা থাকে না, কার্য্যটী ধ্বংসের প্রতিযোগী হয়। সুতরাং কার্য্য সকল যাহাতে অব্যক্ত থাকিয়া, কারণসমবধানে আবির্ভূত হয় এবং তিরোহিত হইয়া অব্যক্তরূপে পুনর্ব্বার যাহাতে অবস্থান করে, এরূপ মূলকারণ প্রধানের সিদ্ধি উক্ত মতে হইতে পারে না। বাদীগণ বলিতে পারেন, প্রধানসিদ্ধির প্রয়োজন কি? নাই হইল, এইরূপ আশঙ্কায় প্রধানসিদ্ধির নিমিত্তই সৎকার্য্যবাদের অবতারণা॥

অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবা ভাবাৎ।
কারিকা॥
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্॥ ৯॥

ব্যাখ্যা॥ কার্য্যং (উৎপত্তিমৎ ঘটাদি) সৎ (উৎপত্তেঃ প্রাগপি সত্তাযোগি) অসদকরণাৎ (ন সৎ অসৎ তস্য উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং সত্ত্বহানাশ্রয়স্য, অকরণাৎ করণাভাবাৎ অনুৎপাদনাদিত্যর্থঃ অসৎ চেৎ কার্য্যং ন কেনাপি ক্রিয়তে

ইত্যর্থঃ) উপাদান-গ্রহণাৎ (উপাদানেন কারণেন গ্রহণং সম্বন্ধঃ, তস্মাৎ, অসতঃ সম্বন্ধাযোগাৎ সদেব কার্য্যং) সর্ব্ব-সম্ভবাভাবাৎ (সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বস্য অসত্ত্বাৎ অনুৎপত্তেঃ, সম্বদ্ধমেব কারণং সম্বদ্ধমেব কার্য্যং জনয়তি, অতঃ কার্য্যকারণয়োঃ সম্বন্ধঃ অপেক্ষণীয় ইত্যর্থঃ) শক্তস্য শক্যকরণাৎ (কার্য্যানুকূল-শক্তিমত এব কারণস্য, শক্যকরণাৎ শক্যস্য শক্তিনিরূপকস্য জনয়িতুং যোগ্যস্যে-ত্যর্থঃ, করণাৎ উৎপাদনাৎ, অসৎকার্য্যং ন শক্তিনিরূপকং, অতঃ সদেবেতিভাবঃ) কারণ-ভাবাচ্চ (কারণাভেদাৎ, কারণাত্মকত্বাৎ ইত্যর্থঃ, কারণং সৎ তদভিন্নং কার্য্যং সদেব ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য ॥ উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সৎ, কেন না, কার্য্যটী অসৎ হইলে কেহ তাহাকে উৎপন্ন করিতে পারিত না। কার্য্য ও কারণের নিয়ত সম্বন্ধ থাকা চাই, নতুবা সকল বস্তুতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে, সৎ ও অসতের সম্বন্ধ হয় না অতএব কার্য্য সৎ। শক্ত কারণ হইতেই শক্যকার্য্যের উৎপত্তি হয়, অসৎকার্য্য শক্তির নিরূপক হয় না, অতএব সৎ। কার্য্যটী কারণের অভিন্ন, কারণটী সৎ অতএব কার্য্যও সৎ ॥ ৯ ॥

কৌমুদী ॥ (ক) সৎকার্য্যং কারণব্যাপারাৎ প্রাগপীতি শেষঃ। তথাচ ন সিদ্ধসাধনং নৈয়ায়িক-তনয়ৈ রুদ্ভাবনীয়ং। যদ্যপি বীজমৃত্তিকাদি-প্রধ্বংসানন্তরমঙ্কুর-ঘটাদ্যুৎপত্তিরুপলভ্যতে তথাপি ন প্রধ্বংসস্য কারণত্বং অপিতু ভাবস্যৈব বীজাদ্যবয়বস্য। অভা-বাত্তু ভাবোৎপত্তৌ তস্য সর্ব্বত্র সুলভত্বাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যোৎপাদ-প্রসঙ্গ ইত্যাদি ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকায়ামভিহিত মস্মাভিঃ। প্রপঞ্চপ্রত্যয়শ্চাসতি বাধকে ন শক্যো মিথ্যেতিবক্তুমিতি কণভক্ষাক্ষ-চরণ-মতমবশিষ্যতে। তত্রেদং প্রতিজ্ঞাতং সৎকার্য্য মিতি। অত্র হেতুমাহ অসদকরণাৎ, অসচ্চেৎ কারণব্যাপারাৎ পূর্ব্বং কার্য্যং, নাস্য সত্ত্বং কেনাপি কর্ত্তুং শক্যং। নহি নীলং শিল্পিসহস্রেণাপি শক্যং পীতং কর্ত্তুম্। সদসত্ত্বে ঘটস্য ধর্ম্মাবিতি চেৎ তথাপ্যসতি ধর্ম্মিণি ন তস্য ধর্ম্ম ইতি সত্ত্বং তদবস্থমেব, তথাচ নাসত্ত্বং। অস-ম্বন্ধেন অতদাত্মনা বাঽসত্ত্বেন কথমসন্ ঘটঃ? তস্মাৎ কারণ-

ব্যাপারাদূর্দ্ধমিব ততঃ প্রাগপি সদেব কার্য্য মিতি। করণাচ্চাস্য সতোঽভিব্যক্তি রেবাবশিষ্যতে। সতশ্চাভিব্যক্তিরুপপন্না, যথা-পীড়নেন তিলেষু তৈলস্য, অবঘাতেন ধান্যেষু তণ্ডুলানাং, দোহনেন সৌরভেয়ীষু পয়সঃ। অসতঃ করণেতু ন নিদর্শনং কিঞ্চিদস্তি। ন খল্বভিব্যজ্যমানং চোৎপদ্যমানং বা ক্বচিদসদ্ দৃষ্টং।

(খ) ইতশ্চ কারণব্যাপারাৎ প্রাক্ সদেব কার্য্যমিত্যাহ উপাদানগ্রহণাৎ, উপাদানানি কারণানি, তেষাং গ্রহণং কার্য্যেণ সম্বন্ধঃ, উপাদানৈঃ কার্য্যস্য সম্বন্ধাদিতি যাবৎ। এতদুক্তং ভবতি, কার্য্যেণ সম্বদ্ধং কারণং কার্য্যস্য জনকং সম্বন্ধশ্চ কার্য্যস্যাসতো ন সম্ভবতি. তস্মাৎ সদিতি।

(গ) স্যাদেতৎ, অসম্বদ্ধমেব কারণৈ্য কস্মাৎ কার্য্যং ন জন্যতে? তথাচ অসদেবোৎপৎস্যতে, ইত্যতে আহ সর্ব্বসম্ভবা-ভাবাৎ। অসম্বদ্ধস্য জন্যতে অসম্বদ্ধত্বাবিশেষেণ সর্ব্বং কার্য্যজাতং সর্ব্বস্মাদ্ ভবেৎ. নচৈতদস্তি, তস্মান্নাসম্বদ্ধ মসম্বদ্ধেন জন্যতে, অপিতু সম্বদ্ধং সম্বদ্ধেন জন্যতে ইতি। যথাহুঃ সাংখ্যবৃদ্ধাঃ "অসত্ত্বে নাস্তি সম্বন্ধঃ কারণৈঃ সত্ত্বসঙ্গিভিঃ। অসম্বদ্ধস্য চোৎপত্তি মিচ্ছতো ন ব্যবস্থিতি" রিতি।

(ঘ) স্যাদেতৎ অসম্বদ্ধমপি তদেব তৎকরোতি, যত্র যৎ-কারণং শক্তং, শক্তিশ্চ কার্য্যদর্শনা দবগম্যতে, অতো না ব্যবস্থেতি, অত আহ শক্তস্য শক্যকরণাৎ। সা শক্তিঃ শক্তকারণাশ্রয়া সর্ব্বত্র বা স্যাৎ শক্যে বা? সর্ব্বত্র চেৎ তদবস্থৈব অব্যবস্থা, শক্যে চেৎ কথমসতি শক্যে তত্রেতি বক্তব্যম্? শক্তিভেদ এব স তাদৃশো যতঃ কিঞ্চিদেব কার্য্যং জনয়েন্ন সর্ব্ব মিতিচেৎ, হন্ত ভোঃ শক্তিঃ বিশেষ্য কার্য্যসম্বদ্ধো বা স্যা দসম্বদ্ধো বা? সম্বদ্ধত্বে নাসতা সম্বন্ধ ইতি সৎ কার্য্যং, অসম্বদ্ধত্বে সৈবাব্যবস্থেতি সুষ্ঠূক্তং শক্তস্য শক্যকরণাদিতি।

(চ) ইতশ্চ সৎকার্য্য মিত্যাহ কারণভাবাচ্চ, কার্য্যস্য কারণাত্ম কত্বাৎ, নহি কারণাদ্ভিন্নং কার্য্যং, কারণঞ্চ সদিতি কথং তদভিন্নং কার্য্য মসদ্ভবেৎ ?

(ছ) কার্য্যস্য কারণাভেদ-সাধকানি চ প্রমাণানি, ন পট স্তন্তুভ্যো ভিদ্যতে তদ্ধর্ম্মত্বাৎ, ইহ যদ্‌যতো ভিদ্যতে তত্তস্য ধর্ম্মো ন ভবতি, যথা গৌরশ্বস্য, ধর্ম্মশ্চ পটস্তন্তূনাং তস্মান্নার্থান্তরং। উপাদানোপাদেয় ভাবাচ্চ নার্থান্তরত্বং তন্তুপটয়োঃ, যয়ো রর্থান্তরত্বং ন তয়ো রুপাদানোপাদেয়ভাবঃ, যথা ঘটপটয়োঃ ; উপাদানোপাদেয়ভাবশ্চ তন্তুপটয়োঃ, তস্মান্নার্থান্তরত্ব মিতি। ইতশ্চ নার্থান্তরত্বং তন্তুপটয়োঃ সংযোগাপ্রাপ্ত্যভাবাৎ, পদার্থান্তরত্বে হি সংযোগো দৃষ্টঃ, যথা কুণ্ডবদরয়োঃ, অপ্রাপ্তির্বা যথা হিমবদ্ বিন্ধ্যয়োঃ, নচেহ সংযোগাপ্রাপ্তী, তস্মান্নার্থান্তরত্ব মিতি। ইতশ্চ পট স্তন্তুভ্যো ন ভিদ্যতে, গুরুত্বান্তর-কার্য্যাগ্রহণাৎ, ইহ যদ্ যস্মাদ্ ভিন্নং তস্মাত্তস্য গুরুত্বান্তরকার্য্যং গৃহ্যতে, যথৈকপলিকস্য স্বস্তিকস্য যো গুরুত্ব-কার্য্যোঽবনতি-বিশেষ্য, ততো দ্বিপলিকস্য স্বস্তিকস্য গুরুত্বকার্য্যো-ঽবনতিবিশেষোঽধিকঃ, নচ তথা তন্তুগুরুত্বকার্য্যাৎ পটগুরুত্বস্য কার্য্যান্তরং দৃশ্যতে, তস্মাদভিন্ন স্তন্তুভ্যঃ পট ইতি। তান্যেতানি অবীতানি অভেদসাধনানি। তদেব মভেদে সিদ্ধে তন্তব এব তেন তেন সংস্থান-ভেদেন পরিণতাঃ পটঃ, ন তন্তুভ্যোঽর্থান্তরং পটঃ।

(জ) স্বাত্মনি ক্রিয়ানিরোধ-বুদ্ধি-ব্যপদেশার্থক্রিয়া-ক্রিয়াব্যবস্থা-ভেদাশ্চ নৈকান্তিকং ভেদং সাধয়িতু মর্হন্তি, একস্মিন্নপি তত্তদ্বিশেষা-বির্ভাব-তিরোভাবাভ্যা মেতেষা মবিরোধাৎ। যথাহি কূর্ম্মস্যাঙ্গানি কূর্ম্মশরীরে নিবিশমানানি তিরোভবন্তি, নিঃসরন্তি চাবির্ভবন্তি, নতু কূর্ম্মত স্তদঙ্গান্যুৎপদ্যন্তে প্রধ্বংসন্তে বা, এব মেকস্যা মৃদঃ সুবর্ণস্য বা ঘটমুকুটাদয়ো বিশেষা নিঃসরন্ত আবির্ভবন্ত উৎপদ্যন্ত ইত্যুচ্যন্তে, নিবিশমানা স্তিরোভবন্তঃ বিনশ্যন্তীত্যুচ্যন্তে, ন পুন-

রসতা মৃৎপাদঃ, সতাং বা নিরোধঃ। যথাহ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ, "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত" ইতি। যথা কূর্ম্মঃ স্বাবয়বেভ্যঃ সঙ্কোচিবিকাশিভ্যো ন ভিন্নঃ এবং ঘটমুকুটাদয়োঽপি মৃৎসুবর্ণাদিভ্যো ন ভিন্নাঃ। এবঞ্চেৎ তন্তুষু পট ইতি ব্যপদেশো যথেহ বনে তিলকা ইত্যুপপন্নঃ। নচার্থক্রিয়াভেদোঽপি ভেদমাপাদয়তি, একস্যাপি নানার্থক্রিয়া-দর্শনাৎ, যথৈক এব বহ্নির্দাহকঃ প্রকাশকঃ পাচকশ্চেতি। নাপ্যর্থক্রিয়া-ব্যবস্থা বস্তুভেদে হেতুঃ; তেষামেব সমস্তব্যস্তানামর্থক্রিয়া-ব্যবস্থা-দর্শনাৎ, যথা প্রত্যেকং বিষ্টয়ো বর্ত্ম-দর্শন-লক্ষণামর্থক্রিয়াং কুর্ব্বন্তি, নতু শিবিকা-বহনং, মিলিতাস্তু শিবিকাং বহন্তি, এবং তন্তবং প্রত্যেকং প্রাবরণ মকুর্ব্বাণা অপি মিলিতাঃ আবির্ভূত-পটভাবাঃ প্রাবরিষ্যন্তি।

(ঝ) স্যাদেতৎ, আবির্ভাবঃ পটস্য কারণব্যাপারাৎ প্রাক্ সন্ অসন্ বা, অসংশ্চেৎ প্রাপ্তং তর্হ্যসত উৎপাদনম্। অথ সন্, কৃতং তর্হি কারণ-ব্যাপারেণ, নহি সতি কার্য্যে কারণব্যাপার প্রয়োজনং পশ্যামঃ। আবির্ভাবে চাবির্ভাবান্তরকল্পনেঽনবস্থা-প্রসঙ্গঃ। তস্মাদাবির্ভূত-পটভাবাস্তন্তবঃ ক্রিয়ন্তে ইতি রিক্তং বচঃ।

(ট) অথা সদুৎপদ্যতে ইত্যত্রাপি মতে কেয়মসদুৎপত্তিঃ? সতী, অসতী বা, সতী, চেৎ কৃতং তর্হি কারণৈঃ, অসতী চেত্তস্যা অপ্যুৎপত্ত্যন্তর মিত্যনবস্থা। অথোৎপত্তিঃ পটান্নার্থন্তরং অপিতু পট এবাসৌ, তথাপি যাবদুক্তং ভবতি পট ইতি তাবদুক্তং ভবত্যুৎ পদ্যত ইতি, ততশ্চ পট ইত্যুক্তে উৎপদ্যতে ইতি ন বাচ্যং, পৌনরুক্ত্যাৎ, বিনশ্যতীত্যপি ন বাচ্যং, উৎপত্তিবিনাশয়োর্যুগপদে কত্র বিরোধাৎ। তস্মাদিয়ং পটোৎপত্তিঃ স্ব-কারণ-সমবায়ো বা স্ব-সত্তা-সমবায়ো বা, উভয়থাপি নোৎপদ্যতে, অথচ তদর্থানি কারণানি ব্যাপার্য্যন্তে, এবং সতএব পটাদেরাবির্ভাবায় কারণাপেক্ষেত্যুপপন্নং। নচ পটরূপেণ কারণানাং সম্বন্ধঃ তদ্রূপস্যা ক্রিয়া-

ত্বাৎ, ক্রিয়া-সন্নিদ্ধত্বাচ্চ কারণানাং, অন্যথা, কারণত্বাভাবাৎ, তস্মাৎ সৎকার্য্য মিতি পুষ্কলম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ।। (ক) কার্য্য বিদ্যমান, এই সঙ্গে কারণব্যাপারের (ক্রিয়ার, উৎপাদনের) পূর্ব্বেও এইটুকু যোগ করিতে হইবে অর্থাৎ কারণব্যাপারের উত্তরকালের ন্যায় তৎপূর্ব্বকালেও কার্য্য বিদ্যমান এরূপ বুঝিতে হইবে। এইভাবে কারণব্যাপারের পূর্ব্বে সৎ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় নৈয়ায়িক পুত্রগণ আর সিদ্ধসাধন (বিজ্ঞাতের জ্ঞাপন, যেটী জানা আছে তাহাকে পুনর্ব্বার জানান) দোষের উদ্ভাবন করিতে পারিবেন না; (মন্তব্য দেখ)। যদিচ বীজ ও মৃত্তিকাদির বিনাশের পরেই অঙ্কুর ঘটাদির উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ওরূপ স্থলে বীজের নাশটী অঙ্কুরের কারণ নহে, কিন্তু বীজাদির অবয়ব রূপ ভাব পদার্থই অঙ্কুরাদির কারণ। অসৎ কারণ হইতে সৎকার্য্যের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ যেটী যেখানে না থাকে, সেটীও জন্মিতে পারে, এরূপ বলিলে ঐ অসৎরূপ অভাবটী সর্ব্বত্র থাকায় (অভাবের সংগ্রহ করিতে হয় না, অযত্নসিদ্ধ) সকল স্থানে সর্ব্বদা সকল কার্য্যের উৎপত্তির আপত্তি, এ কথা আমরা ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকায় উল্লেখ করিয়াছি। বাধকজ্ঞান (এটী ইহা নহে, অথবা এটী এখানে নাই এরূপ জ্ঞান, পূর্ব্ববর্ত্তী মিথ্যা-জ্ঞানের বাধক, উত্তরবর্ত্তী সত্যজ্ঞান) নাই, এরূপ অবস্থায় প্রপঞ্চপ্রত্যয় অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারের জ্ঞানকে মিথ্যা বিষয় বলিয়া ভ্রম বলা যায় না। অতএব (শূন্য ও অদ্বৈতমত সহজে খণ্ডিত হওয়ায়) কেবল কণাদ ও গোতমের মত খণ্ডন করিতে অবশিষ্ট আছে, ঐ মত খণ্ডনের নিমিত্ত "কার্য্যসৎ" এইরূপ প্রতিজ্ঞা (সাধ্যনির্দ্দেশ, যেটী প্রতিপাদন করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করা) করা হইয়াছে। উক্ত প্রতিজ্ঞায় হেতু "অসদকরণাৎ" অসৎ পদার্থ করা যায় না, অসৎটী কার্য্য হয় না, সুতরাং কার্য্যকে সৎ বলিয়া জানিতে হইবে। কারণব্যাপারের পূর্ব্বে কার্য্যটী অসৎ অবিদ্যমান হইলে কেহই উহা করিতে সমর্থ হয় না, শত সহস্র শিল্পী একত্র হইলেও নীলকে পীত করিতে পারে না। (অসৎ কার্য্যবাদী নৈয়ায়িক বলিতেছেন), "সত্তা ও অসত্তা উভয়টাই ঘটের ধর্ম্ম" এইরূপ কেন বলা যাউক না, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসত্তা এবং পরে সত্তা এরূপ বলায় ক্ষতি কি? (সাংখ্যকার

ঐ কথায় বলিতেছেন) সেরূপ হইলেও ধর্ম্মী, (ঘট) না থাকিলে তাহার ধর্ম্ম (অসত্তা) কিরূপে বলা যাইতে পারে ? অসত্তা-রূপ ধর্ম্মটী ঘটের এরূপ বলিতে হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রকারান্তরে ঘটের সত্তাই আসিয়া পড়ে, কাজেই অসত্তা সিদ্ধি হয় না। অসত্তা-রূপ ধর্ম্মটী (বৃত্তিমত্ত্বং ধর্ম্মত্বং. যেটী কোনও আশ্রয়ে থাকে তাহাকে ধর্ম্ম বলে) ঘটরূপ ধর্ম্মীতে সম্বন্ধ (ধর্ম্মধর্ম্মীর ভেদমতে) অথবা ঘটের স্বরূপ (ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদমতে) না হইলে ঐ অসত্তারূপ ধর্ম্ম দ্বারা "অসন্ ঘটঃ" এরূপ জ্ঞান হয় না। অতএব কারণব্যাপারের (উৎপাদনের) উত্তরকালের ন্যায় তাহার পূর্ব্বকালেও কার্য্যটাকে সৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে অব্যক্ত অবস্থায় কার্য্য থাকে, উৎপাদন রূপ কারণব্যাপার দ্বারা কেবল উহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্তরূপে প্রকাশ হয় মাত্র। কারণব্যাপার দ্বারা সৎপদার্থেরই প্রকাশ দেখা যায়, দৃষ্টান্ত যেমন,—তিলের মধ্যে তৈল থাকে, পীড়ন করিলে বাহির হয়, ধান্যের মধ্যে তণ্ডুল থাকে, অবঘাত (মুষলাদির আঘাত) করিলে বাহির হয়, গাভীতে দুগ্ধ থাকে, দোহন করিলে বাহির হয়। উক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় অসৎটাকে করা যাইতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি পাওয়া যায় না, অসৎ বস্তু অভিব্যক্ত বা উৎপন্ন হইতেছে এরূপ দেখা যায় না।

(খ) কারণব্যাপারের পূর্ব্বে কার্য্যকে সৎ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, এ বিষয়ে আরও হেতু আছে,—উপাদান-গ্রহণ. উপাদান শব্দের অর্থ কারণ, উহার সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ অর্থাৎ উপাদানের (ন্যায়মতে সমবায়ি কারণের) সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ বশতঃ কার্য্যকে সৎ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক।) এই ভাবে বলা যাইতেছে,—কার্য্যের সহিত যে কারণের কার্য্য-কারণভাবরূপ নিয়ত সম্বন্ধ আছে, তাদৃশ কারণই কার্য্যের জনক হয়, কার্য্য অসৎ হইলে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান না থাকিলে উক্ত সম্বন্ধের সম্ভাবনা থাকে না. অতএব সৎ।

(গ) যাহা হউক, কারণের দ্বারা অসম্বদ্ধ কার্য্যই কেন জন্মুক না ? তাহা হইলে অসৎ কার্য্যই উৎপন্ন হইতে পারিবে, (সম্বন্ধের অনুরোধে আর কার্য্যকে সৎ বলিতে হইবে না) এইরূপ আশঙ্কায় বলা যাইতেছে,—সর্ব্বত্র সকল কার্য্য জন্মে না। সম্বন্ধরহিত কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলে অসম্বদ্ধতা অর্থাৎ সম্বন্ধাভাবের কিছু বিশেষ না থাকায় সকল কার্য্যই সর্ব্বদা সকল কারণ

হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, সেরূপ হয় না। অতএব "অসম্বদ্ধকারণ হইতে অসম্বদ্ধ কার্য্য জন্মে" এরূপ না বলিয়া "সম্বদ্ধ কার্য্য সম্বদ্ধ কারণ হইতে হয়" এরূপ বলা উচিত।) সাংখ্যবৃদ্ধ অর্থাৎ প্রামাণিক প্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্রকারগণ ঐরূপই বলিয়াছেন ; "কার্য্যের অসত্তা স্বীকার করিলে সত্তাশ্রয় অর্থাৎ বিদ্যমান কারণ সকলের সহিত উক্ত কার্য্যের সম্বন্ধ হয় না (সৎ ও অসতের সম্বন্ধ হয় না). অসম্বদ্ধ কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলে নিয়ম থাকে না, অর্থাৎ তিল হইতে তৈল জন্মিবে, এরূপ নিয়ম না থাকিয়া তৈল সর্ব্বত্রই জন্মিতে পারে।"

(ঘ) যাহা হউক, কার্য্য অসম্বদ্ধ হইলেও সেই কার্য্যকেই সেই কারণ উৎপাদন করিবে, যে কারণ যে কার্য্যে শক্ত, অর্থাৎ যে কার্য্যের অনুকূল শক্তি যে কারণে আছে, সেই কারণ সেই কার্য্যকেই করিবে, অন্যকে নহে। কার্য্যের উৎপত্তি দেখিয়া উক্ত শক্তির অনুমান হইবে, অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হইল দেখিয়া বোধ হইবে, ঘটের অনুকূলশক্তি মৃত্তিকাতে আছে বলিয়া মৃত্তিকায় ঘট জন্মিল, অন্যত্র নাই বলিয়া সেখানে জন্মে না। এইরূপে উৎপত্তি হইলে পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়মভঙ্গ হইবে না, এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন.—শক্ত কারণ শক্য কার্য্যকে জন্মায়, শক্ত কারণে অবস্থিত উক্ত শক্তিটী কি সকল পদার্থের থাকে ? (নিরূপকতা সম্বন্ধে থাকে, শক্তির নিরূপক কার্য্য, কার্য্যনিরূপিত শক্তি) না, কেবল শক্য কার্য্যে ? সর্ব্বত্র থাকে এরূপ বলিলে পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থা হইবে, অর্থাৎ সকলবস্তুতেই সকল কার্য্য জন্মিতে পারিবে, কোন নিয়ম থাকিবে না ; শক্তিটী (নিরূপকতাসম্বন্ধে) শক্য কার্য্যে থাকে এরূপ বলিলে, শক্য কার্য্য অসৎ, অথচ তাহাতে শক্তি থাকিবে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয় ?

(কারণে এমন কোন শক্তিবিশেষ থাকে, যাহার প্রভাবে কেবল কোনও একটী কার্য্য জন্মায়, সকলকে নহে, এরূপ যদি বল তবে দুঃখিতভাবে (নৈয়ায়িকের আয়াসে সাংখ্যকারের কষ্ট হইতেছে) জিজ্ঞাসা করি.—সেই শক্তিবিশেষ কার্য্যের সহিত সম্বদ্ধ ? কি অসম্বদ্ধ ? সম্বদ্ধ বলিলে, অসৎ কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না, সুতরাং কার্য্যকে সৎ বলিতে হয়। অসম্বদ্ধ বলিলে পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থা অর্থাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তি হইয়া পড়ে, অতএব শক্ত কারণ শক্যকার্য্যকে উৎপন্ন করে বলিয়া কার্য্যকে সৎ বলিতে হইবে, এ কথা ভালই বলা হইয়াছে।)

(ঙ) (কার্য্য সৎ, এ বিষয়ে আরও হেতু আছে, তাহা দেখাইয়াছেন—কার্য্যটী কারণের স্বরূপ, অর্থাৎ কারণ হইতে ভিন্ন নহে, উক্ত কারণটী সৎ, অতএব সেই সৎ কারণের অভিন্ন হইয়া কার্য্যটী কিরূপে অসৎ হইবে?) (কথনই নহে, সতের অভিন্ন সৎই হইয়া থাকে, অসৎ হয় না)।

(ছ) কার্য্য ও কারণের অভেদসাধক অনেকগুলি প্রমাণ আছে, অর্থাৎ কার্য্য কারণের অভিন্ন, এ কথা নানারূপে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। (প্রতিজ্ঞা) বস্ত্র সূত্রসকল হইতে ভিন্ন নহে, (হেতু) কারণ, বস্ত্র সূত্রের ধর্ম্ম অর্থাৎ আশ্রিত, (উদাহরণ, অবীত অনুমানে ব্যতিরেকদৃষ্টান্ত) লোকে যেটী যাহা হইতে ভিন্ন, সেটী তাহার ধর্ম্ম হয় না, যেমন গোটী অশ্বের, অর্থাৎ গোটী অশ্ব হইতে বিভিন্ন বলিয়া অশ্বের ধর্ম্ম নহে, (উপনয়) বস্ত্র সূত্রসকলের ধর্ম্ম, (নিগমন) অতএব সূত্রসকল হইতে বস্ত্র অর্থান্তর অর্থাৎ পৃথক্ নহে।

সূত্র ও বস্ত্রের উপাদানোপাদেয় অর্থাৎ কার্য্যকারণ ভাব আছে, (ন্যায়ের সমবায়ি কারণকে সাংখ্যশাস্ত্রে উপাদান বলে), অতএব পদার্থান্তর নয়, (পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ গো-মহিষাদি পরস্পর কার্য্য-কারণ হয় না)।

সূত্রসকলের ও বস্ত্রের ভেদ নাই, এবিষয়ে আরও প্রমাণ—সংযোগ ও বিয়োগের (অপ্রাপ্তির) অভাব, পদার্থদ্বয় পরস্পর বিভিন্ন হইলে কুণ্ড (পাত্রবিশেষ) ও বদরের (কুল ফলের) ন্যায় উহাদের সংযোগ দেখা যায়, অথবা হিমালয় ও বিন্ধ্যের ন্যায় পরস্পর বিয়োগ দেখা যায়, সূত্রসকল ও বস্ত্রের সংযোগ বা বিয়োগ নাই, অতএব সূত্র ও বস্ত্রের ভেদ নাই।

সূত্রসকল হইতে বস্ত্র ভিন্ন নহে, এ বিষয়ে অন্য প্রমাণ, অন্য গুরুত্ব কার্য্যের অগ্রহণ, এক পোয়া ওজনের সূত্রসকলে যতটুকু ভার হয়, তুলাদণ্ডকে যতটুকু অবনত করে, ঐ এক পোয়া ওজনের সূত্রসকল দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্রেও ততটুকু ভার, তুলাদণ্ডকে ততটুকু অবনত করে, কমবেশী দেখা যায় না, অতএব সূত্র ও বস্ত্রের ভেদ নাই। সংসারে যেটী হইতে যেটী ভিন্ন, তাহা হইতে বিভিন্নটীর গুরুত্বান্তর-কার্য্য দেখা যায়, এক-পল-পরিমিত স্বস্তিকের (পল পরিমাণ বিশেষ, কর্ষচতুষ্টয়, তণ্ডুলচূর্ণ রচিত ত্রিকোণ দ্রব্যবিশেষকে স্বস্তিক বলে) যতটুকু অবনতি বিশেষরূপ গুরুত্ব কার্য্য, তাহা অপেক্ষা দ্বিপলরচিত স্বস্তিকের অবনতি বিশেষরূপ গুরুত্ব কার্য্য অধিক দেখা যায়। সূত্রসকলের (যাহা দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত

হইয়াছে) গুরুত্ব কার্য্য অপেক্ষা বস্ত্রের গুরুত্ব কার্য্য অন্য প্রকার দেখা যায় না, অতএব সূত্রসকল হইতে বস্ত্র ভিন্ন নহে।) প্রদর্শিত অবীত অর্থাৎ কেবল ব্যতিরেকী অনুমান সকল কার্য্য ও কারণের অভেদ বোধক (তন্তু ও পট স্থলপ্রদর্শন মাত্র, উহা দ্বারা সমস্ত কারণ ও কার্য্য বুঝিতে হইবে)। এইরূপে অভেদটী প্রতিপাদিত হইলে, সূত্রসকলই সেই সেই আকারে (যে যে ভাবে সাজাইলে বস্ত্র হয়) সজ্জিত হইলেই বস্ত্র বলিয়া ব্যবহার হয়, বাস্তবিক পক্ষে সূত্র হইতে বিভিন্ন বস্ত্র নামে কোন পদার্থ নাই।

(জ) আপনাতে ক্রিয়া, (উৎপত্তি, সূত্রে হইতে বস্ত্র উৎপন্ন হয়, এরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, কার্য্যকারণের অভেদ হইলে সেরূপ হয় না, আপনাতে আপনার জন্ম অসম্ভব) নিরোধ, (প্রধ্বংস, সূত্রে বস্ত্র বিনষ্ট হইতেছে এরূপ প্রতীতি হয়, অভেদ হইলে আপনাতে আপনার নিরোধ অসম্ভব), ব্যপদেশ, (ব্যবহার, সূত্রে বস্ত্র আছে, এরূপ আধারাধেয়ভাবের বোধ হয়, অভেদ হইলে উহা হইতে পারে না), অর্থক্রিয়াভেদ, (নানা প্রয়োজনসাধন, সেলাই করা আবরণ প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজন এক বস্তু দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব সূত্র ও বস্ত্র বিভিন্ন) এবং ক্রিয়া-ব্যবস্থা (প্রয়োজনসাধনে নিয়ম সূত্র দ্বারা কেবল সেলাই করা হয়, আবরণাদি হয় না, বস্ত্র দ্বারা আবরণ হয়, সেলাই হয় না, সূত্র ও বস্ত্র অভিন্ন হইলে ঐরূপ নিয়ম হইতে পারিত না, উক্ত পাঁচ প্রকার হেতু দ্বারা নৈয়ায়িক কার্য্য ও কারণের ভেদসিদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন, সাংখ্যকার ইহার উত্তরে বলিতেছেন)। এই সকল হেতু একান্তরূপে (নিশ্চিতভাবে) কার্য্য ও কারণের ভেদসাধন করিতে পারে না ; কারণ, অভিন্নবস্তুতেও সেই সেই বিশেষের (তত্তৎকার্য্যোপযোগী স্বরূপের) আবির্ভাব ও তিরোভাবের অর্থাৎ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অবস্থা দ্বারা প্রদর্শিত বিরোধের পরিহার হইতে পারে। যেমন কূর্ম্মের অঙ্গ (মস্তকাদি) কূর্ম্মশরীরে প্রবেশ করিলে তিরোহিত এবং শরীর হইতে বাহির হইলে আবির্ভূত বলিয়া ব্যবহার হয়, কূর্ম্ম হইতে উহার মস্তকাদি অবয়ব উৎপন্ন বা বিনষ্ট কিছুই হয় না, তদ্রূপ একটী মৃৎপিণ্ড বা সুবর্ণখণ্ডের (সামান্যের, অনুগতের) ঘট মুকুটাদি নানাবিধ বিশেষ (কার্য্যাবস্থা) প্রকাশিত হইলে আবির্ভূত বা উৎপন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয়, এবং মৃৎসুবর্ণাদি কারণে প্রবেশ করিলে (কারণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে) তিরোহিত বা বিনষ্ট বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অসতের উৎপত্তি বা সতের বিনাশ হয় না।

ভগবান্ বেদব্যাস (ভগবদ্গীতায়) ঐ কথাই বলিয়াছেন, অসতের (অলীক, যেটী নাই) উৎপত্তি হয় না, সতের (বিদ্যমানের) বিনাশ হয় না, অর্থাৎ কেবল আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। সঙ্কোচী ও প্রসারী মস্তকাদি নিজ অবয়ব হইতে যেমন কূর্ম্ম ভিন্ন নহে, তদ্রূপ ঘটমুকুটাদি মৃৎসুবর্ণাদি হইতে বিভিন্ন বস্তু নহে। এরূপ হইলে অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের অভেদ স্থির হইলে সূত্রসকলে বস্ত্র আছে এরূপ ব্যবহার "এই বনে তিলক (বৃক্ষবিশেষ, জম্বীর)" এইরূপ ব্যবহারের ন্যায় উপপন্ন হইবে, অর্থাৎ অভেদে ভেদ বিবক্ষা করিয়া আধারাধেয়-ভাব বুঝিতে হইবে। অর্থক্রিয়ার ভেদও অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োজন সাধনটীও (সূত্রের দ্বারা সেলাই, বস্ত্রের দ্বারা আবরণ ইত্যাদি) কার্য্য ও কারণের ভেদসিদ্ধি করিতে পারে না, কারণ অভিন্ন বস্তুরও নানাবিধ অর্থক্রিয়া দেখা গিয়া থাকে, যেমন একই অগ্নি দাহ প্রকাশ ও পাক করে (দাহ, প্রকাশ ও পাকরূপ অর্থক্রিয়াভেদে যেমন বহ্নির ভেদ হয় না, তদ্রূপ সেলাই ও আবরণাদি দ্বারা সূত্র ও বস্ত্রের ভেদসিদ্ধি হইবে না)। অর্থক্রিয়ার ব্যবস্থা, অর্থাৎ ক্রিয়াসম্পাদনে নিয়ম, "সূত্র দ্বারাই সেলাই, বস্ত্র দ্বারাই আবরণাদি" ইত্যাদির দ্বারা বস্তুর ভেদসিদ্ধি হয় না, কেন না, সকলেরই সমস্ত ও ব্যস্তভাবে(মিলিত অবস্থা ও পৃথক্ অবস্থা) অর্থক্রিয়ার নিয়ম দেখা গিয়া থাকে, যেমন বিষ্টিগণ (বাহক, বেহারা) প্রত্যেকে এক এক জনে কেবল পথ-প্রদর্শনরূপ অর্থক্রিয়া (আলো লইয়া প্রভুর সঙ্গে যাওয়া) সম্পন্ন করিতে পারে, শিবিকা (পাল্কী) বহন করিতে পারে না, পরস্পরে মিলিত হইয়া শিবিকা বহন করিতে পারে, তদ্রূপ সূত্রসকল প্রত্যেকে প্রাবরণ (কোন বস্তু আচ্ছাদন) করিতে না পারিলেও পরস্পর মিলিত হওয়ায় বস্ত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া (বস্ত্র পৃথক্ বস্তু নহে, সূত্রসকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকিলেই বস্ত্র বলে) প্রাবরণ করিবে।

(ঘ) যাহা হউক, (সাংখ্যকারকে নৈয়ায়িক জিজ্ঞাসা করিতেছেন),— কারণের ব্যাপারের (উৎপাদনের) পূর্ব্বে বস্ত্রের আবির্ভাবটী সৎ কি অসৎ? অসৎ বলিলে অসতের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়। যদি বল সৎ, তবে কারণের ব্যাপার নিষ্প্রয়োজন ; কেননা, (পূর্ব্ব হইতেই) কার্য্য থাকিলে কারণের ব্যাপারের কিছুই আবশ্যকতা দেখা যায় না। আবির্ভাব-সত্ত্বে অন্য আবির্ভাবের কথা বলিলে অনবস্থা বোধ হয়, (আবির্ভাবের আবির্ভাব, তাহার আবির্ভাব তাহার আবির্ভাব ইত্যাদি) অতএব সূত্রসকলকে বস্ত্ররূপে আবির্ভূত করা হয়, এ কথাটী নিরর্থক

অর্থাৎ উল্লিখিতরূপে আবির্ভাব আবির্ভাব করিয়া বাগাড়ম্বরে কোন ফল নাই।

(ট) ভাল ! (নৈয়ায়িকের প্রতি সাংখ্যকারের উক্তি) অসতের উৎপত্তি হয়, এই মতেও অসতের উৎপত্তিটী কিরূপ ? বিদ্যমান (সতী) কি অবিদ্যমান (অসতী), বিদ্যমান বলিলে কারণব্যাপার নিরর্থক হয়। অসৎ, অবিদ্যমান হইলে তাহার উৎপত্তি, সেই উৎপত্তিটীও অসৎ সুতরাং তাহারও উৎপত্তি, এইরূপে অনবস্থা হইয়া উঠে। যদি বল, বস্ত্রের উৎপত্তি বস্ত্র হইতে বিভিন্ন নহে, কিন্তু উৎপত্তিটী বস্ত্রই, এ পক্ষেও, বস্ত্র এই কথা বলিবামাত্র উৎপন্ন হইতেছে, ইহাও বলা হইয়া যায়, (উৎপত্তি ও বস্ত্র বিভিন্ন নহে) কাজেই বস্ত্র এই কথা বলার পর উৎপন্ন হইতেছে ইহা আর বলার আবশ্যক থাকে না, কারণ, বলিলে পুনরুক্তি হইয়া যায়, (বস্ত্র বলিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে উৎপত্তিও বলা হয়, পুনর্ব্বার "পটঃ উৎপদ্যতে" উৎপত্তির উল্লেখ করিলে নিশ্চয় পুনরুক্তি)। এইরূপ বস্ত্র বিনষ্ট হইতেছে ইহাও বলা দুষ্কর হয়, একক্ষণে এক বস্তুতে উৎপত্তি ও বিনাশ থাকিতে পারে না, অর্থাৎ উৎপত্তিবিশিষ্ট বস্তু সমক্ষণে বিনষ্ট হইতে পারে না। অতএব বস্ত্রের এই উৎপত্তিটীকে স্বকারণ-সমবায়, (স্বস্য পটাদেঃ কারণেষু তন্ত্বাদিষু সমবায়ঃ নিত্য-সম্বন্ধঃ) অর্থাৎ কারণে নিজের (কার্য্যের) সমবায় সম্বন্ধ, অথবা স্ব-সত্তা-সমবায় (স্বস্মিন্ সত্তায়াঃ সমবায়ঃ) অর্থাৎ আপনাতে (কার্য্যেতে) সত্তাজাতির সমবায় সম্বন্ধ বলিতে হইবে, উভয়পক্ষেই উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ, সমবায় নিত্য বলিয়া তদভিন্ন উৎপত্তি-ক্রিয়াও নিত্য হইয়া পড়ে, নিত্যের উৎপত্তি নাই। এইরূপে যেমন উৎপত্তির সম্ভব হয় না, অথচ ঐ উৎপত্তির নিমিত্ত কারণের ব্যাপার হয়, তদ্রূপ বস্ত্রাদি সৎ হইলেও উহার আবির্ভাবের নিমিত্ত কারণের অপেক্ষা আছে, এ কথা সঙ্গত। বস্ত্রের রূপের (শুক্ল-নীলাদির) সহিত সূত্রাদি কারণ সকলের সম্বন্ধ হইতে পারে না, (সেরূপ হইলে বলা যাইত, বস্ত্রের রূপের নিমিত্ত কারণের ব্যাপার) কারণ, বস্ত্রের রূপটী ক্রিয়া নহে, ক্রিয়ার সহিত কারণ-সকলের সম্বন্ধ হইয়া থাকে, (ক্রিয়াতে অন্বিত কারণকেই কারক বলে, "ক্রিয়া-ন্বয়িত্বং কারকত্বং)।" অতএব "উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য সৎ" এ কথা ভালই বলা হইয়াছে ॥ ৯ ॥

মন্তব্য ॥ (ক) কারিকায় "অকরণাৎ" এইটী ব্যতিরেক-দৃষ্টান্ত, "উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং কার্য্যং সৎ, কার্য্যত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা অসৎ" কার্য্যত্বটী সত্তার ব্যাপ্য, সত্তারূপ ব্যাপকের অভাবে কার্য্যত্বরূপ ব্যাপ্যের অভাব হয়,

অর্থাৎ যেটী সৎ নহে, (অসৎ, সত্তাভাববৎ) সেটী কার্য্যও নহে, এখানে "তদভাব-ব্যাপকীভূতাভাব-প্রতিযোগিতা"রূপ সত্তায় ব্যতিরেকব্যাপ্তি কার্য্যত্বে আছে, সত্তাভাবের ব্যাপক কার্য্যত্বাভাব, কার্য্যত্বাভাবের প্রতিযোগী কার্য্যত্ব। "অসদকরণাৎ" এটী কার্য্যরূপ পক্ষে থাকে না, সুতরাং হেতু নহে, কিন্তু ব্যতিরেকব্যাপ্তির · সূচকমাত্র, সত্তা-সাধ্যক-অনুমিতিতে কার্য্যত্বকেই হেতু করিতে হইবে। কার্য্যমাত্রই (অবচ্ছেদাবচ্ছেদে) পক্ষ, সুতরাং অন্বয়ে দৃষ্টান্ত দুর্লভ। "ঘটঃ সন্ কার্য্যত্বাৎ এরূপে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উল্লেখ করিলে অন্বয়ে দৃষ্টান্ত পটাদি হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ অভিমত নহে, কারণ, পটাদির সত্তাও অত্যাপি সিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং কি উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তাসিদ্ধি, কি কার্য্যকারণের অভেদসিদ্ধি, সর্ব্বত্রই কেবল-ব্যতিরেকী অবীত অনুমানই করিতে হইবে।

অনুমানের পূর্ব্বে প্রতিবাদী যেটী স্বীকার করেন, সেই স্বীকৃত বিষয়টীর অনুমান দ্বারা পুনর্ব্বার সিদ্ধি করিলে বাদীর পক্ষে "সিদ্ধ-সাধন" দোষ হয়, উৎপত্তির পরে নৈয়ায়িকগণও কার্য্যের সত্তা স্বীকার করেন, অসদকরণাৎ ইত্যাদি দ্বারা উৎপত্তির পরে সেই সত্তাটীকে যদি সাংখ্যকার সাধন করেন, তবে তাঁহার পক্ষে সিদ্ধসাধন দোষ, এই নিমিত্তই বাচস্পতি বলিয়াছেন, "কারণব্যাপারাৎ প্রাগপীতি শেষঃ।"

কারণরূপ সামান্তটী সর্ব্বত্র বিশেষরূপে কার্য্যে অনুগত হয়; মৃৎ সুবর্ণ বীজাবয়ব প্রভৃতি কারণ; ঘট কুণ্ডল অঙ্কুরাদি কার্য্যে অনুগত, তাহা না হইলে ঘটাদিতে মৃত্তিকাদি জ্ঞান হইত না। কারণ-সামান্তে আশ্রিত থাকিয়া তত্তৎ কার্য্যের আবির্ভাব-তিরোভাব হয় মাত্র। এক একটী বিশেষ কার্য্য অন্ত বিশেষ কার্য্যের জনক হয় না, সর্ব্বত্র সামান্ত কারণ দ্বারাই বিশেষ কার্য্য জন্মে, সুবর্ণ হইতে কুণ্ডল জন্মে, পুনর্ব্বার কুণ্ডল নষ্ট করিয়া বলয় প্রস্তুত হয়, এ স্থলে যেমন কুণ্ডলটী বলয়ের কারণ নহে, কিন্তু সর্ব্বত্র সুবর্ণখণ্ডই কারণ, তদ্রূপ বীজাঙ্কুর স্থলে বীজের অবয়বই অঙ্কুরাদির কারণ, সেই অবয়বরূপ সামান্ত কারণ হইতে বীজ, অঙ্কুর ও প্রকাণ্ড প্রভৃতি তত্তৎ বিশেষ কার্য্যের আবির্ভাব হয়, বীজ ধ্বংস হইয়া অঙ্কুর হয় বলিয়া বীজের ধ্বংসটীকে অঙ্কুরের কারণ বলা যায় না, কারণ, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না, হইলে কার্য্যবর্গও অভাব বলিয়া প্রতীত হইত।

মহর্ষি গোতমের কৃত ন্যায়সূত্রের উপর বাৎস্যায়নভাষ্য, ভাষ্যের উপর উদ্যোতকরের বার্ত্তিক, বার্ত্তিকের উপর বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য টীকা, এই টীকার উপর উদয়নাচার্য্যের তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি ইত্যাদি ন্যায়ের সম্প্রদায় গ্রন্থ। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র অলৌকিক প্রতিভাশালী বাচস্পতি মিশ্র ষড়্‌দর্শনের টীকা, স্মৃতিসংগ্রহ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

উত্তরকালে বাধকজ্ঞান জন্মিলে পূর্ব্বজ্ঞান ও তদ্বিষয়ের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হয়, "নেদং রজতং" এইরূপ উত্তরকালীন জ্ঞান দ্বারা "ইদং রজতং" এই জ্ঞান ও তাহার বিষয় অনির্ব্বচনীয় রজতের বাধ হয়, ঘটপটাদি স্থলে সেরূপ কোন বাধকজ্ঞান নাই, ঘট বলিয়া যেটী ব্যবহৃত হয়, চিরকালই তাহা সমান থাকে, ঘটটী ঘট নহে, এরূপ কখন হয় না। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ঘটপটাদি প্রপঞ্চ সত্য নহে, উহা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, মিথ্যা, এরূপ কল্পনা কেবল অজ্ঞতারই পরিচায়ক, এইরূপ কটাক্ষ করিয়াই সাংখ্যকার বিবর্ত্তবাদ বেদান্তমত যেন খণ্ডনের যোগ্য নহে বলিয়া দুই চারি কথা বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন।

উল্লিখিত আপত্তিতে বেদান্তী বলেন, ব্যবহার দশাতে ঘটপটাদি প্রপঞ্চের বাধ নাই, ইহাতে ব্যবহারিক সত্তাই স্থির হয়, প্রপঞ্চের পরমার্থ সত্তা আছে, এ কথা কে বলিল? সত্তা তিন প্রকার,—পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতীতিক। যাহা কোন কালে বাধিত হয় না, তাহাকে পরমার্থ সৎ বলে, ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সৎ। ব্যবহার দশাতে অর্থাৎ সংসার অবস্থায় যাহার বাধ হয় না, তাহাকে ব্যবহারিক সৎ বলে, ঘটপটাদি সমস্তই ব্যবহারিক সৎ, দেহাদিতে আত্মজ্ঞানও ব্যবহার দশাতে বাধিত হয় না। ব্যবহার দশাতেই যাহার বাধ হয়, যাহা কেবল জ্ঞানকালেই থাকে, তাহাকে প্রাতীতিক-সৎ অর্থাৎ প্রতীতি-সম-সত্তাক বলে, শুক্তিতে উৎপন্ন অনির্ব্বচনীয় রজতাদি প্রাতীতিক-সৎ, রজতজ্ঞান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই উক্ত রজত থাকে, রজতজ্ঞানের নাশ হইলে আর থাকে না।

মহর্ষি কণাদ তণ্ডুলকণ (খুঁদ) ভোজন করিয়া কোনরূপে শরীর ধারণ করিয়া শাস্ত্রপ্রণয়ন করিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে কণভক্ষ বা কণাদ বলা যায়। প্রবাদ এইরূপ,—ভগবান্ বেদব্যাস মহর্ষি গোতমের শিষ্য হইয়াও স্বরচিত বেদান্তদর্শনে "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ"

ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ন্যায়মত সাধুগণ স্বীকার করেন নাই বলিয়া, গোতমকৃত ন্যায়মতকে অনাদর পূর্ব্বক খণ্ডন করায় উপদেষ্টা গোতম ক্রুদ্ধ হইয়া "চক্ষুঃ দ্বারা আর ব্যাসের মুখ দেখিব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করার পর শিষ্য বেদব্যাস অনেক অনুনয়-বিনয়-সহকারে তাঁহার ক্রোধাপনোদন করেন, গোতম যোগবলে স্বকীয় চরণে দৃক্শক্তির আবির্ভাব করিয়া তদ্দ্বারা প্রিয় শিষ্য ব্যাসদেবের মুখাবলোকন করেন, তদবধি গোতমকে অক্ষপাদ বলা যায়।

সাংখ্যমতে সমবায় নাই, সমবায়ি কারণকে সাংখ্যমতে উপাদান কারণ বা প্রকৃতি বলা যায়। ন্যায়মতে সমবায়ি কারণে যে কার্য্যের প্রাগভাব থাকে, সেই কার্য্য উৎপন্ন হয়, সাংখ্যমতে উপাদানকারণে যে কার্য্যটী অব্যক্তভাবে থাকে, সেইটী উৎপন্ন হয়, এইরূপ নিয়ম থাকায় অতি প্রসঙ্গ অর্থাৎ সকল বস্তুতে সকল কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। ন্যায়ের উৎপত্তি ও বিনাশের স্থলে সাংখ্যমতে যথাক্রমে আবির্ভাব ও তিরোভাব বুঝিতে হইবে।

সমবায় সম্বন্ধে সত্তাজাতি থাকায় "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি ব্যবহার হওয়ার ন্যায় "অসন্ ঘটঃ" ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হইলে অসত্তার সহিত ঘটের বিশেষ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক, উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটাদি না থাকিলে অসত্তারূপ ধর্ম্মটী কোথায় দাঁড়াইবে, কাজেই "অসন্ ঘটঃ" অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটকে অসৎ বলিলেও প্রকারান্তরে সত্তাই আসিয়া পড়ে।

(খ) কেহ কেহ "উপাদান গ্রহণাৎ" এ স্থলে গ্রহণ শব্দের আদান (লওয়া) অর্থ করেন, দধির অর্থী ব্যক্তি দুগ্ধের গ্রহণ করেন, অন্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না; কারণ, দুগ্ধতেই অব্যক্তভাবে দধি থাকে, অন্যত্র থাকে না, অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বেও দুগ্ধে দধি আছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বাচস্পতি মিশ্র গ্রহণ শব্দের সম্বন্ধ অর্থ করিয়া, যেরূপে তদ্দ্বারা সৎকার্য্যসিদ্ধি করিয়াছেন, তাহা অনুবাদভাগে দেখান হইয়াছে। সম্বন্ধ মাত্রই উভয়নিষ্ঠ অর্থাৎ দুইটী অধিকরণে থাকে, কার্য্য-কারণভাব-রূপ সম্বন্ধের অধিকরণ একটী কারণ, অপরটী কার্য্য, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য না থাকিলে উক্ত সম্বন্ধের একটী আশ্রয় হান হয়, সম্বন্ধ থাকিতে স্থান পায় না, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য সৎ।

(গ) উপাদান গ্রহণের হেতু সর্ব্ব-সম্ভবাভাব, অর্থাৎ সর্ব্বত্র সকল বস্তুর উৎপত্তি হয় না। বলিয়াই কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ আবশ্যক, সকল বস্তুতে উক্ত সম্বন্ধ থাকে না বলিয়াই সর্ব্বত্র সকল বস্তু জন্মে না, যেখানে থাকে, সেখানেই কার্য্য জন্মে।

(ঘ) সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসামতে শক্তিস্বীকার আছে, সাংখ্যকার কার্য্যের অব্যক্ত অবস্থাকেই শক্তি বলিয়াছেন। অগ্নিতে দাহানুকূল শক্তি আছে, চন্দ্রকান্তমণি নিকটে থাকিলে অগ্নিতে দাহ হয় না, ঐ মণিকে স্থানান্তরিত করিলে অথবা সূর্য্যকান্তমণি নিকটে রাখিলে সেই অগ্নিতেই দাহ জন্মে, এ স্থলে বুঝিতে হইবে, চন্দ্রকান্তমণির প্রভাবে অগ্নিতে দাহশক্তি বিনষ্ট হইয়াছিল, উক্ত মণি স্থানান্তরিত করায় অথবা সূর্য্যকান্তমণির সন্নিধানে পুনর্ব্বার অগ্নিতে দাহশক্তি জন্মিয়াছে। এরূপ স্থলে নৈয়ায়িক বলেন, কারণসমূহের অতিরিক্ত শক্তি মানিবার প্রয়োজন নাই, দাহের প্রতি বহ্ন্যাদির ন্যায় চন্দ্রকান্তমণির অভাবও একটী কারণ, এই নিমিত্তই উক্ত মণিকের প্রতিবন্ধক বলে, "কারণীভূতাভাব প্রতিযোগিত্বং প্রতিবন্ধকত্বম্" অর্থাৎ যে কার্য্যের প্রতি যে অভাবটী কারণস্বরূপ হয়, তাহার প্রতিযোগীকেই প্রতিবন্ধক বলে। উত্তেজক সূর্য্যকান্তমণি সন্নিধানে চন্দ্রকান্তমণিরূপ প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও দাহ হয়, এ নিমিত্ত উত্তেজকাভাব-বিশিষ্ট-মণি-সামান্যাভাবকেই কারণ বলিতে হইবে। এইরূপে উপপত্তি হইলে অনন্ত শক্তি স্বীকারে কোন প্রমাণ নাই।

"সা শক্তিঃ শক্তকারণাশ্রয়া সর্ব্বত্র বা স্যাৎ শক্যে বা" এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, শক্তিটী কারণে থাকে, তবে আর কোথায় থাকে এরূপ জিজ্ঞাসা কিরূপে হয়? হরিদাস গৃহে থাকে বলিলে, কোথায় থাকে এরূপ প্রশ্নের অবকাশ হয় না। ইহার উত্তর, শক্তিটী স্বরূপসম্বন্ধে শক্তকারণে থাকিলেও নিরূপকতা সম্বন্ধে কোথায় থাকে, এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে, এক সম্বন্ধে কোন বস্তুর অধিকরণ স্থির হইলেও, সম্বন্ধান্তরে অন্য অধিকরণের জিজ্ঞাসায় বাধা কি? শক্তিটী নিরূপকতাসম্বন্ধে কার্য্যে থাকে, কার্য্য নিরূপিত শক্তি। নিরূপকতা সম্বন্ধে শক্তিটী যে কোন বস্তুতে থাকে, কিংবা শক্যকার্য্যে থাকে, যে কোন বস্তুতে থাকিলে অতিপ্রসঙ্গ হয়, শক্যকারণে থাকে বলিলে অসৎ পদার্থ নিরূপক হয় না, সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্যকে সৎ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

(চ) কার্য্য ও কারণের ভেদ স্বীকার করিয়া সমবায় সম্বন্ধে কারণে কার্য্য থাকে, এরূপ প্রতিপাদন করা প্রক্রিয়া গৌরবমাত্র, সাধারণকে বুঝাইবার, একটী সুগম উপায়, এরূপও বলা যায় না, কারণ. সহস্র চীৎকার করিলেও সাধারণে সমবায় সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে না। একটুকু স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ বোধ হইতে পারে, কারণের অবস্থাবিশেষই কার্য্য, অতিরিক্ত নহে। ন্যায়ের সমবায় সম্বন্ধ স্থলে সাংখ্যমতে তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। কার্য্য ও কারণের ন্যায় দ্রব্যগুণ, জাতিব্যক্তি প্রভৃতিরও সমবায়স্থলে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বুঝা উচিত, সাংখ্যমতে দ্রব্য হইতে গুণাদি, বা ব্যক্তি হইতে জাতি, অতিরিক্ত পদার্থ নহে।

(ছ) কার্য্য ও কারণের সংযোগ বিয়োগ নাই, এ নিমিত্তই বৈশেষিক-দর্শনে "যুতসিদ্ধয়োঃ সংযোগঃ" এবং "অযুতসিদ্ধয়োঃ সমবায়ঃ" এইরূপে সংযোগ ও সমবায়ের পার্থক্য দেখান হইয়াছে। যু ধাতুর অর্থ মিশ্রণ, যাহারা বিভিন্নস্থানে থাকিয়া একত্র হয় ও পরিজ্ঞাত হয়, তাহারা যুতসিদ্ধ, যেমন তরু ও পক্ষী। তন্তু ও পটের সেরূপ হয় না, উহারা কখনই পরস্পর ছাড়াছাড়ি হয় না, এ নিমিত্ত উহারা অযুতসিদ্ধ। কার্য্য ও কারণ, তরু ও পক্ষীর ন্যায় বাস্তবিক ভিন্ন পদার্থ হইলে উহাদেরও যুতসিদ্ধির বাধা থাকিত না।

তন্তুর গুরুত্ব কার্য্য তুলাদণ্ডের অবনতি-বিশেষ হইতে পটের গুরুত্বান্তর কার্য্য নাই বলিয়া তন্তু ও পটের অভেদসিদ্ধি করা হইয়াছে বলিয়া যে বস্তু দুইটীর গুরুত্ব কার্য্য তুল্য তাহারা অভিন্ন এরূপ বুঝা উচিত-নহে। সেরূপ হইলে পরিমাণ-যন্ত্র (প'ড়েন, বাটখারা) ও পরিমেয় তণ্ডুলাদির অভেদ হইয়া উঠে, তাহা হইবে না, উক্ত স্থলে অভেদসিদ্ধির প্রতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রতিবন্ধক, পরিমাণযন্ত্র ও পরিমেয়ের ভেদ প্রত্যক্ষ হয়, কার্য্য ও কারণের ভেদ প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং সে স্থলে গুরুত্বান্তর কার্য্যের অদর্শন বশতঃ অনুমান প্রমাণের দ্বারা অভেদ সিদ্ধি হইবে।

(জ) কৌমুদী পর্য্যালোচনা করিলে "আত্মনি ক্রিয়া-নিরোধ" ইত্যাদি স্থলে "ক্রিয়া-বিরোধ-ব্যপদেশার্থক্রিয়াভেদ-ক্রিয়াব্যবস্থাশ্চ" এইরূপ পাঠ সঙ্গত বোধ হয় ক্রিয়া শব্দে উৎপত্তি ও নিরোধ উভয় বুঝিতে হইবে। উৎপত্তিবিরোধ, নিরোধ বিরোধ, ব্যপদেশ (ব্যবহার, আধারাধেয়ভাব),

অর্থক্রিয়াভেদ ও ক্রিয়াব্যবস্থা এই পঞ্চবিধ হেতু দ্বারা নৈয়ায়িক কার্য্যও কারণের ভেদসিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

পরকীয় হেতুসকলে দোষ প্রদর্শন না করিলে স্বকীয় হেতু দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হয় না, বিরুদ্ধ হেতু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া স্বকীয় হেতু সৎ-প্রতিপক্ষ হয়, এ নিমিত্ত প্রতিবাদীর ভেদসাধক হেতুসকলকে অন্যথারূপে উপপন্ন করা হইয়াছে, প্রতিবাদী যে সমস্ত হেতু দ্বারা ভেদসিদ্ধি করিবেন, তাহা অভেদেও উপপন্ন হইতে পারে, এ কথা বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে।

(ঝ) সাংখ্যমতে কার্য্যটী উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ হইলেও উহার আবির্ভাবের নিমিত্ত কারণের অপেক্ষা বলা যাইতে পারে, কিন্তু সেই আবির্ভাবটী যদি সৎ হয়, তবে আর এমন কোন্‌টী অসৎ থাকিল, যাহাকে সৎ করিবার নিমিত্ত কারণব্যাপার আবশ্যক হইতে পারে। আবির্ভাবের আবির্ভাবের নিমিত্ত কারণের ব্যাপার বলিলে আবির্ভাব-ধারা চলে, অনবস্থা হয়। উক্ত আশঙ্কার কোন সদুত্তর দিতে না পারিয়া সাংখ্যকার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "তোমার অসদুৎপত্তিটী সৎ কি অসৎ ?" স্বকীয় দোষের প্রতিবিধান করিতে না পারিয়া সেই দোষ প্রতিবাদীরও উপরে অর্পণ করাকে প্রতিবন্দি বলা যায়। সাংখ্য-কার দেখাইয়াছেন, নৈয়ায়িক-প্রদর্শিত দোষ কেবল সাংখ্যমতে হইবে না, উক্ত দোষ ন্যায়মতেও হইবে। উভয়ের দোষ, দোষ বলিয়াই গণ্য নহে।

"যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারশ্চ যঃ সমঃ।
নৈক স্তত্রানুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃগর্থ-বিনির্ণয়ে॥"

অর্থাৎ দোষ ও তাহার উদ্ধার উভয়েরই তুল্য হইলে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে কেবল একজন অনুযোগের ভাগী হয় না, তাদৃশ অর্থের বিচার করিতে গিয়া দূষী হইতে হয়, উভয়েই হইবে, না হয় কেহই হইবে না।

(ট) "পটঃ উৎপদ্যতে" বাক্যের অর্থ উৎপত্তিবিশিষ্ট পট, উৎপত্তিটী পটের স্বরূপ হইলে আর "উৎপদ্যতে" বলিবার প্রয়োজন থাকে না, বলিলে পুনরুক্তি হয়। এইরূপ "পটঃ বিনশ্যতি" ইহাও বলা যায় না, উৎপত্তিবিশিষ্ট পট উৎপত্তিক্ষণে বিনষ্ট হইতে পারে না, প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়াদিক্ষণে স্থিতি ও তৎপরে বিনাশ হয়, উৎপত্তিক্ষণে বিনাশ কেবল ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ-মতেই হইয়া থাকে।

'স্বকারণ-সমবায়ঃ" অর্থাৎ কারণে সমবায় সম্বন্ধে কার্য্যের থাকা, অথবা "স্ব-সত্তা-সমবায়ঃ" অর্থাৎ কার্য্যে সমবায় সম্বন্ধে সত্তাজাতির থাকা, ন্যায়মতে ঐ রূপেই উৎপত্তি বলা যায়। সমবায় সম্বন্ধে কারণে কার্য্য থাকে, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মরূপ ব্যক্তিতে জাতি থাকে,—

"ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণ-কর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

পূর্ব্বোক্তরূপে উৎপত্তিটাকে সমবায়স্বরূপ স্বীকার করিলে তাহার নিমিত্ত কারণের অপেক্ষা হইতে পারে না, সমবায়টী নিত্য, 'সমবায়ত্বং নিত্যসম্বন্ধত্বং' নিত্য-সমবায়াত্মক উৎপত্তিটী নিত্য হইলেও যেমন তাহার নিমিত্ত কারণের অপেক্ষা হয়, তদ্রূপ, কার্য্য সৎ হইলেও তাহার নিমিত্ত কারণের অপেক্ষা হইতে আপত্তি কি? সাংখ্যমতে আবির্ভাবকে কার্য্যস্বরূপ বলা যায়, ন্যায়মতে উৎপত্তিকে কার্য্যস্বরূপ বলা যায় না, উৎপত্তিকে সমবায়স্বরূপ স্বীকার করা হইয়াছে, সমবায়টী ন্যায়মতে কার্য্য হইতে অতিরিক্ত পদার্থ॥ ৯॥

কৌমুদী॥ তদেবং প্রধান-সাধনানুগুণং সৎকার্য্য মুপপাদ্য যাদৃশং তৎ প্রধানং সাধনীয়ং তাদৃশ মাদর্শয়িতুং বিবেকজ্ঞানোপযোগিনী ব্যক্তাব্যক্ত-সারূপ্যে তাবদাহ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্তরূপে প্রধানসিদ্ধির উপযোগী সৎকার্য্য উৎপন্ন করা হইয়াছে, সেই প্রধানের স্বরূপ যেপ্রকার সাধন করিতে হইবে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত ভেদজ্ঞানের উপযোগী ব্যক্ত ও অব্যক্তের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য সমস্ত দেখাইতেছেন॥

মন্তব্য॥ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য সৎ, এ কথা পূর্ব্বকারিকায় বিশেষরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, উক্ত সৎকার্য্যবর্গ উৎপত্তির পূর্ব্বে অস্ফুটভাবে যাহাতে থাকিয়া সৃষ্টিকালে বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়, এবং প্রলয়কালে পুনর্ব্বার যাহাতে লীন হয়, সেই জগতের মূলকারণ প্রকৃতি-মাতা কার্য্যবর্গের অভিন্ন, কেন না, কার্য্য ও কারণের ভেদ নাই, ইহাও বিস্তারিত-রূপে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি সেই মূলপ্রকৃতির স্বরূপ প্রদর্শনের অবসর হইয়াছে, তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত কার্য্যবর্গ ও মূলকারণ প্রধানের কোন্‌টী সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ কোন্ ধর্ম্মটী

কার্য্যবর্গ ও মূলকারণে সমভাবে থাকে, এবং কোন্‌টী বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ কোন্ ধর্ম্মটী উভয়ের সাধারণ নহে, বিরুদ্ধধর্ম্ম, কেবল কার্য্যবর্গে অথবা কেবল প্রধানে থাকে, তাহা দেখান যাইতেছে। এইরূপে ব্যক্ত ও অব্যক্তের অর্থাৎ কার্য্যবর্গ ও মূলকারণের সারূপ্য-বৈরূপ্য অর্থাৎ সমান ধর্ম্ম ও বিরুদ্ধধর্ম্ম প্রদর্শিত হইলে অনায়াসে প্রধানের পরিচয় হইতে পারিবে।

কারিকা ॥ হেতুমদনিত্য মব্যাপি সক্রিয় মনেক-মাশ্রিতং লিঙ্গং।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীত মব্যক্তম্ ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা ॥ ব্যক্তং (কারণাপেক্ষয়া স্ফুটং মহদাদিকং), হেতুমৎ (হেতুরুপাদানং বিদ্যতেঽস্যেতি, জন্যমিত্যর্থঃ) অনিত্যং (ন নিত্যং অনিত্যং বিনাশি তিরোভাবীতি শেষঃ) অব্যাপি (প্রধানবৎ ন সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি) সক্রিয়ং (ক্রিয়য়া পরিস্পন্দেন সহ বর্ত্তমানং) অনেকং (ন একং, নানা) আশ্রিতং (আধেয়ং, স্ব-কারণে অবস্থিতং) লিঙ্গং (প্রধানস্যানুমাপকং) সাবয়বং (অবয়বেন পরস্পরং মিশ্রণেন সংযোগেন সহ বর্ত্তমানং) পরতন্ত্রং (পরাধীনং, স্বকার্য্যজননে প্রধান-সাহায্যমপেক্ষমাণং) অব্যক্তং (পরমাব্যক্তং, প্রধানং) বিপরীতং (ব্যক্তেভ্যো বিরুদ্ধধর্ম্মকং, অহেতুমৎ নিত্য মিত্যাদি) ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য ॥ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি ব্যক্তগণের উপাদান আছে, উহারা অনিত্য, অব্যাপক, পরিস্পন্দক্রিয়াযুক্ত, অনেক, স্বস্বকারণে অবস্থিত, প্রধানের অনুমাপক, অপ্রাপ্তিপূর্ব্বক প্রাপ্তিরূপ সংযোগবিশিষ্ট এবং স্বকার্য্যজননে পরাধীন অর্থাৎ প্রধানের সাহায্য অপেক্ষা করে। প্রধানরূপ অব্যক্তটী ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, উহার হেতু নাই, নিত্য, ব্যাপক, ক্রিয়াবিহীন, এক, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, অনবয়ব ও স্বতন্ত্র ॥ ১০ ॥

কৌমুদী ॥ ব্যক্তং হেতুমৎ, হেতুঃ কারণং তদ্বৎ, যস্য চ যো হেতুস্তস্য তমুপরিষ্টা দ্বক্ষ্যতি। অনিত্যং বিনাশি, তিরোভাবীতি যাবৎ। অব্যাপি সর্ব্বং পরিণামিনং ন ব্যাপ্নোতি, কারণেন হি কার্য্য মাবিষ্টং, ন কার্য্যেণ কারণং, ন চ বুদ্ধ্যাদয়ঃ প্রধানং বেবিষন্তী ত্যব্যাপকাঃ। সক্রিয়ং পরিস্পন্দবৎ, তথাহি, বুদ্ধ্যাদয় উপাত্ত মুপাত্তং দেহং ত্যজন্তি, দেহান্তরঞ্চোপাদদত ইতি তেষাং পরিস্পন্দঃ। শরীরপৃথিব্যাদীনাঞ্চ

পরিস্পন্দঃ প্রসিদ্ধ এব। অনেকং প্রতিপুরুষং বুদ্ধ্যাদীনাং ভেদাৎ, পৃথিব্যাদ্যপি শরীর-ঘটাদিভেদেন অনেক মেব। আশ্রিতং স্ব-কারণে আশ্রিতং বুদ্ধ্যাদি কার্য্যং, অভেদেঽপি হিঁ কথঞ্চিদ্ভেদ-বিবক্ষয়া আশ্রয়াশ্রয়ি-ভাবঃ, যথা "ইহ বনে তিলকা" ইত্যুক্তম্। লিঙ্গং প্রধানস্য, যথাচৈতে বুদ্ধ্যাদয়ঃ প্রধানস্য লিঙ্গং তথোপরিষ্টা দ্বক্ষ্যতি, প্রধানস্তু প্রধানস্য ন লিঙ্গং, পুরুষস্য লিঙ্গং ভবদপীতি ভাবঃ। সাবয়বং অবয়বনং অবয়বঃ, মিথঃ সংশ্লেষঃ মিশ্রণং সংযোগ ইতি যাবৎ, অপ্রাপ্তি-পূর্ব্বিকা প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ, তেন সহ্ বর্ত্ততে ইতি সাবয়বং, তথাহি, পৃথিব্যাদয়ঃ পরস্পরং সংযুজ্যন্তে, এব মন্যেঽপি, নতু প্রধানস্য বুদ্ধ্যাদিভিঃ সংযোগ স্তাদাত্ম্যাৎ, নাপি সত্ত্ব-রজ-স্তমসাং পরস্পরং সংযোগঃ অপ্রাপ্তেরভাবাৎ। পরতন্ত্রং বুদ্ধ্যাদি, বুদ্ধ্যা স্বকার্য্যে অহঙ্কারে জনয়িতব্যে প্রকৃত্যাপূরণ মপেক্ষ্যতে, অন্যথা ক্ষীণা সতী নাল মহঙ্কারং জনয়িতু মিতি স্থিতিঃ। এব মহঙ্কারাদিভি রপি স্বকার্য্যজননে ইতি। সর্ব্বং স্বকার্য্যে প্রকৃত্যাপূরণ মপেক্ষতে, তেন প্রকৃতিং পরামপেক্ষমাণং কারণ মপি স্বকার্য্যোপজননে পরতন্ত্রং ব্যক্তং। বিপরীত মব্যক্তং ব্যক্তাৎ, অহেতুমৎ, নিত্যং, ব্যাপি, নিষ্ক্রিয়ং। যদ্যপি অব্যক্তস্যাস্তি পরিণাম-লক্ষণা ক্রিয়া, তথাপি পরিস্পন্দো নাস্তি। এব মনাশ্রিতমলিঙ্গমনবয়বং স্বতন্ত্রং অব্যক্তম্॥ ১০॥

অনুবাদ॥ ব্যক্ত অর্থাৎ মহদাদি কার্য্য সকল হেতুমৎ, হেতু শব্দের অর্থ কারণ, সেই কারণবিশিষ্ট (সাংখ্যমতে অভেদ সম্বন্ধে, ন্যায়মতে সমবায় সম্বন্ধে কারণটী কার্য্যে থাকে), কার্য্যের প্রতি যেটী কারণ, তাহা অগ্রে (২২ কারিকায়) বলা যাইবে। অনিত্য, বিনাশী অর্থাৎ ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী, কার্য্যসকল তিরোহিত অর্থাৎ স্ব-কারণে লীন হয়, (সাংখ্যমতে অভাব স্বীকার নাই, ন্যায়ের বিনাশ স্থলে সাংখ্যের তিরোভাব)। অব্যাপি, ব্যাপক নহে, সকল পরিণামিকে অর্থাৎ প্রকৃতি ও তৎকার্য্যরূপ জড়বর্গকে ব্যাপিয়া থাকে না, কেন না, কারণের দ্বারাই কার্য্যটী পরিব্যাপ্ত হয়, কার্য্যের দ্বারা কারণ ব্যাপ্ত হয় না (ঘটটী মৃত্তিকা-ব্যাপ্ত, মৃত্তিকা ঘট-ব্যাপ্ত হয় না, কেবল ,কারণ

অবস্থায় কার্য্য অবর্ত্তমান), বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি প্রধানকে ব্যাপিয়া থাকে না. যে ভাবে গুণত্রয়রূপ প্রধান বুদ্ধ্যাদিকার্য্যে অনুগত, তদ্রূপ বুদ্ধ্যাদি প্রধানে অনুগত নহে, অতএব উহারা অব্যাপক। সক্রিয় পরিস্পন্দ (চলন) ক্রিয়াযুক্ত, তাহা এইরূপ,—বুদ্ধ্যাদি (সূক্ষ্মশরীর) এক একটী দেহকে (স্থূল শরীরকে) পরিত্যাগ করিয়া (ইহাকেই মরণ বলে) অন্য দেহ গ্রহণ করে, (ইহার নাম জন্ম) অতএব উহাদের পরিস্পন্দ আছে। স্থূল-শরীর ও পৃথিব্যাদির পরিস্পন্দ সর্ব্ববিদিত। বুদ্ধ্যাদি অনেক ; কারণ, পুরুষভেদে বুদ্ধ্যাদি ভিন্ন ভিন্ন (জীব-ভেদে সূক্ষ্মশরীর ভিন্ন ভিন্ন, বুদ্ধ্যাদি সপ্তদশকেই সূক্ষ্মশরীর বলে)। পৃথিব্যাদি মহাভূতও স্থূলশরীর ও ঘটাদি ভেদে নানা। আশ্রিত অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যসকল স্বকীয় কারণে অবস্থিত, (সাংখ্যমতে কারণে অভেদ-সম্বন্ধে কার্য্য থাকে, ন্যায়মতে সমবায় সম্বন্ধে) অভেদ হইলেও (কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন না হইলেও) কোনরূপে ভেদ বিবক্ষা করিয়া আধারাধেয়-ভাব বুঝিতে হইবে যেমন 'এই বনে তিলক' (বন ও তিলক অভিন্ন হইলেও ভেদ বিবক্ষা করিয়া বনকে আধার ও তিলককে আধেয় বলা হয়, ইহাকেই পাতঞ্জলদর্শনে বিকল্প বৃত্তি বলে)। লিঙ্গ অর্থাৎ প্রধানের অনুমাপক, প্রধান বিষয়ে অনুমিতিতে হেতু, বুদ্ধ্যাদি যেরূপে প্রধানের অনুমাপক হয়, তাহা অগ্রে (১৫ কারিকায়) বলা যাইবে। প্রধানটী পুরুষের অনুমাপক হইলেও প্রধানের অনুমাপক নহে, এইরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। সাবয়ব অর্থাৎ অবয়বের (সংযোগের) সহিত বর্ত্তমান অবয়ব শব্দের অর্থ অবয়বন (অব-পূর্ব্বক মিশ্রণার্থে যু ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অচ্ প্রত্যয় করিয়া অবয়ব পদ হইয়াছে), পরস্পরে সংশ্লেষ, সংমিশ্রণ অর্থাৎ সংযোগ, প্রথমতঃ প্রাপ্তি অর্থাৎ পরস্পর মিশ্রণ না থাকিয়া প্রাপ্তি হওয়াকে সংযোগ বলে, এতাদৃশ সংযোগরূপ অবয়বের সহিত বর্ত্তমানকে সাবয়ব বলে। বুদ্ধ্যাদি সাবয়ব এইরূপে,—পৃথিবী প্রভৃতি পরস্পর সংযুক্ত হয়, এইরূপ ইন্দ্রিয়াদিও পরস্পর সংযুক্ত। কিন্তু বুদ্ধ্যাদির সহিত প্রধানের সংযোগ হইতে পারে না, কেন না, উহাদের অভেদ আছে (কার্য্য ও কারণের ভেদ নাই, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে), সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়েরও পরস্পর সংযোগ হয় না ; কারণ, অপ্রাপ্তি নাই (গুণত্রয় পরস্পর অনাদি সংযুক্ত)। বুদ্ধ্যাদি পরতন্ত্র অর্থাৎ পরের অধীন, বুদ্ধি স্বকীয় কার্য্য অহঙ্কারকে উৎপাদন করিতে গিয়া প্রকৃতির আপূরণ অর্থাৎ প্রকৃতির অংশ-সংক্রম-রূপ সাহায্য

অপেক্ষা করে, নতুবা স্বয়ং ক্ষীণ হওয়ায় অহঙ্কারাদি জন্মাইতে সমর্থ হয় না, এইরূপ নিয়ম। এইরূপ অহঙ্কারাদিও স্বকার্য্য (তন্মাত্রাদি) জন্মাইতে গিয়া প্রকৃতির আপূরণ অর্থাৎ সাহায্য অপেক্ষা করে। সকলেই স্বকার্য্য উৎপাদন করিতে গিয়া প্রকৃতির আপূরণ অপেক্ষা করে; অতএব ব্যক্তসকল আপন আপন কার্য্যের প্রতি কারণ হইলেও ঐ কার্য্য জন্মাইতে মূল-প্রকৃতিকে অপেক্ষা করে বলিয়া পরতন্ত্র, অর্থাৎ অপরের সাহায্য-প্রার্থী।

অব্যক্ত অর্থাৎ মূলকারণ প্রধান ব্যক্তের বিপরীত, অহেতুমৎ (ইহার কারণ নাই) অবিনাশী, সর্ব্বব্যাপক, ক্রিয়াহীন (বিভু বলিয়া ইহার ক্রিয়া হয় না), যদিচ পরিণামরূপ ক্রিয়া অব্যক্তের আছে, তথাপি পরিস্পন্দ অর্থাৎ চলন নাই। এক এবং অনাশ্রিত অর্থাৎ কাহারও কার্য্য নহে বলিয়া কোন বস্তুতে আশ্রিত হয় না। কাহারও লিঙ্গ নহে, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির ন্যায় স্বয়ং কার্য্য হইয়া কাহারও অনুমাপক নহে। উহার সংযোগ নাই। উহা স্বতন্ত্র, স্বকার্য্যজননে কাহারও মুখাপেক্ষী নহে ॥ ১০ ॥

মন্তব্য ॥ কারিকার অনিত্য শব্দে ধ্বংসপ্রতিযোগী বুঝিতে হইবে, প্রাগভাব-প্রতিযোগিতাটী হেতুমৎ শব্দ দ্বারাই সূচিত হইয়াছে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন কোন তত্ত্বই ব্যাপক নহে। ঘটে মৃত্তিকা জ্ঞান হয়, কুণ্ডলে সুবর্ণজ্ঞান হয়, কিন্তু কেবল মৃত্তিকা বা সুবর্ণখণ্ড অবস্থায় ঘট বা কুণ্ডলের জ্ঞান হয় না, সুতরাং কারণের দ্বারা কার্য্য ব্যাপ্ত, কারণটী কার্য্যে অনুগত। কার্য্য দ্বারা কারণটী ব্যক্ত নহে, কার্য্যটী কারণে অনুগত নহে। "বেবিষ্ঠি" বিষ ব্যাপ্তৌ জুহোত্যাদি ধাতু, লট্, অস্তি। বিভু অর্থাৎ সর্ব্ব-মূর্ত্ত-(পরিচ্ছন্ন) সংযোগী পদার্থে ক্রিয়া হয় না, ক্রিয়াটী সংযোগ ও বিভাগের কারণ, সর্ব্বব্যাপী পদার্থের আর ক্রিয়া জন্য নূতন সংযোগ কি হইবে? এই নিমিত্তই বুদ্ধ্যাদিতে সংযোগ হয়, প্রধানে হয় না। সামান্যতঃ লিঙ্গশব্দে ইতরানুমাপক বলিলে প্রধানে অতিব্যাপ্তি হয়, কারণ, প্রধানও পরার্থ বলিয়া পুরুষের অনুমাপক, এ কথা "সংঘাত-পরার্থত্বাৎ" ইত্যাদি ১৭ কারিকায় বলা যাইবে, এই নিমিত্তই লিঙ্গ শব্দে প্রধানের অনুমাপক বলা হইয়াছে, বুদ্ধ্যাদি দ্বারা প্রধানের অনুমান কার্য্য দ্বারা কারণের অনুমান, প্রধানটী কার্য্য নহে, সুতরাং উক্তরূপে কাহারও অনুমাপক

হয় না। প্রধানের স্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়, ইহাদের পরস্পর সংযোগ থাকিলেও তাহা অপ্রাপ্তিপূর্ব্বক নহে, গুণত্রয় চিরকাল পরস্পর সংযুক্ত, "বৈষম্যাদিঃ সংপ্রয়োগো-বিয়োগো-বোপলভ্যতে" এ কথা অগ্রে বলা যাইবে।

কারণকে অপেক্ষা করিয়া কার্য্যকে ব্যক্ত বলে, কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া কারণটী অব্যক্ত, প্রধানের আর কারণ নাই, সুতরাং উহা পরম অব্যক্ত। বুদ্ধি হইতে ক্রমাগত অহঙ্কার উৎপন্ন হইলে অবশেষে বুদ্ধির স্বরূপ নষ্ট হইবার কথা, এই নিমিত্ত প্রকৃতির আপূরণের কথা বলা হইয়াছে, অহঙ্কার জন্মাইতে বুদ্ধির অংশ যেমন যেমন হ্রাস হইতে থাকে, এমনি সেই সেই অংশ প্রকৃতি দ্বারা পূর্ণ হয়। ভাঁটায় নদীর জল কমিয়া যায়, সমুদ্র হইতে জোয়ার আসিয়া পুনর্ব্বার পূর্ণ করে, তদ্রূপ অহঙ্কার জন্মাইতে বুদ্ধির অংশ কমিয়া যায়, পুনর্ব্বার প্রকৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। প্রকৃতি কুবেরের ভাণ্ডার, উহা ফুরায় না। বুদ্ধি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকৃতির পূরণ পায়, অহঙ্কারাদিস্থলে পরম্পরায় হয়, এইরূপে ব্যক্ত-বর্গ-মাত্রই প্রকৃতির পূরণ পাইয়া থাকে।

পাতঞ্জল দর্শনে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই ত্রিবিধ পরিণামের উল্লেখ আছে, ধর্ম্মরূপে ধর্ম্মীর পরিণাম হয়, যেমন মৃত্তিকা ধর্ম্মী ঘটাদি ধর্ম্মে পরিণত হয়, তদ্রূপ প্রধানরূপ ধর্ম্মী বুদ্ধ্যাদি ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। ঘটটী অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ভাব হইতে বর্ত্তমানভাবে পরিণত হয়, অবশেষে অতীত হয়, এইটী লক্ষণ পরিণাম। ঘটের বর্ত্তমান দশাতেই নূতন পুরাতন ভাব হয়, এইটী অবস্থা পরিণাম। বিস্তারিত বিবরণ মৎসঙ্কলিত পাতঞ্জল-দর্শনে দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

কৌমুদী ॥ তদনেন প্রবন্ধেন ব্যক্তাব্যক্তয়ো র্বৈধর্ম্ম্য মুক্তং, সম্প্রতি তয়োঃ সাধর্ম্ম্যং পুরুষাচ্চ বৈধর্ম্ম্য মাহ ॥

অনুবাদ ॥ পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ অর্থাৎ বাক্যসমূহ দ্বারা ব্যক্ত ও অব্যক্তের বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, (হেতুমত্ত্বাদি ব্যক্ত-ধর্ম্মসকল অব্যক্তে নাই, অহেতুমত্ত্বাদি অব্যক্ত ধর্ম্ম সকল ব্যক্তে নাই, ইহা দেখান হইয়াছে), এখন ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ের সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সমান ধর্ম্ম, যে সকল ধর্ম্ম

উভয়ে থাকে, উক্ত ধর্ম্মসকল পুরুষের বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ পুরুষে থাকে না, এ কথাও দেখান যাইতেছে।

কারিকা॥ ত্রিগুণ মবিবেকি বিষয়ঃ সামান্য মচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীত স্তথাচ পুমান্॥ ১১॥

ব্যাখ্যা॥ ব্যক্তং তথা প্রধানং (ব্যক্তং মহাদাদিকং কার্য্যজাতং, প্রধানং মূল-প্রকৃতিরূপং পরমাব্যক্তং চ, দ্বয়মপি) ত্রিগুণং (ত্রয়ো গুণাঃ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকাঃ সত্ত্ব-রজ-স্তমাংসি যস্য তৎ) অবিবেকি (ন বিবেকো ভেদোঽস্যাস্তীতি গুণেভ্যো ন ভিদ্যতে ইত্যর্থঃ, মিলিত্বা কার্য্যকারি বা) বিষয়ঃ (গোচরঃ দৃশ্যং, ভোগ্যমিত্যর্থঃ) সামান্যং (সাধারণং অনেকৈর্গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ) অচেতনং (ন চেতয়তি অপরং কিঞ্চিৎ ন প্রকাশয়তীতি, জড়মিত্যর্থঃ।) প্রসবধর্ম্মি (নিত্যং পরিণাম-স্বভাবং) পুমান্ (পুরুষঃ জীবঃ) তথাচ তদ্বিপরীতঃ (তথাচ তথাপি তদ্ধর্ম্মাপি অহেতুমত্ত্বাদি-প্রধানধর্ম্মা অনেকত্বাদি-ব্যক্ত-ধর্ম্মাপিচ, তদ্বিপরীতঃ ব্যক্তাব্যক্ত-বিপরীতঃ, অত্রিগুণ ইত্যাদি যথাযথ মূহনীয়ং) ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য॥ ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রধান উভয়ই সুখ, দুঃখ মোহস্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ের অভিন্ন, প্রধানটী গুণত্রয়ের স্বরূপ, ব্যক্তসকল গুণের কার্য্য সুতরাং উহারা গুণত্রয় হইতে পৃথক্ হয় না। উহারা বিষয় অর্থাৎ পুরুষের ভোগ্য। সামান্য অর্থাৎ সাধারণ পুরুষমাত্রেরই ভোগের যোগ্য, পুরুষভেদে ভিন্ন ভিন্ন নহে; অচেতন অর্থাৎ স্বয়ং অপরকে প্রকাশ করিতে পারে না, (পুরুষের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া পারে)। উহারা পরিণামস্বভাব অর্থাৎ কখনও সরূপে গুণত্রয়রূপে পরিণত হয়, কখন বা বিরূপে বিবিধ কার্য্যরূপে পরিণত হয়, ক্ষণকালও পরিণামরহিত হইয়া থাকে না।

পুরুষসকল কোন কোন অংশে ব্যক্ত বা অব্যক্তের সদৃশ হইলেও, ব্যক্তাব্যক্ত-সাধারণ-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ অনেকত্ব প্রভৃতি ব্যক্ত ধর্ম্ম সকল এবং অহেতুমত্ত্ব প্রভৃতি অব্যক্ত ধর্ম্ম সকল পুরুষে থাকিলেও ব্যক্তাব্যক্ত-সাধারণ-ত্রিগুণত্বাদি ধর্ম্ম পুরুষের নাই॥ ১১॥

কৌমুদী॥ ত্রিগুণং ত্রয়ো গুণাঃ সুখ-দুঃখ মোহা অস্যেতি ত্রিগুণং, তদনেন সুখাদীনা মাত্মগুণত্বং পরাভিমতমপাকৃতম্। অবিবেকি যথা

প্রধানং ন স্বতো বিবিচ্যতে, এবং মহদাদয়োঽপি ন প্রধানা দ্বিবিচ্যন্তে তদাত্মকত্বাৎ। অথবা সম্ভূয়কারিত্ব মবিবেকঃ, নহি কিঞ্চিদেকং পর্য্যাপ্তং স্বকার্য্যে, অপিতু সম্ভূয়, তত্র নৈকস্মাৎ যস্য কস্যচিৎ কেনচিৎ সম্ভব ইতি। যেতু আহুঃ "বিজ্ঞান মেব হর্ষ-বিষাদ-মোহ-শব্দাদ্যাকারং ন পুনরিতোঽন্যস্তদ্ধর্ম্মেতি" তান্ প্রত্যাহ বিষয় ইতি, বিষয়ো গ্রাহ্যঃ বিজ্ঞানাদ্বহিরিতিযাবৎ। অতএব সামান্যং সাধারণং ঘটাদিবৎ অনেক-পুরুষৈ র্গৃহীত মিত্যর্থঃ। বিজ্ঞানাকারত্বে ত্বসাধারণ্যা দ্বিজ্ঞানানাং বৃত্তিরূপাণাং তেঽপ্যসাধারণাঃ স্যুঃ, বিজ্ঞানং পরেণ ন গৃহ্যতে পরবুদ্ধে-রপ্রত্যক্ষত্বা দিত্যভিপ্রায়ঃ। তথাচ নর্ত্তকী-ভ্রূলতা-ভঙ্গে একস্মিন্ বহূনাং প্রতিসন্ধানং যুক্তং, অন্যথা তন্ন স্যাদিতি ভাবঃ। অচেতনং সর্ব্ব এব প্রধান-বুদ্ধ্যাদয়ঃ অচেতনাঃ, নতু বৈনাশিকবচ্চৈতন্যং বুদ্ধে রিত্যর্থঃ। প্রসব-ধর্ম্মি প্রসব-রূপো ধর্ম্মো যঃ সোঽস্যাস্তীতি প্রসব-ধর্ম্মি, প্রসব-ধর্ম্মেতি বক্তব্যেমত্বর্থীয়ঃ প্রসব-ধর্ম্মস্য নিত্য-যোগমাখ্যাতুং, সরূপ-বিরূপ পরিণামাভ্যাং ন কদাচিদপি বিযুজ্যতে ইত্যর্থঃ।

ব্যক্ত-বৃত্তমব্যক্তেঽতিদিশতি তথা প্রধানমিতি, যথা ব্যক্তং তথাঽ-ব্যক্ত মিত্যর্থঃ। তাভ্যাং বৈধর্ম্ম্যং পুরুষস্যাহ তদ্বিপরীতঃ পুমান্। স্যাদেতৎ অহেতুমত্ত্ব নিত্যত্বাদি প্রধান-সাধর্ম্ম্য মস্তি পুরুষস্য, এব মনেকত্বং ব্যক্ত-সাধর্ম্ম্যং, তৎ কথমুচ্যতে তদ্বিপরীতঃ পুমানিত্যত আহ তথাচেতি, চকারঃ অপ্যর্থঃ। যদ্যপি অহেতুমত্ত্বাদিকং সাধর্ম্ম্যং তথাপি ত্রৈগুণ্যাদি-বৈপরীত্য্য মস্ত্যেত্যর্থঃ॥ ১১॥

অনুবাদ॥ সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ তিনটী গুণ যাহার আছে, তাহাকে ত্রিগুণ বলে। ব্যক্ত ও অব্যক্ত ত্রিগুণ এইরূপ বলায়, "আত্মার ধর্ম্ম সুখ-দুঃখাদি" নৈয়ায়িকের এই সিদ্ধান্তটী খণ্ডিত হইল, অর্থাৎ ন্যায়মতে আত্মা সগুণ, সুখ-দুঃখাদি উহার ধর্ম্ম, সাংখ্যমতে সুখ-দুঃখাদি (কেবল বুদ্ধির নহে) বিষয় মাত্রের ধর্ম্ম, আত্মা নির্গুণ। অবিবেকী শব্দের অর্থ গুণত্রয় হইতে অভিন্ন, প্রধান যেমন আপনা (গুণত্রয়) হইতে বিভিন্ন হয় না, তদ্রূপ মহদাদিও প্রধান হইতে পৃথক্ হয় না; কারণ, উহারা প্রধানাত্মক অর্থাৎ প্রধানের স্বরূপ, (কার্য্য

ও কারণের ভেদ নাই, মহদাদি কার্য্য, প্রধান কারণ), অথবা (সামান্যতঃ অবিবেকি-পদ দ্বারা "গুণত্রয় হইতে অবিবেকি" এইরূপ পূরণ করিয়া অর্থ করায় অরুচিবশতঃ পক্ষান্তর গ্রহণ করা হইয়াছে) অবিবেকি-শব্দের অর্থ সম্ভূয়-কারিতা অর্থাৎ একত্র মিলিয়া কার্য্য সম্পাদন করা, কোন বস্তু একাকী (অপরের সাহায্য না লইয়া) কার্য্যজননে কোনমতে সমর্থ হয় না, কিন্তু অপরের সহিত মিলিত হইলে পারে, কেন না, কেবল একটী বস্তু হইতে কোন প্রকারে কাহারও উৎপত্তি হইতে পারে না।

যাঁহারা (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ) বলিয়া থাকেন, "বিজ্ঞানই সুখ-দুঃখ মোহরূপ শব্দাদি আকারে পরিণত হয়, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত সুখ দুঃখাদি-ধর্ম্মক শব্দাদি কোন বস্তু নাই" তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া "বিষয়" এই পদটী বলা হইয়াছে, বিষয় শব্দের অর্থ জ্ঞেয় অর্থাৎ (জ্ঞান নহে) বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত। ব্যক্তাব্যক্ত বিষয় অর্থাৎ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বলিয়াই সামান্য অর্থাৎ সাধারণ হয়। ঘটাদির ন্যায় অনেক পুরুষের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারে। শব্দাদি বিষয়কে বিজ্ঞানের পরিণাম বলিলে, চিত্তবৃত্তিরূপ বিজ্ঞান সমস্ত অসাধারণ (সর্ব্বসাধারণের অবেদ্য, প্রতি-পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন) বশতঃ শব্দাদিও অসাধারণ হইয়া উঠে। পরকীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া একের বিজ্ঞান (বুদ্ধিবৃত্তিই বিজ্ঞান) অপরের গ্রাহ্য হইতে পারে না, শব্দাদিস্থলেও ঐরূপ হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ একটী শব্দ হইলে সাধারণে জানিয়া থাকে, শব্দাদি বিজ্ঞানের স্বরূপ হইলে সেরূপ সাধারণে জানিতে পারে না, এই অভিপ্রায়েই বিষয় পদ বলা হইয়াছে। এইরূপ অর্থাৎ বিষয়সকল বিজ্ঞানের অতিরিক্ত হইলেই একটী নর্ত্তকীর (বাইজীর) ভ্রূলতার ভঙ্গিমায় (কটাক্ষপাতে) অনেক পুরুষের প্রতি সন্ধান অর্থাৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখা সম্ভবপর হইতে পারে, নতুবা পারে না, (মন্তব্য দেখ)। প্রধান বুদ্ধ্যাদি সমস্তই অচেতন অর্থাৎ জড়, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের ন্যায় (বুদ্ধিকে আত্মা বলে, এই নিমিত্ত উহাদিগকে বৌদ্ধ বলা যায়) চৈতন্যটী বুদ্ধির ধর্ম্ম নহে। প্রসব অর্থাৎ পরিণামরূপ যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মটী ব্যক্তাব্যক্তে আছে বলিয়া উহাদিগকে প্রসব-ধর্ম্মি বলে। "প্রসব-ধর্ম্ম।" এইরূপ বলা উচিত ছিল, তাহা না বলিয়া "প্রসব ধর্ম্মটী ব্যক্তাব্যক্তে সর্ব্বদা আছে" দেখাইবার নিমিত্ত মত্বর্থীয় ইন্‌প্রত্যয় করা হইয়াছে। সরূপে অর্থাৎ সমানরূপে (প্রলয়কালে সত্ত্বটী সত্ত্বরূপে, রজঃটী রজঃরূপে, তমঃটী তমঃরূপে ইত্যাদি)

এবং বিরূপে অর্থাৎ বিবিধ আকারে (সৃষ্টিকালে কার্য্যরূপে) পরিণাম যারা কখনই ব্যক্তাব্যক্ত বিযুক্ত হয় না, অর্থাৎ ব্যক্তাব্যক্ত কখন তুল্যাকারে কখন বা বিবিধাকারে পরিণত হয়, ক্ষণকালের জন্য পরিণাম রহিত হয় না।

ব্যক্ত অর্থাৎ মহদাদি কার্য্যের বৃত্ত (ধর্ম্ম) অব্যক্ত প্রধানে অতিদেশ (বরাত দেওয়া, "অমুকটী অমুকের মত" এইরূপ বলা) করিতেছেন, "প্রধানটী ব্যক্তের মত" অর্থাৎ ত্রৈগুণ্য (ত্রিগুণত্ব) প্রভৃতি ধর্ম্মসকল যেমন ব্যক্তে আছে, ঐরূপ অব্যক্তেও আছে বুঝিতে হইবে।

ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইতে পুরুষের বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্ম্ম যাহা পুরুষে থাকিতে পারে না, তাহা বলা যাইতেছে; "পুরুষটী ব্যক্তাব্যক্তের বিপরীত" অর্থাৎ অত্রিগুণ (ত্রৈগুণ্যরহিত), বিবেকী, জ্ঞান, অসাধারণ, চেতন ও অপরিণামী।) যাহা হউক, অহেতুমত্ত্ব নিত্যত্ব প্রভৃতি প্রধানের ধর্ম্ম এবং অনেকত্বরূপ (সাংখ্যমতে পুরুষ নানা) ব্যক্তধর্ম্ম পুরুষে আছে, তবে কিরূপে বলা যাইতেছে, "পুরুষ উহাদের বিপরীত", এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইয়াছে, "পুরুষ উহাদের তুল্যও বটে"। কারিকায় চকারটী অপি শব্দের সমানার্থ, এইরূপ (তথাপি এইভাবে) বুঝিতে হইবে. অথাৎ পুরুষ ব্যক্তাব্যক্তের সমান হইয়াও বিপরীত। যদিচ অহেতুমত্ত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্ম্য আছে, তথাপি ত্রৈগুণাদি পুরুষে নাই, (থাকিতেই পারে না), অথাৎ পুরুষ অহেতুমান ইত্যাদি হইলেও ত্রিগুণ অবিবেকি ইত্যাদি কখনই হইবে না, যে ধর্ম্মসকল ব্যক্তাব্যক্ত উভয়ে আছে, তাহার একটীও পুরুষে থাকে না॥ ১১ ॥

মন্তব্য॥ কারিকার ত্রিগুণ, এ স্থলে গুণ শব্দে সাংখ্যের অভিমত সত্ত্বাদি গুণত্রয়কেও বুঝা যাইতে পারে, প্রধান গুণত্রয় স্বরূপ হইলেও, অভেদে ভেদ বিবক্ষা করিয়া গুণত্রয় প্রধানে আছে, এরূপ বলা যায়, কার্য্যবর্গ গুণত্রয়ের পরিণাম, গুণত্রয়রূপ কারণ মহদাদি কার্য্যে অনুগত। কৌমুদীতে সুখ, রজের ধর্ম্ম দুঃখ ও তমের ধর্ম্ম মোহ; আমি সুখী-দুঃখী ইত্যাদি অনুভব বশতঃ নৈয়ায়িক বলেন, আত্মার ধর্ম্ম সুখ-দুঃখাদি. উহারা সমবায় সম্বন্ধে আত্মায় থাকে, সাংখ্যকার বলেন, "তাহা নহে' 'আত্মা নির্গুণ, উহার কোন ধর্ম্ম নাই, আত্মার সুখ-দুঃখাদি স্বীকার করিলে বিকারী হয়, বিকারী মাত্রই জড়, সুতরাং আত্মাও জড় হইয়া পড়ে। আমি সুখী ইত্যাদি প্রতীতিতে বুদ্ধিরই সুখ-দুঃখাদি বোধ হয়, কূটস্থ পুরুষের হয় না। বিশেষতঃ চন্দনং সুখং ইত্যাদি অনুভব আছে,

চন্দনের সহিত সুখের অন্বয় ব্যতিরেক আছে, চন্দন থাকিলে সুখ হয়, না থাকিলে তাদৃশ সুখ হয় না, এরূপ স্থলে সুখের প্রতি চন্দনকে নিমিত্ত কারণ ও আত্মাকে সমবায়ি-কারণ বলা অপেক্ষা চন্দনাদিতেই সুখ আছে, উহার অনুভব হয় মাত্র, এইরূপ কল্পনাই লাঘব। বিস্তারিত বিবরণ সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

অবিবেক শব্দের অর্থ ভেদাভাব, উহা যাহাতে আছে, তাহার নাম অবিবেকি, কেবল এইটুকু বলিলে ঐ ধর্ম্মটী পুরুষে অতিব্যাপ্ত হয়, সামান্যতঃ পুরুষের ভেদ পুরুষে থাকে না সুতরাং অবিবেকী, এই নিমিত্ত গুণত্রয় হইতে ভেদাভাব (অভেদ) বলা হইয়াছে, গুণত্রয় হইতে ভেদাভাব পুরুষে নাই, ভেদই আছে। এ ভাবে পূরণ করিয়া ব্যাখ্যা করা কষ্ট-কল্পনা বলিয়া পক্ষান্তর গ্রহণ করিয়া অবিবেকি শব্দে সম্ভূয়কারিতা অর্থ করা হইয়াছে। জড়বর্গ পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করে, পুরুষ কাহারও কারণ নহে, যে পদার্থটী কারণই নহে, সে অপরের সহিত মিলিয়া কিরূপে কার্য্য করিবে? কেহ কেহ 'অবিবেকি-বিষয়ঃ' এইরূপ এক পদ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, ব্যক্তাব্যক্তসকল আত্মানাত্ম-বিবেক-রহিত অবিবেকিগণেরই জ্ঞেয় হয়, বিবেকিগণের জ্ঞেয় পুরুষই হইয়া থাকে, বিবেকিগণ জড়বর্গ হইতে পৃথক্ করিয়া পুরুষকে জানিয়াই মুক্ত হয়েন।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতে ঘট-পটাদি বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে, দোষবশতঃ একটী চন্দ্র দুইটী বলিয়া প্রতীত হওয়ার ন্যায় অনাদি সংস্কারবশতঃ একই জ্ঞান (চিত্তবৃত্তি) জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞানরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে,

সহোপলম্ভনিয়মা দভেদো নীল-তদ্ধিয়োঃ।
ভেদশ্চ ভ্রান্তি বিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে॥
অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিত-দর্শনৈঃ।
গ্রাহ্য-গ্রাহক-সংবিত্তি-ভেদবানিব লক্ষ্যতে॥

অর্থাৎ নীল ও নীলজ্ঞান উভয়েরই যুগপৎ উপলব্ধি হয়, অতএব উহারা অভিন্ন, ভিন্ন হইলে কদাচিৎ পৃথক্‌রূপেও উপলব্ধি হইতে পারিত। অজ্ঞানবশতঃ একটী চন্দ্রে দুইটী চন্দ্রজ্ঞানের ন্যায় একই জ্ঞানে জ্ঞান ও বিষয় বলিয়া ভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে, উহা বাস্তবিক নহে। বুদ্ধি (চিত্তবৃত্তিরূপ

বিজ্ঞান) স্বয়ং অবিভাগ অর্থাৎ অভিন্ন হইয়াও অজ্ঞানবশতঃ জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞানরূপে বিভিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

সাংখ্যকার বলেন, ওরূপ হইলে ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞানই হইতে পারে না, চিত্তবৃত্তিরূপ বিজ্ঞান প্রতিপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন, একের বিজ্ঞানকে অপরে জানিতে পারে না, উহা অসাধারণ, স্নুতরাং উক্ত বিজ্ঞানের পরিণাম ঘট পটাদিও প্রতি-পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠে, একটী ঘটকে যুগপৎ অনেক ব্যক্তি জানিয়া থাকে, তাহা আর পারে না। বাই-নাচ্ ভঙ্গ হইলে অনেকে একত্রে বাইজীর কটাক্ষ সমালোচনা করিয়া থাকে, বাইজী কোন ব্যক্তিবিশেষের বিজ্ঞানের পরিণাম হইলে না হয় সেই ব্যক্তিই সমালোচনা করুন, সাধারণে কিরূপে সমালোচনা করিবে? বাইজীর ভ্রূভঙ্গে যুগপৎ সহস্র ব্যক্তির প্রণিধান হইয়া থাকে, বাহিরে বাইজী নাই, নৃত্যও হইতেছে না, অথচ একই সময়ে সহস্র ব্যক্তির স্বকীয় বিজ্ঞানের পরিণাম হইয়া তাহাতে প্রণিধান হইতেছে, এরূপ কল্পনা কেবল অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

প্রসব ও ধর্ম্ম দুই পদে কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া পরে প্রসবরূপ ধর্ম্ম ইহার আছে, এইরূপে অস্ত্যর্থে মত্বর্থীয় ইন-প্রত্যয় করা হইয়াছে, ইহা দ্বারা প্রসব-ধর্ম্ম বিশিষ্ট অর্থ বুঝায়, প্রসব হইয়াছে ধর্ম্ম যার, এরূপে বহুব্রীহি সমাস করিলেও তাদৃশ অর্থের প্রতীতি হইতে পারে। এরূপ স্থলে "ন কর্ম্মধারয়াৎ মত্বর্থীয়ঃ বহুব্রীহি শ্চেত্তদর্থ-প্রতিপত্তিকরঃ" অর্থাৎ বহুব্রীহি দ্বারা সেই অর্থটীর (যেটী কর্ম্মধারয় ও মত্বর্থীয় প্রত্যয়ে বুঝায়), বোধ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কর্ম্মধারয় সমাস (কর্ম্মধারয় পদটী 'বহুব্রীহির ইতর সমাসের মাত্রের উপলক্ষক) মত্বর্থীয় প্রত্যয় হয় না," এই নিয়ম-বশতঃ প্রসব-ধর্ম্মা (বহুব্রীহি সমাসে ধর্ম্মশব্দের অন্তে অন্ হয়) এইরূপ বলা উচিত ছিল ; কিন্তু, নিত্যযোগ অর্থাৎ সর্ব্বদা সম্বন্ধরূপ একটী অতিরিক্ত অর্থ মত্বর্থীয় প্রত্যয়ে আছে,—

> "ভূম-নিন্দা-প্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতি শায়নে।
> সম্বন্ধেঽস্তিবিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ ॥"

অর্থাৎ ভূম (বহুত্ব), নিন্দা, প্রশংসা, নিত্যযোগ ও আতিশয্য ইত্যাদি আছে, এইরূপ অর্থে মতুপ্, বতুপ্, বিন্ ও ইন্ প্রত্যয় হইয়া থাকে।

উক্ত নিত্যযোগরূপ অর্থটী বহুব্রীহি সমাসে হয় না বিধায় কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া ইন্ প্রত্যয় করিতে হইয়াছে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রধানের স্বরূপ, সত্ত্বাদি প্রত্যেকেও অসংখ্য তথাপি সমুদায়কে এক বলিয়া প্রধানকে এক বলা যায়, প্রধান অনেক হয় না। সাংখ্যমতে পুরুষ বহু, এ কথা অগ্রে দেখান যাইবে। ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ের সাধর্ম্ম্য ত্রৈগুণ্যাদি পুরুষে থাকে না, কেবল ব্যক্তের বা কেবল অব্যক্তের ধর্ম্ম থাকিতে পারে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কারিকার অপি-শব্দের সমানার্থক চকার দ্বারা তাহাই দেখান হইয়াছে ॥ ১১ ॥

কৌমুদী ॥ ত্রিগুণ মিত্যুক্তং, তত্র কে তে ত্রয়ো গুণাঃ, কিঞ্চ তল্লক্ষণ মিত্যত আহ।

অনুবাদ ॥ (ব্যক্তাব্যক্তকে) ত্রিগুণ বলা হইয়াছে, ঐ তিনটী গুণ কি কি? উহাদের লক্ষণই বা কি? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা যাইতেছে,—

কারিকা ॥ প্রীত্যপ্রীতি বিষাদাত্মকাঃ প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মার্থাঃ।
অন্যোঽন্যাভিভবাশ্রয়-জনন-মিথুন-বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা ॥ গুণাঃ (সত্ত্বরজস্তমাংসি) প্রীত্যপ্রীতি-বিষাদাত্মকাঃ (প্রীতিঃ সুখং, অপ্রীতিঃ দুঃখং, বিষাদঃ মোহঃ, তে আত্মানঃ ভাবাঃ স্বরূপাণি যেষাং তে তথোক্তাঃ) প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মার্থাঃ (প্রকাশঃ বোধঃ, প্রবৃত্তিঃ ক্রিয়া, নিয়মঃ স্থগনং আবরণং, তে অর্থাঃ প্রয়োজনানি যেষাং তে), অন্যোঽন্যাভি-ভবাশ্রয়-জনন-মিথুন-বৃত্তয়শ্চ (অন্যোঽন্যং পরস্পরং, অভিভবঃ দুর্ব্বলীকরণং, আশ্রয়ঃ সাহায্যাপেক্ষা, জননং পরিণমনং, মিথুনং সাহচর্য্যং, বৃত্তিঃ ক্রিয়া যেষাং, অন্যোঽন্যশব্দস্য বৃত্তিশব্দস্যচ অভিভবাদীনাং প্রত্যেকং সম্বন্ধাৎ অন্যোঽন্যাভিভব-বৃত্তয়ঃ ইত্যাদি জ্ঞেয়ং) ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য ॥ গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্ব সুখাত্মক, রজঃ দুঃখাত্মক ও তমঃ মোহাত্মক। সত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ, রজের ক্রিয়া ও তমের নিয়ম অর্থাৎ আচ্ছাদন। গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করে, অর্থাৎ ইতর গুণদ্বয়কে দুর্ব্বল করিয়া এক একটী গুণ স্বকীয় কার্য্যে উন্মুখ হয়। ইহারা পরস্পর আশ্রিত

অর্থাৎ স্বকীয় কার্য্য-জননে অপরের সাহায্যপ্রার্থী। পরস্পর পরিণামে হেতু এবং মিথুন অর্থাৎ নিত্যসহচর ॥ ১২ ॥

কৌমুদী ॥ গুণা ইতি পরার্থাঃ। সত্ত্বং লঘু প্রকাশক মিত্যত্র চ সত্ত্বাদয়ঃ ক্রমেণ নির্দ্দেক্ষ্যন্তে, তদনাগতাবেক্ষণেন তন্ত্রযুক্ত্যা বা প্রীত্যাদীনাং যথাসংখ্যং বেদিতব্যম্। এতদুক্তং ভবতি, প্রীতিঃ সুখং প্রীত্যাত্মকঃ সত্ত্বগুণঃ, অপ্রীতি দুঃখং অপ্রীত্যাত্মকো রজোগুণঃ বিষাদো মোহঃ বিষাদাত্মক স্তমোগুণঃ ইতি। যেতু মন্যন্তে ন প্রীতির্দুঃখাভাবা দতিরিচ্যতে, এবং দুঃখমপি ন প্রীত্যভাবা দন্যদিতি তান্ প্রত্যাত্মগ্রহণং। নেতরেতরাভাবাঃ সুখাদয়ঃ, অপিতু ভাবাঃ, আত্মশব্দস্য ভাব-বচনত্বাৎ, প্রীতি রাত্মা ভাবো যেষাং তে প্রীত্যাত্মানঃ। এবমন্যদপি ব্যাখ্যেয়ং। ভাবরূপতা চৈষা মনুভবসিদ্ধা। পরস্পরাভাবাত্মকত্বে তু পরস্পরা-শ্রয়াপত্তে রেকস্যাপ্যসিদ্ধে রুভয়াসিদ্ধি রিতিভাবঃ।

স্বরূপ মেষা মুক্ত্বা প্রয়োজন মাহ,—প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মার্থাঃ, অত্রাপি যথাসংখ্যমেব। রজঃ প্রবর্ত্তকত্বাৎ সর্ব্বত্র লঘু সত্ত্বং প্রবর্ত্তয়েৎ, যদি তমসা গুরুণা ন নিয়ম্যেত, তমো-নিয়তন্তু ক্বচিদেব প্রবর্ত্তয়তীতি ভবতি তমো নিয়মার্থং।

প্রয়োজনমুক্ত্বা ক্রিয়া মাহ,—অন্যোহন্যাভিভবা-শ্রয়-জনন-মিথুন-বৃত্তয়শ্চ, বৃত্তিঃ ক্রিয়া, সাচ প্রত্যেক মভিসম্বধ্যতে। অন্যোহ-ন্যাভিভব-বৃত্তয়ঃ এষা মন্যতমেনার্থবশা দুদ্ভূতেনান্য দভিভূয়তে, তথাহি, সত্ত্বং রজস্তমসী অভিভূয় শান্তা মাত্মনো বৃত্তিং প্রতিলভতে, এবং রজঃ সত্ত্ব-তমসী অভিভূয় ঘোরাং, এবং তমঃ সত্ত্ব-রজসী অভিভূয় মূঢ়া মিতি। অন্যোহন্যাশ্রয়-বৃত্তয়ঃ, যদ্যপ্যাধারাধেয় ভাবেন নাশ্রয়ার্থো ঘটতে, তথাপি যদপেক্ষয়া যস্য ক্রিয়া স তস্যাশ্রয়ঃ, তথাহি সত্ত্বং প্রবৃত্তি-নিয়মা বাশ্রিত্য রজস্তমসোঃ প্রকাশেনোপকরোতি, রজঃ প্রকাশ-নিয়মা বাশ্রিত্য প্রবৃত্ত্যেতরয়োঃ, তমঃ প্রকাশ-প্রবৃত্তী আশ্রিত্য নিয়মেনেতরয়ো রিতি। অন্যোহন্যজননবৃত্তয়ঃ অন্যতমোহন্যতমং জনয়তি, জননঞ্চ

পরিণামঃ, স চ গুণানং সদৃশরূপঃ, অতএব ন হেতুমত্বং, তত্ত্বান্তরস্য হেতো রভাবাৎ। নাপ্যনিত্যত্বং তত্ত্বান্তরে লয়াভাবাৎ। অন্যোঽন্য-মিথুন-বৃত্তয়ঃ অন্যোঽন্যসহচরাঃ অবিনাভাব-বর্ত্তিন ইতি যাবৎ। চঃ সমুচ্চয়ে, ভবতি চাত্রাগমঃ,—

"অন্যোঽন্য মিথুনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বত্র গামিনঃ।
রজসো মিথুনং সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনং রজঃ॥
তমস শ্চাপি মিথুনে তে সত্ত্ব-রজসী উভে।
উভয়োঃ সত্ত্ব-রজসো র্মিথুনং তম উচ্যতে॥
নৈষামাদিঃ সংপ্রয়োগো বিয়োগো বোপলভ্যতে" ইতি ॥১২॥

অনুবাদ ।। গুণ-শব্দের অর্থ পরার্থ অর্থাৎ পরের (পুরুষের) উপকারক (সত্ত্বাদি গুণত্রয় ন্যায়ের অভিমত গুণপদার্থ নহে, উহারা দ্রব্য, পুরুষরূপ পশুকে বন্ধন করে এবং রজ্জুর ন্যায় তিন গুণ একত্র মিলিত হয় বলিয়া উহা-দিগকে গুণ বলে)। "সত্ত্বং লঘু প্রকাশকং" এ স্থলে (১৩ কারিকায়) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয় যথাসংখ্যক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইবে, অনাগতের অবেক্ষণ অর্থাৎ অগ্রে উল্লিখ্যমান পদের পূর্ব্বে অধিকার করিয়া অন্বয় করা অথবা তন্ত্রযুক্তি (তন্ত্রতা, অনেকের সহিত একের সম্বন্ধ) দ্বারা সেই গুণত্রয়ের সম্বন্ধ প্রীত্যাদির সহিত যথাসংখ্যক্রমে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ প্রীতির সহিত সত্ত্বের, অপ্রীতির সহিত রজের ও বিষাদের সহিত তমের সম্বন্ধ। এইরূপ বলা যাইতেছে,—প্রীতি শব্দের অর্থ সুখ, সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রীতি। অপ্রীতি শব্দের অর্থ দুঃখ, রজোগুণের স্বভাব অপ্রীতি। বিষাদ শব্দের অর্থ মোহ, তমোগুণের স্বভাব বিষাদ। যাহারা (বৌদ্ধেরা) মনে করেন, সুখটী দুঃখাভাবের অতিরিক্ত নহে, এবং দুঃখটী সুখাভাবের অতিরিক্ত নহে, তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আত্ম শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুখ-দুঃখাদি পরস্পর অভাবরূপ নহে অর্থাৎ সুখের অভাব দুঃখ, দুঃখের অভাব সুখ ইত্যাদি নহে, কিন্তু, সুখাদি ভাবরূপ, কেন না, আত্মশব্দভাবের অর্থাৎ সত্তার বাচক, প্রীতি হইয়াছে আত্মা অর্থাৎ ভাব (স্বভাব) যাহাদের, তাহাদিগকে প্রীত্যাত্মক অর্থাৎ সুখস্বরূপ বলে। এইরূপে অন্যটীকেও (অপ্রীত্যাত্মক ইত্যাদিকেও) ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সুখাদি ভাবরূপ অর্থাৎ আছে বলিয়া বোধ হয়, (নাই এরূপ নহে).

ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এক অপরটীর অভাবস্বরূপ হইলে অন্যোহন্যা-শ্রয় দোষ হয়, একটীর অভাব হইলে উভয়টীরই অভাব হইয়া উঠে, অর্থাৎ সুখাভাব দুঃখ এবং দুঃখাভাব সুখ, এরূপ বলিলে (অভাব জ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগীর জ্ঞানটী কারণ বলিয়া) অন্যোহন্যাশ্রয় হয়, এবং সুখ না থাকিলে সুখাভাব হয় না, সুখের অভাবই দুঃখ, দুঃখ না থাকিলে দুঃখাভাবরূপ সুখের সিদ্ধি হয় না।

সত্ত্বাদির স্বরূপ বলিয়া প্রয়োজন বলিতেছেন,—সত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ, রজের ক্রিয়া ও তমের নিয়ম অর্থাৎ স্থগন আচ্ছাদন, এ স্থলেও যথা-সংখ্যভাবে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ প্রকাশের সহিত সত্ত্বের, প্রবৃত্তির সহিত রজের ও নিয়মের সহিত তমোগুণের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। রজোগুণ প্রবর্ত্তক অর্থাৎ স্বয়ং চল-স্বভাব হইয়া অপরকেও চালিত করে, গুরু তমো-গুণের দ্বারা রজোগুণ নিয়মিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত না হইলে, লঘু সত্ত্বগুণকে সকল বিষয়ে চালিত করিতে পারে (সেরূপ হইলে আবরক না থাকায় প্রকাশ-স্বভাব সত্ত্বগুণ যুগপৎ সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিতে পারে) কিন্তু, তমোগুণ দ্বারা স্থগিত হওয়ায় রজোগুণ কেবল স্থলবিশেষেই (যখন যেটীর জ্ঞান হয়) সত্ত্বগুণকে চালনা করে, অতএব তমোগুণের প্রয়োজন নিয়মন অর্থাৎ অপর গুণদ্বয়ের প্রতিবন্ধ করা।

গুণত্রয়ের প্রয়োজন বলিয়া ক্রিয়া অর্থাৎ কিরূপে ব্যাপার হয় তাহা বলিতেছেন,—উহারা পরস্পর অভিভব, আশ্রয়, জনন ও মিথুন অর্থাৎ নিয়ত সহাবস্থান করে। বৃত্তিশব্দের অর্থ ক্রিয়া, উহার সম্বন্ধ অভিভবাদি প্রত্যেকের সহিত হইবে, অর্থাৎ অন্যোহন্য অভিভব বৃত্তি, আশ্রয় বৃত্তি, জনন বৃত্তি ও মিথুন বৃত্তি বুঝিতে হইবে। গুণত্রয়ের পরস্পর অভিভব বৃত্তি এইরূপ,—পুরুষার্থবশতঃ গুণত্রয়ের কোনও একটী উদ্ভূত অর্থাৎ কার্য্যোন্মুখ হইলে অন্যগুণ অভিভূত হয়, যেমন, সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমো-গুণকে অভিভব করিয়া নিজের শান্ত (প্রসাদ) বৃত্তি লাভ করে, এইরূপ রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভব করিয়া (স্বয়ং প্রবল হইয়া) নিজের ঘোর (দুঃখ) বৃত্তি লাভ করে, এইরূপ তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভব করিয়া নিজের মূঢ়বৃত্তি লাভ করে, অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি হয় না, পুরুষার্থবশতঃ এক একটী গুণের উদ্রেক হইলে অপর

দুইটী হীনবল হয়, এইরূপে গুণত্রয়ের বৈষম্যবশতঃ বিচিত্র কার্য্য জন্মিতে পারে। গুণত্রয় অন্যোঽন্যাশ্রয় বৃত্তি অর্থাৎ একটী অপরের আশ্রিত, যদিচ এ স্থলে আধার ও আধেয়ভাবে আশ্রয়ের সম্ভব হয় না, (গুণত্রয় কেহ কাহার আধার নহে), তথাপি যাহাকে অপেক্ষা করিয়া যাহার ক্রিয়া হয়, সেইটী তাহার আশ্রয় (যাহার সাহায্য পায় তাহাকে আশ্রয় বলে, যেমন অমুক অমুকের আশ্রয়, অমুক অমুকের আশ্রিত ইত্যাদি), তাহা এইরূপ,—সত্ত্বগুণ প্রবৃত্তি (রজের ধর্ম্ম, ক্রিয়া, চলন) ও নিয়মকে (তমের ধর্ম্ম, স্থগন, আবরণ) আলম্বন করিয়া প্রকাশ দ্বারা রজঃ ও তমের উপকার করে, অর্থাৎ রজঃ ও তমের ধর্ম্ম প্রবৃত্ত ও নিয়ম না থাকিলে উক্ত বিষয়ে সত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে না; (ক্রিয়া হইতেছে, আবরণ হইতেছে ইত্যাদিরও বোধ হয়, অতএব প্রকাশরূপ সত্ত্বের কার্য্যে রজঃ ও তমোগুণের অপেক্ষা আছে।) রজোগুণ প্রকাশ ও নিয়মকে (সত্ত্ব ও তমের কার্য্যকে) আলম্বন করিয়া প্রবৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়া দ্বারা সত্ত্ব ও তমের উপকার করে, সত্ত্ব ও তমোগুণ স্বতঃকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, রজঃই উহাদিগকে প্রবৃত্ত করায়। তমোগুণ প্রকাশ ও প্রবৃত্তিকে (সত্ত্ব ও রজের কার্য্য) আলম্বন করিয়া নিয়ম অর্থাৎ আবরণ দ্বারা সত্ত্ব ও রজের উপকার করে (আবরণ না করিলে সত্ত্বগুণ যুগপৎ সকলকে প্রকাশ করে এবং রজোগুণ সর্ব্বত্র প্রবৃত্ত হইতে পারে, তমের দ্বারা আবরণ প্রযুক্ত সেরূপ হয় না)। অন্যোঽন্য-জনন-বৃত্তি এইরূপ —ইহাদের অন্যতম (সত্ত্বাদির কোন একটী) অন্যতমকে জন্মায়, এ স্থলে জননের অর্থ পরিণাম, ঐ পরিণামটী গুণত্রয়ের সদৃশ (অতিরিক্ত নহে, সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্ত্বগুণ কার্য্যোন্মুখ সত্ত্বরূপে পরিণত হয়, রজঃ ও তমঃ গুণদ্বয় উহার সাহায্য করে মাত্র, এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে), এই নিমিত্তই হেতুমত্ত্বের প্রসক্তি হইল না, অর্থাৎ হেতুমত্ত্বরূপ ব্যক্তের সাধর্ম্ম্য গুণত্রয় রূপ অব্যক্ত অতিব্যাপ্ত হইল না, কারণ, অন্যতত্ত্বরূপ হেতু নাই, (মহত্তত্ত্ব হেতুমৎ, এ স্থলে অন্য তত্ত্ব প্রধান হেতু, সত্ত্বাদির উক্ত পরিণামে ওরূপ তত্ত্বান্তর হেতু নাই, মিলিত গুণত্রয়কে এক প্রধান তত্ত্ব বলে)। অনিত্যতা দোষও হইল না, কারণ, অন্য তত্ত্বে লয় হয় না, (আপনাতেই লয় হয়)। গুণত্রয় পরস্পর নিয়ত সহচর বৃত্তি অর্থাৎ পরস্পর সমব্যাপ্ত। কারিকার "চ" শব্দের অর্থ সমুচ্চয়। এ স্থলে শাস্ত্রও

আছে "গুণসকল পরস্পর নিত্য সহচর, উহারা সর্ব্বত্র থাকে, (ব্যাপক) রজঃগুণের সহচর সত্ত্ব, সত্ত্বগুণের সহচর রজঃ, সত্ত্ব ও রজঃ উভয়ই তমের সহচর, সত্ত্ব ও রজঃ উভয়েরই সহচর তমঃ। (ইহাদের আদি, সংযোগ বা বিয়োগ কিছুই উপলব্ধ হয় না।) ১২ ॥

মন্তব্য ॥ "দ্বন্দ্বাৎপরঃ শ্রূয়মাণঃ শব্দঃ প্রত্যেক মভিসম্বধ্যতে" অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসের পর যে শব্দটীর উল্লেখ হয়, প্রত্যেকের সহিত তাহার অন্বয় হইয়া থাকে। প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদ এই তিন পদে দ্বন্দ্ব সমাসের পর আত্মশব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাসে 'ক' প্রত্যয় করায় প্রীত্যাত্মক, অপ্রীত্যাত্মক ও বিষাদাত্মক বুঝাইয়াছে, এইরূপ অন্য অন্য স্থলেও বুঝিতে হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ-সুশ্রুত-গ্রন্থের উত্তর-তন্ত্রে ৬৫ অধ্যায়ে অধিকরণ যোগ ইত্যাদি দ্বাত্রিংশৎ প্রকার তন্ত্রযুক্তির উল্লেখ আছে, অনাগতাবেক্ষণ উহার একটী অন্যতম "এবং বক্ষ্যতীত্য-নাগতাবেক্ষণং" ভবিষ্যতে বলা যাইবে এইরূপ নির্দ্দেশকে অনাগতাবেক্ষণ বলে। কৌমুদীর তন্ত্রযুক্তি শব্দটী মীমাংসা প্রসিদ্ধ তন্ত্রতা অর্থে ব্যবহৃত, অনেকের উদ্দেশ্যে একের উল্লেখ বা অনুষ্ঠানকে তন্ত্রতা বলে, একবার স্নান করিলে তর্পণ-পূজাদি অনেক কার্য্যে অধিকার জন্মে। যে রূপেই হউক, ভাবি কারিকায় উল্লিখ্যমান সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সহিত প্রীত্যাদির অন্বয় করিতে হইবে। "সমানানা মনুদেশো যথাসংখ্যং" তুল্যসংখ্যক পদ সকলের প্রথমটীর সহিত প্রথমটীর, দ্বিতীয়টীর সহিত দ্বিতীয়টীর এইরূপে অন্বয়কে যথাসংখ্য বলে। সত্ত্বাদি তিনটী, প্রীত্যাদি তিনটী, প্রকাশাদিও তিনটী, সুতরাং উক্ত নিয়ম অনুসারে সত্ত্বের সহিত প্রীতি ও প্রকাশের, রজের সহিত অপ্রীতি ও প্রবৃত্তির এবং তমের সহিত বিষাদ ও নিয়মের অন্বয় বুঝিতে হইবে।

বৌদ্ধমতে অভাব মুখেই বস্তু নির্দ্দেশ হইয়া থাকে, অনীলব্যাবৃত্তিকেই নীলত্ব বলে, নীলত্ব নামক কোন পদার্থ নাই, ইহাকেই অতদ্‌ব্যাবৃত্তি-নামক অপোহরূপ বলা যায়। প্রতিযোগিজ্ঞান ব্যতিরেকে অভাবজ্ঞান হয় না, দুঃখাভাব জানিতে হইলে দুঃখজ্ঞানের আবশ্যক, দুঃখটী সুখাভাবস্বরূপ, সুখাভাব জ্ঞানের প্রতি সুখ-জ্ঞান কারণ, সুখটী দুঃখাভাবের স্বরূপ, এইরূপে অন্যোহন্যাশ্রয় হয়, এবং একটী না থাকিলে উভয়টীই থাকে না, কারণ পরস্পর

নিয়ত সাপেক্ষ, অতএব সুখ-দুঃখ নীলাদি পদার্থকে স্বতন্ত্র ভাবরূপই বুঝিতে হইবে, উহাদের কেহ কাহার অপেক্ষা করে না।

(গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রলয় ও বৈষম্য অবস্থায় সৃষ্টি,) জীবের অদৃষ্ট-বশতঃ এক একটী গুণের উদ্রেক হইলে অপর গুণদ্বয় হীনবল হয়. এইরূপে গুণত্রয়ের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের বৈচিত্র্য বশতঃ বিচিত্র জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মূল কারণ মাত্র গুণত্রয় হইলেও উহাদের উৎকর্ষ অপকর্ষের নানাবিধ তারতম্য বশতঃ সৃষ্টবস্তুর অনন্ত প্রকার ভেদ সম্পন্ন হইতে পারে।) (সৃষ্টির প্রারম্ভে গুণত্রয় প্রত্যেকে সাম্যাবস্থা হইতে কার্য্যোন্মুখরূপ একটুকু বিশেষ অবস্থা পায়, অর্থাৎ প্রধান হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তির পূর্ব্বে গুণত্রয়ে যে একটুকু বৈচিত্র্য হয়,) গুণত্রয়ের এই অবস্থা তিনটী লইয়াই অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের কথা গ্রন্থান্তরে উক্ত হইয়াছে। বাচস্পতির মতে ঐ পরিণামটী গুণত্রয় হইতে পৃথক্ নহে। ১২॥

কৌমুদী॥ প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মার্থা ইত্যুক্তং, তত্র কে তে ইত্থম্ভূতাঃ কুত শ্চেত্যত আহ,—

অনুবাদ॥ প্রকাশার্থ, প্রবৃত্ত্যর্থ ও নিয়মার্থ এইরূপ বলা হইয়াছে, ওরূপ ব্যক্তি কে কে? কেনই বা ওরূপ হয়? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলিতেছেন,—

কারিকা॥ সত্ত্বং লঘু প্রকাশক মিষ্ট মুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণক মেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থ তো বৃত্তিঃ॥ ১৩॥

ব্যাখ্যা॥ সত্ত্ব মেব লঘু প্রকাশকঞ্চ ইষ্টং (সত্ত্বমেব নত্বন্যৎ, লাঘববান্বিতং বিষয়োদ্ভাসকঞ্চ ইষ্টং অভিমতং সাংখ্যাচর্য্যৈঃ) রজ এব উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ ইষ্টং (রজ এব নত্বন্যৎ উপষ্টম্ভকং পরেষাং প্রবর্ত্তকং চালকং, চলঞ্চ স্বয়ং ক্রিয়াশীলঞ্চ ইষ্টং) তম এব গুরু বরণকঞ্চ ইষ্টং (তম এব নত্বন্যৎ গুরুত্বান্বিতং আবরকঞ্চ ইষ্টং) প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ (অর্থতঃ পুরুষার্থতঃ বৃত্তিঃ গুণানাং ব্যাপারঃ প্রদীপবৎ প্রদীপেন তুল্যং ভবতীতি শেষঃ, যথাঽনলবিরুদ্ধান্যপি বর্ত্তি-তৈলাদীনি মিলিত্বা প্রদীপরূপতয়া প্রকাশং জনয়ন্তি তদ্বৎ বিরুদ্ধা অপি গুণাঃ সম্ভূয় কার্য্য-রূপতয়া পুরুষার্থং জনয়ন্তি, নতু পরস্পরং বিনাশহেতবো ভবন্তীতি ভাবঃ)॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য।। সাংখ্যাচার্য্যগণ সত্ত্বগুণকেই লঘু ও প্রকাশরূপে স্বীকার করিয়াছেন, যে ধর্ম থাকিলে উর্দ্ধগমন ও শীঘ্র কার্য্যকারিতাদি জন্মে, তাহাকে লাঘব বলে, বিষয়ের উদ্ভাসন অর্থাৎ বোধ জননের নাম প্রকাশ, উক্ত ধর্ম সত্ত্বগুণের। রজঃ-গুণ স্বয়ং চল অর্থাৎ ক্রিয়াশীল এবং অপরের উপ-ষ্টম্ভক অর্থাৎ চালক। তমঃগুণ গুরু ও অন্যের আবরক। উক্ত গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব হইলেও ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থবশতঃ প্রদীপের ন্যায় উহাদের ব্যাপার হইয়া থাকে, বর্ত্তিতৈল প্রভৃতি অনল-বিরুদ্ধ পদার্থ সমুদায় যেমন একত্র মিলিয়া প্রদীপরূপে গৃহাদির প্রকাশ করে, তদ্রূপ বিরুদ্ধ সত্ত্বাদিও একত্র হইয়া মহত্তত্ত্বাদি কার্য্য জন্মায় ।। ১৩ ।।

কৌমুদী ॥ সত্ত্বমেব লঘু প্রকাশক মিষ্টং সাংখ্যাচার্য্যৈঃ, তত্র কার্য্যোদ্গমনে হেতু র্ধর্ম্মো লাঘবং গৌরবপ্রতিদ্বন্দ্বি ; যতোঽগ্নে-রূর্দ্ধ-জ্বলনং ভবতি, তদেব লাঘবং কস্যচিত্তির্য্যগ্‌গমনে হেতুঃ যথা বায়োঃ, এবং করণানাং বৃত্তি-পটুত্ব-হেতু র্লাঘবং, গুরুত্বেহি মন্দানি স্যুরিতি ॥ সত্ত্বস্য প্রকাশকত্ব মুক্তং। সত্ত্ব-তমসী স্বয়মক্রিয়তয়া স্বকার্য্য-প্রবৃত্তিং প্রত্যবসীদন্তী রজসোপষ্টভ্যেতে অবসাদাৎ প্রচ্যাব্য স্বকার্য্যে উৎসাহং প্রযত্নং কার্য্যেতে। তদিদ মুক্তং "উপষ্টম্ভকং রজ" ইতি, কস্মা দিত্যত উক্তং চল মিতি। তদনেন রজসঃ প্রবৃত্ত্যর্থত্বং দর্শিতং। রজস্তু চলতয়া পরিতস্ত্রৈগুণ্যং চালয়দ্ গুরুণা আবৃণ্বতাচ তমসা তত্র তত্র প্রবৃত্তি-প্রতিবন্ধকেন কচিদেব প্রবর্ত্ত্যত ইতি তত স্ততো ব্যাবৃত্ত্যা তমো নিয়ামক মুক্তং গুরুবরণক মেব তম ইতি। এবকারঃ প্রত্যেকং ভিন্নক্রমঃ সম্বধ্যতে। সত্ত্বমেব রজ এব তম এব ইতি। নন্বেতে পরস্পর-বিরোধ-শীলা গুণাঃ সুন্দোপসুন্দবৎ পরস্পরং ধ্বংসন্তে ইত্যেব যুক্তং, প্রাগেব তেষামেকক্রিয়া-কর্ত্তৃতেত্যত আহ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ, দৃষ্টমেতদ্ যথা বর্ত্তিতৈলে অনল-বিরোধিনী অথচ মিলিতে সহানলেন রূপ-প্রকাশ-লক্ষণং কার্য্যং কুরুতঃ, যথাচ বাতপিত্ত-শ্লেষ্মাণঃ পরস্পরং বিরোধিনঃ শরীর-ধারণ-লক্ষণ-কার্য্যকারিণঃ, এবং সত্ত্ব-রজ-স্তমাংসি মিথো বিরুদ্ধান্যপি অনুবর্ৎস্যন্তি চ স্বকার্য্যং করিষ্যন্তি চ।

অর্থত ইতি পুরুষার্থত ইতি যাবৎ, যথা বক্ষ্যতি "পুরুষার্থ এব হেতু র্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণমিতি।" অত্রচ সুখ-দুঃখ-মোহাঃ পরস্পর-বিরোধিনঃ স্ব-স্বানুরূপাণি সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকান্যেব নিমিত্তানি কল্পয়ন্তি। তেষাঞ্চ পরস্পরমভিভাব্যাভিভাবকভাবান্নানাত্বং, তদ্যথা একৈব স্ত্রী রূপ-যৌবন-কুল-শীল-সম্পন্না স্বামিনং সুখাকরোতি, তৎ কস্য হেতোঃ? স্বামিনং প্রতি তস্যাঃ সুখ-রূপ-সমুদ্ভবাৎ। সৈব স্ত্রী সপত্নীর্দুঃখাকরোতি, তৎ কস্য হেতোঃ? তাঃ প্রতি তস্যা দুঃখরূপ-সমুদ্ভবাৎ। এবং পুরুষান্তরং তামবিন্দমানং সৈব মোহয়তি, তৎ কস্য হেতোঃ? তৎপ্রতি তস্যা মোহ-রূপ-সমুদ্ভবাৎ। অনয়া চ স্ত্রিয়া সর্ব্বে ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ। তত্র যৎ সুখ-হেতু স্তৎ সুখাত্মকং সত্ত্বং, যদ্দুঃখহেতুস্তদ্দুঃখাত্মকং রজঃ; যন্মোহ-হেতুস্তন্মোহাত্মকং তমঃ। সুখ-প্রকাশ-লাঘবানান্ত একস্মিন্ যুগপদুদ্ভূতা রবিরোধঃ সহদর্শনাৎ। তস্মাৎ সুখ-দুঃখ মোহৈরিব বিরোধিভিরবি-রোধিভি রেকৈকগুণ-বৃত্তিভিঃ সুখ-প্রকাশ-লাঘবৈ র্ন নিমিত্ত-ভেদা উন্নীয়ন্তে। এবং দুঃখো-পষ্ট-ম্ভক-প্রবর্ত্তকত্বৈঃ, এবং মোহ-গুরুত্বা-বরণৈরিতি সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যমিতি ॥ ১৩ ॥

(সাংখ্যাচার্য্যগণ সত্ত্বগুণকেই লঘু ও প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,) উহার মধ্যে গুরুত্বের বিপরীত যে ধর্ম্মটী কার্য্যোদ্গমনে অর্থাৎ শীঘ্র, কার্য্য-কারিতার হেতু হয়, তাহাকে লাঘব বলে, এই লাঘববশতঃ অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন (উর্দ্ধে শিখা উঠা) হইয়া থাকে, এই লাঘবটীই কোন কোন বস্তুর বক্রগতির কারণ হয়, যেমন বায়ুর, এইরূপ ইন্দ্রিয় সকলের বৃত্তি পটুতার অর্থাৎ ঝটিতি বিষয় সংযোগে দক্ষতার প্রতি কারণ লাঘব, তাহা না হইয়া গুরুত্ব থাকিলে ইন্দ্রিয়গণ মন্দ হইয়া পড়িত, ক্ষণমাত্রে বিষয়দেশে গমন করিতে পারিত না। সত্ত্বগুণ বিষয় প্রকাশ করে, এ কথা পূর্ব্বে (১২ কারিকায় প্রকাশ প্রবৃত্তি ইত্যাদি স্থলে) বলা হইয়াছে।

সত্ত্ব ও তমঃ গুণের নিজের কোন ক্রিয়া নাই বিধায় আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গিয়া অবসন্ন হয়, তখন রজঃ-গুণ উহাদিগকে চালনা করে অর্থাৎ উহাদিগের অবসন্নভাব হইতে প্রচ্যুত করিয়া (সজীব করিয়া) স্বকার্য্য-জননে

প্রযত্ন করায়, "উপষ্টম্ভকং রজঃ" কথা দ্বারা ইহাই বলা হইয়াছে। রজঃ গুণ ওরূপ কেন করে? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হইয়াছে,—রজঃ গুণ চল অর্থাৎ ক্রিয়াস্বভাব, ইহা দ্বারা দেখান হইল রজঃ-গুণের প্রয়োজন প্রবৃত্তি। রজঃ-গুণ স্বয়ং ক্রিয়াশীল বলিয়া গুণত্রয়কে (আপনাকে লইয়া তিনটী) সমস্ত কার্য্যে চালনা করিতে গিয়া গুরু আবরক ও প্রবৃত্তির ব্যাঘাতক তমঃ গুণ দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া কেবল কোন একটী বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় (যে বিষয় তমঃ গুণ দ্বারা আবৃত না হয়, সেইটীতে প্রবৃত্ত হয়), অতএব সেই সেই বিষয় হইতে ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ প্রতিবন্ধ করে বলিয়া তমঃ গুণকে নিয়ামক অর্থাৎ আচ্ছাদক বলা হইয়াছে, তমঃ গুণ গুরু ও আবরক। কারিকার এব শব্দ ভিন্ন ক্রমে অর্থাৎ যে শব্দের পরে উহার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার সহিত অন্বয় না হইয়া শব্দান্তরের সহিত উহার অন্বয় হইবে, তাহাতে সত্ত্বমেব, রজঃ এব ও তম এব এইরূপ বুঝাইবে।

পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব গুণত্রয় সুন্দ ও উপসুন্দ অসুরের ন্যায় পরস্পর বিনাশের কারণ হয় ইহাই উপযুক্ত, উহারা একত্র মিলিয়া এক কার্য্য সম্পাদন করিবে ইহা অতিদূরের (প্রাগেব) কথা, এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন, ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থ বশতঃ প্রদীপের ন্যায় উহাদের ব্যাপার হইয়া থাকে। এরূপ দেখা গিয়াছে, যেমন দশা (বর্ত্তি, বাঁতি) ও তৈল উভয়ে অগ্নির বিরোধী তথাপি অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া (প্রদীপভাবে) রূপের প্রকাশরূপ কার্য্য করে। এবং যেমন বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা তিনটী শরীরের ধাতু (শরীরকে ধারণ করে, রক্ষা করে বলিয়া উহাদিগকে ধাতু বলে) পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও মিলিতভাবে শরীর-ধারণ-রূপ কার্য্য করে, তদ্রূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও এক অপরের অনুবর্ত্তী হইয়া আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিবে। কারিকার অর্থতঃ শব্দে ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থ বুঝিতে হইবে, ঐ রূপই বলা যাইবে (গুণত্রয় ও তৎকার্য্য বুদ্ধ্যাদির প্রবৃত্তির প্রতি) পুরুষার্থই কারণ, অন্য কাহার দ্বারা করণের অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির প্রবৃত্তি হয় না।

এ স্থলে সুখ, দুঃখ ও মোহ তিনটী পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ সুতরাং আপন আপন অনুরূপ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক কারণেরই (গুণত্রয়েরই) সূচনা করে,

ঐ কারণ সকলের পরস্পর সবল দুর্ব্বল-ভাবে নানাবিধ বৈচিত্র্য হয়।) তাহা এইরূপ,—সুন্দরী, যুবতি, সদ্বংশজাতা, সুশীলা একই স্ত্রী স্বামীর সুখের কারণ হয়, কেন হয়? স্বামীর প্রতি (স্বামীর শুভাদৃষ্ট বশতঃ) ঐ স্ত্রীটীর সত্ত্বের ধর্ম্ম সুখরূপের আবির্ভাব হওয়াতেই ওরূপ হয়। উক্ত স্ত্রীই সপত্নীগণের দুঃখের কারণ হয়, কেন হয়? উহাদিগের প্রতি (উহাদের অধর্ম্মবশতঃ) উক্ত স্ত্রীটীর রজের ধর্ম্ম দুঃখরূপের আবির্ভাব হওয়াতেই ওরূপ হয়। উক্ত স্ত্রীই তাহাকে পায় নাই এরূপ অন্য পুরুষকে মুগ্ধ করে, কারণ, উক্ত পুরুষের প্রতি স্ত্রীটীর মোহরূপ তমঃগুণের আবির্ভাব হইয়াছে। এই স্ত্রীর দ্বারা সমস্ত পদার্থেরই বর্ণনা হইল বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ (সুখ-দুঃখ-মোহ তিনটীই বিষয়ের ধর্ম্ম, ভোক্তা পুরুষের অদৃষ্ট বশতঃই একই পদার্থ দ্বারা কাহার সুখ কাহার দুঃখ ও কাহার মোহ উৎপন্ন হয়; উহার মধ্যে যেটী সুখের কারণ সেটী সুখস্বরূপ সত্ত্বগুণ, যেটী দুঃখের কারণ সেটী দুঃখস্বরূপ রজোগুণ এবং যেটী মোহের কারণ সেটী মোহস্বরূপ তমোগুণ।)

(সুখ, প্রকাশ ও লাঘব ইহাদের এক সময়ে এক বস্তুতে আবির্ভাব হওয়াতে বিরোধ নাই, কারণ উহাদের সাহচর্য্য (সাহিত্য) দেখা গিয়া থাকে,) অতএব পরস্পর বিরুদ্ধ সুখ দুঃখ ও মোহের ন্যায় অর্থাৎ যে ভাবে বিরুদ্ধ সুখ, দুঃখ ও মোহ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কারণ সত্ত্ব রজঃ ও তমের কল্পনা হইয়াছে, তদ্রূপ অবিরুদ্ধ এক এক সত্ত্বাদি গুণে অবস্থান করিতে যোগ্য সুখ প্রকাশ ও লাঘবের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কারণের কল্পনা হইবে না, অর্থাৎ সুখের কারণ পৃথক্, প্রকাশের কারণ পৃথক্ ও লাঘবের কারণ পৃথক্ এরূপ বুঝিতে হইবে না। এইরূপ দুঃখ উপষ্টম্ভ ও প্রবৃত্তির দ্বারা এবং মোহ, গুরুত্ব ও আবরণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কারণের কল্পনা হইবে না। অতএব মূলকারণ গুণত্রয়, (অতিরিক্ত নহে) ইহা স্থির হইল॥ ১৩॥

মন্তব্য॥ কারিকার ইষ্টপদ দ্বারা কর্ত্তার আক্ষেপ করিয়া "সাংখ্যাচার্য্যৈঃ" এইরূপ পূরণ করিয়া অর্থ করা হইয়াছে। বৈশেষিক-শাস্ত্রে গুরুত্ব নামক একটী গুণের উল্লেখ আছে, ঐ মতে গুরুত্বের অভাবই লঘুত্ব। অধঃপতনের অনুকূল গুরুত্ব, উৎপতনের অনুকূল গুণ লঘুত্ব, বিপরীতভাবে লঘুত্ব স্বীকার করিয়া তদভাবকে গুরুত্ব বলা যাইতে পারে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ঘটাদি বিষয়ের সহিত ক্ষণমাত্রেই সংযুক্ত হয়। ইন্দ্রিয়সকল অহঙ্কারের সাত্ত্বিক অংশ

হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়াই ওরূপ হইয়া থাকে। প্রণিধান করিলে সত্ত্বের ধর্ম্ম লঘুতা, রজের ধর্ম্ম চঞ্চলতা ও তমের ধর্ম্ম গুরুতা ইত্যাদির জ্ঞান স্বকীয় চিত্তেই হইতে পারে। আমাদের চিত্ত যখন প্রসন্ন থাকে, বিষয় গ্রহণ (অর্থের বোধ) করিতে বিলম্ব বা কষ্ট হয় না, সত্ত্বগুণের লঘুতার আবির্ভাবে ওরূপ হয়। চিত্তটী যখন অত্যন্ত অস্থির থাকে, তড়িতের ন্যায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান হয়, এইটী রজোগুণের ধর্ম্ম চঞ্চলতার ফল। কখন বা চিত্তটী যেন অত্যন্ত অলস, কার্য্যকরণে নিতান্ত অসমর্থ, যেন নাই বলিলেও চলে, এইটী তমোগুণের ধর্ম্ম গুরুত্বের ফল। এ সমস্ত বিষয় একাগ্রমনে নিজেরই বুঝা উচিত।

শরীরের ধাতু তিনটীর মধ্যে বায়ুর গতি আছে, পিত্ত ও শ্লেষ্মা গতিহীন, বায়ু উহাদিগকে চালিত করে, তদ্রূপ রজোগুণ স্বয়ং সদাগতি বলিয়া সত্ত্ব ও তমকে চালিত করে, চালনা করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেও চালিত হয়। পঞ্জর চালন ন্যায়ে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে, কুক্কুটাদি পক্ষীর বহুসংখ্যক শাবক একটী পঞ্জরের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, উহার মধ্যে কোন একটী শাবক মস্তক দ্বারা পঞ্জর চালনা করে, পঞ্জর চালিত হইলে সেই সঙ্গে সমস্ত শাবক চালিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে চালক শাবকটীও চলে, তদ্রূপ একত্র সংশ্লিষ্ট গুণত্রয়ের মধ্যে রজঃগুণে ক্রিয়া হয়, তখন সত্ত্ব ও তমঃগুণের সহিত স্বয়ং চালক রজঃগুণও চালিত হইতে থাকে। রজঃগুণ ত্রৈগুণ্যকে চালিত করে, ত্রয়ো গুণাঃ ত্রৈগুণ্যং সত্ত্ব-রজ-স্তমাংসি, স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়ঃ, রজঃগুণকে লইয়াই ত্রৈগুণ্য সিদ্ধি হয়, নতুবা একটী গুণ কমিয়া যায়, প্রদর্শিত রীতি অনুসারে রজঃগুণ নিজেই নিজের চালক হইতে পারে।

সত্ত্ব-তমসী উৎসাহং কুরুতঃ, রজঃ সত্ত্ব-তমসী উৎসাহং কারয়তি, রজসা সত্ত্ব-তমসী উৎসাহং কার্য্যেতে, কর্ম্মবাচ্যে প্রত্যয় দ্বারা সত্ত্ব ও তমঃরূপ কর্ত্তৃ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সত্ত্ব-তমসী প্রথমার দ্বি-বচন, উক্ত কক্ষে প্রথমা বিভক্তি হইয়াছে।

গৃহাদির মধ্যে কোনও পাত্র দ্বারা প্রদীপ আবৃত করিয়া রাখিলে প্রদীপটী আবরক বস্তুর মধ্যভাগই প্রকাশ করিতে পায়, আবরকের বাহিরের স্থান প্রকাশ করিতে পারে না। ক্রমশঃ যেমন যেমন আবরক-পাত্র উদ্ঘাটিত করিয়া প্রদীপের সঞ্চার ক্ষেত্র বর্দ্ধিত করা যায়, অমনি প্রদীপের প্রকাশ

শক্তিও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, আবরক ভঙ্গ করিলে গৃহ মধ্যে সকল স্থান প্রকাশ করে, গৃহের ভিত্তি ভঙ্গ করিলে প্রদীপটী তখন গৃহের বাহিরের স্থানও প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। সত্ত্বগুণের স্বভাব বিষয় প্রকাশ করা, সত্ত্ব-প্রধান চিত্ত সমস্ত পদার্থই প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াও তমের দ্বারা আবৃত থাকায় পারে না, ঐ আবরক তমঃ অপসারিত হইলেই বিষয় প্রকাশে চিত্তের আর কোন বাধা থাকে না, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই উক্ত আবরণের ভঙ্গ হইয়া থাকে।

সুন্দ ও উপসুন্দ নামক অসুরদ্বয় সহোদর ভ্রাতা, অতি উৎকট তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট অমরত্ব-বর প্রার্থনা করে, অমরত্ব ভিন্ন যে কোন বর দিতে ব্রহ্মা স্বীকার করেন। পরিশেষে উহারা প্রার্থনা করিল, 'আমরা পরস্পর পরস্পরের বিনাশের কারণ হইব, অপর কেহই আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না,' তথাস্তু বলিয়া উক্ত ভাবে ব্রহ্মা বর প্রদান করিলে বরদৃপ্ত অসুরদ্বয় দেবাদিগণকে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন দেবগণ পরামর্শ করিয়া জগতের সুন্দরী স্ত্রীগণের তিল তিল সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিয়া তিলোত্তমা নামে এক অপূর্ব্ব সুন্দরীর সৃষ্টি করেন। ঐ সুন্দরীর হাবভাব-বিলাসে অসুরদ্বয়েরই চিত্ত আকর্ষণ করে, তখন উভয় ভ্রাতাই তিলোত্তমার পাণিগ্রহণে উদ্যুক্ত হয়, এই সূত্রে ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধ হইয়া দ্বৈরথ-যুদ্ধে উভয়ের প্রহারে উভয়েই বিনষ্ট হয়। সত্ত্বাদি গুণত্রয় স্থলেও ঐরূপ হইবার কথা, কিন্তু পুরুষার্থবশতঃ সেরূপ হইতে পারে না।

সুখ দুঃখ ও মোহ পরস্পর বিরুদ্ধ, এক সময়ে এক বস্তুতে উহাদের আবির্ভাব হইতে পারে না, এ নিমিত্ত উহাদের ভিন্ন ভিন্ন কারণ গুণত্রয়ের কল্পনা করিতে হয়।) সুখপ্রকাশাদি, দুঃখপ্রবৃত্ত্যাদি ও মোহ আবরণাদির সেরূপ নহে, সুখের নিমিত্ত একটীর, প্রসাদের নিমিত্ত আর একটীর ইত্যাদি ভাবে অনন্তকারণের কল্পনা আবশ্যক করে না, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের দ্বারাই সমস্ত নির্ব্বাহ হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

কৌমুদী ॥ স্যাদেতৎ, অনুভূয়মানেষু পৃথিব্যাদিষু অনুভব-সিদ্ধা ভবন্তু অবিবেকিত্বাদয়ঃ, যে পুনঃ সত্ত্বাদয়ো নানুভব-পথমধিরোহন্তি

তেষাং কুতস্ত্যমবিবেকিত্বং বিষয়ত্বং সামান্যত্বমচেতনত্বং প্রসবধর্ম্মিত্ব-ঞ্চেত্যত আহ।

অনুবাদ॥ যাহা হউক, প্রত্যক্ষসিদ্ধ পৃথিবী প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ অবিবেকিত্বাদি থাকে থাকুক, সত্ত্বাদি যে পদার্থ সকল কখনই প্রত্যক্ষের পথে পদার্পণ করে না, কখনই যাহাদের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহারা যে অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন ও প্রসব-ধর্ম্মী ইহা কিরূপে জানা যাইবে? এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন।

কারিকা॥

অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ ত্রৈগুণ্যাৎ তদ্বিপর্য্যয়েঽভাবাৎ।
কারণ-গুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্যা ব্যক্ত মপি সিদ্ধম্॥ ১৪॥

ব্যাখ্যা॥ অবিবেক্যাদেঃ (ভাবপ্রধান-নির্দ্দেশাৎ অবিবেকিত্বাদেঃ) সিদ্ধিঃ (প্রতীতিঃ) ত্রৈগুণ্যাৎ (সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতাৎ ব্যক্তাব্যক্তয়োরবিবেকিত্বাদি-সিদ্ধিরিত্যর্থঃ, কথং?) তদ্বিপর্য্যয়েঽভাবাৎ (অবিবেকিত্বাদিরহিতে পুরুষে ত্রৈগুণ্যাভাবাৎ) কার্য্যস্য কারণ-গুণাত্মকত্বাৎ (কার্য্যস্য জন্যস্য কারণ-গুণোৎপন্ন-গুণকত্বাৎ) অব্যক্তমপি সিদ্ধং (ন কেবলং ব্যক্তং প্রধানমপি জ্ঞাতং ভবেদিত্যর্থঃ)॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য॥ ব্যক্তাব্যক্ত মাত্রেই সুখ-দুঃখ-মোহরূপ ত্রৈগুণ্য আছে বলিয়া, উহাতে অবিবেকিত্বাদি আছে বুঝিতে হইবে, কেন না, যেখানে (পুরুষে) অবিবেকিত্বাদি নাই, সেখানে ত্রৈগুণ্য নাই। কার্য্যের গুণ কারণের গুণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক প্রধানের সিদ্ধি হইল, সুখাদি ধর্ম্মযুক্ত মূল কারণ অব্যক্ত না থাকিলে কার্য্যবর্গে সুখাদি হইতে পারিত না॥ ১৪॥

কৌমুদী॥ অবিবেকিত্বমবিবেকি, যথা দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈক-বচনে ইত্যত্র দ্বিত্বৈকত্বয়োঃ, অন্যথা দ্ব্যেকেষ্বিতি স্যাৎ। কুতঃ পুন রবিবেকিত্বাদেঃ সিদ্ধিরিত্যত আহ ত্রৈগুণ্যাৎ, যদ্‌যৎ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকং তত্তদবিবেক্যাদি-যোগি যথেদ মনুভূয়মানং ব্যক্তমিতি স্ফুটত্বা দন্বয়ো নোক্তঃ। ব্যতিরেক মাহ তদ্বিপর্য্যয়েঽভাবাৎ

অবিবেক্যাদি-বিপর্য্যয়ে পুরুষে ত্রৈগুণ্যাভাবাৎ। অথবা ব্যক্তাব্যক্তে পক্ষীকৃত্য অন্বয়াভাবেন অবীত এব হেতু স্ত্রৈগুণ্যাদিতি বক্তব্যঃ।

স্যাদেতৎ, অব্যক্তসিদ্ধৌ সত্যাং তস্যাবিবেকিত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ সিদ্ধ্যন্তি, অব্যক্তমেব ত্বদ্যাপি ন সিদ্ধ্যতি, তৎ কথমবিবেকিত্বাদি সিদ্ধিরিত্যত আহ কারণ-গুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্যাব্যক্তমপি সিদ্ধম্। অয়মভিসন্ধিঃ, কার্য্যং হি কারণগুণাত্মকং দৃষ্টং, যথা তন্ত্বাদি-গুণাত্মকং পটাদি, তথা মহদাদি-লক্ষণেনাপি কার্য্যেণ সুখ-দুঃখ-মোহরূপেণ স্বকারণ-গত-সুখ-দুঃখ-মোহাত্মনা ভবিতব্যং, তথাচ তৎকারণং সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকং প্রধানম-ব্যক্তং সিদ্ধং ভবতি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ॥ অবিবেকি শব্দে (ভাবপ্রধান নির্দ্দেশবশতঃ) অবিবেকিত্ব বুঝাইবে, যেমন "দ্ব্যেকয়ো র্দ্বিবচনৈকবচনে" দ্বিত্ব ও একত্ব সংখ্যা বুঝাইতে যথাক্রমে দ্বি-বচন ও এক-বচন হয়, পাণিনির এই সূত্রে দ্বি-শব্দে দ্বিত্ব ও এক শব্দে একত্ব সংখ্যা বুঝাইয়া সপ্তমীর দ্বি-বচনে দ্বিত্ব ও একত্ব এই সংখ্যাদ্বয়ের দ্বিত্ব বুঝাইয়াছে, দ্বিত্ব সংখ্যা বুঝাইতে ঔ, ভ্যাম্ ইত্যাদি দ্বি-বচন এবং একত্ব সংখ্যা বুঝাইতে সি, অম্ ইত্যাদি একবচন হইবে, তাহা না বুঝাইয়া দ্বি-শব্দে দ্বিত্ব সংখ্যাবিশিষ্ট দুইটী ও একশব্দে একত্ব সংখ্যাবিশিষ্ট একটী বুঝাইলে দুই ও এক এই তিনটী বুঝায়, তাহাতে "দ্ব্যেকেষু" এইরূপ বহুবচন হওয়া উচিত।

অবিবেকিত্বাদির জ্ঞান কিরূপে হয়? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলিয়াছেন, (ব্যক্তাব্যক্ত) ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক বলিয়াই উহাতে অবি-বেকিত্বাদির সিদ্ধি হইবে, যে যে পদার্থ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক (সাংখ্যমতে গুণ গুণীর অভেদ বলিয়া মোহ-বিশিষ্ট না বলিয়া মোহাত্মক বলা হইয়াছে) অর্থাৎ যে যে বস্তুতে সুখ-দুঃখ-মোহরূপ ত্রৈগুণ্য আছে, তাহারা সমস্তই অবিবেকিত্বাদি-বিশিষ্ট, যেমন প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ব্যক্ত ঘটাদি, সহজে বুঝা যায় বলিয়া উক্ত অন্বয়-ব্যাপ্তি-মূলক অনুমানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিয়া ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-মূলক অনুমানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন,—(অবিবেকিত্বাদি রহিত পুরুষে ত্রৈগুণ্যের অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-মোহের অভাব আছে)। অথবা ব্যক্ত ও

অব্যক্ত উভয়কে পক্ষ করিয়া (পূর্ব্বোক্ত অনুমানে কেবল অব্যক্তকেই পক্ষ করা হইয়াছিল) অন্বয়ে দৃষ্টান্ত অসম্ভব বিধায় "ত্রৈগুণ্যাৎ" এই হেতুটাকে অবীত অর্থাৎ কেবলব্যতিরেকী বলিতে হইবে।

যাহা হউক, অব্যক্ত নামে কোন পদার্থ থাকিলে তাহাতে অবিবেকিত্বাদি ধর্ম্মের সিদ্ধি করিতে পারা যায়, এখন পর্য্যন্ত অব্যক্তেরই সিদ্ধি হয় নাই, তবে কিরূপে তাহাতে অবিবেকিত্বাদির সিদ্ধি হইবে? এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন,—কার্য্যটী কারণের গুণাত্মক হয়, অর্থাৎ কারণের গুণ হইতেই গুণ লাভ করে। অভিপ্রায় এইরূপ —কার্য্যটী কারণ-গুণাত্মক অর্থাৎ কারণে যেরূপ গুণ থাকে, তাদৃশ গুণবিশিষ্ট দেখা যায়, যেমন, সূত্রসকলের যেমন শুক্লাদি গুণ, বস্ত্রেরও সেইরূপ হয়, তদ্রূপ সুখ-দুঃখ মোহাত্মক মহদাদি কার্য্যের এমন কোন কারণ থাকা আবশ্যক, যাহাতে সুখ-দুঃখ মোহ আছে, যে কারণে তাদৃশ সুখাদি ধর্ম্ম আছে, সেইটী মূল-প্রকৃতিরূপ অব্যক্ত, ইহা স্থির হইল ।। ১৪ ।।

মন্তব্য ।। দ্বি-শব্দে দ্বিত্ব-সংখ্যাবিশিষ্ট সংখ্যেয়দ্বয় বুঝায়, দুইটী পদার্থে দ্বিত্বনামক একটী সংখ্যা থাকে, দ্বিত্ব একটী সংখ্যা ও একত্ব একটী সংখ্যা, এই সংখ্যাদ্বয়ের দ্বিত্ব বুঝাইতে "দ্ব্যেকয়োঃ" এ স্থলে দ্বিবচন হইয়াছে। সংখ্যাটী সুপ্‌ বা তিঙ্‌ বিভক্তির অর্থ, প্রকৃতির অর্থ নহে। এক-বচনাদি শব্দস্থলেও একত্বং বক্তীত্যেক-বচনং, দ্বিতং বক্তীতি দ্বি-বচনং, বহুত্বং বক্তীতি বহু-বচনং এইরূপ বুঝিতে হইবে।

কেবল অব্যক্তটীকে পক্ষ করিয়া ত্রৈগুণ্য হেতু দ্বারা তাহাতে অবিবেকিত্বাদি সাধ্যের সিদ্ধি করিতে হইলে অন্বয়ে দৃষ্টান্ত ঘটপটাদি হইতে পারে, "অব্যক্তং অবিবেকিত্বাদিমৎ, ত্রৈগুণ্যাৎ, যদ্‌যৎ ত্রৈগুণ্যবৎ তত্তদবিবেকিত্বাদিমৎ যথা ঘটাদি" এইরূপে অন্বয়ে অনুমানের দৃষ্টান্ত হইতে পারে, কিন্তু, ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়কে পক্ষ করিলে অন্বয়ে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, সুতরাং কেবল-ব্যতিরেকী অবীত অনুমানই করিতে হয়। ("ব্যক্তাব্যক্তে অবিবেকিত্বাদিমতী, ত্রৈগুণ্যাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা পুরুষঃ") ইত্যাদি অনুমানে হেতু সাধ্যের সাহচর্য্য থাকে না, কেবল সাধ্যের অভাবে হেতুর অভাব হয়।

কার্য্যে যে যে গুণ থাকে, কারণেও তাহা অবশ্যই থাকা আবশ্যক, নতুবা কার্য্যে সেই সেই গুণ জন্মিতে পারে না, কারণের গুণই কার্য্যে গুণ জন্মায়, "কারণগুণাঃ কার্য্য-গুণানারভন্তে।" মহদাদি কার্য্যে সুখ-দুঃখ-মোহ গুণ

(ধর্ম) আছে, অতএব উহাদের এমন একটী মূল কারণ থাকা আবশ্যক, যাহাতে সুখ-দুঃখাদি সমস্ত গুণ অস্ফুটভাবে থাকে, সেই কারণটীই প্রধান অর্থাৎ পরম অব্যক্ত। সাংখ্যমতে কার্য্য ও কারণের ন্যায় গুণ ও গুণীর (দ্রব্যের) অভেদ সম্বন্ধ, ন্যায়মতের সমবায় নহে, এই নিমিত্তই গুণবিশিষ্ট না বলিয়া গুণাত্মক বলা হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

কৌমুদী ॥ স্যাদেতৎ, ব্যক্তাদ্‌ব্যক্তমুৎপদ্যতে ইতি কণভক্ষাক্ষ চরণ-তনয়াঃ, পরমাণবো হি ব্যক্তা স্তৈর্দ্ব্যণুকাদি-ক্রমেণ পৃথিব্যাদি-লক্ষণং কার্য্যং ব্যক্তমারভ্যতে, পৃথিব্যাদিষুচ কারণ-গুণ-ক্রমেণ রূপাদ্যুৎপত্তিঃ, তস্মাদ্ ব্যক্তাদ্ ব্যক্তস্য তদ্‌গুণস্য চোৎপত্তেঃ কৃতমব্যক্তে না দৃষ্টচরেণেত্যত আহ।

অনুবাদ ॥ যাহা হউক, কণাদ ও গৌতমের পুত্রগণ অর্থাৎ ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রব্যবসায়ীরা বলিয়া থাকেন, "ব্যক্ত হইতে ব্যক্ত উৎপন্ন হয়। পরমাণুসকল ব্যক্ত, উহা হইতে দ্ব্যণুক (দুইটী পরমাণু) আদি দ্বিতীয়বার উৎপত্তি হইতে হইতে স্থূল পৃথিব্যাদিরূপে ব্যক্তকার্য্যের উৎপত্তি হয়। পৃথিব্যাদিতে কারণের গুণ অনুসারে অর্থাৎ কারণে যে যে গুণ থাকে, তদনুসারে রূপাদির উৎপত্তি হয়। অতএব ব্যক্ত হইতে ব্যক্ত ও ব্যক্তগুণের সম্ভব হইলে, যাহা কখন জানা যায় না, এরূপ একটী নূতনভাবে অব্যক্তের কল্পনার আবশ্যক কি? এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন।

মন্তব্য ॥ কেবল কার্য্যের গুণোৎপত্তির অনুরোধে প্রধানের কল্পনা হইতেছে, এই ছিদ্রটুকু অনুসন্ধান করিয়া নৈয়ায়িক বলিতে পারেন, সেরূপ হইলে পরমাণু দ্বারাই চলিতে পারে, কিন্তু সেরূপ নহে, প্রধান স্বীকারে অন্য যুক্তি আছে, তাহা দেখান যাইতেছে।

কারিকা ॥
ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণ-কার্য্য-বিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা ॥ ভেদানাং (বিশেষাণাং মহদাদীনাং ক্ষিত্যন্তানাং, অব্যক্তং কারণ মস্তীতি পরেণ অন্বয়ঃ, এবমুত্তরত্রাপি, কুত?) পরিমাণাৎ (পরিচ্ছিন্নত্বাৎ,

পরিমিতাহি ঘটাদয়ঃ অব্যক্ত-কারণকা ভবন্তি) সমন্বয়াৎ (সুখ-দুঃখ-মোহ-সমনুগমাৎ, সুখাদি-সমনুগতৈ র্মহদাদিভিঃ সুখাদি-স্বভাবাব্যক্ত-কারণকৈ র্ভবিতব্যং) শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ (কার্য্যানাগততা-রূপায়ঃ কারণ-শক্তেঃ কার্য্যোৎপাদাৎ, মহদাদিকং অনভিব্যক্তং সৎ যত্রাস্তি, যতশ্চ প্রাদুর্ভবতি, তদব্যক্তমিত্যর্থঃ) বৈশ্বরূপ্যস্য কারণ-কার্য্য-বিভাগাদবিভাগাৎ (বৈশ্বরূপ্যস্য বিচিত্রস্য কার্য্যবর্গস্য কারণা দ্বিভাগাদবিভাগাচ্চ, সদেব হি কার্য্যং কারণান্নিঃসরৎ বিভক্তমিত্যুচ্যতে, নিবিশমানঞ্চ কারণে অবিভক্তমিতিচ, মহদাদিকং যতো বিভজ্যতে, যস্মিংশ্চ প্রলীয়তে তদব্যক্তমিতি) ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য ॥ মহদাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত কার্য্য সকলের মূল কারণ অব্যক্ত আছে, কেন না, উহারা পরিমিত, যাহারা পরিমিত, তাহাদের অব্যক্ত কারণ আছে, যেমন পরিমিত ঘটাদির অব্যক্ত কারণ মৃৎপিণ্ডাদি। মহদাদি সুখ-দুঃখ-মোহ সমনুগত, অতএব উহাদের সুখাদি স্বভাব অব্যক্ত কারণ আছে। যে কারণে অব্যক্তভাবে কার্য্য থাকে, সেই কারণ হইতেই কার্য্য জন্মে, মহদাদি সৎকার্য্য-সকল যাহাতে অনভিব্যক্তভাবে থাকিয়া আবির্ভূত হয়, সেইটী পরম অব্যক্ত। কার্য্যসকলের স্ব স্ব কারণ হইতে বিভাগ ও অবিভাগ উভয়ই দেখা যায়, যে সময় কারণ হইতে কার্য্য নিঃসৃত হয়, তখন বিভক্ত বলিয়া ব্যবহার হয়, এবং যখন কারণে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ কারণে লীন হয়, তখন অবিভক্ত বলিয়া ব্যবহার হয়। মহদাদি কার্য্য যে কারণ হইতে উক্ত ভাবে বিভক্ত হয়, এবং যাহাতে লীন হইয়া অবিভক্ত হয়, সেইটী পরম অব্যক্ত প্রধান ॥ ১৫ ॥

কৌমুদী ॥ ভেদানাং বিশেষাণাং মহদাদীনাং ভূম্যন্তানাং কার্য্যাণাং কারণং মূলকারণমস্ত্যব্যক্তং, কুতঃ? কারণ-কার্য্য-বিভাগাৎ অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্য, কারণে সৎ কার্য্যমিতি স্থিতং, তথাচ যথা কূর্ম্ম-শরীরে সন্ত্যে বাঙ্গানি নিঃসরন্তি বিভজ্যন্তে ইদং কূর্ম্ম-শরীরং এতান্যস্যাঙ্গানীতি, এবং নিবিশমানানি তস্মিন অব্যক্তী-ভবন্তি এবং কারণাৎ মৃৎপিণ্ডাৎ হেমপিণ্ডাদ্বা কার্য্যানি ঘট-কুণ্ডল-মুকুটাদীনি সন্ত্যেবাবির্ভবন্তি বিভজ্যন্তে, সন্ত্যেব চ পৃথিব্যাদীনি কারণাৎ তন্মাত্রাদাবির্ভবন্তি বিভজ্যন্তে, সন্ত্যেব চ তন্মাত্রাণি অহঙ্কারাৎ কারণাৎ, সন্নেবাহঙ্কারঃ কারণাৎ মহতঃ, সন্নেব চ মহান্ পরমাব্যক্তাদিতি।

সোহয়ং কারণাৎ পরমাব্যক্তাৎ সাক্ষাৎ পারম্পর্য্যেণান্বিতস্য বিশ্বস্য কার্য্যস্য বিভাগঃ। প্রতিসর্গে তু মৃৎপিণ্ডং হেমপিণ্ডং বা ঘট-কুণ্ডল-মুকুটাদয়ো বিশন্তোঽব্যক্তী ভবন্তি, তৎকারণরূপ মেবানভিব্যক্তং কার্য্যমপেক্ষ্যা বক্তং ভবতি। এবং পৃথিব্যাদয় স্তন্মাত্রাণি বিশন্তঃ স্বাপেক্ষয়া তন্মত্রাণ্যব্যক্তয়ন্তি, এবং তন্মাত্রাণি অহঙ্কারং বিশন্তি অহঙ্কারমব্যক্তয়ন্তি, এবমহঙ্কারো মহান্তমাবিশন্মহান্তমব্যক্তয়তি, মহান্ প্রকৃতিং স্বকারণং বিশন্ প্রকৃতিমব্যক্তয়তি, প্রকৃতেস্তু ন কচিন্নিবেশ ইতি সা সর্ব্বকার্য্যাণামব্যক্তমেব। সোহয়মবিভাগঃ প্রকৃতৌ বৈশ্বরূপ্যস্য নানারূপস্য কার্য্যস্য, স্বার্থিকঃ ষ্যঞ্। তস্মাৎ কারণে কার্য্যস্য সত এব বিভাগাবিভাগাভ্যামব্যক্তং কারণমস্তীতি।

ইতশ্চ অব্যক্তমস্তীত্যাহ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ, কারণ-শক্তিতঃ কার্য্যং প্রবর্ত্ততে ইতি সিদ্ধং, অশক্তাৎ কারণাৎ কার্য্যানুৎপত্তেঃ, শক্তিশ্চ কারণগতা ন কার্য্যস্যাব্যক্তত্বাদন্যা, ন হি সৎকার্য্যপক্ষে কার্য্যস্যা-ব্যক্ততায়া অন্যস্যাং শক্তাবস্তি প্রমাণং। অয়মেবহি সিকতাভ্যস্তিলানাং তৈলোপাদানানাং ভেদো যদেতেম্বেব তৈলমস্ত্যনাগতাবস্থং ন সিকতাস্বিতি।

স্যাদেতং, শক্তিতঃ, প্রবৃত্তিঃ কারণ-কার্য্য-বিভাগাবিভাগৌচ মহত এব পরমাব্যক্তত্বং সাধয়িষ্যত ইতি কৃতং ততঃ পরেণাব্যক্তেনেত্যত আহ পরিমাণাৎ পরিমিতত্বাৎ অব্যাপকত্বাদিতি যাবৎ, বিবাদাধ্যাসিতা মহদাদি-ভেদা অব্যক্ত-কারণবন্তঃ পরিমিতত্বাৎ ঘটাদিবৎ, ঘটাদয়ো হি পরিমিতা মৃদাদ্যব্যক্ত-কারণকা দৃষ্টাঃ, উক্ত মেতদ্ যথা কার্য্যস্যব্যক্তাবস্থা কারণ মেবেতি। যন্মহতঃ কারণং তৎ পরমব্যক্তং ; ততঃ পরতরাব্যক্ত-কল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ।

ইতশ্চ বিবাদাধ্যাসিতা ভেদা অব্যক্ত-কারণবন্তঃ সমন্বয়াৎ, ভিন্নানাং সমানরূপতা সমন্বয়ঃ ; সুখ-দুঃখ-মোহ-সমন্বিতা হি বুদ্ধ্যাদয়োঽ-ধ্যবসায়াদি-লক্ষণাঃ প্রতীয়ন্তে ; যানি চ যদ্রূপ-সমনুগতানি তানি

তৎস্বভাবাব্যক্ত-কারণকানি যথা মৃদ্ধেমপিণ্ড-সমানুগতা ঘটমুকুটাদয়ো মৃদ্ধেমপিণ্ডাব্যক্ত-কারণকা ইতি কারণমস্ত্যব্যক্তং ভেদানামিতি সিদ্ধম ॥ ১৫

অনুবাদ ॥ ভেদ অর্থাৎ বিশেষ (ব্যক্ত, স্ফুট) মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত ত্রয়োবিংশতি প্রকার কার্য্যসকলের অব্যক্ত নামক মূল কারণ আছে, কেন না, ঘটাদি নানাবিধ কার্য্যবর্গের কারণের সহিত বিভাগ ও অবিভাগ উভয়ই আছে। (উৎপত্তির পূর্ব্বে) কারণে কার্য্য থাকে এইরূপই নিয়ম, অতএব যেমন (মস্তকাদি) অবয়ব সমুদায় কূর্ম্ম-শরীরে থাকিয়াই নিঃসৃত হইতেছে, এমত অবস্থায় বিভক্ত বলিয়া ব্যবহার হয়, "এইটী কূর্ম্মের শরীর, এই সমস্ত উহার অবয়ব।" এইরূপে কূর্ম্মের অবয়ব সকল কূর্ম্ম-শরীরে প্রবেশ করতঃ তাহাতে অব্যক্ত হয়, (তখন কূর্ম্ম-শরীর হইতে উহার মস্তকাদি অবয়বকে বিভক্তভাবে দেখা যায় না), এইরূপ ঘট, কুণ্ডল ও মুকুটাদি কার্য্যসকল মৃৎপিণ্ড বা সুবর্ণখণ্ডরূপ কারণে থাকিয়াই উহা হইতে আবির্ভূত হয় বলিয়া বিভক্তরূপে ব্যবহার হয়। ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতও গন্ধাদি তন্মাত্রে (পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি) থাকিয়াই উহা হইতে আবির্ভূত হইয়া বিভক্ত হয়। পঞ্চতন্মাত্র স্বকারণ অহঙ্কারে থাকিয়াই আবির্ভূত হইলে বিভক্ত ব্যবহার হয়। অহঙ্কার স্বকারণ মহত্তত্ত্বে থাকিয়াই আবির্ভূত হইলে বিভক্ত ব্যবহার হয়। মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধির সমষ্টি) স্বকারণ পরম অব্যক্তে থাকিয়াই আবির্ভূত হইলে বিভক্ত ব্যবহার হয়। এইরূপে সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে (মূল কারণ প্রধানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহত্তত্ত্ব ও পরম্পরায় অহঙ্কার প্রভৃতি থাকে) অবস্থিত কার্য্যসকলের বিভাগ হইয়া থাকে। প্রলয়কালে (বিনাশ অবস্থাকেই প্রলয় বলে, সৃষ্টির বিপরীত ক্রমে প্রলয় হয়। অনুলোমে সৃষ্টি, প্রতিলোমে প্রলয়) ঘট-কুণ্ডল-মুকুটাদি কার্য্য মৃৎপিণ্ড বা সুবর্ণখণ্ডরূপ কারণে প্রবেশ করিয়া অব্যক্ত হয়, (কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া কারণটী অব্যক্ত, কারণকে অপেক্ষা করিয়া কার্য্যটী ব্যক্ত, কারণটী কার্য্যরূপে ব্যক্ত হয়, কার্য্যটী কারণরূপে অব্যক্ত হয়) উক্ত কারণই অপরিস্ফুট (অনভিব্যক্ত) কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া অব্যক্ত হয়, অর্থাৎ ঘটমুকুটাদি কার্য্য নষ্ট হইয়া যখন মৃৎপিণ্ড বা সুবর্ণখণ্ডরূপে পরিণত হয়, তখন আর মৃৎপিণ্ডাদি কারণ ঘটাদি

কার্য্যরূপে ব্যক্ত থাকে না, সুতরাং তখন অব্যক্ত বলে। এইরূপে ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্ররূপ সূক্ষ্ম-ভূতে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে অপেক্ষা করিয়া তন্মাত্রকে অব্যক্ত করে (তন্মাত্র মহাভূত অপেক্ষায় অব্যক্ত এবং অহঙ্কার অপেক্ষায় ব্যক্ত)। এইরূপে তন্মাত্র পঞ্চক অহঙ্কারে প্রবেশ করিয়া অহঙ্কারকে অব্যক্ত করে (তন্মাত্র অপেক্ষা করিয়া অহঙ্কার অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা করিয়া ব্যক্ত)। এইরূপ অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে প্রবেশ করিয়া মহত্তত্ত্বকে অব্যক্ত করে (অহঙ্কার অপেক্ষায় মহত্তত্ত্ব অব্যক্ত, প্রধান অপেক্ষায় ব্যক্ত) মহত্তত্ত্ব নিজের কারণ মূল প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া উহাকে অব্যক্ত করে। প্রদর্শিতভাবে প্রকৃতির কোন স্থানে প্রবেশ নাই, সুতরাং সকল কার্য্য অপেক্ষা করিয়া উহা কেবল অব্যক্তই (কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া ব্যক্ত নহে)। মূল প্রকৃতিতে এই ভাবে নানাবিধ কার্য্যবর্গের (বৈশ্বরূপ্যের) অবিভাগ হইয়া থাকে। বিশ্বরূপ শব্দের উত্তর স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় করিয়া বৈশ্বরূপ্য শব্দটী হইয়াছে, (বিশ্ব শব্দে নানা বুঝায়)। অতএব কারণে বর্ত্তমান থাকিয়াই কার্য্যের বিভাগ ও অবিভাগ হয় বলিয়াই মূল কারণ পরম অব্যক্ত আছে ইহা বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে মহদাদি কার্য্য যাহাতে অনভিব্যক্তভাবে থাকিয়া সৃষ্টিকালে যাহা হইতে আবির্ভূত হইলে বিভক্ত বলিয়া কথিত হয় এবং প্রলয় কালে যাহাতে অব্যক্তরূপে লীন হয়, সেইটী পরম অব্যক্ত মূল প্রকৃতি।

পরম অব্যক্ত আছে এ সম্বন্ধে আরও হেতু আছে,—কারণের শক্তি হইতেই কার্য্যের প্রবৃত্তি অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, কেন না, কার্য্যের অনুকূল শক্তি রহিত কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, কারণে কার্য্যের অব্যক্ত অবস্থার অতিরিক্ত কোন শক্তি নাই, কেন না, সৎকার্য্যবাদীর মতে (যাঁহারা উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যকে সৎ বলিয়া স্বীকার করেন) কার্য্যের অব্যক্ত অবস্থা হইতে পৃথক শক্তি নামক পদার্থে কোন প্রমাণ নাই। (শক্তি না থাকিলে তিল হইতে তৈল জন্মে, বালুকা হইতে তৈল না জন্মিবার কারণ কি? এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইতেছে বালুকারাশি হইতে তৈলের কারণ তিলসকলের এইটুকু ভেদ যে, তিল সকলেই অব্যক্তভাবে তৈল থাকে, বালুকায় থাকে না।

যাহা হউক, কারণের শক্তি হইতে কার্য্যের উৎপত্তি অথবা কার্য্য কারণের বিভাগ ও অবিভাগ, ইহারা মহত্তত্ত্বেরই পরম অব্যক্ততা সিদ্ধি করুক্, অর্থাৎ উক্ত কারণ বশতঃ সেই পরম অব্যক্তটী মহত্তত্ত্বই হউক, উহা হইতে অতিরিক্ত

অব্যক্তের প্রয়োজন কি ? (মহত্তত্ত্বই মূল কারণ হউক্ না কেন ?) এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন,—মহদাদি পরিমিত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, (সকল পরিণামীকে ব্যাপিয়া থাকে না), বিবাদের বিষয় মহদাদি বিশেষ অব্যক্ত-কারণ বিশিষ্ট, কেন না, ঘটাদির ন্যায় উহারা পরিমিত অর্থাৎ অব্যাপক, পরিচ্ছিন্ন ঘটাদির অব্যক্ত কারণ (মৃৎপিণ্ডাদি) আছে, এরূপ দেখা গিয়া থাকে। "কার্য্যের অব্যক্ত অবস্থা কারণই" এ কথা বলা হইয়াছে। মহত্তত্ত্বের যেটী কারণ সেইটী পরম অব্যক্ত (মহত্তত্ত্ব পরমাব্যক্ত নহে, মহত্তত্ত্ব পরিচ্ছিন্ন), উক্ত পরম অব্যক্তের কারণ-রূপে আর একটী অব্যক্তের কল্পনায় কোন প্রমাণ নাই, (সেরূপ হইলে তাহার কারণ অব্যক্ত, তাহার কারণ অব্যক্ত, এই ভাবে অনবস্থা হয়)।

বিবাদের বিষয় মহদাদি-বিশেষের অব্যক্ত কারণ আছে, এ বিষয়ে আর একটী প্রমাণ সমন্বয় অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও মোহের সমনুগম, বিভিন্ন বিষয়ের একত্র মিলিত হওয়াকে (সমানাকার ভাবে) সমন্বয় বলে। অধ্যবসায়াদি (নিশ্চয়াদি) ধর্ম্ম বিশিষ্ট বুদ্ধ্যাদি সুখ-দুঃখ-মোহ-সমনুগত, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির নিশ্চয়াদি বৃত্তিতে সুখ দুঃখ ও মোহের আভাস পাওয়া যায়, কোন বৃত্তিটী সুখের, কোনটী দুঃখের, কোনটী বা মোহের কারণ, এরূপ দেখা যায়। যাহারা যে রূপের দ্বারা সমনুগত হয়, অর্থাৎ যাহাতে যে যে বিষয়ের অনুবৃত্তি থাকে, তাহারা সেই স্বভাবের অব্যক্ত কারণ-বিশিষ্ট হয়, এরূপ দেখা যায়, যেমন ঘট-মুকুটাদি কার্য্যে মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদির জ্ঞান (মৃদ্‌ঘটঃ, সুবর্ণ-কুণ্ডলম্) হয়, উক্ত ঘট-মুকুটাদি কার্য্য মৃত্তিকা সুবর্ণাদি অব্যক্ত কারণ হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ অব্যক্ত মৃত্তিকা হইতে ঘট জন্মে বলিয়া ঘটে মৃত্তিকা জ্ঞান হয়, অব্যক্ত সুবর্ণ হইতে ব্যক্ত মুকুট জন্মে বলিয়া উহাতে সুবর্ণ জ্ঞান হয়, তদ্রূপ অব্যক্ত সুখ-দুঃখ মোহ-স্বভাব প্রধান হইতে মহদাদি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া উহাতে সুখ-দুঃখাদির অনুভব হয় এরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব স্থির হইল, "মহদাদি বিশেষের অব্যক্ত কারণ আছে ॥ ১৫ ॥

মন্তব্য ॥ এই কারিকার বিষয় সমস্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারিকায় অনেক স্থানে বলা গিয়াছে। নৈয়ায়িকের পরমাণু হইতে সাংখ্যের গুণত্রয়ের বিশেষ এই — পরমাণুতে রূপাদি আছে, গুণত্রয়ে নাই, ন্যায়ের পরমাণু স্থানে সাংখ্যের তন্মাত্র বলা যাইতে পারে। কার্য্যবর্গের কেবল রূপাদি ধর্ম্ম লাভের নিমিত্ত প্রধানের কল্পনা, এরূপ নহে, কিন্তু মহদাদি কার্য্যবর্গ উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহাতে অব্যক্ত-

ভাবে থাকে, এবং যাহা হইতে আবির্ভূত হয় মাত্র, সেইটী প্রধান, এতাদৃশ প্রধানের কার্য্য পরমাণু বা ব্রহ্ম হইতে সম্পন্ন হয় না।

ন্যায়ের প্রাগভাব, মীমাংসার শক্তি ও সাংখ্যের কার্য্যের অনাগত অবস্থা, ইহারা একই প্রয়োজন সিদ্ধি করে। যেরূপ কারণে কার্য্যের প্রাগভাব, বা শক্তি, অথবা অনাগতাবস্থা থাকে অর্থাৎ অনাগতাবস্থ কার্য্য থাকে, সেই কারণ হইতেই কার্য্য জন্মে, এইরূপ নিয়ম।

কারণকে অপেক্ষা করিয়া কার্য্যটী ব্যক্ত হয়, মূল কারণ প্রধান কেবল অব্যক্ত, উহার আর কারণ নাই, থাকিলে সেই কারণ অপেক্ষা করিয়া ব্যক্ত হইতে পারিত, এই নিমিত্তই প্রধানকে পরম অব্যক্ত বলে। এইরূপে অন্ত্যাবয়বী অর্থাৎ যেটী আর কাহারও অবয়ব নহে, উহাকে কেবল ব্যক্ত বলা যাইতে পারে।

মহদাদির অব্যক্ত কারণ আছে কি না, ইত্যাদিরূপে বাদী ও প্রতিবাদীর বিবাদ হয়, এই নিমিত্ত ওরূপ স্থলে অনুমানের পক্ষটীকে বিবাদগোচর, বিবাদ বিষয়, বিবাদাধ্যাসিত, বিপ্রতিপত্তি-গোচর ইত্যাদি নানাভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

কৌমুদী ॥ অব্যক্তং সাধয়িত্বা অস্য প্রবৃত্তি-প্রকার মাহ।

অনুবাদ ॥ অব্যক্ত অর্থাৎ মূল কারণ প্রধানের সিদ্ধি করিয়া কিরূপে উহার প্রবৃত্তি অর্থাৎ পরিণাম-ব্যাপার হয়, তাহা বলিতেছেন।

কারিকা ॥

কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদায়াচ্চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতি-প্রতি-গুণাশ্রয়-বিশেষাৎ ॥১৬॥

ব্যাখ্যা ॥ কারণং অব্যক্তং অস্তি (মূলকারণং প্রধানং বিদ্যতে, ইতি পূর্ব্ব-কারিকায়া মন্বয়ঃ, তৎ) ত্রিগুণতঃ (গুণত্রয়-রূপেণ সদৃশ-পরিণামেন, প্রলয়কালে সত্ত্বং সত্ত্বরূপতয়া, রজঃ রজোরূপতয়া, তমশ্চ তমোরূপতয়া) প্রতি প্রতি-গুণাশ্রয় বিশেষাৎ (প্রাধান্যেন একৈকগুণালম্বনাৎ যো বিশেষঃ বৈচিত্র্যং তস্মাৎ) সলিলবৎ (সলিলমিব, একরসমপি মেঘমুক্ত মুদকং যথা তত্তৎ স্থানযোগাৎ নারিকেলাদি-নানাফল-রসতয়া পরিণামাৎ মধুরাদিভাবেন ভিদ্যতে তদ্বৎ) পরিণামতঃ (অন্যথাভাবাৎ) সমুদায়াচ্চ প্রবর্ত্ততে (সমেত্য মিলিত্বা

উদয়ঃ সমুদয়ঃ, গুণত্রয়মঙ্গাঙ্গী-ভাবেন সমেত্য মহদাদি-রূপতয়া পরিণমতে, এতচ্চ সৃষ্টিকালে)॥ ১৬॥

তাৎপর্য্য॥ অব্যক্ত কারণ প্রলয়কালে সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে, তমঃ তমোরূপে সদৃশরূপে পরিণত হয়। সৃষ্টিকালে জীবের অদৃষ্টবশতঃ সত্ত্বাদির এক একটীর আবির্ভাব হয়, অপর দুইটী সহকারীরূপে কার্য্য করে, এইরূপে একরূপ কারণ হইতেও বিচিত্র কার্য্যবর্গের উৎপত্তি হয়। বৃষ্টির জল মধুর রস থাকে, স্থানবিশেষে পতিত হইয়া নারিকেল প্রভৃতি নানা ফলের রসরূপে মধুর অম্লাদি বিবিধ রস ধারণ করে, একরূপ জল হইতে নানা রসের উৎপত্তির ন্যায় একবিধ মূলকারণ প্রধান হইতে সত্ত্বাদি-প্রধান বিচিত্রকার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে॥ ১৬॥

কৌমুদী॥ প্রতিসর্গাবস্থায়াং সত্ত্বঞ্চ রজশ্চ তমশ্চ সদৃশ-পরিণামানি ভবন্তি, পরিণাম-স্বভাবা হি গুণা না পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে। তস্মাৎ সত্ত্বং সত্ত্বরূপতয়া, রজঃ রজোরূপতয়া, তমস্তমোরূপতয়া প্রতিসর্গাবস্থায়ামপি প্রবর্ত্ততে, তদিদমুক্তং ত্রিগুণত ইতি।

প্রবৃত্ত্যন্তর মাহ সমুদয়াচ্চ সমেত্যোদয়ঃ সমুদয়ঃ সমবায়ঃ। সচ গুণানং ন গুণ-প্রধান-ভাবমন্তরেণ সম্ভবতি, ন গুণ-প্রধান-ভাবো বৈষম্যং বিনা, নচ বৈষম্যমুপমর্দ্দ্যোপমর্দ্দক-ভাবা দৃতে ইতি মহদাদিভাবেন প্রবৃত্তির্দ্বিতীয়া। স্যাদেতৎ, কথমেকরূপাণাং গুণানামনেকরূপা প্রবৃত্তিরিত্যত আহ পরিণামতঃ সলিলবৎ, যথাহি বারিদবিমুক্তমুদকমেকরসমপি তত্তদ্ভূ-বিকারা নাসাদ্য নারিকেল-তালী-বিল্ব-চিরবিল্ব-তিন্দুকামলক-কপিত্থ-ফল-রসতয়া পরিণামাৎ মধুরাম্ল-লবন-তিক্ত-কটু-কষায়তয়া বিকল্পতে, এবমেকৈকগুণ-সমুদ্ভবাৎ প্রধানং গুণমাশ্রিত্য অপ্রধানগুণাঃ পরিণাম-ভেদান্ প্রবর্ত্তয়ন্তি, তদিদমুক্তং প্রতি-প্রতি-গুণাশ্রয়বিশেষাৎ, একৈকগুণাশ্রয়েণ যো বিশেষস্তস্মাদিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

অনুবাদ॥ প্রলয়কালে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ তুল্যাকারে (সদৃশরূপে) পরিণত হয়, কেন না, গুণ সকলের স্বভাব পরিণাম অর্থাৎ অন্যথাভাব, উহারা ক্ষণকালও অপরিণত থাকিতে পারে না। অতএব সত্ত্বগুণ সত্ত্বরূপে, রজোগুণ রজোরূপে ও তমোগুণ তমোরূপে প্রলয়কালেও পরিণত হয়, "ত্রিগুণতঃ" পদ দ্বারা এই কথাই বলা হইয়াছে।

গুণত্রয়ের অন্যরূপে প্রবৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার বলিতেছেন,—উহারা একত্র মিলিত হইয়া উদয় হয়, অর্থাৎ গুণত্রয় মিলিত হইয়া মহদাদি এক একটী কার্য্য জন্মায়। মিলিত হইয়া আবির্ভাবের নাম সমুদায় অর্থাৎ সমবায় (সংহতি, মেলন)। গুণত্রয়ের উক্ত সমুদায়টী গুণ-প্রধানভাব অর্থাৎ একটীকে প্রধান করিয়া অপর দুইটী তাহার অনুসরণ করা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। গুণ প্রধানভাবটীও বৈষম্য অর্থাৎ ন্যূনাতিরেকতা ব্যতিরেকে হয় না। বৈষম্যটীও উপমর্দ্দ্য উপমর্দ্দকভাব অর্থাৎ অপর দুইটীকে হীনবল করিয়া স্বয়ং প্রবল হওয়া ব্যতিরেকে হইতে পারে না, অতএব মহদাদিভাবে পরিণাম আর একটী (প্রথমটী প্রলয়কালে ত্রিগুণ অর্থাৎ প্রধানরূপে সদৃশ পরিণাম, দ্বিতীয়টী সৃষ্টিকালে মহদাদিরূপে বিসদৃশ পরিণাম)। যাহা হউক, একবিধ কারণ প্রধানের নানাবিধ প্রবৃত্তি অর্থাৎ বিচিত্র কার্য্যরূপে পরিণাম কিরূপে হয়? এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন,—সলিলের ন্যায় পরিণামবশতঃ ওরূপ হইয়া থাকে, যেমন মেঘমুক্ত জল এক রস (শাস্ত্রকারগণ জলের স্বাভাবিক মধুর রস স্বীকার করেন) হইয়াও তত্তৎ স্থান (নারিকেলাদির বন) প্রাপ্ত হইয়া নারিকেল, তাল, বিল্ব, চিরবিল্ব (করঞ্জ), তিন্দুক (গাব), আমলক (আমলা), প্রাচীনামলক (পানীয়ামলা) ও কপিত্থ (কদবেল) ফলের রসরূপে পরিণত হইয়া মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু (ঝাল) ও কষায়রূপ বিভিন্ন রসে পরিণত হয়, তদ্রূপ (জীবের অদৃষ্ট বশতঃ) এক একটী গুণের প্রধানরূপে আবির্ভাব হইলে উহাকে আশ্রয় করিয়া অপ্রধান গুণ সকল নানাবিধ পরিণাম অর্থাৎ মহদাদি কার্য্য উৎপাদন করে, "প্রতি-প্রতি-গুণাশ্রয়-বিশেষাৎ" কথা দ্বারা এই কথাই বলা হইয়াছে,—এক একটী প্রধান গুণকে আশ্রয় অর্থাৎ অবলম্বন করায় যে বিশেষ অর্থাৎ বিচিত্রতা জন্মে, উহা দ্বারাই বিচিত্র পরিণাম হইয়া থাকে॥ ১৬॥

মন্তব্য॥ "চলং হি গুণ বৃত্তং" গুণত্রয়ের স্বভাব চঞ্চলতা অর্থাৎ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন, সুতরাং প্রলয়কালে কার্য্যরূপে বিসদৃশভাবে পরিণত হইতে না পারিলেও নিজ নিজ রূপে পরিণত হয়, ইহাকেই সাম্যাবস্থায় সদৃশ পরিণাম বলে। সদৃশ পরিণাম স্বীকার করিলে "পুরুষেরও পরিণাম হউক" অর্থাৎ গুণত্রয় যেমন প্রলয়কালে নিজ নিজ রূপে পরিণত হয়, পুরুষ সকলও ঐরূপ আপন আপন রূপে পরিণত না হয় কেন? এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই, গুণের ন্যায় পুরুষ সকলের সদৃশ পরিণাম হইতে পারে না, কারণ, একটী অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা পাওয়াকেই পরিণাম বলে, গুণত্রয় সৃষ্টিকালে বৈষম্য অবস্থায় বিসদৃশ পরিণামে মহদাদিভাবে থাকে, সুতরাং ঐ বৈষম্য অবস্থা হইতে প্রলয়-কালে সাম্যাবস্থা বশতঃ সদৃশ পরিণামের সম্ভব, পুরুষের কোন কালেই অবস্থান্তর নাই, "শালগ্রামের শোয়া বসা" চিরকালই সমান, অতএব পুরুষ সকলের বিসদৃশ অবস্থা না পাওয়ায় সদৃশ অবস্থাও হইতে পারে না, সদৃশটী বিসদৃশকে অপেক্ষা করে।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রলয় হয়, তখন তিনটীই সমবল থাকে, জীবগণের অদৃষ্টবশতঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে এক একটীর আবির্ভাব হয়, তখন অন্য দুইটী হীনবল হইয়া যায়, এইরূপে বৈষম্য বশতঃ মহদাদির সৃষ্টি হয়। উক্ত বৈষম্যটী নানাভাবে হইতে পারে, বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত এক একটী কার্য্যের উপাদান গুণত্রয়কে ষোল আনা বস্তু ধরা যাউক, উহার 'আট আনা সত্ত্ব, চারি আনা রজঃ ও দুই আনা তমঃ,' এইভাবে একরূপ বৈষম্য হয়। বার আনা সত্ত্ব, দুই আনা রজঃ ও দুই আনা তমঃ এইভাবে আর একরূপ বৈষম্য হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি রূপে অসংখ্য ভেদ হইতে পারে। গুণত্রয়েরও ঐরূপে বিবিধ বৈষম্য বশতঃ বিচিত্র জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং কেবল তিনটী গুণের সমষ্টিরূপ এক প্রধান হইতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি কিরূপে হয়? কারণে বৈচিত্র্য থাকিলেই কার্য্যে বৈচিত্র্য জন্মে, এ স্থলে কারণে বৈচিত্র্য নাই, এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে। সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ দেবগণের সৃষ্টি, সুতরাং উহারা প্রধানতঃ সুখভোগ করেন। রজোগুণের আধিক্যবশতঃ মনুষ্যের সৃষ্টি, সুতরাং উহারা প্রধানতঃ দুঃখভোগ করে। তমোগুণের আধিক্যবশতঃ পশু প্রভৃতির সৃষ্টি, সুতরাং উহারা সর্ব্বদা মোহজালে আচ্ছন্ন থাকে।

বৃষ্টির জল নারিকেলক্ষেত্রে পতিত হইয়া, ভূমির রসরূপে পরিণত হইলে,

নারিকেল বৃক্ষের মূল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, জল রসরূপে মধুর রসে পরিণত হয়, এইরূপ তেঁতুলের ক্ষেত্রে পতিত হইয়া অম্লরসে, মরীচক্ষেত্রে কটু রসে ইত্যাদি নানারসে পরিণত হয়, তদ্রূপ মূল কারণ একবিধ হইলেও, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরস্পর ন্যূনাধিকভাব বশতঃ বৈচিত্র্য হওয়ায় সৃষ্ট সংসারে কোনটী সত্ত্বপ্রধান, কোনটী রজঃপ্রধান এবং কোনটী বা তমঃপ্রধানরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলেন, "সত্ত্বাদি ব্যক্তি নানা, উহাদের সজাতীয় মেলনেই আধিক্য হইয়া সবল ভাব হইয়া থাকে।" কারিকায় "প্রতি-প্রতি" এ স্থলে বীপ্সাতে দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

কৌমুদী ॥ যে তু তৌষ্টিকাঃ অব্যক্তং বা, মহান্তং বা, অহঙ্কারং বা ইন্দ্রিয়াণি বা, ভূতানি বা, আত্মান মভিমন্যমানা স্তান্যেবোপাসতে তান্ প্রত্যাহ।

অনুবাদ ॥ যে সমস্ত তৌষ্টিকগণ (যাহাদের তুষ্টিই প্রয়োজন, বিষয়ভোগে ব্যাপৃত) প্রধান, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গণ অথবা সূক্ষ্ম ও স্থূল পঞ্চভূতকে আত্মা বলিয়া জানিয়া তাহাদেরই উপাসনা করে, তাহাদের প্রতি বলা যাইতেছে, অর্থাৎ জড়বর্গের অতিরিক্ত আত্মা আছে, ইহা প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

কারিকা ॥

সংঘাত-পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়া দধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। পুরুষঃ অস্তি (অব্যক্তাদি-বিলক্ষণ আত্মা বিদ্যতে, কুতঃ) সংঘাত-পরার্থত্বাৎ (সংঘাতানাং মিলিতানাং, পরার্থত্বাৎ পর-প্রয়োজন-সম্পাদকত্বাৎ, য এব হি পরঃ স আত্মেতি) ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ (ত্রিগুণানাং সুখ-দুঃখ-মোহানাং, আদি শব্দেন অবিবেক্যাদীনাং সংগ্রহঃ, তেষাং বিপর্য্যয়াৎ অভাবাৎ অসংহতঃ পুরুষ ইতি, সংহতত্বে পুরুষস্য ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়ো ন স্যাৎ) অধিষ্ঠানাৎ (সান্নিধ্যবিশেষাৎ, জড়ানাং হি বুদ্ধ্যাদীনাং প্রবৃত্তি শ্চেতনাধিষ্ঠানা-দেব ভবতি, সচাধিষ্ঠাতা পুরুষঃ) ভোক্তৃভাবাৎ (ভোক্তৃত্বাৎ, ভোক্তারন্তরেণ বুদ্ধ্যাদীনাং ভোগ্যত্বং ন সম্ভবতি, স চ ভোক্তা পুরুষঃ) কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ (মোক্ষলাভায় প্রবর্ত্তন্তে মহর্ষয়ঃ, সচ দুঃখাত্যন্ত-বিনাশরূপঃ, ন চ সুখ-দুঃখাদি-স্বভাবস্ত বুদ্ধ্যাদে স্তৎসম্ভবঃ স্বভাবস্ত যাবদ্দ্রব্য-ভাবিত্বাৎ, অতঃ অসুখাদ্যাত্মক-স্যৈব মোক্ষঃ সচ পুরুষ আত্মেতি) ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য ॥ সংঘাত অর্থাৎ পরস্পর মিলিত শয্যা আসনাদি পদার্থ সকল পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সাধন করে, সত্বাদি গুণত্রয়ের সংঘাতই বুদ্ধ্যাদি, অতএব উহারাও পরের প্রয়োজন সাধন করিবে, সেই পরটী অতিরিক্ত পুরুষ। পুরুষটী সংহত নহে, সেরূপ হইলে উহাতে ত্রিগুণাদির বিপর্য্যয় অর্থাৎ অত্রৈগুণ্য (সুখাদির অভাব) বিবেক ইত্যাদি থাকিতে পারিত না। চেতন সারথি প্রভৃতির অধিষ্ঠান অর্থাৎ সান্নিধ্য-বিশেষ বশতঃই অচেতন রথাদির প্রবৃত্তি দেখা যায়, বুদ্ধ্যাদি অচেতন, উহার কেহ অধিষ্ঠাতা আছে, সেইটী অতিরিক্ত পুরুষ। ভোক্তা ব্যতিরেকে ভোগ্য হয় না, বুদ্ধ্যাদি ভোগ্য অর্থাৎ উহাদের অনুভব হয়, যে অনুভব (ভোগ) করে, সেইটী অতিরিক্ত পুরুষ। মুক্তিলাভের নিমিত্ত শিষ্ট মহর্ষিগণ চেষ্টা করেন, দুঃখের অত্যন্ত বিনাশকেই মুক্তি বলে, বুদ্ধ্যাদিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত মোক্ষ সম্ভব হয় না, বুদ্ধ্যাদির স্বভাব সুখ-দুঃখাদি, স্বভাবটী চিরকালই থাকিয়া যায় অতএব এরূপ একটী অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিতে হইবে, যেটী সুখ-দুঃখাদি রহিত, সেই অতিরিক্ত আত্মাই নির্গুণ পুরুষ, উহারই আরোপিত সুখ-দুঃখাদি-ধর্ম্মের বিগম হইলে মুক্তি হয় ॥ ১৭ ॥

কৌমুদী ॥ পুরুষোঽস্তি অব্যক্তাদে র্ব্যতিরিক্তঃ, কুতঃ ? সংঘাত-পরার্থত্বাৎ, অব্যক্ত-মহদহঙ্কারাদয়ঃ পরার্থাঃ, সংঘাতত্বাৎ শয়নাসনাভ্যঙ্গাদিবৎ, সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতয়া অব্যক্তাদয়ঃ সর্ব্বে সংঘাতাঃ। স্যাদেতৎ, শয়নাসনাদয়ঃ সংঘাতাঃ সংঘাত-শরীরাদ্যর্থা দৃষ্টা, নতু আত্মানং ব্যক্তাব্যক্ত-ব্যতিরিক্তং প্রতি পরার্থাঃ, তস্মাৎ সংঘাতান্তর মেব পরং গময়েষুঃ, নত্বসংঘাত মাত্মান মিত্যত আহ ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ, অয় মভিপ্রায়ঃ, সংঘাতান্তরার্থত্বে হি তস্যাপি সংঘাতত্বাৎ তেনাপি সংঘাতান্তরার্থেন ভবিতব্যং, এবং তেন তেনেত্যনবস্থা স্যাৎ। নচ ব্যবস্থায়াং সত্যা মনবস্থা যুক্তা, গৌরবপ্রসঙ্গাৎ। নচ প্রমাণবত্ত্বেন কল্পনা গৌরব মপি মৃষ্যত ইতি যুক্তং, সংহতত্বস্য পারার্থ্যমাত্রেণান্বয়াৎ। দৃষ্টান্ত-দৃষ্ট-সর্ব্বধর্ম্মানুরোধেন ত্বনুমান মিচ্ছতঃ সর্ব্বানুমানোচ্ছেদ প্রসঙ্গ ইত্যুপপাদিতং ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকায়া মস্মাভিঃ। তস্মাদনবস্থাভিয়া অস্যাসংহতত্ব মিচ্ছতা অত্রিগুণত্বং, বিবেকিত্বং অবিষয়ত্বং, অসামান্যত্বং,

চেতনত্বং, অপ্রসবধর্ম্মিত্বঞ্চাভ্যুপেয়ং, ত্রিগুণত্বাদয়ো হি ধর্ম্মাঃ সংঘাতত্বেন ব্যাপ্তাঃ, তৎসর্ব্বানতত্বমস্মিন্ পরে ব্যাবর্ত্তমানং ত্রিগুণত্বাদি ব্যাবর্ত্তয়তি, ব্রাহ্মণত্ব নৈব ব্যাবর্ত্তমানং কঠত্বাদিকং, তস্মাদাচার্য্যেণ ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়া দিতি বদতা অসংহতঃ পরো বিবক্ষিতঃ, স চাদ্ধেকি সিদ্ধং।

ইতশ্চ পরঃ পুরুষোঽস্তি অধিষ্ঠানাৎ, ত্রিগুণাত্মকানা মধিষ্ঠীয়মানত্বাৎ, যদ্‌যৎ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকং তৎসর্ব্বং পরেণাধিষ্ঠীয়মানং দৃষ্টং, যথা রথাদি যন্ত্রাদিভিঃ. সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক-ঞ্চেদং বুদ্ধ্যাদি. তস্মাদেতদপি পরেণাধি-ষ্ঠাতব্যম্। সচ পর স্ত্রৈগুণ্যাদন্য আত্মেতি।

ইতশ্চাস্তি পুরুষঃ ভোক্তৃভাবাৎ ভোক্তৃভাবেন ভোগ্যে সুখ-দুঃখে উপলক্ষয়তি ভোগ্যে হি সুখ-দুঃখে অনুকূল-প্রতিকূল-বেদনীয়ে প্রত্যাত্ম মনুভূয়েতে তেনানয়ো রনুকুলনীয়েন প্রতিকুলনীয়েন চ কেনচিদপ্যন্যেন ভবিতব্যং. নচানুকুলনীয়াঃ প্রতিকুলনীয়াঃ বা বুদ্ধ্যাদয় স্তেষাং সুখ-দুঃখাদ্যাত্মকত্বেন স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ, তস্মাদ্ যোঽসুখাদ্যাত্মা সোঽনুকূলনীয়ঃ প্রতিকুলনীয়ো বা, স চাত্মেতি। অন্যেত্বাহুঃ,("ভোগ্যা দৃশ্যা বুদ্ধ্যাদয়ঃ, নচ দ্রষ্টারমন্তরেণ দৃশ্যতা যুক্তা তেষাং, তস্মাদস্তি দ্রষ্টা দৃশ্য-বুদ্ধ্যাদ্যতিরিক্তঃ, সচাত্মেতি।) ভোক্তৃভাবাৎ দৃশ্যেন দ্রষ্টুরনুমানা-দিত্যর্থঃ। দৃশ্যত্বঞ্চ বুদ্ধ্যাদীনাং সুখাদ্যাত্মকতয়া পৃথিব্যাদি বদনুমিতং।"

ইতশ্চাস্তি পুরুষঃ ইত্যাহ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ, শাস্ত্রাণাং মহর্ষীণাঞ্চ দিব্যলোচনানাং কৈবল্যঞ্চাত্যন্তিক-দুঃখত্রয়-প্রণাশ-লক্ষণং ন বুদ্ধ্যাদীনাং সম্ভবতি, তে হি দুঃখাদ্যাত্মকাঃ কথদ স্বভাবা দ্বিযোজয়িতুং শক্যন্তে, তদতিরিক্তস্য ত্বতদাত্মন আত্মনস্ততো বিয়োগঃ শক্যসম্পাদঃ। তস্মাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তে রাগমানাং মহর্ষীণাঞ্চাস্তি বুদ্ধ্যাদ্যতিরিক্ত আত্মেতি সিদ্ধম্॥ ১৭॥

অনুবাদ। অব্যক্ত মহদাদির অতিরিক্ত পুরুষ আছে, কেন না, সংঘাত অর্থাৎ যাহারা একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে, এরূপ পদার্থ সকল পরার্থ হয় অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সাধন করে, (অতএব) শয়ন আসন ও অভ্যঙ্গ (তৈলাদি বাহা দ্বারা মর্দ্দন করা যায়) প্রভৃতি পদার্থের ন্যায় সংঘাত বলিয়া

(অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারাদি (জড়বর্গ) পরার্থ অর্থাৎ পরের অভীষ্টসাধক।)
অব্যক্তাদি সকল সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয়ের মেলনে সমুৎপন্ন অতএব উহারা সংঘাত (সংঘাত শব্দে মেলন বা মিলিত বস্তু বুঝায়)। যাহা হউক, শয়ন (বিছানা) আসন প্রভৃতি সংঘাত পদার্থসকল। (আস্তরণ উপাধান প্রভৃতি অনেককে শয়ন বলে) শরীরাদি সংঘাত (পঞ্চভূতের মেলনে শরীর জন্মে) পদার্থেরই আরামের কারণ হয় দেখা যায়, ব্যক্তাব্যক্তের অতিরিক্ত আত্মার প্রয়োজন সাধন করে না, অতএব (অব্যক্তাদি পরার্থ বলিয়া) অন্য একটী সংঘাতরূপ পরকেই বুঝাইতে পারে, অসংহত আত্মাকে বুঝাইতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন,—সেই পরটীতে ত্রিগুণাদির বিরুদ্ধ অর্থাৎ অত্রৈগুণ্য, বিবেক ইত্যাদি ধর্ম্ম আছে। তাৎপর্য্য এইরূপ— বুদ্ধ্যাদি সংঘাত বলিয়া যদি অন্য একটী সংঘাতের প্রয়োজন সাধক হয়, তবে সেই অন্য সংঘাতটীও সংঘাত বলিয়া অন্য সংঘাতের প্রয়োজনসাধক হইতে পারে, এবং সেই সেই অন্য অন্য সংঘাত সকলও অন্য অন্য সংঘাতের প্রয়োজন-সাধক হয়, এইরূপে অনবস্থা হইয়া যায়, অর্থাৎ যতই কেন পরের কল্পনা হউক, সেই সেই পর সকল সংঘাত হইলে অবশ্যই পরার্থ হইবে, কোন স্থানেই পরার্থতার বিশ্রান্তি হইবে না। ব্যবস্থার সম্ভাবনা থাকিলে ওরূপে অনবস্থা ঘটান উচিত নহে, তাহাতে গৌরব হয়, অর্থাৎ পরার্থের পরটীকে অসংঘাত (অসংহত) বলিলেই আর কোন গোলযোগ থাকে না, অসংহত পরটী আর পরার্থ হয় না, এইরূপে উপপত্তি হইলে, পরটীকে সংঘাত বলিয়া অসংখ্য পরের কল্পনা করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। প্রমাণ আছে বলিয়া ওরূপ কল্পনা (পরপর কল্পনা) গৌরবকেও সহ্য করিতে পারে এরূপও বলা যায় না, কারণ, সংহতত্ব ধর্ম্মটীর সহিত কেবল পরার্থতার সহিতই অন্বয় হইবে, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি সংঘাত বিধায় মাত্র পরকেই কল্পনা করে, সেই পরটী সংহত এরূপ কল্পনার কোন কারণ নাই। উদাহরণ স্থলে (পাকশালা প্রভৃতিতে) যে যে ধর্ম্মের জ্ঞান হয়, তৎসমস্তের অনুরোধে অর্থাৎ সেই সমস্ত ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে (সাধ্যের) অনুমান ইচ্ছা করিলে অনুমান মাত্রেরই উচ্ছেদ হয়, কোন অনুমান হইতে পারে না, এ বিষয় আমরা ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকায় উপপন্ন করিয়াছি। অতএব (পূর্ব্বোক্তরূপে) অনবস্থা দোষ হয় বলিয়া সেই পরটীকে অসংহতরূপে ইচ্ছা করিতে হইলে উহা অত্রিগুণ অর্থাৎ সুখাদিরহিত এবং বিবেকী, অবিষয়,

অসাধারণ, চেতন, অপ্রসবধর্ম্মী (অপরিণামী) এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে (কারণ, ত্রিগুণত্বাদি ধর্ম্ম সকল সংহতত্ব দ্বারা ব্যাপ্ত) অর্থাৎ ত্রিগুণত্বাদি ধর্ম্ম যেখানে (বুদ্ধ্যাদিতে) আছে, সেখানে অবশ্যই সংহতত্ব থাকিবে, যেখানে (পুরুষে) সংহতত্ব নাই, সেখানে ত্রিগুণত্বাদি নাই, অতএব পরপুরুষে সংহতত্ব ধর্ম্মটী নিরস্ত হইয়া (পুরুষে সংহতত্ব নাই বিধায়) ত্রিগুণত্বাদিকেও নিরাস করিবে (ব্যাপকাভাবাদ্ ব্যাপ্যাভাবঃ, ব্যাপক না থাকিলে ব্যাপ্য থাকে না), যেমন ব্রাহ্মণত্ব ধর্ম্মটী ব্যাবর্ত্তমান (নিরস্ত) হইয়া কঠত্বাদিকে (শাখাবিশেষকে) নিরাস করে, অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ নহে, কঠশাখীয়ও নহে। অতএব আচার্য্য (ঈশ্বর কৃষ্ণ) কর্ত্তৃক "পরপুরুষে ত্রিগুণত্বাদি নাই" ইহা উক্ত হওয়ায় উক্ত পরপুরুষটী অসংহতরূপেই বিবক্ষিত (বলিতে অভীষ্ট) হইয়াছে, অর্থাৎ পুরুষটী অসংহত বলিয়াই ত্রিগুণাদি রহিত এইরূপেই আচার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। সেই পরটীই আত্মা, ইহা নিশ্চিত হইল।)

পুরুষ (অব্যক্তাদির অতিরিক্তরূপে) আছে, এ বিষয়ে আরও হেতু "অধিষ্টান" অর্থাৎ সন্নিধিবিশেষ, সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণাত্মক বুদ্ধ্যাদি পরের দ্বারা অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ উহারা চেতন পুরুষের সন্নিধিবশতঃ চেতনায়মান হইয়া কার্য্য করে। যে যে পদার্থ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয় রচিত, তাহারা সকলেই পরের দ্বারা অধিষ্ঠিত এরূপ দেখা যায়, (যেমন রথাদি সারথি প্রভৃতি দ্বারা অধিষ্ঠিত (সারথি চালনা না করিলে রথ চলে না), বুদ্ধ্যাদিও (রথাদির ন্যায়) সুখ-দুখ-মোহাত্মক অতএব উহাদেরও পর দ্বারা অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত, সেই পরটী ত্রিগুণের অতিরিক্ত আত্মা।)

পুরুষ আছে, এ বিষয়ে আরও হেতু "ভোক্তৃভাব" অর্থাৎ ভোক্তৃতা (অনুভবিতৃতা), এ স্থলে (ভোক্তৃভাব শব্দ দ্বারা ভোগ্য সুখ-দুঃখ বুঝিতে হইবে,) সুখ-দুঃখকে সকলেই অনুকূল (ইষ্ট) ও প্রতিকূল (অনিষ্ট) রূপে জানিয়া থাকেন, অতএব সুখ দুঃখ যাহার অনুকূল প্রতিকূল হয়, এমন একটী অন্য ব্যক্তির থাকা আবশ্যক। সুখ দুঃখ বুদ্ধ্যাদির অনুকূল প্রতিকূল (সুখ-দুঃখের অনুকূলনীয় প্রতিকূলনীয় বুদ্ধ্যাদি) এরূপ বলা যায় না, কারণ, বুদ্ধ্যাদি নিজেই (ত্রিগুণাত্মক বলিয়া) সুখ-দুঃখাদি স্বরূপ, সুতরাং নিজের অনুকূল প্রতিকূল নিজে হয় না, আপনাতে আপনার ব্যাপার হইতে পারে না, উহা বিরুদ্ধ পদার্থ। অতএব যে পদার্থটী সুখাদিস্বরূপ নহে, সেইটীই সুখের অনুকূলনীয় ও দুঃখের

প্রতিকূলনীয়, অর্থাৎ তাহারই সুখে রাগ ও দুঃখে দ্বেষ হইয়া থাকে। অতএব সুখাদিস্বরূপ নহে, এমত সেই পদার্থটাই আত্মা পুরুষ। অপরে (গৌড়পাদস্বামী) বলেন, "বুদ্ধ্যাদি ভোগ্য অর্থাৎ দৃশ্য, দ্রষ্টা ব্যতিরেকে দৃশ্যতা সম্ভব হয় না, অতএব দৃশ্য বুদ্ধ্যাদির অতিরিক্ত দ্রষ্টা আছে, সেইটী আত্মা। ভোক্তৃভাবাৎ অর্থাৎ দৃশ্যের দ্বারা দ্রষ্টার অনুমান হয় বলিয়া দ্রষ্টা আত্মা আছে। সুখাদি স্বরূপ বলিয়া পৃথিব্যাদির ন্যায় বুদ্ধ্যাদিও দৃশ্য, ইহা অনুমান দ্বারা জানা যাইতে পারে।

পুরুষ আছে, এ বিষয়ে আরও হেতু আছে, শাস্ত্র ও দিব্যলোচন (আর্য জ্ঞানযুক্ত, পরোক্ষদর্শী) মহর্ষিগণের মুক্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইয়া থাকে (শাস্ত্রে মোক্ষলাভের উপায় নির্দ্দেশ আছে, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণও মুক্তিলাভের নিমিত্ত সতত তৎপর হইয়া থাকেন), দুঃখত্রয়ের (আধ্যাত্মিকাদির) আত্যন্তিক বিনাশকেই মুক্তি বলে, উহা বুদ্ধ্যাদির হইতে পারে না, কারণ বুদ্ধ্যাদি (ত্রিগুণাত্মক বলিয়া) দুঃখাদি স্বভাব হইয়া কিরূপে স্বকীয় স্বভাব দুঃখাদি হইতে বিমুক্ত হইবে? (কখনই নহে, স্বভাবস্য যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাৎ, ভাবটী যত কাল, স্বভাবটীও তত কাল), যেটী বুদ্ধ্যাদির অতিরিক্ত, দুঃখাদি স্বভাব নহে, এরূপ আত্মা পুরুষেরই দুঃখত্রয় হইতে বিয়োগ করা যাইতে পারে, অতএব শাস্ত্র ও মহর্ষিগণের মুক্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি হয় বলিয়া বুদ্ধ্যাদির অতিরিক্ত আত্মা আছে, ইহা স্থির হইল॥ ১৭॥

মন্তব্য॥ ভোক্তারই উপভোগের কারণ শয়ন আসনাদি, ভোক্তা কাহাকে বলা যাইতে পারে, কেবল জড় শরীরাদি বা কেবল নির্গুণ চেতন পুরুষ ভোক্তা হয় না, "আত্মেন্দ্রিয়-মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ" অর্থাৎ তপ্তায়ঃপিণ্ডের ন্যায় শরীর ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণের সহিত অভিন্নরূপে ভাসমান আত্মাই ভোক্তা জীব, এরূপ হইলে ভোক্তাকেও সংঘাত বলা যাইতে পারে, কিন্তু সাংখ্যের সিদ্ধান্তে নির্গুণ পুরুষই ভোক্তা, ভোগটী তাত্ত্বিক নহে, তাত্ত্বিক ভোগ বুদ্ধিরই হইয়া থাকে, উহা সংঘাত হয় হউক, যাহাতে ভোগের আরোপ হয়, সেই পুরুষটী কখনই সংঘাত নহে।

স্বয়ং পরের সেবায় নিযুক্ত দাস হইয়া অপরের পূজা গ্রহণ করিতে পারা যায় না, অপরের পূজা গ্রহণ করিতে হইলে স্বয়ং স্বাধীন হইয়া সুস্থ চিত্তে

থাকা আবশ্যক। সংঘাত বলিয়া বুদ্ধ্যাদি পরার্থ হয়, সেই পরটী স্বয়ং সংহত হইয়া পরার্থ হইলে, পরের সেবায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিলে বুদ্ধ্যাদির সেবা গ্রহণ করিতে পারে না, বুদ্ধ্যাদিও তাহার সেবা করিতে পারে না। পরার্থতার বিশ্রান্তি না হইলে, যথোত্তর পরার্থতার প্রবাহ চলিয়া অনবস্থা হইলে মূল ক্ষতি হয়, সংঘাত বলিয়া বুদ্ধ্যাদির পরার্থতা সিদ্ধিই হইতে পারে না। উক্ত ভাবে মূল-ক্ষতি-কারক অনবস্থা বড়ই ভয়াবহ, বিশেষ দোষ, "সৈবানবস্থা দোষায় যা মূল-ক্ষতি-কারিণী।" কতক দূর পর্য্যন্ত পরার্থতার প্রবাহ চালাইয়া শেষে অনন্যোপায় হইয়া যদি কোন এক স্থানে পরার্থতার বিশ্রান্তি করিতে হয়, অর্থাৎ কোন একটী পর সংঘাত নয় বলিয়া পরার্থ নহে, এরূপ কল্পনা করিতে হয়, তবে প্রথমেই বিশ্রান্তি করা উচিত, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি যে পরটীর প্রয়োজন সাধন করে, সেইটীকেই অসংহত বলা উচিত। (আত্মার অসংহতত্ব বিষয়ে এই-রূপ অনুমান হইতে পারে,—("আত্মা ন সংহতঃ ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা বুদ্ধ্যাদি".) এরূপ স্থলে কেবল ব্যতিরেক ভিন্ন অন্বয়ে দৃষ্টান্ত অসম্ভব।

জড় মাত্রেরই এক একটী চেতন অধিষ্ঠাতা আছে, শরীরের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মা, ("অধিষ্ঠাতৃত্বং পরম্পরয়া চৈতন্য-সম্পাদকত্বং") পরম্পরা-সম্বন্ধে অপরের চৈতন্য যে সম্পন্ন করে, অর্থাৎ যাহার সন্নিধানে জড়েরও কার্য্য হয়, তাহাকে অধিষ্ঠাতা বলে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবাত্মায় চৈতন্য থাকে, পরম্পরা-সম্বন্ধে শরীরাদিতে চৈতন্য জন্মে বলিয়া উহারা সচেষ্ট হয়। অধিষ্ঠেয় বস্তুতে অধিষ্ঠাতার আত্মাভিমান (আমিত্ব বোধ) থাকে, শরীরেন্দ্রিয়াদিতে জীবের আত্মাভিমান থাকায় আমি স্থূল, কৃশ, অন্ধ, বধির ইত্যাদি জ্ঞান হয়। নিরতিশয় মহৎ সূর্য্যমণ্ডলেরও এক জন অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন. (বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড স্থূল জগতের অধিষ্ঠাতা বিরাট্ পুরুষ) রথ ও সারথি স্থলে ওরূপ আত্মাভিমান না থাকিলেও অর্থাৎ সারথি রথকে আমি বলিয়া না জানিলেও, রথের ব্যাপার সারথির সম্পূর্ণ অধীন। ফল কথা, অধিষ্ঠেয় বস্তুর প্রতি অধিষ্ঠাতার একাধিপত্য। জড়ের পূজা করেন বলিয়া পৌত্তলিকগণ অনেক সময় উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন, বাস্তবিক পক্ষে পৌত্তলিকগণ জড়ের পূজা করেন না, সর্ব্বত্রই জড়ের অধিষ্ঠাতা চেতন দেবতার পূজা হইয়া থাকে।

ভোগ্য বিষয়ে যাহার অনুভব হয়, তাহাকে ভোক্তা বলে, ভোক্তার অনুভবের

বিষয়ই ভোগ্য। ভোগ্য ও ভোক্তার নিয়ত সম্বন্ধ, ভোক্তা না থাকিলে ভোগ্যের ভোগ্যতা সিদ্ধি হয় না, ভোগ্য না থাকিলেও ভোক্তার ভোক্তৃতা সিদ্ধি হয় না। সুতরাং ভোগ্য বুদ্ধ্যাদি দ্বারা ভোক্তার (আত্মার) অনুমান সহজেই হইতে পারে। ত্রিগুণাত্মক বলিয়া জড়মাত্রই সুখ-দুঃখ-মোহ-স্বরূপ, "সুখ নিজে নিজেকে চায়", "দুঃখ নিজে নিজেকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে" এরূপ হইতে পারে না। আপনার উপর আপনার কোন ব্যাপার চলে না, "নহি সুশিক্ষিতোঽপি নটঃ স্বস্কন্ধ মধিরোহতি" সুশিক্ষিত অভিনেতাও আপনার স্কন্ধে আপনি চড়িতে পারে না। অতএব স্বয়ং সুখাদি স্বরূপ নহে এমত ব্যক্তিরই সুখে অনুরাগ ও দুঃখে দ্বেষ হয়, এরূপ বুঝিতে হইবে।

"স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন। অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি", অর্থাৎ স্বভাবটী কখনই যায় না, শতবার ধৌত করিলেও অঙ্গারের মালিন্য দূর হয় না। সুখ দুঃখাদিকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে আত্মাকে মলিন করা হয়, শত চেষ্টায়ও আত্মার দুঃখাদি মালিন্য দূর হইয়া মুক্তি হইতে পারে না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে আত্মা নির্গুণ, সুখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম, আত্মাতে উহাদের আরোপ হয় মাত্র, যাহাতে আরোপ না হয় এরূপ বিধান করিতে পারিলেই আত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থান হইতে পারে, সেই উপায় আত্ম-জ্ঞান, উহা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ যোগ দ্বারা সম্পন্ন হয়। সাংখ্যের অভিমত বুদ্ধি স্থানীয় নৈয়ায়িকের আত্মাকে জড় বলিলেও চলে ॥ ১৭ ॥

কৌমুদী ॥ তদেবং পুরুষাস্তিত্বং প্রতিপাদ্য স কিং সর্ব্বশরীরেষ্বেকঃ ? কি মনেকঃ প্রতিক্ষেত্রং ? ইতি সংশয়ে তস্য প্রতিক্ষেত্র মনেকত্ব মুপপাদয়তি।

অনুবাদ ॥ এই প্রকারে (পূর্ব্বোক্তভাবে, অব্যক্তাদির অতিরিক্তরূপে) পুরুষের সত্তা প্রতিপন্ন করিয়া সেই পুরুষটী সকল শরীরে (আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত) কি এক ? না শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন ? এইরূপ সংদেহ হওয়ায় "শরীর ভেদে পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন", ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন।

কারিকা ॥ জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতি-নিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়াচ্চৈব ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা ॥ পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধং এব (আত্মনো নানাত্বং নিশ্চিতং কিন্তু, কুতঃ?) জন্ম-মরণ-করণানাং (উৎপত্তেঃ, বিনাশস্য, বুদ্ধ্যাদীনাং ত্রয়োদশানাং করণানাঞ্চ) প্রতি-নিয়মাৎ (ব্যবস্থাতঃ, উৎপদ্যমান এব উৎপদ্যতে, বিনশ্যন্নেব বিনশ্যতি, দর্শনাদি-শক্তি-রহিত এব অন্ধঃ বধিরঃ ইত্যাদিঃ নত্বন্যঃ, এবমেব ব্যবস্থা, পুরুষৈকত্বেতু তথা নিয়মো নস্যাৎ) অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ (একদা সর্ব্বেষাং প্রযত্নাভাবাৎ, আত্মৈকত্বেতু একস্মিন্ প্রযতমানে সর্ব্ব এব প্রযতেরন্) ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়াৎ চ (সত্ত্বাদীনা মন্যথাভাবাচ্চ, কেচিৎ সত্ত্ব-প্রধানাঃ সুখিনঃ, কেচিৎ রজঃ-প্রধানাঃ দুঃখিনঃ, কেচিচ্চ তমঃ-প্রধানাঃ মূঢ়াঃ, আত্মৈকত্বে তু ন তৎ ভবেদিতি-ভাবঃ) ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য ॥ জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়ের ব্যবস্থা আছে একের জন্মে সকলে জন্ম হয় না, এক জন মরিলে সকলে মরে না, এক জন অন্ধ বধিরাদি সহ সকলেই অন্ধ বধিরাদি হয় না। জীবগণের যুগপৎ প্রবৃত্তি অর্থাৎ এক সময়ে প্রযত্ন পূর্ব্বক শরীরের ব্যাপার চেষ্টা হয় না। জীবগণের সুখ-দুঃখ ও মোহের পার্থক্য আছে, কেহ সত্ত্বগুণ-বহুল বলিয়া প্রধানতঃ সুখ ভোগ করে, কেহ রজোগুণ-বহুল বলিয়া প্রধানতঃ দুঃখ ভোগ করে, কেহ বা তমোগুণ-বহুল বলিয়া সর্ব্বদা মুগ্ধ থাকে। এই সমস্ত কারণ বশতঃ পুরুষ অর্থাৎ আত্মা অনেক ইহা বুঝিতে হইবে, আত্মা এক হইলে "একের জন্মে সকলের জন্ম" ইত্যাদি বহুবিধ দোষ হয় ॥ ১৮ ॥

কৌমুদী ॥ পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধং, কস্মাৎ? জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাৎ, নিকায়-বিশিষ্টাভিরপূর্ব্বাভির্দেহেন্দ্রিয়-মনোঽহঙ্কার-বুদ্ধি-বেদনাভিঃ পুরুষস্যাভিসম্বন্ধো জন্ম, নতু পুরুষস্য পরিণামস্তস্যাপরিণামিত্বাৎ। তেষামেবচ দেহাদীনামুপাত্তানাং পরিত্যাগো মরণং, নত্বাত্মনো বিনাশঃ তস্য কূটস্থনিত্যত্বাৎ। করণানি বুদ্ধ্যাদীনি ত্রয়োদশ। তেষাং জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মো ব্যবস্থা, সা খল্বিয়ং সর্ব্বশরীরে যেকস্মিন্ পুরুষে নোপপদ্যতে, তদা খল্বেকস্মিন্ জায়মানে সর্ব্বে জায়েরন্, ম্রিয়মাণে চ ম্রিয়েরন্, অন্ধাদৌ চৈকস্মিন সর্ব্বে এবান্ধাদয়ঃ, বিচিত্তে চৈকস্মিন্ সর্ব্বে এব বিচিত্তাঃ স্যু রিত্যব্যবস্থা স্যাৎ। প্রতিক্ষেত্রং পুরুষ-ভেদেতু ভবতি ব্যবস্থা।

নচৈকস্যাপি পুরুষস্য দেহোপাধান-ভেদাদ্ ব্যবস্থেতি যুক্তং, পাণি-স্তনাদ্যুপাধি-ভেদেনাপি জন্ম-মরণাদি-ব্যবস্থা-প্রসঙ্গাৎ, নহি পাণৌ বৃক্নে, জাতে বা স্তনাদৌ মহত্যবয়বে যুবতি র্জাতা মৃতা বা ভবতীতি।

ইতশ্চ প্রতিক্ষেত্রং পুরুষভেদ ইত্যাহ অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ, প্রবৃত্তিঃ প্রযত্ন-লক্ষণা যদ্যপ্যন্তঃকরণ-বর্ত্তিনী তথাপি পুরুষে উপচর্য্যতে, তথাচ তস্মি ন্নেকত্র শরীরে প্রযতমানে স এব সর্ব্ব-শরীরেষ্বেক ইতি সর্ব্বত্র প্রযতেত, ততশ্চ সর্ব্বাণ্যেব শরীরাণি যুগপচ্চালয়েৎ, নানাত্বেতু নায়ং দোষ ইতি।

ইতশ্চ পুরুষভেদ ইত্যাহ ত্রৈগুণ্যাদি-বিপর্য্যয়াচ্চৈব, এব-কারো বিক্রমঃ সিদ্ধমিত্যস্থানন্তরং দ্রষ্টব্যঃ, সিদ্ধমেব নাসিদ্ধং। ত্রয়ো গুণা স্ত্রৈগুণ্যং, তস্য বিপর্য্যয়োঽন্যথাভাবঃ, কেচিৎ খলু সত্ত্বনিকায়াঃ সত্ত্ব-বহুলাঃ যথোর্দ্ধস্রোতসঃ, কেচিৎ রজোবহুলাঃ যথা মনুষ্যাঃ, কেচিৎ তমোবহুলাঃ যথা তির্য্যগ্যোনয়ঃ, সোঽয়মীদৃশ স্ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়োঽন্যথা-ভাবস্তেষু তেষু নিকায়েষু ন ভবেৎ, যদ্যেকঃ পুরুষ স্যাৎ, ভেদে ত্বয় মদোষ ইতি॥ ১৮॥

অনুবাদ॥ পুরুষ অর্থাৎ আত্মার নানাত্ব নিশ্চিত, কেন না, জন্ম, মরণ ও করণ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি ত্রয়োদশটীর ব্যবস্থা আছে, একের জন্মাদিতে অপর সকলের জন্মাদি হয় না। নিকায় বিশিষ্ট অর্থাৎ মনুষ্যত্বাদি জাতিযুক্ত (সমান-ধর্ম্ম-প্রাণিসমূহকে নিকায় বলে, সাংখ্যমতে ব্যক্তির অতিরিক্ত জাতি নাই, উক্ত সমূহকে জাতি বলা যাইতে পারে) অভিনব দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ অহঙ্কার, বুদ্ধি ও সংস্কারের সহিত পুরুষের সম্বন্ধকে জন্ম বলে, পুরুষের (স্বতঃ উৎপত্তিভাবে) পরিণামরূপ জন্ম হয় না, কেন না, উহা অপরিণামী অর্থাৎ বিক্রিয়ারহিত। প্রাপ্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে সম্বদ্ধ দেহাদির পরিত্যাগকে মরণ বলে, আত্মার বিনাশ হয় না, কারণ, উহা কূটস্থ নিত্য, অর্থাৎ বিকার বিহীন অবিনাশী। করণ অর্থাৎ বুদ্ধি, অহঙ্কার, মনঃ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই ত্রয়োদশটী। উল্লিখিত জন্ম, মরণ ও করণ সকলের ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ যাহার হয় তাহারই থাকে, একের জন্মাদিতে অপরের জন্মাদি

হয় না। সকল শরীরে একটী আত্মা স্বীকার করিলে প্রদর্শিত ব্যবস্থার উৎপত্তি হইতে পারে না। সেরূপ অর্থাৎ সকল শরীরে একটী আত্মা স্বীকার করিলে এক জন জন্মিলে সকলেই জন্মে, এক জন মরিলে সকলেরই মরণ হইয়া উঠে, এক জন অন্ধ বধিরাদি হইলে সকলেই অন্ধ বধিরাদি হয়, এক জন বিচিত্ত অর্থাৎ বিক্ষিপ্তচিত্ত উন্মাদপ্রায় হইলে সকলেই বিচিত্ত হইয়া উঠে, এইরূপে অনিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। শরীরভেদে আত্মার ভেদ স্বীকার করিলে ব্যবস্থা হইতে পারে, অর্থাৎ একের জন্মাদিতে সকলের জন্মাদি হয় না। আত্মা এক হইলেও দেহরূপ উপাধি ভেদে উহার ভেদ হয় বলিয়া ব্যবস্থা হইতে পারে, এরূপ বলা যায় না, কারণ, সেরূপ হইলে হস্ত স্তন প্রভৃতি উপাধিভেদেও জন্মমরণাদির ব্যবস্থা হইয়া উঠে, (বাস্তবিকপক্ষে তাহা হয় না), বৃহৎ অবয়ব হস্তাদির ছেদ অথবা স্তনাদির উৎপত্তি হইলে যুবতির জন্ম বা মরণ হইয়া থাকে না।

"শরীরভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন" ইহার প্রতি আরও কারণ অযুগপৎ প্রবৃত্তি অর্থাৎ এককালে সকলের চেষ্টা না হওয়া। যদিচ প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তিটী অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম (আত্মার নহে) তথাপি আত্মায় উহার উপচার হয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিটী (কেবল প্রবৃত্তি নহে, অন্তঃকরণের সমস্ত ধর্ম্মই আত্মায় উপচরিত হইয়া থাকে) আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়। আত্মা এক হইলে উহা (যাহাতে প্রবৃত্তির উপচার হইয়া থাকে) একটী শরীর অবচ্ছেদে প্রযত্ন করিলে সেই আত্মাই সকল শরীরে এক বলিয়া সকল শরীর অবচ্ছেদেই প্রযত্ন হইয়া উঠে সেরূপ হইলে এককালেই সকল শরীর চালনা করে অর্থাৎ একটী শরীরে প্রযত্নপূর্ব্বক চেষ্টা হইলে সকল শরীরই চলিয়া উঠে। আত্মার নানাত্ব হইলে উক্ত দোষ হয় না।

আত্মার ভেদে আরও কারণ "ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়" অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পার্থক্য। কারিকার "এব" শব্দ ভিন্নক্রম, অর্থাৎ "ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়াৎ" শব্দের পরে পঠিত হইলেও সিদ্ধ শব্দের পরে উহার অন্বয় করিয়া সিদ্ধমেব এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কোন কোন জীব সত্ত্বনিকায় অর্থাৎ সত্ত্বগুণের আধিক্য বশতঃ প্রধানতঃ জ্ঞান সুখাদি বিশিষ্ট হয়; যেমন ঊর্দ্ধস্রোতা অর্থাৎ রেতঃসেক শূন্য দেবগণ, কোন কোন জীব রজঃ-প্রধান যেমন মনুষ্য, কোন কোন জীব তমঃ-প্রধান যেমন পশু পক্ষী ইত্যাদি। আত্মার একত্ব স্বীকার করিলে অর্থাৎ দেব মনুষ্য পশ্বাদিতে একই আত্মা এরূপ স্বীকার করিলে

দেবাদি জাতিতে প্রদর্শিতভাবে সত্ত্বাদি গুণের পার্থক্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জ্ঞান-সুখ-দুঃখাদির বিকাশ হইতে পারে না। আত্মার ভেদ স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না ॥ ১৮ ॥

মন্তব্য ॥ নিত্য পদার্থ দ্বিবিধ, কূটস্থ-নিত্য ও পরিণামি-নিত্য, যাহাদের বিকার নাই, বিনাশ নাই, চিরকালই একভাবে থাকে, তাহাকে কূটস্থ-নিত্য বলে, আত্মাই কূটস্থ-নিত্য। যাহাদের পরিণাম হইয়াও বিনাশ হয় না, তাহাদিগকে পরিণামি-নিত্য বলে। কূটস্থ-নিত্য আত্মা বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী উহার গত্যাগতি নাই, পঞ্চপ্রাণ, (সাংখ্যমতে করণের সামান্য বৃত্তিকেই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু বলে) মনঃ, বুদ্ধি, (অন্তঃকরণ) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরের গত্যাগতিতেই আত্মার গত্যাগতি ব্যবহার হয়। সৃষ্টির আদিতে প্রত্যেক পুরুষের এক একটী সূক্ষ্ম শরীর প্রকৃতি-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, উহারা সৃষ্টিকাল সমস্ত থাকিয়া প্রলয়কালে প্রধানে লীন হয়, এই সূক্ষ্ম শরীরই ধর্ম্মাধর্ম্মাদির আশ্রয়, ব্যবহারিক জীব ইহাকেই বলা যায়, প্রলয়কালে সূক্ষ্ম শরীর প্রধানে অব্যক্তভাবে থাকিয়া সৃষ্টির প্রারম্ভে পুনর্ব্বার ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-যুক্তভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়া এক একটী পুরুষের ভোগ সম্পাদন করে। এইরূপ নিয়ম থাকায় এক কল্পের ধার্ম্মিকগণ অন্য কল্পারম্ভে দুঃখ ভোগ করেন না অর্থাৎ যে ধার্ম্মিক সেই ধার্ম্মিক থাকিয়া যায়, উল্টা পাল্টা হইয়া যায় না। তবেই দেখা যাইতেছে, আত্মা নিত্য, সূক্ষ্ম শরীরও সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত একরূপ নিত্য, তবে জন্ম মরণ কাহার হয়? স্থূল শরীরই জন্মে এবং বিনষ্ট হয়। স্থূল শরীরে সূক্ষ্ম শরীরের প্রবেশকেই জন্ম বলা যায়, সূক্ষ্মশরীর পূর্ব্ব হইতে থাকিলেও স্থূল শরীরে প্রবেশ করিয়া একরূপ নূতন ভাব ধারণ করে, সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়াদির শক্তি একরূপ নহে, তাই কৌমুদীতে ইন্দ্রিয়াদিকেও "অপূর্ব্বাভিঃ" পদ দ্বারা অভিনব বলা হইয়াছে। নিকায় শব্দে সমান ধর্ম্ম প্রাণিসমূহ অর্থাৎ একজাতীয় জীব বুঝায়, "সধর্ম্মিণাং স্যান্নিকায়ঃ।" নিকায় বিশিষ্ট দেহ শব্দে মনুষ্যাদি জাতির ভিন্ন ভিন্ন শরীর বুঝিতে হইবে। স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি একত্র মিলিত হইলে উহাদিগকে সংঘাত বলে, এই সংঘাতের সহিত আত্মার সম্বন্ধ-বিশেষই জন্ম, এবং উক্ত সম্বন্ধবিশেষের নাশকেই মরণ বলা যায়। কারিকার করণ শব্দে করণের বৈকল্য অর্থাৎ শক্তি-বিগম-রূপ অন্ধত্বাদি বুঝিতে হইবে।

বেদান্তমতে আত্মা এক, উপাধিভেদে উহার ভেদ হয়। সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ একই আত্মা মায়াতে উপহিত হইয়া জগৎকর্ত্তাদি ঈশ্বরভাব ধারণ করে, খণ্ড খণ্ড ভাবে মায়ার অংশে অর্থাৎ অবিদ্যাতে উপহিত হইয়া জীব হয়, অন্তঃকরণরূপ উপাধিতেই জীবের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়, অন্তঃকরণো-পহিত জীবই স্থূলশরীরে ভোগ করে। "কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণো-পাধিরীশ্বরঃ", এই মতে ঈশ্বরভাব, জীবভাব প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা, আত্মজ্ঞানে সকলেরই উচ্ছেদ হয়। দর্পণাদি নানা উপাধিতে যেমন একই মুখের প্রতিবিম্ব পড়িয়া নানারূপ দেখায়, তদ্রূপ একই আত্মার অন্তঃকরণাদি উপাধিভেদে নানা ভাব হয়। সাংখ্যকার বলিতেছেন, "উপাধিভেদে ভেদ স্বীকার করিলে এবং উপাধির জন্মাদিতে উপহিতের জন্মাদি স্বীকার করিলে বর্ত্তমান দশাতেই জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি হইয়া উঠে। হস্তচ্ছেদ করিলে হস্তরূপ উপাধির নাশে যুবতির নাশ এবং স্তনরূপ উপাধির উৎপত্তিতে যুবতির উৎপত্তি হইতে পারে, যুবতির জীবদ্দশাতেই জন্ম মরণ হইয়া উঠে। বেদান্ত-মতে শুদ্ধ হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন, সাংখ্যমতে উক্ত ভেদ স্বীকার নাই। একই ব্যক্তির ছত্রহীন অবস্থা ও ছত্রযুক্ত অবস্থায় ভেদ হয় না। বাহুল্যভয়ে বিস্তারিত বিচার পরিত্যক্ত হইল ॥ ১৮ ॥

কৌমুদী ॥ এবং পুরুষ-বহুত্বং প্রসাধ্য বিবেক-জ্ঞানোপযোগি তয়া অস্য ধর্ম্মা নাহ।

অনুবাদ ॥ এইরূপে আত্মার নানাত্ব সিদ্ধি করিয়া (অব্যক্তাদি জড়বর্গ হইতে) ভেদ জ্ঞানের উপযোগী বলিয়া আত্মার ধর্ম্মসকল বলা যাইতেছে।

মন্তব্য ॥ অব্যক্ত প্রভৃতি জড়বর্গের ধর্ম্ম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সম্প্রতি আত্মার ধর্ম্মসকল বলা হইলে জড়বর্গ হইতে আত্মাকে ভিন্নরূপে সহজে জানা যাইতে পারে। যেটী হইতে যাহাকে ভিন্নরূপে জানিতে হইবে, সেই উভয়টীরই অসাধারণ ধর্ম্মসকল জানা আবশ্যক, নতুবা কেবল "এটী হইতে ঊটী ভিন্ন" এইরূপ সহস্রবার চীৎকার করিলেও ভিন্নরূপে জানা যায় না।

কারিকা ॥ তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ ॥ ১৯ ॥
(বৈতালীয়)

ব্যাখ্যা ॥ তস্মাৎ (পূর্ব্বোক্তাৎ ত্রিগুণাদেরবধেঃ) বিপর্য্যাসাচ্চ (বৈপরীত্যাৎ অত্রিগুণত্বাদেঃ চাকারাৎবহুত্বাচ্চ) অস্য পুরুষস্য (অনন্তরোক্তস্যাত্মনঃ) সাক্ষিত্বং (দর্শিত-বিষয়ত্বং) কৈবল্যং (নিত্য-মুক্তত্বং) মাধ্যস্থ্যং (ঔদাসীন্যং) দ্রষ্টৃত্বং (অনুভবিতৃত্বং, ভোক্তৃত্বং) অকর্ত্তৃভাবশ্চ (অকর্ত্তৃত্বঞ্চ) সিদ্ধং (প্রতীতং ভবেদিত্যর্থঃ, লিঙ্গ-ব্যত্যাসেন অকর্ত্তৃভাবঃ সিদ্ধ ইতি) ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য ॥ পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণাদি হইতে বিপর্য্যাস অর্থাৎ বৈপরীত্য অত্রিগুণত্বাদি ধর্ম্ম ও বহুত্ববশতঃ পুরুষকে সাক্ষী (প্রকৃতি যাহাকে শব্দাদি বিষয় প্রদর্শন করে) কেবল অর্থাৎ দুঃখাদিরহিত নিত্যমুক্ত, উদাসীন দ্রষ্টা ও অকর্ত্তা বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

কৌমুদী ॥ তস্মাচ্চেতি চঃ পুরুষস্য বহুত্বেন সহ ধর্ম্মান্তরাণি সমুচ্চিনোতি। বিপর্য্যাসাদস্মাদিত্যুক্তে ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়াদিত্যনন্তরোক্তং সম্বধ্যেত, অত স্তন্নিরাসায় তস্মাদিত্যুক্তং। অনন্তরোক্তং হি সন্নিধানাদিদমো বিষয়ঃ, বিপ্রকৃষ্টঞ্চ তদ ইতি বিপ্রকৃষ্টং ত্রিগুণমবিবেকীত্যাদি সম্বধ্যতে। তস্মাৎ ত্রিগুণাদেঃ যো বিপর্য্যাসঃ স পুরুষস্য অত্রিগুণত্বং, বিবেকিত্বং, অবিষয়ত্বং, অসাধারণত্বং, চেতনত্বং অপ্রসব-ধর্ম্মিত্বঞ্চ। তত্র চেতনত্বেন অবিষয়ত্বেন চ সাক্ষিত্ব-দ্রষ্টৃত্বে দর্শিতে, চেতনো হি দ্রষ্টা ভবতি, না চেতনঃ, সাক্ষী চ দর্শিতবিষয়ো ভবতি, যস্মৈ প্রদর্শ্যতে বিষয়ঃ স সাক্ষী, যথাহি লোকে অর্থি-প্রত্যর্থিনৌ বিবাদ-বিষয়ং সাক্ষিণে দর্শয়তঃ, এবং প্রকৃতি রপি স্বচরিতং বিষয়ং পুরুষায় দর্শয়তীতি পুরুষঃ সাক্ষী। ন চাচেতনো বিষয়ো বা শক্যো বিষয়ং দর্শয়িতু মিতি চৈতন্যাদবিষয়ত্বাচ্চ ভবতি সাক্ষী, অতএব দ্রষ্টাপি ভবতি। অত্রৈগুণ্যাচ্চ কৈবল্যং আত্যন্তিকো দুঃখ-ত্রয়াভাবঃ কৈবল্যং, তচ্চ তস্য স্বাভাবিকাদেবা-ত্রৈগুণ্যাৎ সুখ-দুঃখ-মোহ-রহিতত্বাৎ সিদ্ধং। অতএবা ত্রৈগুণ্যাৎ মাধ্যস্থ্যং, সুখী হি সুখেন-তৃপ্যন্, দুঃখী হি দুঃখং দ্বিষন্ ন মধ্যস্থো ভবতি, তদুভয়-রহিতস্তু মধ্যস্থ ইত্যুদাসীন ইতি চাখ্যায়তে। বিবেকিত্বাদপ্রসব-ধর্ম্মিত্বাচ্চ অকর্ত্তেতি সিদ্ধম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ ॥ কারিকায় তস্মাৎ "চ" এই চকারটী পুরুষের বহুত্বের সহিত

অন্য অন্য ধর্ম্মের সমুচ্চয় করিতেছে। "ইহা হইতে বিপরীত" এরূপ বলিলে ত্রৈগুণ্য হইতে বিপরীত এইরূপে অনন্তরোক্তটী সম্বন্ধ হইতে পারে, এ জন্য উহার নিবৃত্তির নিমিত্ত "তস্মাৎ" তাহা হইতে এইরূপ বলা হইয়াছে। সন্নিধি-বশতঃ অব্যবধানে উক্তটাই ইদম্ শব্দের বিষয় হইয়া থাকে এবং দূরবর্ত্তীটী তদ্‌শব্দের বিষয় হয়, এ কারণ দূরবর্ত্তী ত্রিগুণ অবিবেকি ইত্যাদির সহিত সম্বন্ধ হইবে। পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণাদির যে বিপর্য্যাস অর্থাৎ বিপরীত ধর্ম্ম তাহা এই,—অত্রিগুণত্ব, বিবেকিত্ব, অবিষয়ত্ব, অসাধারণত্ব, চেতনত্ব ও অপ্রসব ধর্ম্মিত্ব। ইহাদের মধ্যে পুরুষকে চেতন ও অবিষয় বলায় উহাকে সাক্ষী ও দ্রষ্টা বলা হইয়াছে, কেন না, চেতনই দ্রষ্টা হইয়া থাকে, অচেতন হয় না,) দর্শিত-বিষয়ই (দর্শিতো বিষয়ো যস্মৈ অর্থাৎ যাহাকে বিষয় প্রদর্শন করা হয়) সাক্ষী হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার উদ্দেশ্যে প্রকৃতি শব্দাদি বিষয় প্রদর্শন করায়, সেই পুরুষই সাক্ষী। (শব্দাদি বিষয় স্বয়ং সাক্ষী হয় না,) যেমন বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে বিবাদের বিষয় অর্থাৎ যাহা লইয়া কলহ হয়, তাহাকে সাক্ষীর প্রতি প্রদর্শন করায়, তদ্রূপ প্রকৃতিও আপনার পরিণাম শব্দাদি বিষয়কে পুরুষের উদ্দেশ্যে দেখাইয়া থাকে, অতএব পুরুষ সাক্ষী। অচেতন কিংবা বিষয়কে বিষয় প্রদর্শন করিতে পারা যায় না।(অতএব চেতন ও অবিষয় বলিয়া পুরুষ সাক্ষী)। এই নিমিত্তই পুরুষ দ্রষ্টাও হইয়া থাকে। অত্রৈগুণ্য অর্থাৎ গুণত্রয়ের অভাববশতঃ সুখাদিরহিতত্ব বিধায় পুরুষের কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি হয়। দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিকরূপে (পুনর্ব্বার না হয় এরূপ ভাবে) উচ্ছেদকেই কৈবল্য বলে, উক্ত কৈবল্য পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ অত্রৈগুণ্য অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-মোহরাহিত্য বশতঃ প্রযত্ন সাধ্য নহে (সিদ্ধ)। পুরুষ ত্রৈগুণ্যরহিত বলিয়াই মধ্যস্থ অর্থাৎ অপক্ষপাতী হয়, কেন না, সুখী ব্যক্তি সুখের দ্বারা তৃপ্তিলাভ করতঃ, দুঃখী ব্যক্তি দুঃখে দ্বেষ করতঃ মধ্যস্থ হইতে পারে না (উহারা পক্ষপাতী হয়,) উক্ত উভয় রহিত অর্থাৎ যাহার সুখে অনুরাগ বা দুঃখে দ্বেষ নাই, এমত ব্যক্তিই মধ্যস্থ বা উদাসীন বলিয়া কথিত হয়। বিবেকী অর্থাৎ মিলিত হইয়া কার্য্য করে না ও অপ্রসব ধর্ম্মী (অপরিণামী, প্রযত্নাদি বিকার রহিত) বলিয়া পুরুষ কর্ত্তা নহে ইহা স্থির হইল ॥ ১৯ ॥

মন্তব্য ॥ "তস্মাৎ" এই পঞ্চমী বিভক্তিটী অবধি অর্থাৎ "হইতে" এইরূপ

অর্থে প্রযুক্ত, হেত্বর্থে নহে। তাহা হইতে বিপরীত, অর্থাৎ পূর্ব্বে কথিত ত্রিগুণাদি হইতে বিপরীত। "ইহা হইতে বিপরীত" এরূপ নহে। অস্মাৎ এইরূপে ইদম্ শব্দের প্রয়োগ করিলে ইহা (যাহাকে অবিলম্বে বলা হইয়াছে) হইতে এইরূপ বুঝায়,—

"ইদমপ্রত্যক্ষগতং সমীপবর্ত্তি চৈতদোরূপং।
অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টং তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ॥"

অর্থাৎ ইদম্ শব্দ দ্বারা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বস্তু বুঝায়, এতদ্-শব্দে সমীপবর্ত্তী বিষয় বুঝায়, অদস শব্দে দূরবর্ত্তী এবং তদ্-শব্দে পরোক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত (দেশ বা কাল বশতঃ অতি দূরবর্ত্তী) বিষয় বুঝায়। যদিচ সাক্ষাৎ দ্রষ্টাকেই সাক্ষী বলে, সুতরাং সাক্ষী ও দ্রষ্টা পদ দুইটী একার্থের বাচক, তথাপি যাহার উদ্দেশ্যে বিষয় দেখান যায়, সেই সাক্ষী এবং যে স্বয়ং বিষয়-দর্শন করে সেই দ্রষ্টা, এইরূপে উভয়ের ভেদ বুঝিতে হইবে॥ ১৯॥

কৌমুদী॥ স্যাদেতৎ, প্রমাণেন কর্ত্তব্য মর্থ মবগম্য চেত নোঽহং চিকীর্ষন্ করোমীতি কৃতি-চৈতন্যয়োঃ সামানাধিকরণ্য মনুভব-সিদ্ধং, তদেতস্মিন্মতে নাবকল্পতে চেতনস্যাকর্ত্তৃত্বাৎ কর্ত্তুশ্চাচৈতন্যাদিত্যত আহ।

অনুবাদ॥ যাহা হউক, কর্ত্তব্য পদার্থকে (যাহাকে সম্পন্ন করিতে হইবে) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অবগত হইয়া "চৈতন্যযুক্ত আমি করিতে ইচ্ছুক হইয়া করিতেছি" এইরূপে প্রযত্ন ও চৈতন্যের সহাবস্থান (এক-বস্তুতে থাকা) সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তাহা এই মতে (সাংখ্যমতে) ঘটিয়া উঠে না, কারণ চেতনটী (পুরুষ) কর্ত্তা নহে, কর্ত্তাটীও (বুদ্ধিও) চেতন নহে অর্থাৎ একই ব্যক্তি চেতন ও কর্ত্তা নহে, এই নিমিত্ত বলিতেছেন।

কারিকা।
তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং।
গুণ-কর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥ ২০

ব্যাখ্যা॥ তস্মাৎ (চৈতন্য-কর্ত্তৃত্বয়োঃ ভিন্নাধিকরণত্বস্য যুক্তিতঃ সিদ্ধত্বাৎ) তৎসংযোগাৎ (পুরুষ-সন্নিধান-বিশেষাৎ) অচেতনং লিঙ্গং (জড়ং মহদাদিকং) চেতনাবদিব (চৈতন্য-যুক্ত মিব, নতু পরমার্থতঃ চেতনং) তথা (তদ্বৎ) উদাসীনশ্চ (প্রযত্নাদি-রহিতঃ পুরুষশ্চ) গুণ-কর্ত্তৃত্বে (গুণানাং মহদাদীনাং

কর্ত্তৃত্বে কৃতিমত্ত্বে, তেষাং প্রযত্নে জাতে) কর্ত্তেব ভবতি কৃতিমানিব প্রযত্নবানিব ভবতি, নতু পরমার্থতঃ কর্ত্তা) ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য ॥ পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসমূহ দ্বারা চেতন পুরুষ কর্ত্তা নহে ইহা স্থির হইয়াছে, অতএব চৈতন্যরহিত মহদাদি পুরুষের সন্নিধিবিশেষ বশতঃ চেতনের ন্যায় হয় এবং বিকাররহিত উদাসীন পুরুষ মহদাদির (বুদ্ধ্যাদির) কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তার ন্যায় হয়, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি কিছু করিলে আমি করিতেছি বলিয়া আত্মার ভ্রম হয় ॥ ২০ ॥

কৌমুদী ॥ যতশ্চৈতন্য-কর্ত্তৃত্বে ভিন্নাধিকরণে যুক্তিতঃ সিদ্ধে, তস্মাৎ ভ্রান্তিরিয়মিত্যর্থঃ। লিঙ্গং মহদাদি সূক্ষ্ম-পর্য্যন্তং। বক্ষ্যতি ভ্রান্তিবীজং। তৎসংযোগ স্তৎসন্নিধানম্। অতিরোহিতার্থ মন্যৎ ॥২০॥

অনুবাদ ॥ যেহেতু "চৈতন্য ও কর্ত্তৃত্ব একাধিকরণে থাকে না" ইহা যুক্তি দ্বারা স্থির করা হইয়াছে অতএব "চেতন আমি করিতেছি" এই জ্ঞানটীকে ভ্রম বলিয়া জানিতে হইবে। লিঙ্গ শব্দের অর্থ বুদ্ধ্যাদি সূক্ষ্মশরীর পর্য্যন্ত ভ্রান্তির কারণ পরে বলা যাইবে। তৎসংযোগ অর্থাৎ পুরুষ সংযোগের অর্থ পুরুষের সন্নিধানবিশেষ (ভোগ্যত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ)। কারিকার অন্য অংশ-টুকু তিরোহিত নহে, গতার্থ, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সহজেই বুঝা যাইবে, (সুগম বলিয়া কারিকার সমস্ত ভাগের ব্যাখ্যা করা হয় নাই) ॥ ২০ ॥

মন্তব্য ॥ কৃতি যাহার আছে তাহাকে কর্ত্তা বলে, কৃতি শব্দের অর্থ যত্ন, "এতৎ করোমি" বাক্যে "এতদনুকূলকৃতিমানহং" এইরূপ বোধ হয়। যে কার্য্যটী করিতে হইবে তাহার অনুকূল যত্ন যাহাতে থাকে তাহাকে সেই কার্য্যের কর্ত্তা বলে। আত্মায় যত্ন হইলে শরীরে চেষ্টা হয়, চেষ্টা দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হয়,—

"জ্ঞান-জন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতি র্ভবেৎ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ক্রিয়া ভবেৎ ॥"

প্রথমতঃ "এই কার্য্যটী অভীষ্টের সাধক" এইরূপে ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান হয়, অনন্তর "ইহা আমার করিতে হইবে" ইত্যাদিরূপে ইচ্ছা হয়, এই ইচ্ছাকেই চিকীর্ষা বলে, চিকীর্ষার পরে প্রবৃত্তি (প্রযত্ন, যাহার পরক্ষণেই শরীরে ব্যাপার চেষ্টা হয়) হইলে শরীরে চেষ্টা হয়, এই চেষ্টাই কার্য্যের সম্পাদক। "এই বিষয়টীকে আমি ইষ্টের সাধক বলিয়া জানিয়া করিবার ইচ্ছুক (চিকীর্ষন্)

হইয়া করিতেছি", ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বশতঃ ইচ্ছাদিকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে আমি স্থূল কৃশ রোগী ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বশতঃ স্থৌল্যাদিকেও আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, অতএব বুঝিতে হইবে, স্থূল শরীরের ধর্ম্ম স্থূলতা কৃশতাদির ন্যায় সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম্ম ইচ্ছা যত্নাদিও আত্মার আরোপিত হয় মাত্র, পরমার্থতঃ আত্মার কোন ধর্ম্ম নাই ॥ ২০ ॥

কৌমুদী ॥ তৎসংযোগা দিত্যুক্তং নচ ভিন্নয়োঃ সংয়োগঃ হপেক্ষাং বিনা, নচেয় মুপকার্য্যোপকারকভাবং বিনেত্যপেক্ষাহেতু মুপকার মাহ ।

অনুবাদ ॥ পুরুষের সংযোগে অচেতন বুদ্ধ্যাদি চেতনের ন্যায় হয় এবং বুদ্ধ্যাদির সংযোগে অকর্ত্তা পুরুষ কর্ত্তার ন্যায় হয়, ইহা বলা হইয়াছে। পরস্পর অপেক্ষা (আবশ্যক) ব্যতিরেকে বিভিন্ন বস্তুদ্বয়ের সংযোগ হয় না। কেহ উপকার করিতেছে (উপকারক), কেহ উপকৃত হইতেছে (উপকার্য্য) এরূপ না হইলে পরস্পর অপেক্ষা হয় না, অতএব অপেক্ষার কারণ উপকার বলিতেছেন।

কারিকা ॥ পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য ।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়ো রপি সংযোগ স্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা ॥ প্রধানস্য দর্শনার্থং (পুরুষেণ প্রকৃতে স্তৎকার্য্য বুদ্ধ্যাদেশ্চ অনুভবায়,) তথা পুরুষস্য কৈবল্যার্থং (তস্য আত্মানো মুক্তয়ে) উভয়োরপি (প্রকৃতেঃ পুরুষস্যচ) পঙ্গ্বন্ধবৎ সংযোগঃ (গতি-শক্তি-রহিত-দৃক্‌শক্তি-রহিতয়োরিব সম্বন্ধ-বিশেষঃ) সর্গঃ তৎকৃতঃ (মহদাদিসৃষ্টিঃ প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ-জন্যা ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য ॥ পুরুষ ব্যতিরেকে প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধ্যাদির জ্ঞান হয় না, প্রকৃতি ব্যতিরেকে পুরুষের মুক্তি হয় না, অতএব পঙ্গু ও অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় পরস্পর অপেক্ষা থাকায় পরস্পর সংযোগ হয়, এই সংযোগ হইতেই মহদাদি কার্য্যবর্গের সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

কৌমুদী ॥ প্রধানস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী, প্রধানস্য সর্ব্বকারণস্য যদ্দর্শনং পুরুষেণ তদর্থং তদনেন ভোগ্যতা প্রধানস্য দর্শিতা, ততশ্চ ভোগ্যং প্রধানং ভোক্তারমন্তরেণ ন সম্ভবতীতি যুক্তাস্য ভোক্ত্রপেক্ষা। পুরুষস্যাপেক্ষাং দর্শয়তি পুরুষস্য কৈবল্যার্থং, তথাহি প্রধানেন সম্ভিন্নঃ

পুরুষ স্তদ্‌গতং দুঃখত্রয়ং স্বাত্মন্যভিমন্যমানঃ কৈবল্যং প্রার্থয়তে, তচ্চ সত্ত্ব-পুরুষান্যতা-খ্যাতি-নিবন্ধং, নচ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিঃ প্রধান মন্তরেণেতি কৈবল্যার্থং পুরুষঃ প্রধান মপেক্ষতে। অনাদিত্বাচ্চ সংযোগ-পরম্পরায়া ভোগায় সংযুক্তোঽপি কৈবল্যায় পুনঃ সংযুজ্যতে ইতি যুক্তং। নন্বু ভবতুনয়োঃ সংযোগঃ, মহদাদি-সর্গস্তু কুতস্ত্য ইত্যত আহ তৎকৃতঃ সর্গঃ, সংযোগোহি ন মহদাদি-সর্গমন্তরেণ ভোগায় কৈবল্যায় বা পর্য্যাপ্ত ইতি সংযোগ এব ভোগাপবর্গার্থং সর্গং করোতীত্যর্থঃ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। প্রধান শব্দের উত্তর কর্ম্মকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, সকলের কারণ প্রধানের পুরুষ কর্ত্তৃক দর্শনের নিমিত্ত অর্থাৎ প্রকৃতি ও তৎকার্য্যবর্গকে পুরুষ দেখিবে (দেখাকেই উক্তভোগ বলে) বলিয়া, ইহা দ্বারা বলা হইল পুরুষের উপভোগ্য প্রধান। অতএব ভোক্তা ব্যতিরেকে প্রধানটী ভোগ্য হয় না বলিয়া প্রধান পুরুষরূপে ভোক্তার অপেক্ষা করে ইহা উপযুক্ত। পুরুষের অপেক্ষা অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত পুরুষ সংযুক্ত কেন হয়, তাহা দেখাইতেছেন, মুক্তিলাভের নিমিত্ত প্রকৃতির সহিত পুরুষ সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃতির ধর্ম্ম (এ স্থলে প্রকৃতি শব্দে প্রকৃতির কার্য্য বুদ্ধিকে জানিতে হইবে) দুঃখত্রয়কে নিজের বলিয়া জানিয়া (দুঃখত্রয় দ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইয়া) মুক্তির প্রার্থনা করে, অর্থাৎ কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া দুঃখত্রয় হইতে মুক্তিলাভ করিবে তাহার চেষ্টা করে। বুদ্ধি (সত্ত্ব) ও পুরুষের অন্যতাখ্যাতি অর্থাৎ ভেদ-সাক্ষাৎকার হইলেই মুক্তি হয়। সত্ত্ব ও পুরুষের অন্যতাখ্যাতিটী প্রধান ব্যতিরেকে হয় না (খ্যাতিটী চিত্তের ধর্ম্ম, চিত্তটী প্রধানের পরিণাম,) সুতরাং পুরুষ মুক্তির নিমিত্ত প্রধানকে অপেক্ষা করে। উক্ত সংযোগের প্রবাহ অনাদি, পুরুষ শব্দাদির উপভোগের নিমিত্ত প্রধানের সহিত সংযুক্ত হইয়াও মুক্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার সংযুক্ত হয়, ইহা অনুচিত নহে। ভাল, উক্তরূপে উহাদের সংযোগ হয় হউক, মহদাদির সৃষ্টি হইবার কারণ কি? এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন, উক্ত সংযোগ বশতঃই মহদাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে, উক্ত সংযোগটী মহদাদির সৃষ্টি না করিয়া শব্দাদির উপভোগ অথবা মুক্তি কিছুই সম্পন্ন করিতে পারে না বলিয়া সংযোগই ভোগ ও মুক্তির নিমিত্ত মহদাদির সৃষ্টি করিয়া থাকে॥ ২১॥

বক্তব্য ॥ পঙ্গু চলিতে পারে না, অন্ধ দেখিতে পায় না, পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পথ দেখাইতে পারে, অন্ধও অনায়াসে চলিতে পারে, এইরূপে উভয়েই অভীষ্ট দেশে গমন করিতে সমর্থ হয়, উভয়ে মিলিত হইয়া যেন এক জন দৃক্‌শক্তি-গতিশক্তিশালী সমর্থ ব্যক্তি হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃতি পুরুষ স্থলেও ঐরূপ হইয়া থাকে, কেবল চেতন নির্ব্বিকার কূটস্থ পুরুষ কোন কার্য্যই করিতে পারে না, বুদ্ধি ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট হইলেও জড়, জড় কর্ত্তা হয় না, উভয়ে মিলিত হইয়া জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট একটা কার্য্যক্ষম কর্ত্তারূপে পরিণত হয়।

প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া পুরুষ বদ্ধ হয়, দুঃখযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করে, সংযুক্ত না হইলেই চলে, "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং।" নিজে ইচ্ছা করিয়া জাল প্রস্তুত করিয়া সেই জালে পড়া কেন? এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ অনাদি, সৃষ্টিপ্রবাহের আদি নাই, সুতরাং প্রথমতঃ সংযোগ কেন হয়? এরূপ জিজ্ঞাসা হইবে না. অনাদির প্রথম নাই। উক্ত সংযোগটী বাচস্পতির মতে ভোগ্যতা ও ভোক্তৃতা সম্বন্ধ। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে সংযোগ বিশেষ, সামান্য গুণের অতিরিক্ত গুণের সম্বন্ধ হইলেই বিকারী হয়, সুতরাং উক্ত সংযোগ সত্ত্বেও পুরুষ বিকারী নহে। অন্যথা পুরুষের সর্ব্বমূর্ত্ত-সংযোগিত্বরূপে বিভুত্ব সিদ্ধি হয় না ॥ ২১ ॥

কৌমুদী ॥ সর্গক্রমমাহ।

অনুবাদ ॥ সৃষ্টির ক্রম কি? অর্থাৎ কাহার পরে কাহার সৃষ্টি হয়, তাহা বলিতেছেন।

কারিকা ॥ প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্‌গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা ॥ প্রকৃতেঃ (মূলকারণাৎ সাম্যাবস্থোপলক্ষিতাদ্ গুণত্রয়াৎ) মহান্ (বুদ্ধি-সমষ্টিঃ, অধ্যবসায়-লক্ষণকং অন্তঃকরণ-দ্রব্যং জায়তে ইতিশেষঃ) ততোঽহঙ্কারঃ (মহত্তত্ত্বাৎ অভিমান-বৃত্তিকং অন্তঃকরণ-দ্রব্যং) তস্মাৎ ষোড়শকো গণশ্চ (অহঙ্কারাৎ একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চতন্মাত্রাণিচ) তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ (পূর্ব্বোক্তাৎ ষোড়শসংখ্যা-পরিমিতাদ্ গণাৎ অপকৃষ্টেভ্যঃ পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ) পঞ্চভূতানি (আকাশাদীনি স্থূলভূতানি জায়ন্তে ইত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য ॥ মূল প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশাদি পঞ্চস্থূল-ভূতের উৎপত্তি হয় ॥ ২২ ॥

কৌমুদী ॥ প্রকৃতিরব্যক্তং, মহদহঙ্কারৌ বক্ষমাণ-লক্ষণৌ। একাদশেন্দ্রিয়াণি বক্ষ্যমাণানি, পঞ্চতন্মাত্রাণিচ সোঽয়ং ষোড়শসংখ্যা-পরিমিতো গণঃ ষোড়শকঃ। তস্মাদপি ষোড়শকাদপকৃষ্টেভ্যঃ পঞ্চভ্যস্তন্মাত্রেভ্যঃ পঞ্চভূতান্যাকাশাদীনি। তত্র শব্দ-তন্মাত্রাদাকাশং শব্দগুণং, শব্দ-তন্মাত্র-সহিতাৎ স্পর্শ-তন্মাত্রা দ্বায়ুঃ শব্দস্পর্শগুণঃ, শব্দস্পর্শ-তন্মাত্র-সহিতাদ্রূপ-তন্মাত্রাত্তেজঃ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-গুণং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-তন্মাত্র-সহিতাদ্রস-তন্মাত্রাদাপঃ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গুণাঃ, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-তন্মাত্র-সহিতাদগন্ধতন্মাত্রাচ্ছব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-গুণা পৃথিবী জায়তে ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ॥ প্রকৃতি শব্দে অব্যক্ত অর্থাৎ মূলকারণ গুণত্রয়রূপ প্রধান বুঝায়। মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারের লক্ষণ অগ্রে বলা যাইবে। একাদশ ইন্দ্রিয় অগ্রে বলা যাইবে। ইন্দ্রিয় একাদশ ও শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র এই ষোড়শসংখ্যা বিশিষ্ট সমূহকে ষোড়শক (সমূহার্থে "ক" প্রত্যয়) বলে। উক্ত ষোড়শসংখ্যক গণ হইতে অপকৃষ্ট পঞ্চ-তন্মাত্র হইতে আকাশাদি পঞ্চ-স্থূলভূতের উৎপত্তি হয়। উহাদের মধ্যে শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ জন্মে উহার গুণ শব্দ। শব্দ তন্মাত্র সহকারে স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু জন্মে, উহার গুণ শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটী। শব্দ ও স্পর্শতন্মাত্র সহকারে রূপতন্মাত্র হইতে তেজ জন্মে, উহার গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটী। শব্দ, স্পর্শ ও রূপতন্মাত্র সহকারে রসতন্মাত্র হইতে জল জন্মে, উহার গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, ও রসতন্মাত্র সহকারে গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবী জন্মে, উহার গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী ॥ ২২ ॥

মন্তব্য ॥ জায়তে, এই ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিয়া "জনি কর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ" জন ধাতুর কর্ত্তা অর্থাৎ যে জন্মে তাহার উপাদান কারণ অপাদান হয়, এই সূত্র অনুসারে "প্রকৃতেঃ" ইত্যাদি স্থলে অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। "ষোড়শকাৎ" এ স্থলে অপেক্ষার্থে পঞ্চমী, ষোড়শগণ হইতে

অপকৃষ্ট পঞ্চতন্মাত্র এইরূপ বুঝিতে হইবে। যদিচ ষোড়শ গণ হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র পৃথক্ নহে, পঞ্চ-তন্মাত্র উক্তগণের অবয়ববিশেষ, তথাপি সমূহ (ষোড়শগণ) ও সমূহীর (পঞ্চ-তন্মাত্রের) ভেদ বিবক্ষা করিয়া অপকর্ষ বুঝিতে হইবে। অহঙ্কার তত্ত্বের সাত্ত্বিক ভাগ হইতে ইন্দ্রিয় ও তামস ভাগ হইতে পঞ্চতন্মাত্র জন্মে, তামস বলিয়াই পঞ্চতন্মাত্র সাত্ত্বিক-ইন্দ্রিয়গণ হইতে অপকৃষ্ট।

আকাশাদি ভূত-পঞ্চকের মধ্যে যথোত্তর এক একটী গুণের বৃদ্ধি হয়। স্থূল ভূতে স্বকীয় উপাদান তন্মাত্রের একটী অসাধারণ গুণ ও সহকারী কারণের গুণসমবধানে ওরূপ হইয়া থাকে। শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ জন্মে, উহার গুণ কেবল শব্দ। স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়, শব্দ-তন্মাত্র উহার সহকারী কারণ, সুতরাং বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ দুইটী গুণ, এইরূপে এক একটী গুণের বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে। ন্যায়মতে ওরূপ যথোত্তর গুণ বৃদ্ধি নাই, আকাশের গুণ শব্দ, আর কাহার নহে। ইন্দ্রিয়গণও ন্যায়মতে ভূত হইতে জন্মে, মনঃ নিত্য ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

কৌমুদী ॥ অব্যক্তং সামান্যতো লক্ষিতং "বিপরীতমব্যক্ত"মিত্যানেন, বিশেষতশ্চ "সত্ত্বং লঘু প্রকাশক"মিত্যাদিনা। ব্যক্ত-মপি সামান্যতো লক্ষিতং "হেতুমদিত্যাদিনা"। সম্প্রতি বিবেকজ্ঞানোপ-যোগিতয়া ব্যক্ত-বিশেষং বুদ্ধিং লক্ষয়তি।

অনুবাদ ॥ "বিপরীতং অব্যক্তং" অর্থাৎ ব্যক্তের বিপরীত অহেতুমৎ নিত্য ইত্যাদিরূপে (১০ কারিকায়) অব্যক্তের সামান্য লক্ষণ এবং "সত্ত্বং লঘু প্রকাশকং" ইত্যাদি রূপে (১৩ কারিকায়) বিশেষ লক্ষণ করা হইয়াছে। হেতুমৎ ইত্যাদি দ্বারা (১০ কারিকায়) ব্যক্তেরও সামান্য ভাবে লক্ষণ করা হইয়াছে। এখন বিবেক-জ্ঞানের উপযোগী বিধায় ব্যক্তবিশেষ বুদ্ধির লক্ষণ করা যাইতেছে, অর্থাৎ বুদ্ধি-তত্ত্ব হইতে ভিন্ন রূপে আত্মাকে জানাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তাই বুদ্ধির স্বরূপ অবধারণ করিতেছেন।

কারিকা ॥ অধ্যবসায়ো বুদ্ধি র্ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যং।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্ ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা ॥ বুদ্ধিঃ অধ্যবসায়ঃ (নিশ্চয়-বৃত্তিকং অন্তঃকরণং বুদ্ধিঃ, বৃত্তি-

বৃত্তিমতো রভেদ-বিবক্ষয়া অধ্যবসায়বত্যপি বুদ্ধি রধ্যবসায় ইত্যুচ্যতে) ধর্ম্মঃ (অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সাধনং পুণ্যং) জ্ঞানং (বুদ্ধ্যাত্মনো র্ভেদ-সাক্ষাৎকারঃ) বিরাগঃ (আসক্ত্যভাবঃ নির্ব্বেদঃ) ঐশ্বর্য্যং (অণিমাদিকং) এতদ্রূপং (সাত্ত্বিকং ধর্ম্মাদিকং সত্ত্বোৎকর্ষা দেব বুদ্ধে র্ভবতি) অস্মাৎ বিপর্য্যস্তং তামসং (অস্মাৎ ধর্ম্মাদেঃ বিপর্য্যস্তং বিপরীতং অধর্ম্মাদিকং তামসং তম উদ্রেকাদ্ ভবতি) ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য ॥ নিশ্চয়-বৃত্তি-বিশিষ্ট অন্তঃকরণকে বুদ্ধি বলে। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ ও ঐশ্বর্য্য এই চারিটী বুদ্ধির সত্ত্বোৎকর্ষের ফল। বুদ্ধির তমোগুণের উদ্রেক হইলে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

কৌমুদী ॥ অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ, ক্রিয়া-ক্রিয়াবতোরভেদ বিবক্ষয়া। সর্ব্বো ব্যবহর্ত্তা আলোচ্যমত্বা অহমত্রাধিকৃত ইত্যভিমত্য কর্ত্তব্য-মেতন্ময়েতি অধ্যবস্যতি, ততশ্চ প্রবর্ত্ততে ইতি লোকপ্রসিদ্ধং, তত্র যোঽয়ং কর্ত্তব্যমিতি বিনিশ্চয়শ্চিতি সন্নিধানাদাপন্ন-চৈতন্যায়া বুদ্ধেঃ, সোঽধ্যবসায়ো বুদ্ধেরসাধারণো ব্যাপারস্তদভেদা বুদ্ধিঃ, সচ বুদ্ধে র্লক্ষণং, সমানাসমান-জাতীয়-ব্যবচ্ছেদকত্বাৎ।

তদেবং বুদ্ধিং লক্ষয়িত্বা বিবেকজ্ঞানোপযোগিন স্তস্যা ধর্ম্মান্ সাত্ত্বিক-রাজস-তামসা নাহ ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যং সাত্ত্বিক মেতদ্রূপং তামস মস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্। ধর্ম্মোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-হেতুঃ, তত্র যাগ-দানাদ্যনুষ্ঠানজনিতো ধর্ম্মোঽভ্যুদয়হেতুঃ, অষ্টাঙ্গ-যোগানুষ্ঠান-জনিতশ্চ নিঃশ্রেয়স-হেতুঃ। সত্ত্ব-পুরুষান্যতা-খ্যাতি র্জ্ঞানং। বিরাগঃ বৈরাগ্যং রাগাভাবঃ। তস্য যতমানসংজ্ঞা, ব্যতিরেকসংজ্ঞা, একেন্দ্রিয়-সংজ্ঞা, বশীকারসংজ্ঞেতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ। রাগাদয়ঃ কষায়াশ্চিত্তবর্ত্তিন স্তৈরিন্দ্রিয়াণি যথাস্বং বিষয়েষু প্রবর্ত্ত্যন্তে, তন্মাহত্র প্রবর্ত্তিষত বিষয়েস্বিন্দ্রিয়াণীতি তৎপরিপাচনায়ারম্ভঃ প্রযত্নো যতমানসংজ্ঞা। পরিপাচনে চানুষ্ঠীয়মানে কেচিৎ কষায়াঃ পক্কাঃ পক্ষ্যন্তে চ কেচিৎ, তত্রৈবং পূর্ব্বা-পরীভাবে সতি পক্ষ্যমাণেভ্যঃ কষায়েভ্যঃ পক্কানাং ব্যতিরেকেণাবধারণং ব্যতিরেক-সংজ্ঞা। ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্ত্যসমর্থতয়া পক্কানা মৌৎসুক্যমাত্রেণ

মনসি ব্যবস্থান মেকেন্দ্রিয়-সংজ্ঞা। ঔৎসুক্যমাত্রস্যাপি নিবৃত্তিরূপাস্যাতে-ষপি দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়েষু যা সংজ্ঞাত্রয়াৎ পরাচীনা সা বশীকারসংজ্ঞা, যা মত্র ভগবান্ পতঞ্জলিঃ বর্ণায়ঞ্চকার "দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য" মিতি। সোঽয়ং বুদ্ধি-ধর্ম্মো বিরাগ ইতি। ঐশ্বর্যমপি বুদ্ধি-ধর্ম্মো যতোঽণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ। তত্রাণিমা অণুভাবঃ, যতঃ শিলামপি প্রবিশতি। লঘিমা লঘুভাবঃ, যতঃ সূর্য্যমরীচীনালম্ব্য সূর্য্যলোকং যাতি। মহিমা মহতো ভাবঃ, যতো মহান্ ভবতি। প্রাপ্তি-রঙ্গুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রং। প্রকাম্য মিচ্ছানভিঘাতো যতো ভূমা বুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে। বশিত্বং ভূত-ভৌতিকং বশীভবত্যবশ্যং। ঈশিত্বং ভূতভৌতিকানাং প্রভব-ব্যূহব্যয়ানা মীষ্টে। যত্রকামাবসায়িত্বং সত্যসঙ্কল্পতা, যথাস্য সঙ্কল্পোভবতি ভূতেষু তথৈব ভূতানি ভবন্তি। অন্যেষাং নিশ্চয়া নিশ্চেতব্য মনুবিধীয়ন্তে, যোগিনস্তু নিশ্চেতব্যাঃ পদার্থা নিশ্চয়মিতি, চত্বারঃ সাত্ত্বিকা বুদ্ধিধর্ম্মাঃ। তামসাস্তু তদ্বিপরীতা বুদ্ধি-ধর্ম্মাঃ, অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্চর্য্যাভিধানাশ্চত্বার ইত্যর্থঃ॥ ২৩॥

অনুবাদ॥ অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয় বৃত্তিটী বুদ্ধির ধর্ম্ম, ক্রিয়া ও ক্রিয়া-বিশিষ্টকে অভিন্ন বলিয়া অধ্যবসায়কেই বুদ্ধি বলা যায়। ব্যবহারকারী (সাংসারিক) মাত্রই প্রথমতঃ বিষয়ের আলোচনা করিয়া অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সামান্যভাবে শব্দাদিকে জানিয়া পরে মনন অর্থাৎ মনঃ দ্বারা বিশেষ করিয়া বিচার করিয়া এ বিষয়ে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি এইরূপে অভিমান (আমিত্বের অভিনিবেশ) করিয়া "এ বিষয় আমার করা উচিত" এই ভাবে নিশ্চয় করে, অনন্তর সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহা সকলেই জানেন। উহার মধ্যে, চেতন পুরুষের সন্নিধানবশতঃ বুদ্ধির চৈতন্যলাভ হইলে, "এই কার্য্যটী আমার কর্ত্তব্য" এইরূপে যে নিশ্চয় হয়, তাহাকে অধ্যবসায় বলে, এইটী বুদ্ধির অসাধারণ বৃত্তি, অর্থাৎ উহা বুদ্ধি ভিন্ন অন্য কাহারও ধর্ম্ম নহে। বুদ্ধি এই অধ্যবসায়ের অভিন্ন, ইহাই বুদ্ধির লক্ষণ অর্থাৎ পরিচায়ক, কেন না, উহা বুদ্ধিকে সজাতীয় ও বিজাতীয় হইতে পৃথক্ করে।

উক্তরূপ বুদ্ধির লক্ষণ করিয়া বিবেক জ্ঞানের (বুদ্ধি হইতে আত্মাকে

পৃথক্ করিয়া বুঝিবার) উপযোগী সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ধর্ম্ম সকল বলিতেছেন,—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারিটী বুদ্ধির সাত্ত্বিক ধর্ম্ম, ইহার বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই চারিটী বুদ্ধির তামস ধর্ম্ম। অভ্যুদয় (সুখ) ও নিঃশ্রেয়সের (মুক্তির) কারণ ধর্ম্ম, উহার মধ্যে যজ্ঞ দান ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিলে যে ধর্ম্ম হয়, সেইটী (সকাম ধর্ম্ম) অভ্যুদয়ের কারণ, এবং অষ্টাঙ্গ (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম্ম (নিষ্কাম ধর্ম্ম, অশুক্লকৃষ্ণ) জন্মে উহা দ্বারা মুক্তি হয়। বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকারকে জ্ঞান বলে। বিরাগ শব্দের অর্থ বিষয়-বৈরাগ্য অর্থাৎ অনুরাগের অভাব। বৈরাগ্যের যতমানসংজ্ঞা, ব্যতিরেকসংজ্ঞা, একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা ও বশীকারসংজ্ঞা, এই চারিটী সংজ্ঞা আছে। রাগ প্রভৃতি কষায় অর্থাৎ ভোগ-তৃষ্ণা প্রভৃতি রঞ্জক (যাহা দ্বারা চিত্ত বিষয়োপরক্ত হয়) সকল চিত্তে থাকে, উহা দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন বিষয়ে (চক্ষুর রূপ, কর্ণের শব্দ ইত্যাদি) প্রবর্ত্তিত হয়, যে প্রকারে ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়ে পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত না হয়, সেরূপ চিত্তে পরিপাক অর্থাৎ রাগাদির অপনোদন করিতে প্রযত্ন বিশেষকে যতমানসংজ্ঞা বলে, অর্থাৎ ভোগ-বিষয়ে অনুরাগাদি থাকিলে ইন্দ্রিয়গণ বিষয় লাভে ব্যগ্র থাকে, চিত্ত হইতে রাগাদি দূর করিতে পারিলে আর সেরূপ হয় না, ইহাকেই যতমানসংজ্ঞা বলে। উক্ত রূপে চিত্তে পরিপাক আরম্ভ হইলে অর্থাৎ চিত্ত হইতে ক্রমশঃ বিষয়তৃষ্ণাদি বিদূরিত হইতে আরম্ভ হইলে, কতকগুলি কষায় পক্ক হইয়াছে অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ে তৃষ্ণা নাই, এবং কতকগুলিকে পরিপাক করিতে হইবে, এইরূপে পৌর্ব্বাপর্য্য থাকায় (একদা সমস্ত তৃষ্ণা দূর করা যায় না, এক একটী করিয়া ত্যাগ করিতে হয়), যে কষায়গুলিকে নিরাস করিতে হইবে, তাহা হইতে নিরস্ত কষায়গুলিকে পৃথক্ করিয়া স্থির করাকে ব্যতিরেক-সংজ্ঞা বলে। নিরস্ত কষায়গুলি শব্দাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি জন্মাইতে না পারিয়া কেবল ঔৎসুক্যরূপে চিত্তে থাকার নাম একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা (চিত্তরূপ একটী ইন্দ্রিয়ে থাকে, অন্য ইন্দ্রিয়ে থাকে না)। পূর্ব্বোক্তরূপে ঔৎসুক্যটুকুরও নিবৃত্তি অর্থাৎ ঐহিক পারত্রিক ভোগ্য পদার্থ সমুদায় উপস্থিত হইলেও চিত্তের প্রবৃত্তি না হওয়াকে বশীকার-সংজ্ঞা বলে, এইটী পূর্ব্বোক্ত যতমানসংজ্ঞাদিত্রয়ের পরাচীন, অর্থাৎ পরে হয়। ইহাকেই

ভগবান্ পতঞ্জলি মুনি বর্ণনা করিয়াছেন, ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে তৃষ্ণারহিত ব্যক্তির বশীকার নামক বৈরাগ্য হয়। প্রদর্শিত যতমানাদিকেই বুদ্ধির ধর্ম বৈরাগ্য বলে।

ঐশ্বর্য্যটীও বুদ্ধির ধর্ম, উহা হইতেই অণিমাদির প্রাদুর্ভাব হয়। অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অণিমা (অণু শব্দের উত্তর ভাবার্থে ইমন্) শব্দে অণুত্ব বুঝায়, এই শক্তিপ্রভাবে শিলার মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে। লঘিমা শব্দে লঘুত্ব বুঝায়, ইহা দ্বারা সূর্য্যকিরণকেও অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোকে গমন করিতে পারে। মহিমা শব্দে মহত্ত্ব বুঝায়, ইহা দ্বারা অতিবৃহৎ রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হয়। প্রাপ্তিনামক ঐশ্বর্য্য হইলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চন্দ্রকে স্পর্শ করিতে পারে। প্রাকাম্য শব্দে ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া বুঝায়, যাহা হইলে জলাশয়ের ন্যায় মৃত্তিকাতে উন্মগ্ন নিমগ্ন হইতে পারে। ভূত ভৌতিক (ভূত হইতে উৎপন্নকে ভৌতিক বলে) পদার্থ সকল অন্যের বশীভূত না হইয়াও বশিত্ব নামক ঐশ্বর্য্যশালী যোগীর বশীভূত হয়। ঈশিত্ব নামক ঐশ্বর্য্য হইলে ভূত ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় করিতে পারে। যত্রকামাবসায়িতা সিদ্ধির নাম সত্যসঙ্কল্পতা অর্থাৎ সঙ্কল্পের বাধা না হওয়া উক্ত সিদ্ধ যোগীর ভূতগণের প্রতি যেরূপ ইচ্ছা হয়, ভূতগণ সেইরূপেই অবস্থান করে। অন্য অন্য ব্যক্তির নিশ্চয়টী নিশ্চেতব্য (যে বিষয়ের নিশ্চয় করিতে হইবে) পদার্থের অনুসরণ করে, যোগীর পক্ষে বিপরীত, উহার ইচ্ছা অনুসারেই পদার্থের পরিণাম হয়, অর্থাৎ সিদ্ধ যোগী যেরূপ মনে করে, সেইরূপই বস্তু হয় ("ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচ মর্থোঽনুধাবতি")। উল্লিখিত চারিটী ধর্ম্ম বুদ্ধির সত্ত্বের উৎকর্ষ হইতে হয়। ইহার বিপরীত অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই চারিটী বুদ্ধির তামস ধর্ম্ম ॥ ২৩ ॥

মন্তব্য ॥ জপ তপঃ পূজা অনুষ্ঠান যাহা কিছু করা যাউক, সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্তের উৎকর্ষ সাধন। চিত্তের রজঃ ও তমোভাগের হ্রাস করিয়া সত্ত্বভাগের উদ্রেক করাই চিত্তের উৎকর্ষ। অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যেমন অনুষ্ঠেয় পদার্থ সমুদায়ের জ্ঞান আবশ্যক, তদ্রূপ পরিত্যাগের নিমিত্ত পাপাদিরও জ্ঞান চাই, নতুবা কাহার পরিত্যাগ করিবে? এই নিমিত্তই মীমাংসা দর্শনে "অথাতোধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" সূত্রে লুপ্ত অকারের স্মরণ করিয়া ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মেরও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। এই এইটী চিত্তের সাত্ত্বিক ধর্ম্ম, সর্ব্বদা উহার

অনুষ্ঠান করিতে হইবে. এই এইটী তামস ধর্ম্ম, সর্ব্বদা উহার পরিত্যাগের চেষ্টা করিতে হইবে, এ বিষয় চিত্তপটে সর্ব্বদা অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রে পূজাপ্রকরণে পীঠপূজায় ধর্ম্মাদির ন্যায় অধর্ম্মাদিরও উল্লেখ আছে। কারিকায় রাজস ধর্ম্মের উল্লেখ না থাকিলেও সাত্ত্বিক ও তামস উভয়ই রজের কার্য্য বুঝিতে হইবে ; কেন না, রজোগুণ প্রবর্ত্তনা না করিলে সত্ত্ব বা তমের প্রবৃত্তি হয় না।

"মোক্ষে ধী র্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্প-শাস্ত্রয়োঃ" মুক্তির উপায়ে বুদ্ধিকেই জ্ঞান বলে, শিল্পশাস্ত্রাদি বিষয়ে বুদ্ধিকে বিজ্ঞান বলে। জ্ঞান-শব্দে সাধারণতঃ বিষয় প্রকাশরূপ বোধ বুঝাইলেও, এ স্থলে জ্ঞান শব্দের অর্থ আত্মজ্ঞান বুঝিতে হইবে। কামনাপূর্ব্বক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদি অভ্যুদয় হয়, নিষ্কামভাবে ধর্ম্মাচরণ করিলে চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান জন্মে, আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ। বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্যাদির বিশেষ বিবরণ মৎসঙ্কলিত পাতঞ্জলে দ্রষ্টব্য ॥ ২৩ ॥

কৌমুদী ॥ অহঙ্কারস্য লক্ষণ মাহ।

অনুবাদ ॥ অহঙ্কারের লক্ষণ কি, তাহা বলিতেছেন।

কারিকা ॥

অভিমানোঽহঙ্কার স্তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চ গণস্তন্মাত্র-পঞ্চকশ্চৈব ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা ॥ অহঙ্কারঃ (অন্তঃকরণ-বিশেষঃ) অভিমানঃ (অহমিতি মমেতি চ বৃত্তিঃ অভেদ-বিবক্ষয়া তদ্বান প্যহঙ্কারঃ স ইত্যুচ্যতে (তস্মাৎ দ্বিবিধ এব সর্গঃ প্রবর্ত্ততে (সৃজ্যতে ইতি সর্গঃ কার্য্যং, এবকারঃ ভিন্নক্রমঃ, অহঙ্কারাৎ সাত্ত্বিক-স্তামসশ্চেতি দ্বিপ্রকার এব সর্গ উৎপদ্যতে) একাদশকশ্চ গণঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকং, কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চকং, মনশ্চেত্যেকাদশ, গণঃ সমূহঃ অসৌ সাত্ত্বিকঃ।) তন্মাত্রপঞ্চকশ্চ (শব্দ-তন্মাত্রাদীনাং পঞ্চানাং সমূহঃ, অসৌ তামসঃ) ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য ॥ আমি বা আমার এইরূপ অভিমান-বৃত্তি-বিশিষ্ট অন্তঃকরণকে অহঙ্কার বলে, উহা হইতে দুই প্রকার সৃষ্টি হয়। একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারের সাত্ত্বিক পরিণাম, পঞ্চতন্মাত্র তামস পরিণাম, অহঙ্কার হইতে এই দুইপ্রকারই সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

কৌমুদী ॥ অভিমানোঽহঙ্কারঃ যৎ খল্বালোচিতং মতঞ্চ তত্রাহ-মধিকৃতঃ, শক্তঃ খল্বহমত্র, মদর্থা এবামী বিষয়াঃ, মত্তো নান্যোঽহত্রাধিকৃতঃ

কশ্চিদত্যাতোঽহমস্মীতি যোঽভিমানঃ, সোঽসাধারণ ব্যাপারত্বা দহঙ্কারঃ, তমুপজীব্য হি বুদ্ধিরধ্যবস্যতি "কর্ত্তব্যমেতন্ময়েতি।" তস্য কার্য্য-ভেদ ম্যাহ তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ। প্রকারদ্বয় মাহ একাদশকশ্চ গণঃ ইন্দ্রিয়াহ্বয়ঃ, তন্মাত্র-পঞ্চকশ্চৈব দ্বিবিধ এব সর্গোঽহঙ্কারাৎ, নত্বস্য ইত্যেবকারেণাবধারয়তি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ॥ অহঙ্কাররূপ অন্তঃকরণ-বিশেষ অভিমান অর্থাৎ অভিমান-বৃত্তি-বিশিষ্ট। যাহা কিছু আলোচিত হইয়াছে অর্থাৎ প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা সামান্যভাবে জানা গিয়াছে, এবং মন দ্বারা যাহার মনন অর্থাৎ বিচার করিয়া বিশেষরূপে নির্দ্ধারণ করা গিয়াছে, সেই পদার্থে আমারই অধিকার অর্থাৎ আমিই উহা সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এ বিষয় সম্পাদন করিতে আমার নিশ্চয়ই সামর্থ্য আছে, এই সমস্ত বিষয় আমার নিমিত্ত আমি ভিন্ন আর কেহ ইহা করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, অতএব এ কার্য্যে আমিই (সমর্থ ও প্রবৃত্ত) আছি, এই প্রকারে যে অভিমান হয়, অসাধারণ ব্যাপার বলিয়া ঐ অভিমান-কেই অহঙ্কার বলা যায়। উক্ত অভিমানকে আশ্রয় করিয়া "এটী আমার কর্ত্তব্য" এই প্রকারে বুদ্ধি স্থির করে, (আমি থাকিলেই আমার কর্ত্তব্য হয়)। এই অহঙ্কারের কি কি কার্য্য, তাহা বলিতেছেন,—ইহা হইতে দুই প্রকার কার্য্য জন্মে। প্রকার দুইটী কি, তাহা বলিতেছেন,—ইন্দ্রিয় নামক একাদশ-টীর সমূহ এক প্রকার ও পঞ্চতন্মাত্রের সমূহ আর এক প্রকার। অহঙ্কার হইতে দুই প্রকারই সৃষ্টি হয়, অতিরিক্ত প্রকার হয় না, এ কথা "এব" শব্দ দ্বারা স্থির করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

মন্তব্য॥ একই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে চারি প্রকারে বিভক্ত বলিয়া কথিত হয়, সেই চারিটী বৃত্তি সংশয়, নিশ্চয় গর্ব্ব ও স্মরণ। মনের সংশয়, বুদ্ধির নিশ্চয়, অহঙ্কারের গর্ব্ব অর্থৎ অভিমান ও চিত্তের স্মরণ, "মনো-বুদ্ধি-রহঙ্কার-শ্চিত্তং করণ মান্তরং। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।" সাংখ্য-মতে চিত্তকে বুদ্ধিতে অন্তর্ভাব করিয়া অন্তঃকরণ তিন প্রকার বলা হইয়াছে, যেমন বংশের পর্ব্ব (বাঁশের গিঁট) প্রথমটীর বিকাশ হইলে উহা হইতে ক্রমশঃ দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদির বিকাশ হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ বুদ্ধি (মহৎ) উৎপন্ন হইলে উহা হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে মনের বিকাশ হইয়া থাকে।

কেহ কেহ অহঙ্কারকে মনে অন্তর্ভাব করিয়া অন্তঃকরণকে দুইটী (বুদ্ধি ও মনঃ) বলিয়া থাকেন, যিনি যাহাই বলুন, অন্তঃকরণ দ্রব্য একটী, ক্রিয়াভেদে উহার বিশেষ বিশেষ নাম হয় মাত্র। কারিকার এব শব্দকে "দ্বিবিধঃ"র সহিত অন্বয় করিয়া "দুই প্রকারই" এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

কৌমুদী ॥ স্যাদেতৎ, অহঙ্কারাদেকরূপাৎ কারণাৎ কথং জড়-প্রকাশকৌ গণৌ বিলক্ষণৌ ভবত ইত্যত আহ।

অনুবাদ ॥ যাহা হউক, এক প্রকার অহঙ্কাররূপ কারণ হইতে বিরুদ্ধ জড় ও প্রকাশক গণদ্বয় কিরূপে উৎপন্ন হয়? এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র জড়, ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-প্রকাশক, এই উভয়ের কারণ একটী হইতে পারে না, জড়ের কারণ জড় হউক, প্রকাশকের কারণ প্রকাশক হউক, এইরূপ আশঙ্কায় পরবর্ত্তী কারিকা বলিতেছেন।

কারিকা ॥
সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামস স্তৈজসাদুভয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা ॥ বৈকৃতাৎ অহঙ্কারাৎ সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে (বৈকৃতাৎ সাত্ত্বিকাৎ অহঙ্কারাৎ একাদশকঃ একাদশানাং ইন্দ্রিয়াণাং গণঃ উৎপদ্যতে) ভূতাদেঃ তন্মাত্রঃ (তামসাহঙ্কারাৎ তন্মাত্রাণাং গণঃ জায়তে) স তামসঃ (স গণঃ তামসঃ জড়ঃ অপ্রকাশকঃ) তৈজসাদুভয়ং (উভয়ং গণদ্বয়ং তৈজসাৎ রাজসাদহঙ্কারা দুৎপদ্যতে, রজঃ-প্রবর্ত্তিতা দেব সাত্ত্বিকাৎ তামসা চ্চাহঙ্কারাৎ গণদ্বয়োৎপত্তে: তৈজসাদিত্যুক্তম্) ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য ॥ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক একাদশ ইন্দ্রিয়ের সমূহ জন্মে। তামস অহঙ্কার হইতে তন্মাত্র-পঞ্চক জন্মে, উভয়টীই রজের কার্য্য, কেন না, রজের সাহায্য না পাইলে সত্ত্ব বা তমের কার্য্য হয় না ॥ ২৫ ॥

কৌমুদী ॥ প্রকাশ-লাঘবাভ্যামেকাদশক ইন্দ্রিয়গণঃ সাত্ত্বিকো বৈকৃতাৎ সাত্ত্বিকাদহঙ্কারাৎ প্রবর্ত্ততে। ভূতাদেস্তুহঙ্কারাৎ তামসা-ত্তন্মাত্রো গণঃ প্রবর্ত্ততে, কস্মাৎ? যতঃ স তামসঃ। এতদুক্তং ভবতি যদ্যপ্যেকোঽহঙ্কারস্তথাপি গুণ-ভেদোদ্ভবাভিভবাভ্যাং ভিন্নং কার্য্যং করোতীতি। ননু যদি সত্ত্ব-তমোভ্যামেব সর্ব্বং কার্য্যং জন্যতে তদা কৃতমকিঞ্চিৎকরেণ রজসেত্যত আহ তৈজসা দুভয়ং, তৈজসাৎ রাজসা-

দুভয়ং গণদ্বয়ং ভবতি। যদ্যপি রজসো ন কার্য্যান্তরমস্তি তথাপি সত্ত্ব-তমসী স্বয়মক্রিয়ে সমর্থে অপি ন স্ব-স্ব-কার্য্যং কুরুত ইতি তদুভয়স্মিন্নপি কার্য্যে সত্ত্ব-তমসোঃ ক্রিয়োৎপাদনদ্বারেণাস্তি রজসঃ কারণত্ব মিতি ন ব্যর্থং রজ ইতি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ॥ প্রকাশ ও লঘুতা গুণ থাকায় একাদশ ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক, উহারা সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ভূতাদি অর্থাৎ পঞ্চভূতের কারণ তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের সমূহ জন্মে, কেন না, ঐ তন্মাত্র-পঞ্চক তামস অর্থাৎ প্রকাশবিহীন জড়। এই কথা বলা যাইতেছে,—অহঙ্কার একটী হইলেও উহাতে গুণবিশেষের (সত্ত্ব, রজঃ, তমের কোন একটীর) আধিক্য ও ন্যূনতা বশতঃ পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য জন্মে। ভাল! যদি সত্ত্ব ও তমোগুণ দ্বারাই সমস্ত কার্য্য উৎপন্ন হয়, তবে নিরর্থক রজের কল্পনার আবশ্যক কি? এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন,—তৈজস অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ ও তন্মাত্রগণ উভয় জন্মে। যদিচ রজোগুণের পৃথক্ কার্য্য নাই, তথাপি সত্ত্ব ও তমোগুণের নিজের ক্রিয়া না থাকায় কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াও আপন আপন কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু, ক্রিয়াস্বভাব বিধায় রজোগুণ উহাদিগকে যখন প্রবর্ত্তিত করে, তখন উহারা আপন আপন কার্য্য করিতে পারে, অতএব উভয়বিধ কার্য্যেই সত্ত্ব ও তমোগুণের প্রবৃত্তি জন্মায় বলিয়া রজোগুণ কারণ হইল, নিরর্থক হইল না ॥ ২৫ ॥

মন্তব্য ॥ বেদান্তমতে সূক্ষ্ম ভূতের রাজস ভাগের সমষ্টি হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়, সাংখ্যমতে অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, অহঙ্কারকে ভূতের অতিসূক্ষ্ম অবস্থা বলিতে পারা যায়। কর্ম্মেন্দ্রিয়ে সত্ত্বের ধর্ম্ম প্রকাশ নাই, লঘুতা কথঞ্চিৎ আছে বলিলেও চলে, এইটুকু লইয়াই বোধ হয় সাংখ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সাত্ত্বিক কার্য্য বলা হইয়াছে। ফল কথা, কর্ম্মেন্দ্রিয়কে রাজস বলিলেই ভাল হয় ॥ ২৫ ॥

কৌমুদী ॥ সাত্ত্বিকমেকাদশকমাখ্যাতুং বাহ্যেন্দ্রিয়-দশকং তাব দাহ ॥

অনুবাদ ॥ সাত্ত্বিক একাদশ ইন্দ্রিয়গণ বলিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ বহিরিন্দ্রিয় দশটীকে বলিতেছেন।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ শ্রোত্র-ঘ্রাণ-রসন-ত্বগাখ্যানি।
কারিকা॥
বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থান্ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা॥ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি (বুদ্ধে র্জ্ঞানস্য সাধনানি ইন্দ্রিয়াণি, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ) চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-রসন-ত্বগাখ্যানি (নয়ন-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বচ আখ্যা যেষাং তানি) কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি (কর্ম্মণঃ ক্রিয়ায়াঃ সাধনানি ইন্দ্রিয়াণি) বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থান্ (অষ্টৌ বর্ণস্থানানি বাক্, পাণিঃ হস্তঃ, পাদঃ চরণঃ, পায়ুঃ বিষ্ঠা-নির্গম-মার্গঃ, উপস্থঃ যোনিঃ শিশ্নশ্চ, তান্) আহুঃ (পরিগণয়ন্তি পণ্ডিতাঃ, আহু রিত্যস্য উভয়ত্র সম্বন্ধঃ) ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য॥ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। বর্ণের উচ্চারণ স্থান, হস্ত, পদ, পায়ু অর্থাৎ বিষ্ঠা-নিঃসরণ-পথ ও উপস্থ অর্থাৎ স্ত্রী-পুং-চিহ্ন এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ॥ ২৬ ॥

কৌমুদী॥ সাত্ত্বিকাহঙ্কারোপাদানকত্বমিন্দ্রিয়ত্বং, তচ্চ দ্বিবিধং বুদ্ধীন্দ্রিয়ং কর্ম্মেন্দ্রিয়ঞ্চ, উভয়মপ্যেতদিন্দ্রস্যাত্মনশ্চিহ্নত্বাদিন্দ্রিয় মুচ্যতে, তানিচ স্ব-সংজ্ঞাভিশ্চক্ষুরাদিভিরুক্তানি। তত্র রূপগ্রহণলিঙ্গং চক্ষুঃ, শব্দ-গ্রহণ-লিঙ্গং শ্রোত্রং, গন্ধগ্রহণ-লিঙ্গং ঘ্রাণং, রস-গ্রহণ-লিঙ্গং রসনং, স্পর্শগ্রহণ-লিঙ্গং ত্বক্, ইতি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং সংজ্ঞাঃ। এবং বাগাদীনাং কার্য্যং বক্ষ্যতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ॥ সাত্ত্বিক অহঙ্কার যাহার উপাদান অর্থাৎ প্রকৃতি (সমবায়ি কারণ) তাহাকে ইন্দ্রিয় বলে, সেই ইন্দ্রিয় দুই প্রকার,—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, উভয়টীই ইন্দ্রের অর্থাৎ আত্মার চিহ্ন (অনুমাপক) বলিয়া ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়, সেই ইন্দ্রিয়গণ চক্ষুরাদি স্বকীয় সংজ্ঞা দ্বারা উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটীর মধ্যে যে লিঙ্গ অর্থাৎ আত্মার অনুমাপকটী রূপ-জ্ঞানের করণ, তাহাকে চক্ষু বলে, এইরূপ যেটী শব্দজ্ঞানের করণ তাহাকে শ্রোত্র, যেটী গন্ধজ্ঞানের করণ তাহাকে ঘ্রাণ, যেটী রসজ্ঞানের করণ তাহাকে রসনা ও যেটী স্পর্শজ্ঞানের করণ তাহাকে ত্বক্ বলে, উক্ত কয়েকটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংজ্ঞা। এইরূপে বাগাদির ব্যাপার বলা যাইবে ॥ ২৬ ॥

মন্তব্য॥ শাকপ্রিয় পার্থিব ইত্যাদি স্থলে যেমন মধ্যপদ (প্রিয়) লোপ করিয়া শাকপার্থিবাদি হয়, তদ্রূপ বুদ্ধির সাধন ইন্দ্রিয় ইত্যাদি অর্থে মধ্যপদ

(সাধন) লোপ করিয়া বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি নিষ্পন্ন হইয়াছে। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে ইন্দ্র শব্দে আত্মাকে বুঝাইয়াছে, ইন্দ্রের চিহ্ন (অনুমাপক) এইরূপ অর্থে ইন্দ্র শব্দের উত্তর "ঘ" প্রত্যয় করিয়া ইন্দ্রিয় পদ হইয়াছে। "করণ-ব্যাপারঃ কর্ত্তৃ-ব্যাপার-পূর্ব্বকঃ করণব্যাপারত্বাৎ কুঠারাদি-ব্যাপারবৎ" অর্থাৎ কর্ত্তার ব্যাপার না হইলে করণের ব্যাপার হয় না, যেমন ছেদকের ব্যাপার হইলে কুঠারাদির ব্যাপার হয়, চক্ষুরাদি করণের ব্যাপারও কর্ত্তার ব্যাপার জন্য হওয়া উচিত, সেই কর্ত্তাটী আত্মা, এইরূপে আত্মার অনুমান হয়। "গৃহ্যতে জ্ঞায়তেঽনেনেতি গ্রহণং, রূপস্য গ্রহণং গ্রহকরণং রূপজ্ঞান-করণমিত্যর্থঃ" গ্রহ্ ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া গ্রহণ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

কৌমুদী ॥ একাদশকমিন্দ্রিয় মাহ।

অনুবাদ ॥ একাদশের পূরণ ইন্দ্রিয়টাকে (মনকে) বলিতেছেন।

কারিকা ॥ উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।
গুণ-পরিণাম-বিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা ॥ অত্র (ইন্দ্রিয়েষু মধ্যে) মনঃ উভয়াত্মকং (জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়স্বরূপং, দ্বিবিধানি তানি মনোঽধিষ্ঠিতান্যেব প্রবর্ত্তন্তে, অতঃ মনঃ উভয়াত্মকং) সঙ্কল্পকং (বস্তূনাং সম্যক্ কল্পকং, বিশেষতো নিরূপকং) সাধর্ম্ম্যাৎ (ইন্দ্রিয়ান্তর-সমান-ধর্ম্মাৎ সাত্ত্বিকাহঙ্কারোপাদানকত্বরূপাৎ, নতু ইন্দ্র-লিঙ্গত্বাৎ) ইন্দ্রিয়ঞ্চ। গুণ-পরিণাম-বিশেষাৎ নানাত্বং (ইন্দ্রিয়েষু বিবিধত্বং গুণানাং পরিণাম-বিশেষাৎ উৎকর্ষাপকর্ষ-তারতম্যাৎ জায়তে) বাহ্য-ভেদাশ্চ (পৃথিব্যাদয়োঽপি, গুণ-পরিণাম-বিশেষাৎ পৃথিব্যাদিম্বিব ইন্দ্রিয়েষ্বপি নানাত্ব মিত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য ॥ একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনঃ উভয়স্বরূপ, অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি মনের অধিষ্ঠান বশতঃ হইয়া থাকে অতএব মন উভয় ইন্দ্রিয় স্বরূপ। মন বস্তু সকলকে বিশেষরূপে নির্ণয় করে। সাত্ত্বিকাহঙ্কার হইতে জন্মে বলিয়া চক্ষুরাদির ন্যায় মনকেও ইন্দ্রিয় বলে। গুণত্রয়ের প্রবল দুর্ব্বল ভাবে যেমন পৃথিব্যাদি কার্য্যে বৈচিত্র্য হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় স্থলেও বুঝিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

কৌমুদী ॥ একাদশস্সু ইন্দ্রিয়েষু মধ্যে মন উভয়াত্মকং বুদ্ধীন্দ্রিয়ং কর্ম্মেন্দ্রিয়ঞ্চ, চক্ষুরাদীনাং বাগাদীনাঞ্চ মনোঽধিষ্ঠিতানা মেব স্ব-স্ব বিষয়েষু প্রবৃত্তেঃ। তৎ অসাধারণেন-রূপেণ লক্ষয়তি সঙ্কল্পকং মন ইতি, সঙ্কল্পেন রূপেণ মনো লক্ষ্যতে, আলোচিতমিন্দ্রিয়েন বস্তিদমিতি সম্মুগ্ধমিদমেবং নৈবমিতি সম্যক্ কল্পয়তি, বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবেন বিবেচয়তীতি যাবৎ। যদাহুঃ,—

"সম্মুগ্ধং বস্তুমাত্রন্তু প্রাক্ গৃহ্ণন্ত্যবিকল্পিতং
তৎ সামান্য-বিশেষাভ্যাং কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ॥"

তথাহি,—

অস্তি হ্যালোচনজ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকং।
বালমূকাদি-বিজ্ঞান-সদৃশং মুগ্ধবস্তুজমিতি॥
ততঃ পরং পুনর্বস্তু-ধর্ম্মৈ র্জাত্যাদিভির্যয়া।
বুদ্ধ্যাঽবসীয়তে সাহি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা॥

সোঽয়ং সঙ্কল্প-লক্ষণো ব্যাপারো মনসঃ সমানাসমান-জাতীয়াভ্যাঃ ব্যবচ্ছিন্দন্ মনো লক্ষয়তি। স্যাদেতৎ, অসাধারণ-ব্যাপার-যোগিনৌ যথা মহদহঙ্কারৌ নেন্দ্রিয় মেবং মনোঽপ্যসাধারণ-ব্যাপার-যোগিনেন্দ্রিয়ং ভবিতু মর্হতীত্যত আহ ইন্দ্রিয়ঞ্চ, কুতঃ? সাধর্ম্ম্যাৎ ইন্দ্রিয়ান্তরৈঃ সাত্ত্বিকাহঙ্কারোপাদানত্বঞ্চ সাধর্ম্ম্যং, নতু ইন্দ্রলিঙ্গত্বং মহদহঙ্কারয়োরপ্যাত্মলিঙ্গত্বেনেন্দ্রিয়ত্ব-প্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ ব্যুৎপত্তিমাত্র-মিন্দ্রলিঙ্গত্বং, নতু প্রবৃত্তি-নিমিত্তং।

অথ কথং সাত্ত্বিকাহঙ্কারাদেকস্মাদেকাদশেন্দ্রিয়াণীত্যত আহ গুণপরিণাম-বিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ, শব্দাদ্যুপভোগ সম্প্রবর্ত্তকা দৃষ্ট-সহকারি-ভেদাৎ কার্য্যভেদঃ, অদৃষ্ট-ভেদোঽপি গুণ-পরিণাম এব। বাহ্য-ভেদাশ্চেতি দৃষ্টান্তার্থং, যথা বাহ্যভেদাস্তথৈতদপীত্যর্থঃ॥ ২৭॥

অনুবাদ॥ একাদশটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয় স্বরূপ, কেন না, চক্ষুরাদি ও বাগাদি ইন্দ্রিয়ের আপন বিষয়ে (দর্শনাদি ও বচনাদিতে)

প্রবৃত্তি মনের অধিষ্ঠানবশতঃই হইয়া থাকে। উল্লিখিত মনটীর অসাধারণ ধর্ম্ম (যাহা কেবল মনেই থাকে, অন্যত্র থাকে না) দ্বারা লক্ষণ করিতেছেন,— মন সঙ্কল্পক, সঙ্কল্পরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা মন লক্ষিত হয়, প্রথমতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সামান্যাকারে সম্মুগ্ধভাবে পদার্থ আলোচিত হয়, পরে "এটী এইরূপ কি না" এই ভাবে তর্ক-বিতর্ক করিয়া সম্যক্‌রূপে পদার্থের স্বরূপ কল্পনা অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে বিবেচনা মন দ্বারাই হইয়া থাকে। এই কথাই বলিয়াছেন, পণ্ডিতগণ প্রথমতঃ নির্বিকল্পক অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব-শূন্য কোন একটী অনিশ্চিত (সম্মুগ্ধ) ভাবে বস্তু গ্রহণ করেন, অনন্তর সামান্য বিশেষভাবে অর্থাৎ অনুগত ও ব্যাবৃত্ত (যে ধর্ম্মটী অনেক ধর্ম্মীতে থাকে তাহাকে অনুগত বলে, যেটী কেবল এক ব্যক্তিতে থাকে তাহাকে ব্যাবৃত্ত বলে, ঘটত্ব অনুগত, তদ্ব্যক্তিত্ব ব্যাবৃত্ত) ধর্ম্ম সহকারে বস্তুর অসাধারণ স্বরূপ নির্ণয় করিয়া থাকেন। তাহা এইরূপ,—প্রথমতঃ বিকল্পশূন্য অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণ-ভাব সম্বন্ধ বিহীন আলোচন জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞানটী বালক বা মূক ব্যক্তির জ্ঞানের ন্যায়, অর্থাৎ বালক ও মূক ব্যক্তি কিছু জানিলেও যেমন তাহা প্রকাশ করিতে পারে না, আলোচন জ্ঞানটীও সেইরূপ, এই জ্ঞান মুগ্ধ-বস্তু-বিষয়ক, অর্থাৎ উহাতে বস্তুর বিশেষ ধর্ম্মের ভান হয় না। অনন্তর জাতি ক্রিয়া গুণ প্রভৃতি বস্তু ধর্ম্ম (বিশেষণ) দ্বারা বিশিষ্টরূপে মনের বৃত্তি হইয়া বস্তুর নির্দ্ধারণ হয়, ঐ জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকৃত। সেই এই সঙ্কল্প নামক মনের ব্যাপারটী সজাতীয় ও বিজাতীয় হইতে (অন্তঃকরণত্বরূপে মনের সজাতীয় বুদ্ধি ও অহঙ্কার বিজাতীয় ঘটাদি) পৃথক্ করতঃ মনের পরিচয় প্রদান (লক্ষণ) করে।

যাহা হউক অসাধারণ ব্যাপার আছে বলিয়া মহৎ ও অহঙ্কার (মহতের অধ্যবসায়, অহঙ্কারের অভিমান অসাধারণ ব্যাপার) যেমন ইন্দ্রিয় নহে, তদ্রূপ মনও অসাধারণ ব্যাপার (সঙ্কল্প) বিশিষ্ট, সুতরাং ইন্দ্রিয় না হউক, এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন, "মন ইন্দ্রিয়ও বটে" কেন না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সমান ধর্ম্ম মনে আছে, সেই ধর্ম্মটী সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপত্তি, ইন্দ্রলিঙ্গত্ব অর্থাৎ আত্মার পরিচায়কতা নহে, কেন না, তাহা হইলে মহৎ ও অহঙ্কার ইহারাও আত্মার পরিচায়ক বলিয়া ইন্দ্রিয় হইয়া উঠে। অতএব "ইন্দ্রলিঙ্গত্ব"টী ইন্দ্রিয় শব্দের ব্যুৎপত্তি নিমিত্ত অর্থাৎ যোগার্থ-প্রদর্শন-মাত্র, উহা প্রবৃত্তির কারণ অর্থাৎ শক্যতাবচ্ছেদক নহে।

জিজ্ঞাসা করি, একটী অহঙ্কার হইতে কিরূপে একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়? এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন,—"গুণত্রয়ের পরিণাম বৈচিত্র্য অর্থাৎ উৎকর্ষাপকর্ষের দ্বারা বাহ্য পদার্থ পৃথিব্যাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়গণের বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। শব্দাদির উপভোগের কারণ অদৃষ্টরূপ সহকারী কারণের বিশেষে কার্য্যের বিশেষ হয়, অদৃষ্ট বিশেষও গুণ পরিণাম। "বাহ্যভেদাশ্চ" এইটুকু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, যেমন বাহ্যপদার্থ ভূত-ভৌতিক সকল গুণ পরিণাম বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় স্থলেও বুঝিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

মন্তব্য ॥ বেদান্তমতে আকাশাদি ভূতের সাত্ত্বিকাংশের সমষ্টি হইতে মনের উৎপত্তি হয়। আকাশাদি ভূতের সাত্ত্বিকাংশের ব্যষ্টি অংশ অর্থাৎ আকাশের সাত্ত্বিক অংশ হইতে শ্রোত্র এই ভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। শ্রোত্রটী কেবল শব্দকেই গ্রহণ করে, সুতরাং কেবল আকাশের সাত্ত্বিকভাগ হইতে উহার উৎপত্তি স্বীকার করাই শ্রেয়স্কর। শব্দাদি সকলেরই জ্ঞানে মনের আবশ্যকতা আছে, তাই সকল ভূতের সাত্ত্বিক অংশ সমষ্টি হইতে উহার উৎপত্তি বলা হইয়া থাকে। সাংখ্যে মনকে উভয়াত্মক বলিয়া প্রকারান্তরে সেই কথাই বলা হইয়াছে। কর্ম্মেন্দ্রিয় স্থলেও প্রথমতঃ মনে প্রযত্ন হয়, পরে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইয়া থাকে।

বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি বিশেষণ জ্ঞানের কারণতা, ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের জ্ঞান হইতে হইলে প্রথমতঃ ঘটত্বজ্ঞান আবশ্যক। ঘট ও ঘটত্বের যুগপৎ সমূহালম্বনাত্মক নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হয়, উহাতে কোনরূপ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ প্রতীতি হয় না, এইটী কেবল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। প্রথমতঃ বস্তু সকলকে কোনও একটী সামান্যরূপেই জানা যায়, এইটীই আলোচন বা নির্ব্বিকল্প জ্ঞান। পরে উহার বিশেষণাদির জ্ঞান হইলে "এটী এই প্রকার" এই ভাবে ঘটত্বাদি বিশিষ্টরূপে জ্ঞান হয়, এইটী সবিকল্পক জ্ঞান, ইহা মনের কার্য্য, উক্ত জ্ঞানে মনের সঙ্কল্প নামক ব্যাপার হইয়া থাকে। বালক বা মূক ব্যক্তি কোন বিষয় জানিলেও যেমন তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না, নির্ব্বিকল্প আলোচন জ্ঞানটীও ঐরূপ, উহাকেও বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে হইলে, সবিকল্পক হইয়া যায়, কেন না, পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ জ্ঞানকেই বাক্যার্থ জ্ঞান বলে।

যে ধর্ম্মটীকে অবলম্বন করিয়া শব্দের শক্তিগ্রহ হয়, তাহাকে প্রবৃত্তি নিমিত্ত

বা শক্যতাবচ্ছেদক বলে, শক্তির বিষয় শক্য, শক্যের ধর্ম্ম শক্যতা, শক্যাংশে ভাসমান ধর্ম্মই শক্যতার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে, অধিকাংশ স্থলে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধেই অবচ্ছেদক হয়। ইন্দ্রিয়রূপ শক্যে "ইন্দ্রলিঙ্গত্ব" ও "সাত্ত্বিকাহঙ্কারোপাদানকত্ব" দুইটী ধর্ম্ম আছে, ইন্দ্রলিঙ্গত্বটী কেবল যোগার্থ প্রদর্শন মাত্র, সাত্ত্বিকাহঙ্কারোপাদানকত্বরূপ ধর্ম্মটী লইয়াই ইন্দ্রিয় পদের শক্তিগ্রহ হইবে। রূঢ় শব্দ স্থলে যোগার্থ দ্বারা শক্তিগ্রহ হয় না, সেরূপ হইলে গো-শব্দেরও (গচ্ছতীতি গৌঃ, গম ধাতু ডো প্রত্যয়) গমনশীলে শক্তিগ্রহ হইতে পারে।

একবিধ অহঙ্কার হইতে একাদশটী ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইলেও, উহার সাত্ত্বিকাংশের তারতম্য গ্রহণ করিতে হইবে, মনের উৎপত্তিতে অহঙ্কারের সাত্ত্বিকভাগ অধিক, তদপেক্ষায় জ্ঞানেন্দ্রিয় স্থলে অল্প, তদপেক্ষায় কর্ম্মেন্দ্রিয় স্থলে আরও অল্প, এইরূপে ন্যূনাতিরেকতা বুঝিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

কৌমুদী ॥ তদেবমেকাদশেন্দ্রিয়াণি স্বরূপত উক্তা দশানা মসাধারণীর্বৃত্তী রাহ।

অনুবাদ ॥ পূর্ব্বোক্তরূপে একাদশ ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ অর্থাৎ একাদশটী কি কি? তাহা বলিয়া দশটীর (কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটীর ও জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটীর) অসাধারণ ব্যাপার বলিতেছেন।

কারিকা ॥
শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্র মিষ্যতে বৃত্তিঃ।
বচনাদান-বিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্ ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা ॥ পঞ্চানাং (শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষু-রসনা-ঘ্রাণানাং) শব্দাদিষু (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধেষু) আলোচনমাত্রং (সম্মুগ্ধমেব, নির্ব্বিকল্পক মেব) বৃত্তিঃ (ব্যাপারঃ) ইষ্যতে (অঙ্গীক্রিয়তে, সাংখ্যাচার্য্যৈ রিতি শেষঃ) পঞ্চানাং (বাক্-পাণি-পাদপায়ূপস্থানাং) বচনাদান-বিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ (ভাষণ-গ্রহণ-গমন-মলপরিত্যাগ-স্ত্রীসম্ভোগসন্তোষাশ্চ, যথাক্রমং বৃত্তয় ইষ্যন্তে ইতি বচন ব্যত্যাসেনান্বয়ঃ) ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য ॥ শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটীর ব্যাপার যথাক্রমে শব্দাদি পাঁচটীর আলোচনা অর্থাৎ সামান্যাকারে বোধ জনন। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটীর ব্যাপার কথন, গ্রহণ, গমন, উদরের মলাদির পরিত্যাগ ও আনন্দ অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগরূপ সন্তোষ ॥ ২৮ ॥

কৌমুদী ॥ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং সম্মুগ্ধ-বস্তু-দর্শনমালোচনমাত্রমুক্তম্। বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং কণ্ঠতাল্বাদিস্থান-মিন্দ্রিয়ং বাক্, তস্যা বৃত্তির্বচনং। স্পষ্ট মন্যৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ॥ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার সম্মুগ্ধ বস্তুর (সামান্যভাবে কোন একটীর) দর্শনরূপ আলোচনমাত্র, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটীর ব্যাপার বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ (মলত্যাগ) ও আনন্দ অর্থাৎ স্ত্রী-সম্ভোগ। কণ্ঠ তালু প্রভৃতি হইয়াছে স্থান অর্থাৎ অধিকরণ যাহার, সেই ইন্দ্রিয়কে বাক্ বলে, উহার ব্যাপার বচন অর্থাৎ শব্দোচ্চারণ। অন্য সকল স্পষ্ট অর্থাৎ সহজেই বুঝা যায় ॥ ২৮ ॥

মন্তব্য ॥ শ্রোত্র শব্দেরই আলোচনা করে, অপরের নহে, ইত্যাদিরূপে ইন্দ্রিয়গণের অসাধারণ ব্যাপার বুঝিতে হইবে। তত্তৎ কার্য্যের উপযোগী শক্তি বিশেষকেই ইন্দ্রিয় বলে। হস্ত পদ অবশ হইলে গ্রহণ গমন ক্রিয়া হয় না, অতএব স্থূল হস্তাদিই কর্ম্মেন্দ্রিয় নহে, গ্রহণশক্তি গমনশক্তি ইত্যাদিকেই ইন্দ্রিয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

বর্ণের উৎপত্তিস্থান আটটী, "অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানা মুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালুচ। এই আটটী স্থানে উদান বায়ুর আঘাত হইলেই বর্ণের উচ্চারণ হয়, উচ্চারিত বর্ণ সকলকে কণ্ঠ্য তালব্য ইত্যাদি বলা যায়। বিশেষ বিবরণ শিক্ষাগ্রন্থে দ্রষ্টব্য ॥ ২৮ ॥

কৌমুদী ॥ অন্তঃকরণ-ত্রয়স্য বৃত্তি মাহ।

অনুবাদ। অন্তঃকরণত্রয় অর্থাৎ বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনের ব্যাপার কি? তাহা বলিতেছেন।

কারিকা। স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা।
সামান্য-করণ-বৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা ॥ ত্রয়স্য (অন্তঃকরণ-ত্রিতয়স্য, বুদ্ধ্যহঙ্কার-মনসা মিত্যর্থঃ) স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিঃ (স্বানি লক্ষণানি অধ্যবসায়াভিমানসঙ্কল্পাঃ যথাক্রমং বৃত্তিঃ ব্যাপারঃ) সৈষা অসামান্যা ভবতি (সা এষা স্বলক্ষণরূপাবৃত্তিঃ অসাধারণী ভবতি) প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চবায়বঃ (প্রাণাপান-সমানোদান-ব্যানাঃ) সামান্য-করণ-বৃত্তিঃ (করণ-ত্রয়স্য সাধারণী বৃত্তিঃ) ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য ॥ অন্তঃকরণত্রয়ের আপন আপন লক্ষণ অর্থাৎ বুদ্ধির অধ্যবসায়, অহঙ্কারের অভিমান ও মনের সঙ্কল্প অসাধারণ বৃত্তি, উহাদের সাধারণ বৃত্তি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু ॥ ২৯ ॥

কৌমুদী ॥ স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য, স্বমসাধারণং লক্ষণং যেষাং তানি স্বলক্ষণানি মহদহঙ্কারমনাংসি, তেষাং ভাবঃ স্বালক্ষণ্যং, তচ্চ স্বানি লক্ষণান্যেব, তদ্‌যথা মহতোঽধ্যবসায়ঃ, অহঙ্কারস্যাভিমানঃ, সঙ্কল্পো মনসো বৃত্তির্ব্যাপারঃ। বৃত্তি-দ্বৈবিধ্যং সাধারণাসাধারণত্বাভ্যা মাহ "সৈষা ভবত্যসামান্যা অসাধারণী। সামান্যৎকরণ-বৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ। সামান্যা চাসৌ করণবৃত্তিশ্চেতি, ত্রয়াণামপি করণানাং পঞ্চ বায়বঃ জীবনং বৃত্তিঃ, তদ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে চাভাবাৎ। তত্র প্রাণো নাসাগ্র-হৃন্নাভি-পাদাঙ্গুষ্ঠ-বৃত্তিঃ। অপানঃ কৃকাটিকা-পৃষ্ঠ-পাদ-পায়ুপস্থ-পার্শ্ব-বৃত্তিঃ। সমানো হৃন্নাভিসর্ব্বসন্ধি-বৃত্তি। উদানো হৃৎ-কণ্ঠ-তালু-মূর্দ্ধ-ভ্রূমধ্য-বৃত্তিঃ। ব্যানস্তৃগ্‌বৃত্তিরিতি পঞ্চ বায়বঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ ॥ তিনটীর বৃত্তি (ব্যাপার) স্বালক্ষণ্য অর্থাৎ স্বকীয় লক্ষণ. স্বকীয় অর্থাৎ অসাধারণ হইয়াছে ধর্ম্ম যাহাদের, তাহারা স্বলক্ষণ মহৎ (বুদ্ধি) অহঙ্কার ও মনঃ, তাহাদের ভাব স্বালক্ষণ্য অর্থাৎ স্ব স্ব লক্ষণ সমুদায়। তাহা এইরূপ,—মহতের (বুদ্ধির) অধ্যবসায়, অহঙ্কারের অভিমান ও মনের সঙ্কল্প বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার। সাধারণ ও অসাধারণভাবে বৃত্তির দ্বৈবিধ্য অর্থাৎ দুইটী প্রকার বলিতেছেন,—এইটী (আপন আপন লক্ষণটী) অসামান্য অর্থাৎ অসাধারণ। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু অন্তঃকরণত্রয়ের সামান্য বৃত্তি সামান্য যে করণবৃত্তি (কর্ম্মধারয় সমাস) তাহাকে সামান্য করণবৃত্তি বলে। বায়ু পাঁচটী করণত্রয়েরই জীবন অর্থাৎ শরীর-ধারণরূপ বৃত্তি (প্রাণাদি পঞ্চবায়ু অতিরিক্ত), নহে কেন না, (স্থূলশরীরে) অন্তঃকরণ তিনটী থাকিলেই প্রাণাদি ব্যাপার হয় অর্থাৎ শরীরে ক্রিয়া হয়, না থাকিলে হয় না। পঞ্চবায়ুর মধ্যে প্রাণবায়ু নাসিকাগ্র, হৃদয়, নাভি ও পাদাঙ্গুষ্ঠে অবস্থান করে। অপানবায়ু কৃকাটিকা (শিরঃ-সন্ধি, ঘাড়), পৃষ্ঠ, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও পার্শ্ব স্থানে থাকে। সমান বায়ু হৃদয়, নাভি ও সমস্ত সন্ধিস্থলে থাকে। হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, মস্তক ও ভ্রূমধ্যে উদান বায়ু থাকে। ব্যান বায়ু ত্বক্ অর্থাৎ সমস্ত শরীরেই অবস্থান করে। এই পাঁচটী আধ্যাত্মিক বায়ু ॥ ২৯ ॥

মন্তব্য ।। বেদান্তমতে আকাশাদির মিলিত রজোভাগ হইতে প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর উৎপত্তি। ন্যায়মতে বায়ুবিশেষ অর্থাৎ শরীর মধ্যবর্ত্তী বায়ুকেই প্রাণাদি বলে। সাংখ্যকার বলিতেছেন,—প্রাণাদি আর কিছুই নহে, উহা অন্তঃকরণত্রয়েরই সাধারণ বৃত্তি, কেন না, প্রাণাদি বায়ুর ক্রিয়াকেই শরীর ধারণ বা জীবন বলে, স্থূলশরীরে সূক্ষ্ম শরীরের সম্বন্ধ থাকাই জীবন, সুতরাং প্রাণাদিকে অতিরিক্ত মানিবার প্রয়োজন কি ? প্রাণাদি ক্রিয়া অন্তঃকরণত্রয়ের রজোভাগ হইতে হয় বলিলেই চলে। বিহগগণ একত্র হইয়া যেমন পঞ্জর চালনা করে, তদ্রূপ অন্তঃকরণত্রয় একত্র হইয়া শরীর চালনা করে ।। ২৯ ।।

কৌমুদী ।। অস্যাসাধারণীষু বৃত্তিষু ক্রমাক্রমৌ সপ্রকারা বাহ।

অনুবাদ ।। অন্তঃকরণত্রয়ের অসাধারণ বৃত্তির মধ্যে প্রকারের (অবান্তর-ভেদের) সহিত ক্রম (যথোত্তর) ও অক্রম (যুগপৎ) বলিতেছেন।

কারিকা ।।

যুগপচ্চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ ।। ৩০ ।।

ব্যাখ্যা ।। দৃষ্টে (প্রত্যক্ষ-বিষয়ে) চতুষ্টয়স্য তু তস্য (ইন্দ্রিয়-সহিতান্তঃকরণ ত্রয়স্য) বৃত্তিঃ (ব্যাপারঃ) যুগপৎ ক্রমশশ্চ (একদা যথোত্তরঞ্চ) নির্দ্দিষ্টা (লক্ষিতা) তথাঽদৃষ্টেঽপি (প্রত্যক্ষবৎ পরোক্ষেঽপি) ত্রয়স্য বৃত্তিঃ (বুদ্ধ্যাদি-ত্রিতয়স্য ব্যাপারঃ) তৎপূর্ব্বিকা (দৃষ্ট-পূর্ব্বিকৈব ভবতি, অত্রাপি যুগপৎ ক্রমশশ্চেতি বিজ্ঞেয়ম্) ।। ৩০ ।।

তাৎপর্য্য ।। ইন্দ্রিয়সহকৃত মনঃ, কেবল মনঃ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই চারিটীর ব্যাপার প্রত্যক্ষ বিষয়ে একদা ও যথাক্রম উভয় রূপেই হইয়া থাকে। পরোক্ষ-বিষয়ে অন্তঃকরণ তিনটীর যুগপৎ ও যথাক্রমে ব্যাপার প্রত্যক্ষ পূর্ব্বকই হইয়া থাকে ।। ৩০ ।।

কৌমুদী ।। দৃষ্টে যথা যদা সন্তমসান্ধকারে বিদ্যুৎসম্পাতমাত্রা দ্ব্যাঘ্র মভিমুখ মতিসন্নিহিতং পশ্যতি তদা খল্বস্যালোচন-সঙ্কল্পাভিমা-নাধ্যবসায়া যুগপদেব প্রাদুর্ভবন্তি, যত স্তত উৎপত্য তৎস্থানা দেক-পদেঽপসরতি। ক্রমশশ্চ যদা মন্দালোকে প্রথমং তাবদ্বস্তুমাত্রং সম্মুগ্ধ মালোচয়তি, অথ প্রাণিহিতমনাঃ কর্ণান্তাকৃষ্ট-সশর-শিঞ্জিত-মণ্ডলীকৃত-কোদণ্ডঃ প্রচণ্ডতরঃ পাটচ্চরোঽয়মিতি নিশ্চিনোতি, অথ

চ মাং প্রত্যেতীত্যভিমন্যতে, অথাধ্যবস্যতি অপসরামীতঃ স্থানাদিতি। পরোক্ষে তু অন্তঃকরণত্রয়স্য বাহ্যেন্দ্রিয়বর্জ্জং বৃত্তিরিত্যাহ অদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ, অন্তঃকরণত্রয়স্য যুগপৎ ক্রমেণ চ বৃত্তির্দৃষ্টপূর্ব্বিকেতি, অনুমানাগম-স্মৃতয়ো হি পরোক্ষেঽর্থে দর্শনপূর্ব্বাঃ প্রবর্ত্তন্তে, নান্যথা। যথা দৃষ্টে তথা অদৃষ্টেঽপীতি-যোজনা ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ॥ প্রত্যক্ষ বিষয়ে যুগপৎ ব্যাপার এইরূপ,—নিবিড় অন্ধকারে বিদ্যুৎ প্রকাশ হইলে যখন নিজের অতি-নিকটবর্ত্তী অভিমুখ (আক্রমণ করিতে উদ্যত ব্যাঘ্র প্রদর্শন করে, তখন ঐ ব্যক্তির আলোচন সঙ্কল্প অভিমান ও নিশ্চয় এক সময়েই হইয়া থাকে, কেন না, সে স্থান হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক সহসা পলায়ন করে। যথাক্রমে ব্যাপার এইরূপ,—সামান্য আলোক যখন প্রথমতঃ অনিশ্চিতভাবে কোন একটী বস্তু দেখে, (এইটী ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আলোচন) অনন্তর মনোযোগসহকারে স্থির করে,—"শরযুক্ত শব্দায়মান মণ্ডলাকার ধনুক আকর্ণ আকর্ষণ করিতেছে, এ ব্যক্তি চোর" (এইটী মনের কার্য্য), অনন্তর অভিমান করে,—"এই চোরটী আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে" (এইটী অহঙ্কারের কার্য্য), অনন্তর নিশ্চয় করে—"এ স্থান হইতে আমি সরিয়া পড়ি" (এইটী বুদ্ধির কার্য্য)।

পরোক্ষ-বিষয়ে বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয় না, অন্তঃকরণ তিনটীর ব্যাপার প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক হইয়া থাকে, অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষস্থলে মনঃ, অহঙ্কার ও বুদ্ধির একদা ও যথাক্রমে ব্যাপার প্রত্যক্ষমূলক হইয়া থাকে, কেন না, পরোক্ষ-বিষয়ে অনুমান, আগম বা স্মৃতি ইহারা প্রত্যক্ষ পূর্ব্বকই হইয়া থাকে, অন্যথা হয় না, অর্থাৎ প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ না হইলে অনুমানাদি কিছুই হইতে পারে না। যেরূপে দৃষ্টবিষয়ে ব্যাপার হয়, সেই রূপেই অদৃষ্ট বিষয়ে হইয়া থাকে, এইরূপে সূত্রের যোজনা করিতে হইবে ।। ৩০ ॥

মন্তব্য ॥ "অন্তঃকরণ কেবল তিনটী ও ইন্দ্রিয় সহিত তিনটী" এরূপে বিভাগ করিলে সমুদায়ে চারিটি না হইয়া ছয়টী হইয়া পড়ে, অতএব ইন্দ্রিয়ের যোগ কেবল মনের সহিতই বুঝিতে হইবে। মনের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে শুদ্ধ বহিরিন্দ্রিয়ের জ্ঞান হইতে পারে না, আলোচনা হউক আর যাহাই হউক, সমস্ত

জ্ঞানই অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য মনে, মনের কার্য্য অহঙ্কারে, অহঙ্কারের কার্য্য বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধির কার্য্য সাক্ষী পুরুষে প্রদর্শিত হয়, এ কথা বলা যাইবে, সুতরাং আলোচনা ব্যাপারে কেবল মনের সম্বন্ধ মানিলেই চলিতে পারে, উহাতে অহঙ্কার বা বুদ্ধির সম্বন্ধ মানিবার আবশ্যক নাই।

বাচস্পতি-মিশ্র যেরূপে যৌগপদ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে নৈয়ায়িকের সহিত বিরোধ হয় না। জ্ঞানদ্বয়ের অর্থাৎ চাক্ষুষ শ্রাবণাদি কোন দুইটীর যৌগপদ্য হয় না বলিয়া নৈয়ায়িকের মতে মনঃ অণু, জ্ঞান হইতে হইলে মনের সহিত তত্তদিন্দ্রিয়ের সংযোগ চাই, অণু পরিমাণ মনঃ যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না বলিয়াই, বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ সত্ত্বেও যুগপৎ অনেক জ্ঞান হয় না। বাচস্পতির ব্যাখ্যায় এরূপ কোন কথা নাই, যাহাতে অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যুগপৎ সংযোগ বুঝা যাইতে পারে। ফল কথা, ন্যায়মতে মনঃ নিত্য নিরবয়ব অণু, কাজেই উহার সহিত একদা অনেক ইন্দ্রিয়ের সংযোগ অসম্ভব। সাংখ্যমতে মনঃ অনিত্য সাবয়ব, কাজেই অণু নহে মহৎ, উহার সহিত যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়া অসম্ভব নহে। ন্যায়মতে অন্তঃকরণ একটী স্বীকার আছে, কৌমুদীর প্রদর্শিত ক্রমশঃ স্থলে নৈয়ায়িক পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান স্বীকার করিতে পারেন। বিজ্ঞান-ভিক্ষু, "ক্রমশোঽক্রমশশ্চেন্দ্রিয় বৃত্তিঃ" এই সূত্র অনুসারে বহিরিন্দ্রিয়ের বৃত্তিও অক্রমশঃ অর্থাৎ যুগপৎ হয়" এরূপ বলেন। মনের অণুত্ব মহত্ত্ব লইয়াই প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের সহিত বিরোধ, সুতরাং, যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত যোগ হয় বলিয়া মনের মহত্ত্ব স্থির করাই আবশ্যক, ভিক্ষু এইরূপে বাচস্পতিকে কটাক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু কারিকাতে বহিরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি যুগপৎ হয়, এরূপ কোন কথার উল্লেখ নাই। ভিক্ষু যে সূত্রটীকে প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ষড়্দর্শন টীকা করিতে উদ্যত বাচস্পতি ওরূপ সূত্রসকলকে কপিলের প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিলে কারিকার ব্যাখ্যা না করিয়া কপিল-সূত্রেরই ব্যাখ্যা করিতেন ॥ ৩০ ॥

কৌমুদী ॥ স্যাদেতৎ, চতুর্ণাং ত্রয়াণাং বা বৃত্তয়ো ন তাবন্মাত্রাধীনাঃ তেষাং সদাতনত্বেন বৃত্তীনাং সদোৎপাদ-প্রসঙ্গাৎ। আকস্মিকত্বে তু বৃত্তি-সঙ্কর- প্রসঙ্গো নিয়ম-হেতোরভাবাদিত্যত আহ।

অনুবাদ ॥ যাহা হউক, চারিটীর বা তিনটীর বৃত্তি (ব্যাপার) কেবল উহাদিগের হইতেই হয় (অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করে না) এরূপ বলা যায় না,

কেন না, উক্ত চারিটী বা তিনটী সর্ব্বদাই আছে বলিয়া বৃত্তিসকলও সর্ব্বদা হইতে পারে। বিনা কারণে হয়, এরূপ বলিলে নিয়মের হেতু না থাকায় বৃত্তি সঙ্করের আপত্তি, অর্থাৎ কোন্‌টী কখন হইবে তাহার স্থিরতা না থাকায়, এক সময়েই সকল বৃত্তি হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন।

কারিকা ॥ স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূত-হেতুকাং বৃত্তিং।
পুরুষার্থ এব হেতু র্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা ॥ পরস্পরাকূত-হেতুকাং (পরস্পরং অন্যোন্যং আকূতং অভিপ্রায়ো হেতুঃ কারণং যস্যাঃ তাং) স্বাং স্বাং বৃত্তিং (স্বীয়ং স্বীয়ং ব্যাপারং, বীপ্সায়াং দ্বিরুক্তিঃ) প্রতিপদ্যন্তে (লভন্তে, করণানীতি শেষঃ) পুরুষার্থ এব হেতুঃ (করণ-প্রবর্ত্তনে কেবলং ভোগাপবর্গরূপঃ পুরুষার্থঃ কারণং, নান্যঃ কশ্চন) করণং ন কেনচিৎ কার্য্যতে (বুদ্ধ্যাদি-ত্রয়োদশ-বিধং করণং ন কেনচিৎ প্রবর্ত্ত্যতে, পুরুষার্থ-সম্পাদনায় স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে করণ নিত্যর্থঃ) ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য ॥ করণ সকল পরস্পরের অভিপ্রায় অনুসারে (জড় করণের অভিপ্রায় না থাকিলেও, উহার স্বকার্য্য-জননে অভিমুখ হওয়াকেই এ স্থলে আকূত অর্থাৎ অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে) আপন আপন বৃত্তিলাভ করে, অর্থাৎ এক অপরের বাধা না জন্মাইয়া পরস্পর অসঙ্কীর্ণভাবে ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার হয়। ঐ ব্যাপারের প্রতি ভোগাপবর্গরূপ ভবিষ্যৎ পুরুষার্থই কারণ, ইহা ভিন্ন অপর কেহ কর্ত্তা আত্মা করণের প্রবৃত্তি জন্মায় না ॥ ৩১ ॥

কৌমুদী ॥ করণানীতি শেষঃ। যথা হি বহবঃ পুরুষাঃ শাক্তীক-যাষ্টীক-ধানুষ্ক-কার্পাণিকাঃ কৃতসঙ্কেতাঃ পরাবস্কন্দায় প্রবৃত্তাঃ, তত্রান্য-তমস্যাকূতমবগম্যান্যতমঃ প্রবর্ত্ততে, প্রবর্ত্তমানশ্চ শাক্তীকঃ শক্তি মেবাদত্তে নতু যষ্ট্যাদিকম্,এবং যাষ্টিকোঽপি যষ্টিমেব ন শক্ত্যাদিকং, তথাঽন্যতমস্য করণস্যাকূতাৎ স্বকার্য্য করণাভিমুখ্যাদন্যতমং করণং প্রবর্ত্ততে, তৎপ্রবৃত্তেশ্চ হেতুমত্ত্বা ন্ন বৃত্তি-সঙ্কর ইত্যুক্তং স্বাং স্বাং প্রতি-পদ্যন্তে ইতি।

স্যাদেতৎ, যাষ্টীকাদয়শ্চেতনত্বাৎ পরস্পরাকূত মবগম্য প্রবর্ত্তন্তে ইতি যুক্তং, করণানি ত্বচেতানি তস্মান্নৈবং প্রবর্ত্তিতুমুৎসহন্তে, তেনৈষা-মধিষ্ঠাত্রা করণানাং স্বরূপ-সামর্থ্যোপয়োগা-ভিজ্ঞেন ভবিতব্য মত আহ

পুরুষার্থ এব হেতু র্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণমিতি, ভোগাপবর্গ-লক্ষণঃ পুরুষার্থ এবা নাগতাবস্থঃ প্রবর্ত্তয়তি করণানি, কৃত মত্র তৎস্বরূপাভিজ্ঞেন কর্ত্রা। এতচ্চ বৎস-বিবৃদ্ধি নিমিত্ত মিত্যত্রোপপাদয়িষ্যতে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ ॥ "করণ সকল" এইটুকু কারিকার শেষ অংশ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ কারিকার "প্রতিপদ্যন্তে" ক্রিয়ার কর্ত্তা করণ সকল। যেমন শক্তি যষ্টি ধনুক অসিধারী অনেকগুলি লোক সঙ্কেত করিয়া কাহাকেও বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া এক অপরের অভিপ্রায় জানিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, প্রবৃত্ত হইয়া শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) ধারী শক্তি অস্ত্রকেই গ্রহণ করে, যষ্টি (লাঠী) প্রভৃতিকে গ্রহণ করে না, যষ্টিধারী যষ্টিই গ্রহণ করে, শক্তি প্রভৃতিকে নহে, সেইরূপ কোন একটী কারণের আকৃত অর্থাৎ স্বকার্য্য-জননে আভিমুখ্য (নিজের ব্যাপারে উদ্যম) অনুসারে অন্য করণ প্রবৃত্ত হয়, উক্ত প্রবৃত্তির কারণ (অপর করণের আভিমুখ্য) আছে বলিয়া বৃত্তির সাঙ্কর্য্য হয় না, "স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে" বাক্য দ্বারা এই কথাই বলা হইয়াছে।

যাহা, হউক, যষ্টিধারী প্রভৃতি চেতন পুরুষ, সুতরাং উহারা পরস্পরের অভিপ্রায় জানিয়া প্রবৃত্ত হয়, এ কথা যুক্তিসঙ্গত, করণ-সমুদায় অচেতন সুতরাং যাষ্টীকাদির ন্যায় উহারা প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয় না, অতএব এই সমস্ত করণের স্বরূপ যোগ্যতা ও অভিযোগ (কিরূপে চালাইতে হয়) জানে এরূপ এক জন অধিষ্ঠাতার (সগুণ আত্মার) থাকা আবশ্যক, এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন,— (করণের প্রবৃত্তিতে) পুরুষার্থই কারণ, করণ-সকল অপর কাহারও দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় না। অনাগতাবস্থ (ভবিষ্যৎ, যাহা হইবে) ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থই করণ সকলকে প্রবর্ত্তিত করে। করণ সকলের স্বরূপ জানে এরূপ কর্ত্তা আত্মার স্বীকার নিরর্থক। এ সমস্ত কথা "বৎস বিবৃদ্ধি নিমিত্ত" ইত্যাদি (৫৭ কারিকায়) স্থলে উপপন্ন করা যাইবে ॥ ৩১ ॥

মন্তব্য ॥ ন্যায়মতে কর্ত্তা আত্মার ইচ্ছা যত্ন প্রভৃতি ব্যাপার হইতেই করণের ব্যাপার হয়, চেতন আত্মাই ইন্দ্রিয়াদি করণকে চালনা করে, সাংখ্যমতে আত্মার কর্ত্তৃতা নাই, তবে জড় করণের প্রবৃত্তি কিরূপে হয়? এইরূপ আশঙ্কায় পুরুষার্থকেই প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে, অর্থাৎ করণ সকল পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধন করিবার নিমিত্তই ধর্ম্মাধর্ম্মবশতঃ স্ব-স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

সাংখ্যমতে পুরুষের খণ্ডন করা হয় নাই. কিন্তু করণ বুদ্ধ্যাদির ব্যাপার দ্বারা কর্ত্তা পুরুষের অনুমান হয় না, পুরুষের অনুমান অন্যরূপে হয়, তাহা "সংঘাত-পরার্থত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে ।। ৩১ ।।

কৌমুদী ॥ ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণ মিত্যুক্তং, তত্র করণং বিভজ্যতে ।

অনুবাদ ।। বুদ্ধ্যাদি করণ সকল কাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় না এ কথা বলা হইয়াছে, করণের বিভাগ করিতেছেন ।

কারিকা ।।

করণং ত্রয়োদশ-বিধং তদাহরণ-ধারণ-প্রকাশকরং ।
কার্য্যঞ্চ তস্য দশধা হার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা ।। করণং (কারক-বিশেষঃ, বুদ্ধ্যাদিকং) ত্রয়োদশ-বিধং (ত্রয়োদশ-প্রকারং) তৎ আহরণ-ধারণ-প্রকাশকরং (তৎকরণং, আহরণকরং কর্ম্মেন্দ্রিয়ং, ধারণকরং অন্তঃকরণং, প্রকাশকরং জ্ঞানেন্দ্রিয়ং) তস্য কার্য্যঞ্চ হার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ দশধা (তস্য করণস্য কর্ম্ম হার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ প্রত্যেকং দিব্যাদিব্যতয়া দশধা দশপ্রকারং) ।। ৩২ ॥

তাৎপর্য্য ॥ বুদ্ধ্যাদি করণ ত্রয়োদশ প্রকার, উহার মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী বিষয় আহরণ করে, অর্থাৎ স্ব স্ব ব্যাপার দ্বারা বিষয় ব্যাপ্ত করে। অন্তঃকরণ তিনটী স্বকীয় জীবনরূপ ব্যাপার দ্বারা শরীর ধারণ করে। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী বিষয় প্রকাশ করে। উহাদের বচনাদি রূপ হার্য্য, শরীর রূপ-ধার্য্য ও শব্দাদিরূপ প্রকাশ্য কর্ম্ম প্রত্যেকে দিব্য ও অদিব্য বিধায় দশ প্রকার হয়। পঞ্চ ভূতের সমূহ বলিয়া এক পার্থিব শরীরকেই পঞ্চ বলা যায় ।। ৩২ ।।

কৌমুদী ॥ করণং ত্রয়োদশবিধং ইন্দ্রিয়াণ্যেকাদশ, বুদ্ধিঃ, অহঙ্কার শ্চেতি ত্রয়োদশ-প্রকারং করণং। কারক-বিশেষঃ করণং নচ ব্যাপারাবেশং বিনা কারকত্বমিতি ব্যাপারাবেশ মাহ, তদাহরণ-ধারণ-প্রকাশ-করং, যথাযথং তত্র কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাগাদীন্যাহরন্তি যথাস্ব মুপাদদতে স্ব-ব্যাপারেণ ব্যাপ্নুবন্তীতি যাবৎ। বুদ্ধ্যহঙ্কারমনাংসি তু স্ব-বৃত্ত্যা প্রাণাদি লক্ষণয়া ধারয়ন্তি। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি প্রকাশয়ন্তি।

আহরণ-ধারণাদি-ক্রিয়াণাং সকর্ম্মকতয়া কিংকর্ম্ম, কতিবিধঞ্চেত্যত আহ কার্য্যঞ্চ তস্যেতি, তস্য ত্রয়োদশ-বিধস্য করণস্য দশধা আহার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ কার্য্যং, আহার্য্যং ব্যাপ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বচনাদান-বিহরণোৎসর্গানন্দাঃ যথাযথং ব্যাপ্যাঃ, তেচ যথাযথং দিব্যাদিব্যতয়া দশ ইত্যাহার্য্যং দশধা। এবং ধার্য্য মপ্যন্তঃকরণ-ত্রয়স্য প্রাণাদি-লক্ষণয়া বৃত্ত্যা শরীরং, তচ্চ পার্থিবাদি পাঞ্চভৌতিকং, শব্দাদীনাং পঞ্চানাং সমূহঃ পৃথিবীতি, তেচ পঞ্চ দিব্যাদিব্যতয়া দশেতি ধার্য্যমপি দশধা। এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধা যথাযথং ব্যাপ্যাঃ, তেচ যথাযথং দিব্যাদিব্যতয়া দশেতি প্রকাশ্য মপি দশধেতি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ ॥ কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী ও মনঃ এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই ত্রয়োদশ প্রকার করণ। কারক বিশেষকেই অর্থাৎ অপাদানাদি কারক ষট্‌কের অন্যতমকেই করণ বলে, ব্যাপারের আবেশ অর্থাৎ ক্রিয়ার সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কারক হইতে পারে না, ("ক্রিয়া-ন্বয়িত্বং কারকত্বং" ক্রিয়ার সহিত যাহার নিত্যসম্বন্ধ তাহাকে কারক বলে) এই নিমিত্ত ক্রিয়ার সম্বন্ধ বলিতেছেন,—"সেই করণ আহরণ, ধারণ ও প্রকাশ করে, করণ সকলের মধ্যে বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল যথাযোগ্যরূপে আহরণ করে, অর্থাৎ আপন আপন বিষয় গ্রহণ করে, স্বকীয় ব্যাপার দ্বারা বিষয়কে পায়, ইহাই চরমে বুঝা উচিত (ইতিযাবৎ)। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ ইহারা প্রাণাদিরূপ স্বকীয় বৃত্তি দ্বারা রক্ষা করে (শরীরকে)। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল প্রকাশ করে।

আহরণাদি ক্রিয়া সকল সকর্ম্মক বিধায় উহাদের কর্ম্ম কি, কি? এবং কত প্রকার? এইরূপ প্রশ্নে বলিতেছেন,—উক্ত ত্রয়োদশ প্রকার করণের আহার্য্য, ধার্য্য ও প্রকাশ্যরূপ কার্য্য সকল প্রত্যেকে দশ প্রকার। আহার্য্য শব্দের অর্থ ব্যাপ্য। বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ ইহারা (মন্তব্য দেখ) যথাযোগ্যরূপে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের ব্যাপ্য। উক্ত পাঁচটী যথাসম্ভব দিব্য ও অদিব্য বলিয়া দশটী হয়, সুতরাং আহার্য্য-কর্ম্ম দশ প্রকার। এইরূপে অন্তঃকরণ তিনটীর প্রাণাদিরূপ ব্যাপার দ্বারা শরীর ধার্য্য অর্থাৎ রক্ষণীয়, পার্থিবাদি উক্ত শরীর পাঞ্চভৌতিক, কেন না, শব্দাদি-তন্মাত্র পাঁচটীর

সমূহ পৃথিবীতে আছে, উক্ত শব্দাদি-তন্মাত্র পাঁচটীর দিব্য ও অদিব্যভেদে দশটী বলিয়া ধার্য্য কর্ম্মও দশ প্রকার। এইরূপে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা যথাসম্ভবরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের ব্যাপ্য, উক্ত শব্দাদি পাঁচটী যথাযোগ্যরূপে দিব্য ও অদিব্যভেদে দশটী হয় বলিয়া প্রকাশ্য কর্ম্মও দশ প্রকার ॥ ৩২ ॥

মন্তব্য ॥ ব্যাপারাবেশ স্থলে ব্যাপার শব্দে সাধারণতঃ 'ক্রিয়া বুঝিতে হইবে, "তজ্জন্যত্বে সতি-তজ্জন্য-জনকত্বং ব্যাপারত্বং" এরূপ ব্যাপার নহে, কারণ উক্ত ব্যাপার করণ-কারকেরই লক্ষণ "ব্যাপারবৎ কারণং করণম্"। ক্রিয়া বুঝিতে হইলে কারক-জ্ঞান আবশ্যক, কারক বুঝিতে হইলে ক্রিয়া-জ্ঞান আবশ্যক, ইহারা পরস্পর নিয়ত সাপেক্ষ, এই নিমিত্ত করণটী কারক-বিশেষ বলিয়া কারক সামান্যের নিয়ত অপেক্ষণীয় ক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে, কৌমুদীতেই আহরণা-দিকে ক্রিয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, "আহরণাদি-ক্রিয়াণাং সকর্ম্মকতয়া" ইত্যাদি।

আহার্য্য-কর্ম্মের উদাহরণ-স্বরূপে কৌমুদীতে প্রদর্শিত বচনাদির স্থলে উহাদের কর্ম্ম সকল বুঝিতে হইবে, বচনের কর্ম্ম শব্দ, আদানের কর্ম্ম গ্রাহ্য বস্তু, বিহরণের কর্ম্ম বিহার-স্থান, উৎসর্গের কর্ম্ম পুরীষ, আনন্দের কর্ম্ম আনন্দয়িতব্য অর্থাৎ একটী উপস্থের উপস্থান্তর আনন্দয়িতব্য। "ক্রিয়াজন্য-ফলশালিত্বং কর্ম্মত্বং" অর্থাৎ ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন ফল যাহাতে থাকে, তাহাকে কর্ম্ম বলে, ক্রিয়াই কর্ম্ম কারক নহে, বচনাদিকে কর্ম্ম বলিলে ক্রিয়াকেই কর্ম্ম বলা হয়।

শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রের সমূহ হইতে পৃথিবী জন্মে, এ কথা সৃষ্টিপ্রকরণে ২২ কারিকায় বলা হইয়াছে, পার্থিব-শরীরে অন্যান্য ভূতের সম্পর্ক থাকিলেও, পার্থিবভাগ অধিক বিধায় পার্থিব-শরীর বলা যায়, এইরূপে তৈজস জলীয়াদি শরীরেও তত্তৎ ভূতের আধিক্য বশতঃ তত্তৎ সংজ্ঞা বুঝিতে হইবে। বস্তু মাত্রই দিব্য ও অদিব্য ভেদে দুই প্রকার। যোগিগণই দিব্য বিষয়ের অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

কৌমুদী ॥ ত্রয়োদশ-বিধ-করণেঽবান্তর-বিভাগং করোতি।

অনুবাদ ॥ ত্রয়োদশ প্রকার করণের মধ্যে অবান্তর বিভাগ অর্থাৎ প্রকা-রান্তরে ভাগ করিতেছেন।

কারিকা ॥ অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যং ত্রয়স্য বিষয়াখ্যং।
সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমাভ্যন্তরং করণম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা ॥ অন্তঃকরণং (অন্তঃ অবহিঃ অসর্ব্ববেদ্যং তদ্‌গ্রাহকং করণং) ত্রিবিধং (তিস্রো বিধাঃ প্রকারা যস্য তৎ, বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ মনশ্চ) বাহ্যং দশধা (বাহির্ব্বিষয়-গ্রাহকং করণং দশ-প্রকারং, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি) ত্রয়স্য বিষয়াখ্যং (অন্তঃকরণত্রিতয়স্য বিষয়ান্ বাহ্যং করণং আখ্যাতি উপস্থাপয়তি) বাহ্যং সাম্প্রতকালং (বাহ্যং করণং বর্ত্তমান-বিষয়কং) আভ্যন্তরং করণং ত্রিকালং (অন্তঃকরণং ভূত-ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান-বিষয়কং) ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য ॥ অন্তঃকরণ তিন প্রকার ; বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ। বহিঃকরণ দশ প্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী। ইহারা অন্তঃকরণ ত্রিতয়ের বিষয় উপস্থাপিত করে। বহিঃকরণ কেবল বর্ত্তমানকে বিষয় করে, অন্তঃকরণ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিনকেই বিষয় করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

কৌমুদী ॥ অন্তঃকরণং ত্রিবিধং বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ মন ইতি শরীরাভ্যন্তর-বৃত্তিত্বাদন্তঃকরণম্। দশধা বাহ্যমিন্দ্রিয়ং ত্রয়স্যান্তঃ-করণস্য বিষয়াখ্যং বিষয়মাখ্যাতি, বিষয়-সঙ্কল্পাভিমানাধ্যবসায়েষু কর্ত্তব্যেষু দ্বারী ভবতি, তত্র বুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যালোচনেন, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু যথাস্বং ব্যাপারেণ। বাহ্যান্তরয়োঃ করণয়ো র্বিশেষান্তর মাহ সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকাল মাভ্যন্তরং করণং, সাম্প্রতকালং বর্ত্তমানকালং বাহ্যমিন্দ্রিয়ং, বর্ত্তমান-সমীপমনাগতমতীতমপি বর্ত্তমানং, অতো বাগপি বর্ত্তমান-কাল-বিষয়া ভবতি। ত্রিকাল মাভ্যন্তরং করণং, তদ্‌যথা নদীপূর-ভেদা দভূদ্ বৃষ্টিঃ, অস্তি ধূমাদগ্নিরিহ নগ-নিকুঞ্জে, অসত্যুপঘাতকে পিপীলিকাণ্ড সঞ্চরণাদ্ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিতি, তদনুরূপাশ্চ সঙ্কল্পাভিমানাধ্যবসায়া ভবন্তি। কালশ্চ বৈশেষিকাভিমত একো ন অনাগতাদি-ব্যবহার-ভেদং প্রবর্ত্তয়িতু মর্হতীতি তস্মাদয়ং যৈ রুপাধি-ভেদৈরনাগতাদিভেদং প্রতিপদ্যতে সন্তু ত এবোপাধয়োঽনাগতাদি-ব্যবহার-হেতবঃ, কৃতমত্রান্তর্গড়ুনা কালেনেতি সাংখ্যাচার্য্যাঃ, তস্মান্ন কালরূপ-তত্ত্বান্তরাভ্যুপগম ইতি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ ।। অন্তঃকরণ তিন প্রকার বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ, শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থান করে বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃকরণ বলে। বহিঃকরণ দশ প্রকার (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়,) উহারা অন্তঃকরণ তিনটীর বিষয়কে উপস্থিতি করে, অর্থাৎ অন্তঃকরণ দ্বারা বিষয়ের সঙ্কল্প, অভিমান ও অধ্যবসায় কর্ত্তব্য হইলে বহিঃকরণ তাহাতে দ্বার হয়। উহাদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী বিষয়ের আলোচনা দ্বারা এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী যথাসম্ভব নিজ নিজ ব্যাপার দ্বারা (অন্তঃকরণের সাহায্য করে।) বাহ্য ও আন্তর উভয়-বিধ করণের মধ্যে অন্তরূপে বিশেষ বলিতেছেন,—বাহ্যকরণ সাম্প্রতকাল অর্থাৎ বর্ত্তমানকেই বিষয় করে, অন্তঃকরণ ত্রিকাল অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলকেই বিষয় করে। বহিঃকরণ বর্ত্তমানকে বিষয় করে, বর্ত্তমানের সমীপ অতীত ও অনাগত (ভবিষ্যৎ) ইহারাও বর্ত্তমান, অতএব বাগিন্দ্রিয়ও বর্ত্তমান বিষয়ক হইতে পারিল। অন্তঃকরণ ত্রৈকালিক পদার্থ-কেই বিষয় করে, যেমন, নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া বৃষ্টি হইয়াছিল (এইটী অতীত বিষয়ক) অনুমান হয়, ধূম দেখিয়া পর্ব্বতকুঞ্জে অগ্নি আছে অনুমান হয় (এইটী বর্ত্তমান বিষয়ক)। পিপীলিকাগণ অণ্ডসঞ্চরণ করিতেছে অর্থাৎ ডিম্বগুলিকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া "বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলে বৃষ্টি হইবে" এরূপ অনুমান হইয়া থাকে (এইটী ভবিষ্যৎ বিষয়ক)। এতদনুসারে সঙ্কল্প, অভিমান ও অধ্যবসায় হইয়া থাকে। বৈশেষিকের অভিমত একটী কাল অনাগত প্রভৃতি ব্যবহার বিশেষ সম্পন্ন করিতে পারে না, অতএব এই অখণ্ডকাল যে সমস্ত উপাধি বিশেষ অর্থাৎ ক্রিয়া দ্বারা অনাগত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা লাভ করে, অর্থাৎ যাহা দ্বারা কালত্রয়ের পরিচয় হয়, সেই সমস্ত উপাধিকেই (ক্রিয়ৈবকালঃ, ক্রিয়াকেই) অনাগতাদি ব্যবহারের করণ অর্থাৎ কাল বলা যাউক, নিরর্থক একটী অখণ্ডকাল স্বীকারের প্রয়োজন কি ? ইহাই সাংখ্যাচার্য্যগণের অভিমত, অতএব কাল নামক একটী তত্ত্বান্তর স্বীকার হইল না ।। ৩৩ ।।

মন্তব্য ।। বহিরিন্দ্রিয় দশটীর মধ্যে বাক্ ভিন্ন অপর সকলেই অবস্থিত বিষয় গ্রহণ করে, বাগিন্দ্রিয় স্থলে ওরূপ সম্ভব হয় না, শব্দ পূর্ব্ব হইতেই আছে বাগিন্দ্রিয় উহাকে বিষয় করে, এরূপ হয় না, বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপারেই

শব্দের উৎপত্তি হয়, এই নিমিত্ত বলিয়াছেন,— "বর্ত্তমানের সমীপও বর্ত্তমান", বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে অপেক্ষা করিয়া শব্দটী ভবিষ্যৎ। অতীতের কথা প্রসঙ্গ ক্রমে বলা হইয়াছে, প্রকৃতের কোন উপযোগ উহাতে নাই। বর্ত্তমানের সমীপ ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমান বলিলে অতীতকেও বলিতে হয়।

"নিকুঞ্জ-কুঞ্জৌ বা ক্লীবে লতাদি-পিহিতোদরে" লতাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত স্থানকে নিকুঞ্জ ও কুঞ্জ বলে, লতাদি দ্বারা আবৃত থাকায় বাহির হইতে অগ্নি দেখা যাইতেছে না, ধূম দেখিয়া অনুমান হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে কেবল পর্ব্বত না বলিয়া পর্ব্বত-নিকুঞ্জ বলা হইয়াছে।

সাংখ্যমতে কাল নামক কোন তত্ত্ব নাই, অথচ কারিকায় কালের উল্লেখ রহিয়াছে, পাছে কালনামক অতিরিক্ত তত্ত্ব স্বীকার হইয়া উঠে এইরূপ আশ-ঙ্কায় বাচস্পতি সমাধান করিয়াছেন,— অখণ্ড নিত্য কাল নামক কোন পদার্থ নাই, ওরূপ নিত্য কাল দ্বারা দিন, মাস, অতীত, অনাগত ইত্যাদি কোন ব্যবহার চলে না, ব্যবহারক্ষেত্রে ক্রিয়া দ্বারাই সমস্ত পরিচয় হইয়া থাকে, যেমন গ্রহগণের ক্রিয়া দ্বারা দিন, মাস, তিথি ইত্যাদির ব্যবহার হয়, অতএব সেই সেই ক্রিয়া সকলকেই কাল বলা উচিত, অতিরিক্ত অখণ্ড একটী নিত্য কাল মানিবার আবশ্যক করে না ॥ ৩৩ ॥

কৌমুদী ॥ সাম্প্রতকালানাং বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ং বিবেচয়তি।

অনুবাদ ॥ বর্ত্তমান বিষয়গ্রাহী বহিরিন্দ্রিয়গণের বিষয় সকল পৃথক্ পৃথক করিয়া দেখাইতেছেন।

কারিকা ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষাবিশেষ-বিষয়াণি।
বাগভবতি শব্দ-বিষয়া শেষাণি তু পঞ্চ-বিষয়াণি ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা ॥ তেষাং (দশানাং বহিরিন্দ্রিয়াণাং মধ্যে) বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চ (জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি পঞ্চ) বিশেষাবিশেষ-বিষয়াণি (বিশেষাঃ স্থূলাঃ, অবিশেষাঃ সূক্ষ্মাঃ তে বিষয়া যেষাং তানি) বাক্ শব্দ-বিষয়া ভবতি (বাগিন্দ্রিয়ং স্থূলশব্দং বিষয়ীকরোতি) শেষাণি তু (অবশিষ্টানি তু হস্তাদীনি চত্বারি) পঞ্চ-বিষয়াণি (পঞ্চভূতাত্মক-ঘটাদি-বিষয়কাণি) ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য ॥ বহিরিন্দ্রিয় দশটীর মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী স্থূল ও সূক্ষ্ম

শব্দাদি বিষয় করে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাক্ স্থূলশব্দকেই বিষয় করে, অপর হস্তাদি চারিটী পঞ্চভূতের সমষ্টি ঘটাদিকে বিষয় করিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

কৌমুদী ॥ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং দশানামিন্দ্রিয়াণাং মধ্যে পঞ্চ বিশেষাবিশেষ-বিষয়াণি, বিশেষাঃ স্থূলাঃ শব্দাদয়ঃ শান্ত-ঘোর-মূঢ়াঃ পৃথিব্যাদি-রূপাঃ, অবিশেষাঃ তন্মাত্রাণি সূক্ষ্মাঃ শব্দাদয়ঃ, মাত্র-গ্রহণেন ভূতভাবমপাকরোতি, বিশেষাশ্চা বিশেষাশ্চ বিশেষাবিশেষাঃ ত এব বিষয়াঃ যেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং তানি তথোক্তানি। তত্রোর্দ্ধস্রোতসাং যোগিনাঞ্চ শ্রোত্রং শব্দ-তন্মাত্র-বিষয়ং, স্থূল-শব্দবিষয়ঞ্চ। অস্মদাদীনান্তু স্থূল-শব্দ-বিষয়মেব। এবং তেষাং ত্বক্ স্থূল-সূক্ষ্ম-স্পর্শ-বিষয়া, অস্মা-দাদীনান্তু স্থূল-স্পর্শ-বিষয়ৈব। এবং চক্ষুরাদয়োঽপি তেষা মস্মদাদীনাঞ্চ রূপাদিষু সূক্ষ্ম-স্থূলেষু দ্রষ্টব্যাঃ। এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়েষু মধ্যে বাগ্‌ভবতি শব্দ-বিষয়া স্থূল-শব্দ-বিষয়া তদ্ধেতুত্বাৎ, নতু শব্দ-তন্মাত্রস্য হেতুঃ, তস্যা-হঙ্কারিকত্বে নবাগিন্দ্রিয়েণ সহৈককারণত্বাৎ। শেষাণি তু চত্বারি পায়ূপস্থ পাণি-পাদাখ্যানি পঞ্চ-বিষয়াণি পাণ্যাদ্যাহার্য্যাণাং ঘটাদীনাং পঞ্চ-শব্দার্থত্বাদিতি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ ॥ উক্ত দশটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী বিশেষ ও অবিশেষ বিষয় করে। শান্ত ঘোর মূঢ় অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক পৃথিব্যাদিরূপ স্থূল-শব্দাদিকে বিশেষ বলে। অবিশেষ শব্দের অর্থ তন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম শব্দাদি। তন্মাত্রে মাত্র শব্দের গ্রহণ থাকায় সূক্ষ্মগুলির ভূতত্ব নিরাকরণ করিয়াছেন। বিশেষ ও অবিশেষ হইয়াছে বিষয় যে সমস্ত বুদ্ধীন্দ্রিয় সকলের তাহাদিগকে বিশেষাবিশেষ বিষয় বলে, তাহার মধ্যে উর্দ্ধস্রোতা দেবগণ ও যোগিগণের শ্রোত্র শব্দতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্মশব্দ এবং স্থূলশব্দকে বিষয় করে, আমাদিগর শ্রোত্র কেবল স্থূল-শব্দকেই বিষয় করিয়া থাকে। এইরূপ তাহাদিগর ত্বক্ (স্পর্শেন্দ্রিয়) স্থূল-সূক্ষ্ম উভয়বিধ স্পর্শকে গ্রহণ করে, আমাদিগর ত্বক্ কেবল স্থূল-স্পর্শকেই বিষয় করে। এইরূপে তাহাদিগর ও আমাদিগর চক্ষুরাদিও রূপাদি স্থলে সূক্ষ্ম ও স্থূল বিষয়ে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তাহাদিগর চক্ষুরাদি সূক্ষ্ম স্থূল উভয়বিধরূপাদিকেই গ্রহণ করে, আমাদিগর চক্ষুরাদি কেবল স্থূলকেই গ্রহণ করিতে পারে।

এইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাগিন্দ্রিয় স্থূলশব্দকে বিষয় করে, কেন না উক্ত ইন্দ্রিয় স্থূল-শব্দের কারণ। বাগিন্দ্রিয় শব্দ তন্মাত্রের কারণ নহে, শব্দ-অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন বলিয়া বাগিন্দ্রিয়ের সহিত তুল্য-কারণক অর্থাৎ এক কারণ হইতে উৎপন্ন। পায়ু, উপস্থ পাণি ও পাদ এই অবশিষ্ট চারিটী কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ-বিষয়ক, হস্তাদির দ্বারা গ্রাহ্য ঘটাদিকে পঞ্চ বলা যায় ॥ ৩৪ ॥

মন্তব্য ॥ বস্তুমাত্রই ত্রিগুণাত্মক, কোন শব্দাদির শান্ত অর্থাৎ সুখরূপে জ্ঞান হয় এইটী সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম। কোনটীর ঘোর অর্থাৎ দুঃখরূপে জ্ঞান হয়, এইটী রজোগুণের ধর্ম্ম। কোনটীর বা মূঢ়রূপে জ্ঞান হয়, এইটী তমোগুণের ধর্ম্ম। সাংখ্যমতে গুণও গুণবতের অভেদ বলিয়া শব্দাদিকেই পৃথিব্যাদিরূপ বলা হইয়াছে। 'বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিশেষগুণবত্ত্বং ভূতত্বং, অর্থাৎ যে সমস্ত ভূতের শব্দাদি বিশেষ গুণ বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হইতে পারে তাহাকে ভূত বলে, তন্মাত্রসকলের শব্দাদি গুণ সাধারণের প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া উহাদের ভূতত্ব নিরাকরণ হইয়াছে। শান্তত্ব ঘোরত্ব মূঢ়ত্বই বিশেষ ধর্ম্ম, উহা না থাকায় সূক্ষ্মভূতকে অবিশেষ বলা যায়। কি দেব বা যোগিগণ, কি মনুষ্যগণ, কাহারই বাগিন্দ্রিয় শব্দতন্মাত্রকে বিষয় করে না, বাগিন্দ্রিয় শব্দতন্মাত্রের পিতা নহে, সহোদর, উভয়ই এক পিতা অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। হস্তাদির দ্বারা আহার্য্য (গ্রাহ্য) ঘটাদিকে পঞ্চ বলে, কেন না, উহাতে পঞ্চভূতের সমষ্টি আছে ॥ ৩৪ ॥

কৌমুদী ॥ সাম্প্রতং ত্রয়োদশসু করণেষু কেষাঞ্চিৎ গুণভাবং, কেষাঞ্চিৎ প্রধানভাবং সহেতুক মাহ।

অনুবাদ ॥ সম্প্রতি ত্রয়োদশটী করণের মধ্যে কতকগুলি গুণ অর্থাৎ অপ্রধান এবং কতকগুলি প্রধান তাহা যুক্তিপূর্ব্বক প্রদর্শন করিতেছেন।

কারিকা ॥

সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি ॥

ব্যাখ্যা ॥ যস্মাৎ (যতঃ কারণাৎ) সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ (মনোঽহঙ্কার-যুতা বুদ্ধিঃ অধ্যবসায়-লক্ষণা) সর্ব্বং বিষয়ং (সমস্তং গ্রাহ্যং) অবগাহতে (প্রকাশয়তি) তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি (উক্তাদেব হেতোঃ মনোঽহঙ্কার-বুদ্ধিরূপং অন্তঃ-করণত্রয়ং দ্বারি দ্বারবৎ প্রধানং) শেষাণি (অবশিষ্টানি, চক্ষুরাদীনি দ্বারাণি অপ্রধানানি, বিষয়-গ্রহণে অন্তঃকরণস্য সাধনানীত্যর্থঃ) ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য ॥ মনঃ অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই অন্তঃকরণ তিনটি যেহেতু সমস্ত বিষয়ের নিশ্চয় করে, সেই নিমিত্ত তিন প্রকার অন্তঃকরণ প্রধান, অবশিষ্ট চক্ষুরাদি অপ্রধান ॥ ৩৫ ॥

কৌমুদী ॥ দ্বারি প্রধানং, শেষাণি করণানি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি দ্বারাণি, তৈ রুপনীতং সর্ব্বং বিষয়ং সমনোঽহঙ্কারা বুদ্ধির্যস্মাদবগাহতেঽধ্য-বস্যতি, তস্মাদ্বাহ্যেন্দ্রিয়াণি দ্বারাণি, দ্বারবতী চ সান্তঃকরণা বুদ্ধি রিতি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ॥ দ্বারি অর্থাৎ দ্বারবিশিষ্ট, প্রধান। অবশিষ্ট করণ সকল অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়গণ দ্বার অর্থাৎ অন্তঃকরণের সাধন। যেহেতু বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা উপনীত অর্থাৎ উপস্থাপিত (প্রদর্শিত) বিষয় সকলকে মনঃ ও অহঙ্কারের সহিত বুদ্ধি বিষয় করে (নির্ণয় করে), সেই নিমিত্ত বাহিরিন্দ্রিয় সকল দ্বার অর্থাৎ উপায় এবং অন্তঃকরণের (মনঃ ও অহঙ্কারের) সহিত বুদ্ধি দ্বার-বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রধান ॥ ৩৫ ॥

মন্তব্য ॥ অন্তঃকরণ শব্দে বুদ্ধিকেও বুঝায়, অথচ বলা হইয়াছে "অন্তঃ করণের সহিত বুদ্ধি", আপনার সহিত আপনি হয় না, এই নিমিত্ত এ স্থলে অন্তঃকরণ শব্দে কেবল মনঃ ও অহঙ্কারকে বুঝিতে হইবে। সাংখ্যমতে বুদ্ধি-কেই কর্ত্তা বলে, কর্ত্তা ও করণের ভেদ রাখিবার নিমিত্ত অন্তঃকরণ শব্দে এ স্থলে বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মনঃ ও অহঙ্কারকে বলা হইয়াছে, এরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

কৌমুদী ॥ ন কেবলং বাহ্যানীন্দ্রিয়াণি অপেক্ষ্য প্রধানং বুদ্ধিঃ, অপিতু যে অপ্যহঙ্কারমনসী দ্বারিণী, তে অপ্যপেক্ষ্য বুদ্ধিঃ প্রধান মিত্যাহ।

অনুবাদ ॥ কেবল বহিরিন্দ্রিয়কে অপেক্ষা করিয়া বুদ্ধি প্রধান এরূপ নহে, কিন্তু মনঃ ও অহঙ্কার যাহারা প্রধান (দ্বারি) বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহাদিগকেও অপেক্ষা করিয়া বুদ্ধি প্রধান এই কথা বলিতেছেন।

কারিকা ॥
এতে প্রদীপ-কল্পাঃ পরস্পর-বিলক্ষণা গুণ-বিশেষাঃ ॥
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রয়চ্ছন্তি ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা ॥ এতে (পূর্ব্বোক্তাঃ) প্রদীপকল্পাঃ (প্রদীপবৎ বিষয়াবভাসকাঃ) পরস্পর-বিলক্ষণাঃ (অন্যোহন্যং বিরুদ্ধাঃ) গুণ-বিশেষাঃ (গুণ-পরিণামাঃ) কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য (সমস্তমেব পুরুষভোগ্যং প্রদর্শ্য) বুদ্ধৌ প্রয়চ্ছন্তি (বুদ্ধিস্থং কুর্বন্তি) ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য ॥ পরস্পর বিভিন্ন স্বভাব প্রদীপতুল্য পূর্ব্বোক্ত করণ সকল পুরুষের নিমিত্ত সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিতে অর্পণ করে, অন্য সকলের কার্য্য বদ্ধিতে অর্পিত হয়, বুদ্ধি পুরুষকে অর্পণ করে ॥ ৩৬ ॥

কৌমুদী ॥ যথাহি গ্রামাধ্যক্ষাঃ কৌটুম্বিকেভ্যঃ করমাদায় বিষয়াধ্যক্ষায় প্রয়চ্ছন্তি, বিষয়াধ্যক্ষশ্চ সর্ব্বাধ্যক্ষায়, স চ ভূপতয়ে, তথা বাহ্যেন্দ্রিয়াণ্যালোচ্য মনসে সমর্পয়ন্তি, মনশ্চ সঙ্কল্প্যাহঙ্কারায়, অহঙ্কারশ্চাভিমত্য বুদ্ধৌ সর্বাধ্যক্ষভূতায়াং, তদিদমুক্তং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রয়চ্ছন্তীতি। বাহ্যেন্দ্রিয়-মনোহহঙ্কারাশ্চ গুণ বিশেষাঃ গুণানাং সত্ত্ব-রজস্তমসাং বিকারাঃ, তে তু পরস্পর-বিরোধশীলা অপি পুরুষার্থেন ভোগাপবর্গরূপেণ একবাক্যতাং নীতাঃ। যথা বর্ত্তি-তৈল-বহ্নয়ঃ সন্তমসাপনয়েন রূপ-প্রকাশায় মিলিতাঃ প্রদীপঃ, এবমেতে গুণ-বিশেষা ইতি যোজনা ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ ॥ যেমন গ্রামের অধ্যক্ষ (তহশীলদার) কৌটুম্বিক অর্থাৎ কুটুম্ব (পরিবার) ভরণমাত্রে ব্যাপৃত কৃষক সকলের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিয়া বিষয়াধ্যক্ষকে (প্রধান নায়েবকে) অর্পণ করে, বিষয়াধ্যক্ষ (সমস্ত সংগ্রহ করিয়া) সর্ব্বাধ্যক্ষকে (দেওয়ান, ম্যানেজার) প্রদান করে, সে ভূপতিকে অর্পণ করে। সেইরূপ বহিরিন্দ্রিয় সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া মনে সমর্পণ করে, মনঃ সঙ্কল্প করিয়া অহঙ্কারকে অর্পণ করে, অহঙ্কার অভিমান (আমি বা আমিত্বের আরোপ) করিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ-স্বরূপ বুদ্ধিকে সমর্পণ করে, এই কথাই "পুরুষ ভোগ্য সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিতে সমর্পণ করে" বাক্য দ্বারা বলা হইয়াছে। বহিরিন্দ্রিয়, মনঃ ও অহঙ্কার ইহারা গুণবিশেষ অর্থাৎ সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণত্রয়ের বিকার। উহারা পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব হইয়াও ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থ-বশতঃ একবাক্যতানীত অর্থাৎ মিলিত হয়। যেমন বর্ত্তি-তৈল ও বহ্নি ইহারা (পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব হইয়াও) অন্ধকার দূর করতঃ

রূপের প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মিলিত হইয়া প্রদীপস্থায়, এই সমস্ত গুণবিশেষও সেইরূপ এইরূপে সূত্রের যোজনা (অন্বয়) বুঝিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

মন্তব্য ॥ কৃষকগণ কেবল কুটুম্ব অর্থাৎ পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণে ব্যগ্র থাকে, কার্য্যান্তরের অবকাশ পায় না, এই নিমিত্ত উহাদিগকে কৌটুম্বিক বলে। "অহঙ্কারায় সমর্পয়তি" এইরূপে বচনের ব্যত্যাস অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 'সমর্পয়ন্তির বহুবচন' অন্তিকে একবচন তিরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া অন্বয় করিতে হইবে। প্রায় তত্তুল্য এইরূপ অর্থে কল্প, দেশ্য ও দেশীয় প্রত্যয় হয়, "ঈষদসমাপ্তৌ কল্প-দেশ্য-দেশীয়াঃ" ॥ ৩৬ ॥

কৌমুদী ॥ কস্মাৎ পুনর্বুদ্ধৌ প্রয়চ্ছন্তি, নতু বুদ্ধিরহঙ্কারায় দ্বারিণে মনসে বেত্যত আহ।

অনুবাদ ॥ কি জন্য বুদ্ধিতেই অর্পণ করে, বুদ্ধিই বা কেন দ্বারি, অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অহঙ্কার বা মনে অর্পণ করে না? এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন।

কারিকা ॥

সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধান পুরুষান্তরং সূক্ষ্মং ॥৩৭॥

ব্যাখ্যা ॥ যস্মাৎ বুদ্ধিঃ পুরুষস্য সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং সাধয়তি (যতঃ কারণাৎ বুদ্ধিঃ পুরুষস্য সমস্তং শব্দাদি-সাক্ষাৎকারং সম্পাদয়তি) সৈব পুনঃ সূক্ষ্মং প্রধান-পুরুষান্তরং বিশিনষ্টি চ (বুদ্ধিরেব পশ্চাৎ অতি-দুর্জ্ঞেয়ং প্রকৃতি পুরুষ-ভেদং করোতি, প্রকৃতের্ভিন্নত্বেন পুরুষং বোধয়তীত্যর্থঃ, ভোগাপবর্গয়োঃ সাক্ষাৎ সাধকত্বাৎ বুদ্ধেঃ প্রাধান্যমিতি) ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য ॥ পুরুষের সমস্ত শব্দাদির উপভোগ বুদ্ধিই সম্পাদন করে, এবং পরিশেষে অতি দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক (আত্ম-জ্ঞান) সম্পাদন করে, এই নিমিত্ত অহঙ্কারাদি সকলে বুদ্ধিতেই বিষয় অর্পণ করে ॥ ৩৭ ॥

কৌমুদী ॥ পুরুষার্থস্য প্রয়োজকত্বাৎ তস্য যৎ সাক্ষাৎ সাধনং তৎ প্রধানং, বুদ্ধিশ্চাস্য সাক্ষাৎ সাধনং তস্মাৎ সৈব প্রধানং। যথা সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সাক্ষাদ্রাজার্থ-সাধনতয়া প্রধানং, ইতরে তু গ্রামাধ্যক্ষাদয় স্তং প্রতি গুণভূতাঃ। বুদ্ধি র্হি পুরুষসন্নিধানাৎ তচ্ছায়াপত্ত্যা

তদ্রূপেব সর্ব্ব-বিষয়োপভোগং পুরুষস্য সাধয়তি। সুখদুঃখানুভবো হি ভোগঃ, স চ বুদ্ধৌ। বুদ্ধিশ্চ পুরুষরূপেবেতি, সাচ পুরুষমুপভোজয়তি। যথাঽর্থালোচন-সঙ্কল্পাভিমানাশ্চ তত্তদ্রূপপরিণামেন বুদ্ধা রূপসংক্রান্তাঃ, তথা ইন্দ্রিয়াদি-ব্যাপারা অপি বুদ্ধেরেব স্ব-ব্যাপারেণ অধ্যবসায়েন সহৈকব্যাপারীভবন্তি, যথা স্বসৈন্যেন সহ গ্রামাধ্যক্ষাদিঃ সৈন্যং সর্ব্বাধ্যক্ষস্য ভবতি। সর্ব্বং শব্দাদিকং প্রতি য উপভোগঃ পুরুষস্য তং সাধয়তি।

নন্থ পুরুষস্য সর্ব্ব-বিষয়োপভোগ-সম্পাদিকা যদি বুদ্ধিস্তর্হ্য-নির্ম্মোক্ষ ইত্যত আহ, পশ্চাৎ প্রধান-পুরুষয়োরন্তরং বিশেষং বিশিনষ্টি করোতি। নন্থ প্রধান-পুরুষয়োরন্তরস্য কৃতকত্বাদনিত্যত্বং তৎকৃতস্য মোক্ষস্যাপ্যনিত্যত্বং স্যাদিত্যত আহ, বিশিনষ্টি প্রধানং সবিকার মন্য দহ মন্য ইতি বিদ্যমানমেবান্তরমবিবেকেনা বিদ্যমানমিব বুদ্ধি র্বোধয়তি, নতু করোতি, যেনানিত্যত্ব মিত্যর্থঃ, যথৌদন-পাকং পচতীতি, করণঞ্চ প্রতিপাদনং, অনেনাপবর্গঃ পুরুষার্থো দর্শিতঃ। সূক্ষ্মং দুর্লক্ষ্যং তদন্তর মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ ॥ ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থ করণের প্রয়োজক বিধায় উহার সাক্ষাৎভাবে যে সম্পাদক হয়, তাহাকেই প্রধান বলে, বুদ্ধিই পুরুষার্থের সাক্ষাৎ সাধন বলিয়া প্রধান, যেমন সর্ব্বাধ্যক্ষ (দেওয়ান্) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজার প্রয়োজন সাধন করে বলিয়া সর্ব্বপ্রধান, গ্রামাধ্যক্ষ প্রভৃতি সর্ব্বাধ্যক্ষের গুণভূত অর্থাৎ অধীনে থাকে। বুদ্ধি পুরুষের সন্নিধান বশতঃ উহার ছায়া গ্রহণ করিয়া উহার ন্যায় অর্থাৎ চেতনের ন্যায় হইয়া পুরুষের সমস্ত বিষয়োপভোগ সম্পাদন করে। সুখ ও দুঃখের অনুভবকে ভোগ বলে, উক্ত ভোগ (বুদ্ধিবৃত্তি) বুদ্ধিতে থাকে, বুদ্ধি পুরুষের ন্যায় হয় বলিয়া পুরুষকে উপভোগ করায়। যেমন অর্থের আলোচন সঙ্কল্প ও অভিমান ইহারা সেই সেই আকারে পরিণত হইয়া বুদ্ধিতে উপসংক্রান্ত (উপস্থিত) হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারও বুদ্ধিরই স্বকীয় ব্যাপার অধ্যবসায়ের সহিত এক ব্যাপার হইয়া যায়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারও বুদ্ধির ব্যাপাররূপে পরিগণিত হয়, যেমন

গ্রামাধ্যক্ষাদি স্বকীয় সৈন্তের সহিত সর্ব্বাধ্যক্ষের সৈন্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ। সমস্ত শব্দাদি বিষয়ে পুরুষের যে উপভোগ অর্থাৎ সাক্ষাৎকার তাহা সম্পাদন করে।

যদি বুদ্ধি পুরুষের সমস্ত বিষয়োপভোগ সম্পাদন করে অর্থাৎ পুরুষকে কেবল বিষয় প্রদর্শন করাই বুদ্ধির স্বভাব হয়, তাহা হইলে অনির্ম্মোক্ষ অর্থাৎ কখনই মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না, এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন,—পশ্চাৎ প্রধান ও পুরুষের বিশেষ (ভেদ) করে। প্রধান ও পুরুষের ভেদটী কার্য্য বলিয়া অনিত্য হয়, সুতরাং উক্ত ভেদ-জ্ঞান-জন্য মোক্ষও অনিত্য হইয়া উঠে, এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন,—"বিকারের (কার্য্যের) সহিত প্রধানটী অন্য, আমি (আত্মা, পুরুষ) অন্য", এইরূপে বর্ত্তমানই পরস্পর ভেদটী অজ্ঞান-বশতঃ না থাকার ন্যায় ছিল, বুদ্ধি উহাকে বুঝাইয়া দেয় মাত্র, উৎপন্ন করে না, সেরূপ হইলে অনিত্যত্বের সম্ভাবনা হইতে পারিত। "ওদন-পাকং পচতি" এ স্থলে যেমন পচতির অর্থ সামান্যতঃ করা (পাক করা নহে), তদ্রূপ "অন্তরং বিশিনষ্টি" এ স্থলেও বিশিনষ্টির অর্থ সামান্যতঃ করা। এ স্থলে করার অর্থ প্রতিপাদন করা, অর্থাৎ বুঝাইয়া দেওয়া। ইহা দ্বারা মুক্তিরূপ পুরুষার্থ প্রদর্শিত হইল। প্রধান ও পুরুষের অন্তর অর্থাৎ ভেদ অত্যন্ত সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুরধিগম ॥ ৩৭ ॥

মন্তব্য ॥ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তিই পুরুষের বিষয় হয়, উহাকে দ্বার করিয়া আর আর সকল পুরুষের বিষয় হইয়া থাকে এই নিমিত্ত বুদ্ধিকে সর্ব্বপ্রধান বলে। মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা দেওয়ানেরই (সর্ব্বাধ্যক্ষেরই) হয়, অন্য সকলের কিছু বলিতে হইলে দেওয়ানের দ্বারাই বলিতে হয়, বুদ্ধি দেওয়ানকে শরণ না লইয়া পুরুষ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইতে পারা যায় না। অচেতন বুদ্ধি পুরুষার্থের সম্পাদক হইতে পারে না বলিয়া পুরুষের ছায়া গ্রহণ করিয়া চেতনের ন্যায় হয়, এ কথা বলা হইয়াছে। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিজের কার্য্যের ন্যায় অধীনস্থ কর্ম্ম-চারী সকলের কার্য্যও তাহার বলিয়া গণ্য হয়, সমস্ত ঝুঁকিই উচ্চপদস্থের উপর থাকে। প্রদর্শিত ভাবেই ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকে সর্ব্বপ্রধান বুদ্ধির ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। একই ব্যক্তি কাহারও প্রভু হইলেও

অন্যের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে, সামান্যতঃ সেনানায়কগণ স্ব স্ব দলবল সহ প্রধান সেনাপতির সৈন্য বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে।

পাকং পচতি, পাকের পাক করিতেছে বলার ন্যায় অন্তরং (বিশেষং) বিশিনষ্টি, বিশেষের বিশেষ করিতেছে বলিলে পুনরুক্তি হয় বলিয়া কারিকার বিশিনষ্টি শব্দের সামান্যতঃ করোতি রূপ অর্থ করা হইয়াছে; বিশেষকে (ভেদকে) করা যায় না, ভেদমাত্রই নিত্য, প্রধান ও পুরুষের ভেদ স্বভাবতঃ থাকে, তাহার জ্ঞান হয় মাত্র, জ্ঞান হইলে পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়, ইহাকেই মুক্তি বলে, সুতরাং মুক্তি জন্য বলিয়া অনিত্য হইল না ॥ ৩৭ ॥

কৌমুদী ॥ তদেবং করণানি বিভজ্য বিশেষাবিশেষান্ বিভজতে।

অনুবাদ ॥ পূর্ব্বোক্তরূপে করণ সকলের বিভাগ করিয়া বিশেষ ও অবিশেষের বিভাগ করিতেছেন।

কারিকা ॥
তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা ॥ তন্মাত্রাণি অবিশেষাঃ (শব্দাদি-পঞ্চতন্মাত্রাণি শান্তত্বাদি-বিশেষ-রহিতাঃ) তেভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি (উক্ত-পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ পঞ্চ-স্থূলভূতানি জায়ন্তে ইতি শেষঃ) এতে শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাঃ স্মৃতাঃ (ইমানি স্থূলভূতানি সুখ-দুঃখ-মোহ-রূপতয়া বিশেষাঃ স্মৃতাঃ, বিধেয়-প্রাধান্যাৎ পুংস্ত্বং) ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য ॥ পঞ্চ-তন্মাত্রকে অবিশেষ বলে, উহা হইতে পঞ্চ-স্থূলভূতের উৎপত্তি হয় স্থূলভূতকেই বিশেষ বলে, কেন না ইহারা শান্ত, ঘোর ও মূঢ় অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-মোহ স্বরূপ ॥ ৩৮ ॥

কৌমুদী ॥ শব্দাদি-তন্মাত্রাণি সূক্ষ্মাণি, নচৈষাং শান্তত্বাদি-রস্তি, উপভোগা-যোগ্যাঽবিশেষ ইতি মাত্র-শব্দার্থঃ। অবিশেষানুক্ত্বা বিশেষান্ বক্তুমুৎপত্তি মেষা মাহ, তেভ্য স্তন্মাত্রেভ্যো যথা-সংখ্যমেক-দ্বি-ত্রি-চতুষ্পঞ্চভ্যো ভূতানি আকাশানিলানল-সলিলা-বনি-রূপাণি পঞ্চ পঞ্চভ্যস্তন্মাত্রেভ্যঃ। অস্ত্বেষাং ভূতানাং মুৎপত্তিঃ,

বিশেষত্বে কিমায়াত মিত্যত আহ,—এতে স্মৃতা বিশেষাঃ, কুতঃ ? শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ, চ একো হেতৌ, দ্বিতীয়ঃ সমুচ্চয়ে, যস্মাদাকাশাদিষু স্থূলেষু সত্ত্বপ্রধানতয়া কেচিচ্ছান্তাঃ সুখাঃ প্রকাশাঃ লঘবঃ, কেচিৎ রজঃ-প্রধানতয়া ঘোরা দুঃখাঃ অনবস্থিতাঃ, কেচিৎ তমঃপ্রধানতয়া মূঢ়া বিষণ্ণা গুরবঃ। তেহমী পরস্পর-ব্যাবৃত্তা অনুভূয়মানা বিশেষা ইতি স্থূলা ইতি চোচ্যন্তে। তন্মাত্রাণি তু অস্মদাদিভিঃ পরস্পর-ব্যাবৃত্তানি নানুভূয়ন্তে ইত্যবিশেষা ইতি সূক্ষ্মা ইতি চোচ্যন্তে ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ ॥ শব্দাদি তন্মাত্র-শব্দে সূক্ষ্মভূত বুঝায়. ইহাদিগের শান্তত্বাদি নাই, উপভোগের যোগ্য নহে বলিয়া উহাদিগকে অবিশেষ বলে, মাত্রশব্দের (শব্দাদি তন্মাত্রের) ইহাই অর্থ। অবিশেষ সকলের কথা বলিয়া বিশেষ সকলকে বলিবার নিমিত্ত ইহাদিগের উৎপত্তি বলিতেছেন, উক্ত পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে এক, দুই, তিন, চারি ও পাঁচটী তন্মাত্র হইতে যথাসংখ্যক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবীর উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ এক শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশ; শব্দ ও স্পর্শ দুই তন্মাত্র হইতে বায়ু: শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তিন তন্মাত্র হইতে তেজঃ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস চারি তন্মাত্র হইতে জল এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ-তন্মাত্র হইতে পৃথিবী জন্মে।

প্রশ্ন, এই সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তি হউক, ইহারা বিশেষ তাহা কিরূপে স্থির হইল? এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন,—উক্ত স্থূল ভূতগণ বিশেষ বলিয়া কথিত হয়, কেন না, ইহারা শান্ত (সুখ), ঘোর (দুঃখ), ও মূঢ় (মোহ)। কারিকায় একটী চকার হেত্বর্থে, অর্থাৎ স্থূলভূত সকল শান্ত ঘোর মূঢ় বলিয়াই বিশেষ হয়। অপর চকারটীর অর্থ সমুচ্চয়। যে হেতু আকাশাদি স্থূলভূতের মধ্যে কতকগুলি সত্ত্বাধিক বলিয়া শান্ত অর্থাৎ সুখ, প্রকাশ ও লঘু। কতকগুলি রাজোহধিক বলিয়া ঘোর অর্থাৎ দুঃখ ও চঞ্চল স্বভাব (ক্রিয়াশীল)। কতকগুলি তমোহধিক বলিয়া মূঢ় অর্থাৎ বিষণ্ণ ও গুরু। পরস্পর পৃথক্‌রূপে (শান্তত্বাদিভাবে) অনুভূত হয় বলিয়া ইহাদিগকে বিশেষ ও স্থূল বলা যায়। তন্মাত্র সকল পরস্পর পৃথক্‌ভাবে আমাদিগের দ্বারা অনুভূত হয় না এই নিমিত্ত উহাদিগকে অবিশেষ ও সূক্ষ্ম বলা গিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

মন্তব্য ॥ "উপভোগ-যোগ্যো বিশেষঃ" এরূপও পাঠ দেখা যায়, যেটী আমাদিগের উপভোগের যোগ্য তাহাকে বিশেষ বলে, যেটী সেরূপ নহে সেইটী অবিশেষ, সুতরাং "অযোগ্যাঃ অবিশেষঃ" 'এবং "যোগ্যঃ বিশেষঃ" উভয় পাঠই হইতে পারে। নৈয়ায়িকের পরমাণুস্থলে সাংখ্যের তন্মাত্র বলা যাইতে পারে, পরমাণু নিত্য, তন্মাত্র জন্য, এইটুকু বিশেষ, নতুবা পরমাণুতে রূপাদি আছে, প্রত্যক্ষ হয় না, তন্মাত্রেও আছে, প্রত্যক্ষ হয় না, এ অংশে উভয়ই সমান।

গৃহমধ্যে অনেক লোকের সমাবেশে দারুণ গ্রীষ্মে অভিভূত রুদ্ধ-নিশ্বাস-প্রায় ব্যক্তিগণ (অন্ধকূপহত্যা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত) বাহিরে আসিতে পারিলে নিরাবরণ অবকাশ স্বরূপ আকাশ শান্ত অর্থাৎ সুখপ্রদ তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারেন। উক্ত আকাশই শীত, উষ্ণ, বাত বা বর্ষা দ্বারা অভিভূত ব্যক্তির দুঃখের কারণ হয়, এবং নিবিড় অরণ্যে পথভ্রষ্ট পথিকের পক্ষে দিঙ্মোহের কারণ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক ভূতই সুখ-দুঃখ-মোহ-স্বরূপ, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইতে পারে ॥ ৩৮ ॥

কৌমুদী ॥ বিশেষাণামবান্তর-বিশেষ মাহ।

অনুবাদ ॥ বিশেষ সকলের অবান্তর (অন্তঃপাতী) বিশেষ বলিতেছেন।

কারিকা ॥
সূক্ষ্মা মাতা-পিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মা স্তেষাং নিয়তা মাতা-পিতৃজা নিবর্ত্তন্তে ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা ॥ বিশেষাঃ (শান্তত্বাদি-যুক্তাঃ) ত্রিধা স্যুঃ (ত্রিপ্রকারাঃ ভবেয়ুঃ) প্রভূতৈঃ সহ (প্রকৃষ্টৈর্মহদ্ভির্ভূতৈঃ সহ) সূক্ষ্মা মাতা-পিতৃজাঃ (সূক্ষ্ম-শরীরাণি স্থূলশরীরাণি চ) তেষাং সূক্ষ্মাঃ নিয়তাঃ উক্তেষু বিশেষেষু সূক্ষ্মদেহাঃ নিত্যাঃ) মাতা-পিতৃজা নিবর্ত্তন্তে (স্থূলশরীরাণি বিনশ্যন্তি) ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য ॥ বিশেষ তিন প্রকার ;—সূক্ষ্ম শরীর, স্থূলশরীর ও মহাভূত। উহাদিগের মধ্যে সূক্ষ্মশরীর সকল নিত্য অর্থাৎ সৃষ্টিকাল যাবৎ থাকে, স্থূলশরীর সকল বিনষ্ট হয় ॥ ৩৯ ॥

কৌমুদী ॥ ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ, তান্ বিশেষ-প্রকারানাহ সূক্ষ্মা ইত্যাদি। সূক্ষ্মদেহাঃ পরিকল্পিতাঃ, মাতাপিতৃজাঃ ষাট্‌-কৌশিকাঃ, তত্র মাতৃতো লোম-লোহিত-মাংসানি, পিতৃতস্তু স্নায়্বস্থি-

মজ্জানঃ ইতি ষট্‌কো গণঃ। প্রকৃষ্টানি মহান্তি ভূতানি প্রভূতানি তৈঃ সহ। সূক্ষ্মশরীরমেকো বিশেষঃ, মাতাপিতৃজো দ্বিতীয়ঃ, মহাভূতানি তৃতীয়ঃ। মহাভূতবর্গে চ ঘটাদীনাং নিবেশ ইতি। সূক্ষ্ম-মাতা পিতৃজয়োর্দেহয়োর্বিশেষমাহ সূক্ষ্মা স্তেষাং বিশেষাণাং মধ্যে যে, তে নিয়তাঃ নিত্যাঃ। মাতা-পিতৃজা নিবর্ত্তন্তে রসান্তা বা ভস্মান্তা বেতি ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ ॥ বিশেষ তিন প্রকার। উক্ত বিশেষের ভেদ সকল বলিতেছেন সূক্ষ্ম ইত্যাদি। সূক্ষ্মশরীর অনুমিত (৪১ কারিকায় অনুমান বলা যাইবে)। মাতা পিতৃজ অর্থাৎ স্থূলশরীর ষাট্‌কৌশিক অর্থাৎ ছয়টী কোশ (আবরক) দ্বারা গঠিত। উক্ত কোশ ছয়টীর মধ্যে মাতা হইতে লোম, লোহিত ও মাংস এই তিনটী কোশ জন্মে। পিতা হইতে স্নায়ু (মেদঃ) অস্থি ও মজ্জা এই তিনটী জন্মে। এই ছয়টীর সমূহ (স্থূলশরীরের উপাদান)। প্রকৃষ্ট অর্থাৎ মহাভূত সকলকে প্রভূত বলে, উহাদিগের সহিত। সূক্ষ্মশরীর একটী বিশেষ, মাতা-পিতৃজ অর্থাৎ স্থূলশরীর দ্বিতীয় বিশেষ, মহাভূত সকল তৃতীয় বিশেষ। মহাভূত সমূহের মধ্যে ঘটাদির (ভৌতিকের) অন্তর্ভাব। সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের বিশেষ (পার্থক্য) বলিতেছেন,—উক্ত ত্রিবিধ বিশেষের মধ্যে যে কয়েকটী সূক্ষ্মশরীর উহা নিত্য, স্থূলশরীর সকল বিনষ্ট হয়, মৃত্তিকারূপে (গোর দেওয়া অথবা ভূমিতে পড়িয়া থাকিলে), ভস্মরূপে (দাহ হইলে) অথবা বিষ্ঠারূপে (ব্যাঘ্র কুক্কুরাদিতে ভক্ষণ করিলে) পরিণত হয় ॥ ৩৯ ॥

মন্তব্য ॥ "রসাসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থি-মজ্জা-শুক্রাণি ধাতবঃ", রস, রুধির, মাংস, মেদঃ (স্নায়ু অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী শরীরের ধাতু। "রসাদ্বৈ শোণিতং জাতং শোণিতান্মাংস-সম্ভবঃ। মাংসাত্তু মেদসো জন্ম মেদসোঽস্থি-সমুদ্ভবঃ। অস্থ্নো মজ্জা সমভবৎ মজ্জাতঃ শুক্রসম্ভবঃ।" অর্থাৎ ভুক্ত অন্নাদি জঠরস্থ সমান বায়ু দ্বারা পরিপাক হইয়া রসরূপে পরিণত হয়, রস হইতে রুধির ইত্যাদিরূপে শুক্র পর্য্যন্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে। রম্ভাস্তম্ভ বা ভূর্জ্জপত্রের বল্‌কলের ন্যায় শুক্রাদি সাতটী ধাতু যথোত্তর ধাতু দ্বারা আবৃত হয় ; অর্থাৎ শুক্র মজ্জা দ্বারা, মজ্জা অস্থি দ্বারা ইত্যাদিরূপে আবৃত হইয়া থাকে, আবরক বলিয়াই মজ্জা প্রভৃতিকে কোষ বলা যায়।

কৌমুদীতে রসের স্থানে লোমের উল্লেখ আছে, লোম শরীরের সর্ব্ববহিঃ, লোমের আর আবরক নাই, এই নিমিত্তই রসের পরিবর্ত্তে লোমের উল্লেখ হইয়াছে। শুক্র ধাতুটী সর্ব্বান্তর, কাহারই আবরক নহে, সুতরাং কোষ-বর্গ মধ্যে উহার উল্লেখ করা হয় নাই। পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বিভাগ স্থলে যেমন ভৌতিক ঘট-পটাদিকে স্থূলভূত হইতে পৃথক্রূপে গণনা করা হয় নাই, তদ্রূপ এ স্থলেও প্রভূত শব্দ দ্বারা স্থূলভূত ও ভৌতিক উভয়েরই গ্রহণ হইয়াছে। মহত্ত্ব পরিমাণ থাকায় স্থূলভূতের ন্যায় ঘট-পটাদিও অস্ম-দাদির প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া উহাদিগকে বিশেষ বলা যায়। প্রভূত শব্দের "প্র" উপসর্গের অর্থ প্রকর্ষ অর্থাৎ মহত্ত্ব পরিমাণ ॥ ৩৯ ॥

কৌমুদী ॥ সূক্ষ্মশরীরং বিভজতে।

অনুবাদ ॥ সূক্ষ্মশরীরের বিভাগ অর্থাৎ উহা কি কি উপাদানে গঠিত ? তাহা বলিতেছেন।

কারিকা ॥
পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং নিয়তং মহদাদি-সূক্ষ্ম-পর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্ ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা ॥ লিঙ্গং (লয়ং তিরোভাবং গচ্ছতীত, সূক্ষ্মশরীরং) পূর্ব্বোৎপন্নং (সর্গাদৌ জাতং) অসক্তং (অপ্রতিহতং) নিয়তং (নিত্যং, সৃষ্টি-প্রারম্ভাৎ প্রলয়পর্য্যন্তং (স্থায়ীত্যর্থঃ) মহদাদি-সূক্ষ্ম-পর্য্যন্তং (বুদ্ধ্যহঙ্কারৈকাদশেন্দ্রিয়-পঞ্চতন্মাত্রাত্মকং) নিরুপভোগং (স্থূলশরীর-সম্পর্কং বিনা ভোগাজনকং) ভাবৈরধিবাসিতং (ধর্ম্মাধর্ম্মাদিভিঃ সম্পৃক্তং) সংসরতি (স্থূলশরীরাদেকস্মাৎ শরীরান্তরং ব্রজতি ॥ ৪০ ॥

তাৎপর্য্য ॥ সূক্ষ্মশরীর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন হয়, উহা অপ্রতিহত অর্থাৎ সর্ব্বতোগামী, নিয়ত অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করে। বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের সমুদায় স্বরূপ। স্থূলশরীরের সংযোগ ব্যতি-রেকে ভোগজনক নহে। ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সহকারে একটি স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপরটী গ্রহণ করে ॥ ৪০ ॥

কৌমুদী ॥ প্রধানেনাদিসর্গে প্রতিপুরুষমেকৈকমুৎপাদিতম্। অসক্তমব্যাহতং, শিলামপ্যনুবিশতি। নিয়তং আ চ আদিসর্গাৎ আ চ মহাপ্রলয়াদবতিষ্ঠতে। মহদাদি-সূক্ষ্ম-পর্য্যন্তং মহদহঙ্কারৈ-

কাদশেন্দ্রিয়-পঞ্চতন্মাত্র-পর্য্যন্তম্, এষাং সমুদায়ঃ সূক্ষ্মশরীরং। শান্ত-ঘোর-মূঢ়েরিন্দ্রিয়ৈরন্বিতত্বাদ্বিশেষঃ। নন্বস্তেতদেব শরীরং ভোগায়-তনং পুরুষস্য, কৃতং দৃশ্যমানেন ষাট্‌কৌশিকেন শরীরেণেত্যত আহ সংসরতীতি, উপাত্তমুপাত্তং ষাট্‌কৌশিকং শরীরং জহাতি, হায়ং হায়ং চোপাদত্তে, কস্মাৎ? নিরুপভোগং, যতঃ ষাট্‌কৌশিকং শরীরং বিনা সূক্ষ্মং শরীরং নিরুপভোগং, তস্মাৎ সংসরতি। ননু ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তঃ সংসারঃ, ন চ সূক্ষ্মশরীরস্যাস্তি তদ্‌যোগঃ, তৎ কথং সংসরতীত্যত আহ ভাবৈরধিবাসিতং, ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানাজ্ঞান-বৈরাগ্যাবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যা-নৈশ্বর্য্যাণি ভাবাস্তদন্বিতা বুদ্ধিঃ, তদন্বিতঞ্চ সূক্ষ্মশরীরমিতি তদপি ভাবৈরধিবাসিতং, যথা সুরভিচম্পকসম্পর্কাদ্বস্ত্রং তদামোদ-বাসিতং ভবতি, তস্মাদ্ভাবৈরেবাধিবাসিতত্বাৎ সংসরতি। কস্মাৎ পুনঃ প্রধানমিব মহাপ্রলয়েঽপি তচ্ছরীরং ন তিষ্ঠতীত্যত আহ লিঙ্গং, লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গং, হেতুমত্ত্বেন চাস্য লিঙ্গত্বমিতি ভাবঃ॥ ৪০॥

অনুবাদ॥ সৃষ্টির আদিতে মূলপ্রকৃতি দ্বারা এক একটী পুরুষের নিমিত্ত এক একটী সূক্ষ্মশরীর উৎপাদিত হইয়া থাকে। উহা অসক্ত অর্থাৎ, অপ্রতি-হত, শিলাতেও প্রবেশ করিতে পারে। নিয়ত অর্থাৎ সুচিরকাল স্থায়ী (নিত্য)। সৃষ্টির আদি হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করে। মহৎ হইতে তন্মাত্র পর্য্যন্ত, অর্থাৎ মহৎ (বুদ্ধি), অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র ইহাদিগের সমষ্টিকে সূক্ষ্মশরীর বলে। শান্ত, ঘোর ও মূঢ়রূপ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অনুগত (গঠিত) বলিয়া উহাকে বিশেষ বলে। প্রশ্ন, এই সূক্ষ্মশরীরই পুরুষের ভোগের আয়তন (স্থান, অবচ্ছেদ) হউক না কেন? প্রত্যক্ষ এই স্থূলশরীরের (ষাট্‌কৌশিকের) আবশ্যক কি? এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন, সূক্ষ্মশরীর সংসরণ করে অর্থাৎ এক একটী স্থূলশরীরকে প্রাপ্ত হইয়া উহা পরিত্যাগ করে, পরিত্যাগ করিতে করিতে অন্য একটী গ্রহণ করে। প্রশ্ন, এরূপ কেন করে? উত্তর, যেহেতু, উপভোগ রহিত, অর্থাৎ ষাট্‌কৌশিক শরীর ব্যতিরেকে সূক্ষ্মশরীর ভোগ জন্মাইতে পারে না, এই নিমিত্ত সংসরণ করে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বশতঃই সংসার হইয়া থাকে,

সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধ নাই, তবে কি হেতু সংসরণ করে? এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন,—সূক্ষ্মশরীর ভাব অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি দ্বারা সংশ্লিষ্ট। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য এই আটটীকে ভাব বলে, ইহাদিগের দ্বারা বুদ্ধি অনুগত, অর্থাৎ ইহারা বুদ্ধির ধর্ম্ম, বুদ্ধির দ্বারা অনুগত সূক্ষ্মশরীর, সুতরাং সূক্ষ্মশরীরও ভাব দ্বারা অধিবাসিত (সংশ্লিষ্ট), যেমন অতি সুগন্ধ চম্পক-পুষ্পের সংসর্গে বস্ত্র সেই গন্ধে সুগন্ধি হয়, অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ভাব দ্বারা অধিবাসিত (অনুগত) হয় বলিয়া সূক্ষ্মশরীর সংসরণ করে। মহাপ্রলয়েও প্রধানের ন্যায় সূক্ষ্মশরীর অবস্থান কেন না করে? এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন,—লিঙ্গ, লয় (বিনাশ, তিরোভাব) প্রাপ্ত হয় বলিয়া সূক্ষ্মশরীরকে লিঙ্গ বলে। সূক্ষ্মশরীর হেতুমৎ অর্থাৎ জন্য বলিয়া বিনাশী হয় ॥ ৪০ ॥

মন্তব্য ॥ লিঙ্গ শরীরের সহিত সম্বন্ধই পুরুষের বন্ধ, উক্ত সম্বন্ধ নাশই মুক্তি। ব্যবহার দশাতে লিঙ্গ শরীরকেই আত্মা বলা যায়। সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই লিঙ্গ শরীরে থাকে। লিঙ্গ শরীরে তন্মাত্রের সম্বন্ধ আছে বলিয়া উহাকে অবিশেষ বলা হউক, এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়রূপ বিশেষের সম্বন্ধ থাকায় লিঙ্গ শরীরকে বিশেষ বলে। তন্মাত্ররূপ অবিশেষকে অপেক্ষা করিয়া যেমন স্থূলভূতকে বিশেষ বলা যায়, তদ্রূপ অহঙ্কাররূপ অবিশেষকে অপেক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে বিশেষ বলা গিয়া থাকে। চম্পকের সংযোগে চম্পকের গন্ধ যেমন বস্ত্রে সংক্রামিত হয়, তদ্রূপ বুদ্ধির সংযোগে বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্মাদিও লিঙ্গ শরীরে থাকে বলা যাইতে পারে। ইন্দ্রিয় ও শরীরের পার্থক্য আছে বলিয়া তন্মাত্রকেই লিঙ্গ শরীর বলা উচিত, নতুবা লিঙ্গশরীর বুদ্ধ্যাত্মক বলিয়া উহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নাই, এরূপ আপত্তিই হইতে পারে না। প্রলয়কালে সূক্ষ্মশরীর অভিব্যক্ত ভাবে না থাকিলেও মূল প্রকৃতিতে অনভিব্যক্তভাবে থাকিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টির প্রারম্ভে পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয় ॥ ৪০ ॥

কৌমুদী ॥ স্যাদেতৎ, বুদ্ধিরেব সাহঙ্কারেন্দ্রিয়া কস্মান্ন সংসরতি? কৃতং সূক্ষ্মশরীরেণা প্রামাণিকেনেত্যত আহ।

অনুবাদ ॥ যাহা হউক, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধিই কেন সংসরণ

করে না ? অর্থাৎ একটী স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যটী গ্রহণ করে না ? প্রমাণ-রহিত সূক্ষ্মশরীরের প্রয়োজন কি ? এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন।

কারিকা ॥
চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্ ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা ॥ আশ্রয়ং (আলম্বনং, ভিত্ত্যাদিকং) ঋতে (অন্তরেণ) চিত্রং যথা (লেখ্যং, যদ্বৎ) স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা ছায়া যথা (শাখারহিত-বৃক্ষাদিকং অন্তরেণ প্রতিবিম্বং যদ্বৎ না বর্তিষ্ঠতে) তদ্বৎ বিশেষৈঃ বিনা (তথা সূক্ষ্মশরীরা-শ্যন্তরেণ) নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং ন তিষ্ঠতি (আশ্রয়-হীনং বুদ্ধ্যাদিকং স্থাতুং নার্হতি) ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য ॥ যেমন ভিত্তি (দেয়াল) প্রভৃতি আশ্রয় ব্যতিরেকে চিত্র থাকিতে পারে না, যেমন শাখাহীন বৃক্ষাদি ব্যতিরেকে ছায়া থাকে না (জন্মে না), সেইরূপ সূক্ষ্মশরীর ব্যতিরেকে আশ্রয়হীন হইয়া বুদ্ধ্যাদি থাকিতে পারে না ॥ ৪১ ॥

কৌমুদী ॥ লিঙ্গনাৎ জ্ঞাপনাৎ বুদ্ধ্যাদয়ো লিঙ্গং, তৎ অনাশ্রিতং ন তিষ্ঠতি। জন্মপ্রয়াণান্তরালে বুদ্ধ্যাদয়ঃ প্রত্যুৎপন্ন-শরীরাশ্রিতাঃ, প্রত্যুৎপন্ন-পঞ্চতন্মাত্রবত্ত্বে সতি বুদ্ধ্যাদিত্বাৎ, দৃশ্যমান-শরীরবৃত্তি-বুদ্ধ্যা-দিবৎ। বিনা বিশেষৈরিতি সূক্ষ্মৈঃ শরীরৈরিত্যর্থঃ। আগমশ্চাত্র ভবতি "ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধ বশংগতং। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ" ইতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বেন সূক্ষ্মতামুপলক্ষয়তি, আত্মনো নিষ্কর্ষাসম্ভবেন সূক্ষ্মমেব শরীরং পুরুষস্তদপি হি পুরি স্থূল-শরীরে শেতে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ ॥ (প্রধানের) লিঙ্গন অর্থাৎ জ্ঞাপন করে, প্রধান-সাধ্যক অনুমিতিতে হেতু হয় বলিয়া বুদ্ধ্যাদিকে লিঙ্গ বলে, উহা অনাশ্রিতভাবে অর্থাৎ কোন একটী অবলম্বন ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। জন্ম ও মরণের মধ্য-বর্ত্তী সময়ে বুদ্ধ্যাদি কোন একটী প্রত্যুৎপন্ন (বর্ত্তমান) শরীরে অবস্থান করে, কেন না, উহাতে বর্ত্তমান-পঞ্চতন্মাত্রবত্তা থাকিয়া বুদ্ধ্যাদিত্ব আছে, প্রত্যক্ষ স্থূলশরীরের মধ্যবর্ত্তী বুদ্ধ্যাদির ন্যায়। বিশেষ বিনা ইহার অর্থ সূক্ষ্মশরীর

ব্যতিরেকে। এ বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণও আছে—"অনন্তর সত্যবানের স্থূল-শরীর হইতে পাশবদ্ধ (বন্ধন রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ) বশতাপন্ন অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষকে যম বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিলেন।" এ স্থলে অঙ্গুষ্ঠমাত্র শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম পরিমাণ। আত্মার (পুরুষের) নিষ্কর্ষ অর্থাৎ টানিয়া বাহির করা অসম্ভব বিধায় পুরুষ শব্দে এ স্থলে সূক্ষ্মশরীরকেই বুঝিতে হইবে, কারণ উহাও স্থূলশরীররূপ পুরে শয়ন করে ॥ ৪১ ॥

মন্তব্য ॥ কৌমুদীতে প্রদর্শিত সূক্ষ্মশরীরের অনুমান স্থলে বুদ্ধ্যাদিতে তন্মাত্রবত্তা কালিক অথবা কালঘটিত সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও তন্মাত্র ইহারা উৎপন্ন হইয়াছে, সকলেই সমকালে অবস্থান করিতেছে, এরূপ অবস্থায় কোন একটি শরীরে বুদ্ধ্যাদির থাকা চাই, ইহাই অনুমানের সার কথা। কালিক সম্বন্ধে তন্মাত্র-বিশিষ্ট বুদ্ধ্যাদি না বলিয়া কেবল বুদ্ধ্যাদি বলিলে, বুদ্ধি ও অহঙ্কার জন্মিয়াছে, তন্মাত্র জন্মে নাই, এরূপ অবস্থায় ব্যভিচার হয়। উদাহরণ স্থলে বুদ্ধ্যাদির আশ্রয়রূপে স্থূল-শরীরকে ধরা যাইতে পারে, কিন্তু জন্মপ্রয়াণ মধ্যসময়ে স্থূলশরীর নাই, সুতরাং বুদ্ধ্যাদির আশ্রয়রূপে সূক্ষ্মশরীরের সিদ্ধি বুঝিতে হইবে। পুরি নবদ্বারে পুরে-শেতে ইতি নিপাতনে পুরুষ শব্দ হইয়া থাকে, সূক্ষ্মশরীরও (আত্মার ন্যায়) স্থূলশরীরে অবস্থান করে বলিয়া উহাকেও পুরুষ বলা যায় ॥ ৪১ ॥

কৌমুদী ॥ এবং সূক্ষ্মশরীরাস্তিত্বমুপপাদ্য যথা সংসরতি, যেন চ হেতুনা তদুভয় মাহ।

অনুবাদ ॥ এইরূপে সূক্ষ্মশরীর আছে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া উহা যে প্রকারে ও যে কারণে সংসরণ (দেহাৎ দেহান্তর গমন) করে, সেই উভয়টী (প্রকার ও হেতু) বলিতেছেন।

কারিকা ॥
পুরুষার্থ-হেতুক মিদং মিমিত্ত-নৈমিত্তিক-প্রসঙ্গেন।
প্রকৃতে র্বিভুত্বযোগান্নটবদ্ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্ ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা ॥ পুরুষার্থ-হেতুকং (ভোগাপবর্গরূপঃ পুরুষার্থঃ হেতুঃ প্রবর্ত্তকো যস্য তৎ, পুরুষার্থ প্রবর্ত্তিতং) ইদং লিঙ্গং (উল্লিখিতং সূক্ষ্মশরীরং) নিমিত্ত-নৈমিত্তিক-প্রসঙ্গেন (নিমিত্তং কারণং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি, নৈমিত্তিকং নিমিত্তে ভবং কার্য্যং স্থূলশরীরলাভঃ, ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারতঃ স্থূলদেহ-প্রাপ্তৌ যঃ প্রসঙ্গঃ

প্রসক্তিঃ, তৎপারতন্ত্র্যং, তেন) প্রকৃতে র্বিভুত্ব-যোগাৎ (প্রধানস্য সর্ব্বত্র সুলভত্বাৎ তৎসাহায্যেন) নটবদ্ব্যবতিষ্ঠতে (অভিনেতেব নানারূপতয়া বর্ত্ততে) ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য ।। উল্লিখিত লিঙ্গশরীর ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থ দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া অর্থাৎ পুরুষার্থ সম্পাদন করিবে বলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কারণ বশতঃ স্থূলদেহে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রকৃতি সর্ব্বব্যাপিনী বিধায় উহার সাহায্যে নটের ন্যায় নানারূপে অবস্থান করে ।। ৪২ ।।

কৌমুদী ॥ পুরুষার্থেন হেতুনা প্রযুক্তং নিমিত্তং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি, নৈমিত্তিকং তেষু তেষু নিকায়েষু যথাযথং ষাট্‌কৌশিক-শরীর-গ্রহঃ, স হি ধর্ম্মাদি-নিমিত্ত-প্রভবঃ, নিমিত্তঞ্চ নৈমিত্তিকঞ্চ তত্র যঃ প্রসঙ্গঃ প্রসক্তিঃ তয়া নটবদ্ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গং সূক্ষ্মশরীরং। যথাহি নট স্তাং তাং ভূমিকাং বিধায় পরশুরামো বা অজাত-শত্রু র্বা বৎসরাজো বা ভবতি, এবং তত্তৎ-স্থূলশরীর-গ্রহণাৎ দেবো বা মনুষ্যো বা পশু র্বা বনস্পতি র্বা ভবতি সূক্ষ্মং শরীর মিত্যর্থঃ। কুতস্ত্যঃ পুনরস্যেদৃশো মহিমেত্যত আহ প্রকৃতে র্বিভুত্ব-যোগাৎ, তথাচ পুরাণং "বৈশ্বরূপ্যাৎ প্রধানস্য পরিণামোঽয়মদ্ভুত" ইতি ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ ।। লিঙ্গশরীর পুরুষার্থরূপ কারণ দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মা-ধর্ম্মাদিকে নিমিত্ত বলে। নৈমিত্তিক শব্দে সেই সেই নিকায়ে (সমূহে, মনুষ্যাদি জাতিতে) যথাসম্ভবরূপে ষাট্‌কৌশিক অর্থাৎ স্থূলশরীর পরিগ্রহ করা বুঝায়, কেন না, স্থূলশরীর গ্রহণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্ত বশতঃই হইয়া থাকে। নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক এই উভয়ে যে প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রসক্তি (অনুরাগ) তদনুসারে সূক্ষ্মশরীর নটের ন্যায় নানারূপে অবস্থান করে। যেমন অভিনেতা সেই সেই ভূমিকা (বেশবিন্যাস) রচনা করিয়া পরশুরাম, যুধিষ্ঠির অথবা বৎসরাজ হয়, তদ্রূপ সেই সেই স্থূলশরীর গ্রহণ করতঃ সূক্ষ্মশরীর দেব, মনুষ্য, পশু বা বৃক্ষরূপে অবস্থান করে। সূক্ষ্মশরীরের এতাদৃশ সামর্থ্য কি কারণ বশতঃ হয় ? এইরূপ প্রশ্নে বলিয়াছেন, প্রকৃতির বিভুত্ব অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিতা বশতঃ ওরূপ হইয়া থাকে। পুরাণশাস্ত্রে ঐরূপই বর্ণনা আছে, "প্রকৃতির বৈশ্বরূপ্য অর্থাৎ বিভুত্ব বশতঃই সূক্ষ্মশরীরের এইরূপ আশ্চর্য্য পরিণাম হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

মন্তব্য॥ যেমন একই নট বীর-চরিতে পরশুরাম, বেণী-সংহারে যুধিষ্ঠির ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নাটকের অভিনয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আকার ধারণ করে, তদ্রূপ একই লিঙ্গশরীর মনুষ্যের স্থূলশরীরে প্রবেশ করতঃ মনুষ্য, পশুর স্থূলশরীরে পশু, ইত্যাদি নানাবিধ জাতি লাভ করে। অদৃষ্ট বশতঃ তত্তৎ স্থূলশরীর সর্ব্বত্রই উৎপন্ন হইতে পারে, কারণ, প্রকৃতির বিশালরাজ্য, উপাদানের অভাব নাই। বৃক্ষাদির জীবাত্মা সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন, অধিকাংশের মতে বৃক্ষাদির জীবাত্মা আছে। তর্পণ-স্থলে "আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতাম্" এইরূপ বলা যায়, স্তম্ব শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র তৃণ, তৃণাদিতে জীব না থাকিলে তাহার তৃপ্তি হইতে পারে না। ভাগবতে শাপভ্রষ্ট যমলার্জ্জুন-বৃক্ষের উল্লেখ আছে, কোন কোন পাপের ফলে বৃক্ষাদি-জন্মলাভ হয়, ইত্যাদি অনেক প্রমাণে বৃক্ষাদির জীবাত্মা আছে প্রতিপাদন করা যায়॥ ৪২ ॥

কৌমুদী॥ নিমিত্ত-নৈমিত্তক-প্রসঙ্গেনেত্যুক্তং, অত্র নিমিত্তং নৈমিত্তিকঞ্চ বিভজতে।

অনুবাদ॥ নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকের প্রসঙ্গ বশতঃ (স্থূলশরীর লাভ হয়) এ কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকের বিভাগ করিতেছেন।

কারিকা॥ সাংসিদ্ধিকাশ্চভাবাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতিকাশ্চ ধর্ম্মাদ্যাঃ।
দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ কার্য্যাশ্রয়িণশ্চ কললাদ্যাঃ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা॥ করণাশ্রয়িণঃ (বুদ্ধি-বৃত্তয়ঃ) ধর্ম্মাদ্যাঃ (ধর্ম্মাদ্যনৈশ্বর্য্যান্তাঃ অষ্টৌ) ভাবাঃ (ভাবয়ন্তি সম্পাদয়ন্তি জন্মাদিকং) সাংসিদ্ধিকাশ্চ (স্বাভা-বিকাঃ, চকারাৎ অসাংসিদ্ধিকাঃ নৈমিত্তিকাঃ) প্রাকৃতিকাঃ (প্রকৃতৌ স্বভাবে জাতাঃ সাংসিদ্ধিকাঃ) বৈকৃতিকাশ্চ (উপায়জন্যাঃ অসাংসিদ্ধিকাঃ) দৃষ্টাঃ (লক্ষিতাঃ) কার্য্যাশ্রয়িণশ্চ (শরীরবৃত্তয়শ্চ) কললাদ্যাঃ (গর্ভস্থস্যাবস্থাবিশেষাঃ দৃষ্টাঃ)॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য॥ বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্মাদি আটটী ভাব স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, দুই প্রকারে বিভক্ত, এইটী নিমিত্ত। কললাদি অর্থাৎ সংযুক্ত শুক্র শোণি-তাদি স্থূলশরীরের ধর্ম্ম, এইটী নৈমিত্তিক॥ ৪৩ ॥

কৌমুদী ॥ বৈকৃতিকাঃ নৈমিত্তিকাঃ পুরুষস্য জাতস্যোত্তর কাল-দেবতারাধনাদিনোৎপন্নাঃ। প্রাকৃতিকাঃ স্বাভাবিকাঃ ভাবাঃ সাংসিদ্ধিকাঃ, তথাহি, সর্গাদা বাদিবিদ্বানত্র ভগবান্ কপিলো মহামুনি র্ধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ প্রাদুর্ব্বভূবেতি স্মরন্তি। বৈকৃতিকাশ্চ ভাবাঃ অসাংসিদ্ধিকাঃ, যে উপায়ানুষ্ঠানেনোৎপন্নাঃ, যথা প্রাচতেস-প্রভৃতীনাং মহর্ষীণাং। এবমধর্ম্মা-জ্ঞানা-বৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যাণ্যপি। কার্য্যং শরীরং, তদাশ্রয়িণঃ তস্যাবস্থাঃ কলল-বুদ্বুদ মাংস-পেশী-করণ্ডাদ্যঙ্গ-প্রতঙ্গ-ব্যূহাঃ গর্ভস্থস্য, ততো নির্গতস্য বালস্য বাল্যকৌমার-যৌবন বার্দ্ধক্যানীতি ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ ॥ বৈকৃতিক শব্দের অর্থ নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন, পুরুষের জন্মের পর দেবতার আরাধনা প্রভৃতি উপায় বশতঃ যে সমস্ত ধর্ম্মাদি-ভাব সম্পন্ন হয়, তাহাকে বৈকৃতিক বলে। প্রাকৃতিক অর্থাৎ স্বভাব-সিদ্ধ ভাবসকলকে সাংসিদ্ধিক বলে। যেমন, সৃষ্টির আদিতে আদিবিদ্বান্ ভগবান্ কপিল মহামুনি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট হইয়া এই পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে। বৈকৃতিক ভাবসকল স্বভাবসিদ্ধ নহে, উহা উপায়ের অনুষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, যেমন মহর্ষি বাল্মীকি প্রভৃতির। এইরূপ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য ইহারাও স্বাভাবিক অস্বাভাবিকভাবে দ্বিবিধ বুঝিতে হইবে। কার্য্যশব্দে শরীর বুঝায়, তাহার আশ্রিত অর্থাৎ অবস্থা, যেমন, কলল (শুক্র শোণিত) বুদ্বুদ, মাংসপেশী, করণ্ড (যকৃৎ), অঙ্গ (হস্তপদাদি), প্রত্যঙ্গ (অঙ্গুলি প্রভৃতি) সমূহ গর্ভস্থের এবং গর্ভ হইতে নির্গত অর্থাৎ জাত বালকের বাল্য, কৌমার, যৌবন ও বৃদ্ধতা অবস্থা ॥ ৪৩ ॥

মন্তব্য ॥ যদিচ কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, জন্মান্তরের উৎকট তপস্যা ব্যতিরেকে কপিলেরও ধর্ম্মাদি হয় নাই, তথাপি সেই জন্মের তপস্যাদির ফল নয় বলিয়াই স্বাভাবিক বলা হইয়াছে। রত্নাকর নামে অতি ভীষণ নরহন্তা দস্যু, ব্রহ্মা ও নারদের উপদেশ অনুসারে উগ্র তপস্যা করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি-রূপে পরিণত হইয়াছিলেন, রামায়ণে উহার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

সূক্ষ্মশরীর পুরুষের শুক্রে অবস্থান করে, ঋতুকালে স্ত্রী-সংসর্গে শুক্র ও শোণিতের সংসর্গে গর্ভ হয়। কলল, বুদ্বুদ প্রভৃতি অবস্থা ক্রমশঃ হইয়া থাকে। উপনিষদে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা-প্রকরণে দিব্, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পাঁচটী অগ্নি অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরের অবস্থান-ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে ॥ ৪৩ ॥

কৌমুদী ॥ অবগতানি নিমিত্ত-নৈমিত্তিকানি, কতমস্য তু নিমিত্তস্য কতমন্নৈমিত্তিক মিত্যত আহ্।

অনুবাদ ॥ নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক সকল জানা গিয়াছে, কোন্ নিমিত্তের কোন্‌টী নৈমিত্তিক, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কোন্ কোন্ ভাবরূপ কারণের কোন্ কোন্ কার্য্য তাহা বলিতেছেন।

কারিকা ॥
ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধ্বং গমনমধস্তাদ্ভবত্য ধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়া দিষ্যতে বন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা ॥ ধর্ম্মেণ উর্দ্ধ্বং গমনং ভবতি (পুণ্যেন স্বর্গাদৌ গতিঃ স্যাৎ) অধর্ম্মেণ অধস্তাৎ গমনং ভবতি (পাপেন সুতল-নরকাদৌ গতির্ভবেৎ) জ্ঞানেন চাপবর্গঃ (আত্মজ্ঞানেন মোক্ষঃ স্যাৎ) বিপর্যয়াৎ বন্ধঃ ইষ্যতে (অজ্ঞানেন সংসারঃ অভিলষ্যতে, শাস্ত্রকারৈ রিতি শেষঃ) ॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্য ॥ পুণ্যফলে স্বর্গাদিতে এবং পাপের ফলে সুতল নরকাদিতে গতি হয়। আত্মজ্ঞান হইলে মুক্তি হয়, অজ্ঞানবশতঃ বন্ধ অর্থাৎ সংসার হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

কৌমুদী ॥ ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধ্বং দ্যুপ্রভৃতিষু লোকেষু। গমনমধস্তাদ্ ভবত্য ধর্ম্মেণ সুতলাদিষু। জ্ঞানেন চাপবর্গঃ, তাবদেব প্রকৃতি র্ভোগমারভতে ন যাবদ্ বিবেকখ্যাতিং করোতি। অথ বিবেকখ্যাতৌ সত্যাং কৃতকৃত্যতয়া বিবেকখ্যাতিমন্তং পুরুষং প্রতি নিবর্ত্ততে। যথাহুঃ "বিবেকখ্যাতি-পর্য্যন্তং জ্ঞেয়ংপ্রকৃতি-চেষ্টিত মিতি। বিপর্য্যয়াদতত্ত্বজ্ঞানা দিষ্যতে বন্ধঃ, সচ ত্রিবিধঃ প্রাকৃতিকো বৈকৃতিকো দাক্ষিণকশ্চেতি, তত্র প্রকৃতা বাত্মজ্ঞানাৎ যে প্রকৃতিমুপাসতে তেষাং প্রাকৃতিকো বন্ধঃ, যঃ পুরাণে প্রকৃতিলয়ান্ প্রত্যুচ্যতে "পূর্ণং শত-সহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্ত-চিন্তকা" ইতি। বৈকারিকো বন্ধ স্তেষাং যে বিকারানেব ভূতেন্দ্রিয়াহঙ্কার-বুদ্ধীঃ

পুরুষ বুদ্ধ্যোপাসতে, তান্ প্রতীদ মুচ্যতে, "দশ মন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয় চিন্তকাঃ। ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্র-স্বাভিমানিকাঃ। বৌদ্ধা-দশ-সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগত-জ্বরাঃ। তে খল্বমী বিদেহাঃ, যেষাং বৈকৃতিকো বন্ধ ইতি। ইষ্টাপূর্ত্তেন দাক্ষিণকঃ পুরুষ-তত্ত্বানভিজ্ঞোহি ইষ্টা-পূর্ত্তকারী কামোপহতমনা বধ্যত ইতি ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ ॥ ধর্ম্মের দ্বারা উর্দ্ধ অর্থাৎ স্বর্গাদি-লোকে গমন হয়। অধর্ম্মের দ্বারা নিম্ন অর্থাৎ সুতলাদি লোকে গমন হয়। আত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হয়, প্রকৃতি সেইকাল পর্য্যন্ত পুরুষের ভোগ সম্পাদন করে, যে কাল পর্য্যন্ত বিবেক খ্যাতি অর্থাৎ জড়বর্গ হইতে পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকার সম্পাদন না করে। অনন্তর বিবেক-খ্যাতি হইলে প্রকৃতি কৃতকৃত্য হয়, অর্থাৎ আপনার কর্ত্তব্য সমস্ত সম্পাদন করে বলিয়া বিবেক-খ্যাতিযুক্ত পুরুষের উদ্দেশে আর ভোগ-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয় না, এইরূপই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, "বিবেক-খ্যাতি পর্য্যন্তই প্রকৃতির ব্যাপার জানা উচিত।" জ্ঞানের বিপরীত অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা সংসার-বন্ধন হয়, উক্ত বন্ধন তিন প্রকার, প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক ও দাক্ষিণক, উহার মধ্যে যাহারা প্রকৃতিকে আত্মা বলিয়া জানিয়া প্রকৃতিরই উপাসনা করে, তাহাদিগের বন্ধকে প্রাকৃতিক বলে, যে বন্ধটী পুরাণশাস্ত্রে প্রকৃতিলয় (যাহারা প্রকৃতিস্বরূপে অবস্থান করে) দিগকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে, "অব্যক্ত-চিন্তক অর্থাৎ মূলপ্রকৃতির উপাসকগণ সম্পূর্ণ শত সহস্র মন্বন্তর-কাল অবস্থান (প্রকৃতিভাবে) করে"। যাহারা ভূত, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করে, তাহাদিগের বন্ধকে বৈকারিক বলে, উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে,—"ইন্দ্রিয় উপাসকগণ দশ-মন্বন্তর-কাল অবস্থান করে," "ভূত উপাসকগণ সম্পূর্ণ শত মন্বন্তর-কাল অবস্থান করে," "অহঙ্কার উপাসকগণ সহস্র মন্বন্তর কাল অবস্থান করে," "বুদ্ধি উপাসকগণ দশসহস্র মন্বন্তর কাল বিগত জ্বর অর্থাৎ দুঃখরহিত হইয়া অবস্থান করে"। এই বৈকৃতিক বন্ধ যাহাদিকের হয়, তাহাদিগকে বিদেহ বলে। ইষ্টাপূর্ত্তকারী অর্থাৎ যাহারা যাগাদি ও জলাশয় প্রতিষ্ঠাদি সৎকার্য্য করে, তাহাদিগের বন্ধকে দাক্ষিণক বলে, কেন না, আত্মতত্ত্ব না জানিয়াই বিষয়ভোগে অন্ধ হইয়া ইষ্টাপূর্ত্ত-কার্য্যের অনুষ্ঠান করতঃ বদ্ধ হয় ॥ ৪৪ ॥

মন্তব্য ॥ ভূ, ভুবঃ, স্বঃ মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোক যথোত্তর উর্দ্ধে অবস্থান করে। অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল এই সপ্তলোক যথোত্তর নিম্নে অবস্থান করে। মিলিত সপ্তদ্বয় চতুর্দ্দশ ভুবন। ভূ, ভুবঃ ও অতল, বিতল মধ্যবর্ত্তী এই চারিটীকে অপেক্ষা করিয়া উর্দ্ধ ও অধঃ নির্দ্দেশ হইয়াছে। ধর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি লোকে, অধর্ম্মের ফলে সুতলাদি লোকে এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ের ফলে মধ্যবর্ত্তী উক্ত চারিটী লোকে গতি হয়।

কেবল কর্ম্মীগণ কর্ম্মের উত্তরাঙ্গ দক্ষিণা প্রদানে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া উহাদিগকে দাক্ষিণক বলে, অথবা দক্ষিণমার্গে গমন করে বলিয়া উহাদিগকে দাক্ষিণক বলা যায়। প্রকৃতির উপাসকগণ লক্ষ-মন্বন্তর-কাল প্রকৃতিভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। "মন্বন্তরন্তু দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ" দিব্য একাত্তর যুগে এক মন্বন্তর হয়, লক্ষ মন্বন্তর যে কত দীর্ঘকাল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, কিন্তু যতই কেন দীর্ঘকাল হউক না, আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবেই। বৈকৃতিক-বদ্ধ-মুক্তদিগের স্থূলদেহ না থাকায় উহাদিগকে বিদেহ বলা যায় ॥ ৪৪ ॥

কারিকা ॥ বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো ভবতি রাজসাদ্রাগাৎ।
ঐশ্বর্য্যাদবিঘাতো বিপর্য্যয়াত্তদ্বিপর্য্যাসঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা ॥ বৈরাগ্যাৎ (বিষয়-রাগাভাবাৎ) প্রকৃতিলয়ঃ ভবতি (প্রধান ভাবাপত্তিঃ স্যাদনাত্মজ্ঞস্যেতি শেষঃ) রাজসাৎ রাগাৎ সংসারো ভবতি (রজোগুণ-কার্য্যাৎ বিষয়াভিলাষাৎ জন্মমৃত্যু-পরিগ্রহ-রূপো দুঃখময়ঃ সংসারঃ স্যাৎ) ঐশ্বর্য্যাৎ (প্রভাবাতিশয়াৎ অণিমাদিকাৎ অপ্রতিবন্ধঃ ইচ্ছায়া ইত্যর্থঃ) বিপর্য্যয়াৎ তদ্বিপর্য্যাসঃ (অনৈশ্বর্য্যাদিচ্ছা-প্রতিঘাতো ভবতি) ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য ॥ আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান ব্যতিরেকে কেবল বিষয়-বিরক্তি সহকারে প্রকৃতির উপাসনায় প্রকৃতিতে লয় হয়। রজোগুণের কার্য্য বিষয়ানুরাগ বশতঃ সংসার হয়। অণিমাদি-ঐশ্বর্য্য হইলে ইচ্ছার প্রতিবন্ধ হয় না, অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। অনৈশ্বর্য্যের ফল ইচ্ছার ব্যাঘাত ॥ ৪৫ ॥

কৌমুদী ॥ বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতি লয়ঃ, পুরুষ-তত্ত্বানভিজ্ঞস্য বৈরাগ্যমাত্রাৎ প্রকৃতি-লয়ঃ, প্রকৃতি গ্রহণেন প্রকৃতি-তৎকার্য্য-মহদহঙ্কার-

ভূতেন্দ্রিয়াণি গৃহ্যন্তে। তেষ্বাত্মবুদ্ধ্যোপাস্যমানেষু লয়ঃ, কালান্তরেণ চ পুনরাবির্ভবতীতি। সংসারো ভবতি রাজসাৎ রাগাৎ; রাজসাদিত্যনেন রজসো দুঃখ-হেতুত্বাৎ সংসারস্য দুঃখহেতুতা সূচিতা। ঐশ্বর্য্যাদবিঘাত ইতি ইচ্ছায়াঃ, ঈশ্বরো হি যদেবেচ্ছতি তদেব করোতি। বিপর্য্যয়াদনৈশ্বর্য্যাত্তদ্বিপর্য্যাসঃ সর্ব্বত্রেচ্ছা-বিঘাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ॥ বৈরাগ্যের দ্বারা প্রকৃতিতে লয় হয়, যে ব্যক্তি পুরুষের স্বরূপ জানে না, তাহার কেবল বিষয়-বিরক্তি বশতঃ প্রকৃতিভাব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (কারিকায়) প্রকৃতি শব্দের উল্লেখ দ্বারা প্রকৃতি ও তাহার কার্য্য মহৎ, অহঙ্কার, ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের গ্রহণ বুঝিতে হইবে। আত্মবোধে ঐ সকল উপাসীত হইলে তাহাতে লয় হয়, অন্য সময়ে (অতিদীর্ঘকালের পর) পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। রজোগুণের ধর্ম্ম বিষয়ানুরাগ বশতঃ সংসার হয়। রাগকে রাজস বলায়, রজোগুণ দুঃখের কারণ বিধায় উহার কার্য্য সংসারও দুঃখের নিদান ইহার সূচনা করা হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যবশতঃ ইচ্ছার অপ্রতিবন্ধ হয়, কেন না, ঈশ্বর যাহাই ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। ঐশ্বর্য্যের বিপরীত অনৈশ্বর্য্যবশতঃ অবিঘাতের বিপরীত বিঘাত অর্থাৎ সকল বিষয়েই ইচ্ছার প্রতিবন্ধ হইয়া উঠে ॥ ৪৫ ॥

মন্তব্য ॥ কারিকায় প্রকৃতি শব্দটীকে উপলক্ষণ করিয়া প্রকৃতির ও তৎকার্য্যবর্গের গ্রহণ করা হইয়াছে। যেটী আপনার প্রতিপাদক হইয়া আপনার ইতরের প্রতিপাদক হয়, তাহাকে উপলক্ষণ বলে। "স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধ-শরীর-পরিগ্রহঃ সংসারঃ" অদৃষ্টবশতঃ জন্মলাভকে সংসার বলে। শ্রীকৃষ্ণাদির মনুষ্যাদিরূপে জন্ম হইলেও উহা অদৃষ্টবশতঃ নহে, কিন্তু লীলামাত্র ॥ ৪৫ ॥

কৌমুদী ॥ বুদ্ধিধর্ম্মান্ ধর্ম্মাদীনষ্টৌ ভাবান্ সমাস-ব্যাসাভ্যাং মুমুক্ষূণাং হেয়োপাদেয়ান্ দর্শয়িতুং প্রথমতস্তাবৎ সমাস মাহ।

অনুবাদ ॥ মুক্তির ইচ্ছুকগণের গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্মাদি আটটী ভাবকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে বলিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ সংক্ষিপ্তভাবে বলিতেছেন।

কারিকা ॥
এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়া-শক্তি-তুষ্টি-সিদ্ধ্যাখ্যঃ।
গুণ-বৈষম্য-বিমর্দ্দাত্তস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা ॥ বিপর্য্যয়াশক্তি-তুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ (বিপর্য্যয়োঽজ্ঞানং, অশক্তি-রসামর্থ্যং, তুষ্টিঃ প্রীতিঃ, সিদ্ধিঃ পরমার্থলাভঃ, বিপর্য্যাদয় আখ্যা সংজ্ঞা যস্য সঃ) এষ প্রত্যয়-সর্গঃ (অয়ং পূর্ব্বোক্তঃ বুদ্ধি-কার্য্যঃ) গুণ-বৈষম্য-বিমর্দ্দাৎ (গুণানাং বৈষম্যেণ ন্যূনাধিকবলতয়া যো বিমর্দ্দঃ অভিভবঃ তস্মাৎ) তস্য চ ভেদাস্ত পঞ্চাশৎ (পূর্ব্বোক্তস্য বুদ্ধিসর্গস্য বিপর্য্যয়াদেঃ ভেদাঃ প্রকারাঃ পঞ্চাশৎ ভবন্তীত্যর্থঃ) ॥ ৪৬ ॥

তাৎপর্য্য ॥ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাদি আটটী বুদ্ধি ধর্ম্মের বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি এই কএকটী সংজ্ঞান্তর। গুণত্রয়ের ন্যূনাধিকবলতারূপ বৈষম্য প্রযুক্ত অন্যতমের বা অন্যতম-দ্বয়ের যে অভিভব হয়, তদ্বশতঃ বিপর্য্যয়াদি চারিটীর পঞ্চাশৎ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

কৌমুদী ॥ প্রতীয়তেঽনেনেতি প্রত্যয়ো বুদ্ধিস্তস্য সর্গঃ, তত্র বিপর্য্যয়োঽজ্ঞানমবিদ্যা সাপি বুদ্ধি ধর্ম্মঃ, অশক্তিরপি করণবৈকল্য-হেতুকা বুদ্ধি-ধর্ম্ম এব, তুষ্টি-সিদ্ধী অপি বক্ষ্যমাণ-লক্ষণে বুদ্ধি-ধর্ম্মা বেব। তত্র বিপর্য্যয়াশক্তি-তুষ্টিষু যথাযোগং সপ্তানাং ধর্ম্মাদীনাং জ্ঞানবর্জ্জমন্তর্ভাবঃ। সিদ্ধৌ চ জ্ঞানস্যেতি। ব্যাস মাহ, তস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ। কস্মাৎ? গুণবৈষম্য-বিমর্দ্দাৎ গুণানাং বৈষম্য-মেকৈকস্যাধিক-বলতা দ্বয়ো র্দ্বয়ো র্বা, একৈকস্য ন্যূনবলতা দ্বয়ো র্দ্বয়ো র্বা। তে চ ন্যূনাধিক্যে মন্দ-মধ্যাধিক্য-মাত্রতয়া যথাকার্য্যমুন্নীয়েতে। তদিদং গুণানাং বৈষম্যং, তেনোপমর্দ্দ একৈকস্য ন্যূনবলস্য দ্বয়ো র্দ্বয়ো র্বাঽভিভবঃ। তস্মাত্তস্য ভেদাঃ পঞ্চাশদিতি ॥৪৬॥

অনুবাদ ॥ যাহার দ্বারা অর্থের বোধ হয় তাহাকে প্রত্যয় বলে, এ স্থলে প্রত্যয় শব্দের অর্থ বুদ্ধি, উহার সর্গ অর্থাৎ কার্য্য। উহার মধ্যে বিপর্য্যয় শব্দে অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যাকে বুঝায়, উহাও বুদ্ধির ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়ের বিকলতা (বিঘাত) বশতঃ অশক্তি অর্থাৎ অসামর্থ্যও বুদ্ধির ধর্ম্ম। তুষ্টি ও সিদ্ধিকে অগ্রে বলা যাইবে, ঐ উভয়টীও বুদ্ধির ধর্ম্ম। বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টির মধ্যে জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্মাদি সাতটীর যথাসম্ভব অন্তর্ভাব। সিদ্ধিতে জ্ঞানের অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে। বিস্তারিতভাবে বলিতেছেন, (সংক্ষিপ্তভাবে পূর্ব্বোক্ত চারিটী বলা হইয়াছে) তাহার ভেদ পঞ্চাশ প্রকার। (প্রশ্ন) কেন এরূপ হয়?

(উত্তর) গুণত্রয়ের বিষমতা হেতুক যে অভিভব হয়, তদ্বশতঃ ওরূপ হইয়া থাকে। গুণসকলের বিষমতা এইরূপ,—এক একটী অথবা দুই দুইটী গুণের অধিক-বলতা (আধিক্য), অথবা এক একটী অথবা দুই দুইটীর ন্যূনবলতা (অল্পতা)। উক্ত ন্যূনতা ও আধিক্য যথাসম্ভব কার্য্যবর্গে মন্দ, মধ্য ও আধিক্য মাত্রানুসারে জানা গিয়া থাকে। ইহাকেই গুণ সকলের বৈষম্য বলে, উহা দ্বারা উপমর্দ্দ অর্থাৎ একটীর অথবা দুই দুইটীর যে অভিভব, তাহা দ্বারা বুদ্ধি সর্গের পঞ্চাশ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

মন্তব্য ॥ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপনীত বিষয়ে বুদ্ধির অধ্যবসায় হইয়া থাকে সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বিঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিরও তত্তদ্বিষয়ে বিঘাত হইয়া উঠে। বিপর্য্যয়ে অজ্ঞানের, অশক্তিতে অনৈশ্বর্য্য, অবৈরাগ্য ও অধর্ম্মের, সিদ্ধিতে জ্ঞানের এবং তুষ্টিতে ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে।

গুণত্রয়ের মধ্যে এক একটীর অধিকবলতা উক্ত হইলে অপর দুইটীর হীনবলতা হয়, এক একটীর ন্যূনবলতা হইলে অপর দুইটীর অধিকবলতা হয় ইহা স্বভাবসিদ্ধ, যাহা ঘটিয়া থাকে কৌমুদীতে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র। একটীর হীনবলতা উক্ত হইলে অপর দুইটীর আধিক্য আপনা হইতেই বুঝা যাইতে পারে। ন্যূনতা ও আধিক্য নানাবিধ প্রকারে হয়, এই কারণেই মাত্র তিনটী গুণ হইতে কার্য্যবর্গের অসংখ্য ভেদ সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

কৌমুদী ॥ তানেব পঞ্চাশদ্ভেদান্ গণয়তি।

অনুবাদ ॥ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশটী ভেদকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া গণনা করিতেছেন।

কারিকা ॥
পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণ-বৈকল্যাৎ।
অষ্টাবিংশতিভেদা তুষ্টি র্নবধাঽষ্টধা সিদ্ধিঃ ॥ ৪৭ ॥

ব্যাখ্যা ॥ বিপর্য্যয়-ভেদাঃ পঞ্চ ভবন্তি (বিপর্য্যয়স্য অবিদ্যায়াঃ বিশেষাঃ পঞ্চস্যুঃ) করণ-বৈকল্যাৎ (ইন্দ্রিয়-ব্যাঘাতাৎ) অশক্তিশ্চ অষ্টাবিংশতিভেদা (অসামর্থ্যমপি, অষ্টাবিংশতি-প্রকারা ভবতীতি শেষঃ) তুষ্টি র্নবধা (নব-প্রকারা তুষ্টির্ভবতি) সিদ্ধিঃ অষ্টধা (অষ্ট-প্রকারা সিদ্ধি র্ভবতি) ॥ ৪৭ ॥

তাৎপর্য ॥ বিপর্য্যয় অর্থাৎ অবিদ্যা পাঁচ প্রকার। ইন্দ্রিয়ের বিকলতা-

প্রযুক্ত অশক্তিও আটাইশ প্রকার হয়। তুষ্টি নয় প্রকার এবং সিদ্ধি আট প্রকার ॥ ৪৭ ॥

কৌমুদী ॥ অবিদ্যাহস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ যথাসংখ্যং তমো-মোহ-মহামোহ-তমিস্রান্ধতামিস্র-সংজ্ঞকাঃ পঞ্চবিপর্য্যয়-বিশেষাঃ, বিপর্য্যয়-প্রভবানামপ্যস্মিতাদীনাং বিপর্য্যয়-স্বভাবত্বাৎ, যদ্বা যদবিদ্যয়া বিপর্য্যয়েণা বধার্য্যতে বস্তু, অস্মিতাদয় স্তৎ-স্বভাবাঃ সন্ত স্তদভিনি-বিশন্তে। অতএব পঞ্চ-পর্ব্বা অবিদ্যেত্যাহ ভগবান্ বার্ষগণ্যঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ ॥ অবিদ্যা (ভ্রমসংস্কার, একটীকে আর একটী বলিয়া জানা) অস্মিতা (অহংভাব মনভাব, জড় ও চৈতন্যের ঐক্য) রাগ (তৃষ্ণা) দ্বেষ (ক্রোধ) ও অভিনিবেশ (মরণত্রাস) ইহাদের যথাসংখ্যক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই কএকটী সংজ্ঞা, পাঁচটীই বিপর্য্যয়বিশেষ অর্থাৎ অস্মিতাদিকেও বিপর্য্যয় বলা যায়, কারণ, বিপর্য্যয় হইতে উৎপন্ন বলিয়া অস্মিতাদিও বিপর্য্যয়ের তুল্যস্বভাব। অথবা যে বস্তুটী অবিদ্যা দ্বারা বিপরীতভাবে নিশ্চিত হয়, বিপর্য্যয়ের তুল্যস্বভাব অস্মিতাদিও সেই বস্তুকে সেইরূপ বিপরীত ভাবে নির্ণয় করে, এই নিমিত্তই ভগবান্ পতঞ্জলি অবিদ্যাকে পঞ্চপর্ব্ব অর্থাৎ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত বলিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

মন্তব্য ॥ সমস্ত অনর্থের মূলভিত্তি অবিদ্যা। অবিদ্যা শব্দে যদিচ "একটীকে আর একটী বলিয়া জানা" বুঝায়, তথাপি এ স্থলে উক্ত জ্ঞান জন্য ভ্রমসংস্কারই বুঝিতে হইবে। মিথ্যাজ্ঞান জন্য সংস্কার, সংস্কার জন্য মিথ্যাজ্ঞান, এইরূপে সংস্কার ও জ্ঞানের চক্র অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি, সুতরাং মিথ্যাজ্ঞান ও সংস্কারের কোন্‌টী আদি, এরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না। উক্ত ভ্রমসংস্কার হইতে আমি বা আমার ইত্যাদিরূপ অস্মি-তার আবির্ভাব হয়। যে ব্যক্তি সুখের অনুভব করিয়াছে, তাহার সুখে বা তৎসাধনে উৎকট লালসা হয়। যে ব্যক্তি দুঃখের অনুভব করিয়াছে, তাহার দুঃখে বা তৎসাধনে বিদ্বেষ হয়। যে ব্যক্তি মরণক্লেশ অনুভব করিয়াছে, তাহার মরণত্রাস হয়। অনাত্ম জড়বর্গে আত্মজ্ঞানই উক্ত সকলের মূলকারণ, এই নিমিত্তই অস্মিতাদিকে অবিদ্যাবিশেষ বলা হইয়া থাকে। অবিদ্যাদির বিশেষ বিবরণ পাতঞ্জলে সাধনপাদে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৭ ॥

কৌমুদী ॥ সম্প্রতি পঞ্চানাং বিপর্য্যয় ভেদানামবান্তর ভেদ মাহ।

অনুবাদ ॥ এমন পাঁচটী বিপর্য্যয়বিশেষের অবান্তর বিশেষ অর্থাৎ 'অন্তঃপাতী ভেদ' (মধ্যবর্ত্তী প্রকার) বলিতেছেন।

কারিকা ॥

ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ।
তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাখ্যা ॥ তমসো ভেদোঽষ্টবিধঃ (অবিদ্যায়া বিশেষঃ অষ্টপ্রকারঃ) মোহস্য চ (অস্মিতায়া অপি ভেদঃ অষ্টবিধঃ) মহামোহঃ দশবিধঃ (রাগঃ দশপ্রকারঃ) তামিস্রঃ অষ্টাদশধা (দ্বেষঃ অষ্টাদশপ্রকারঃ) অন্ধতামিস্রঃ তথা ভবতি (অভিনিবেশঃ অষ্টাদশধা স্যাৎ) ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য ॥ অবিদ্যা আটপ্রকার, অস্মিতা আট প্রকার, রাগ দশপ্রকার, দ্বেষ অষ্টাদশপ্রকার এবং অভিনিবেশ অষ্টাদশ প্রকার ॥ ৪৮ ॥

কৌমুদী ॥ ভেদস্তমসোঽবিদ্যায়া অষ্টবিধঃ, অষ্টসু অব্যক্ত মহদহঙ্কার-পঞ্চতন্মাত্রেষু অনাত্মস্বাত্মবুদ্ধিরবিদ্যা তমঃ। অষ্টবিধ-বিষয়ত্বা ত্তস্যাষ্টবিধত্বম্। মোহস্য চ অত্রাপ্যষ্টবিধো ভেদ ইতি চকারেণানুষজ্যতে। দেবা হ্যষ্টবিধমৈশ্বর্য্যমাসাদ্যামৃতত্বাভিমানি নোঽণিমাদিক মাত্মীয়ং শাশ্বতিকমভিমন্যন্তে ইতি, সোঽয়মস্মিতা মোহোঽষ্টবিধৈশ্বর্য্যবিষয়ত্বাদষ্টবিধঃ। দশবিধো মহামোহঃ, শব্দাদিষু পঞ্চসু দিব্যাদিব্যতয়া দশবিধেষু বিষয়েষু রঞ্জনীয়েষু রাগ আসক্তি র্মহামোহঃ, স চ দশবিধবিষয়ত্বাদ্দশবিধঃ। তামিস্রো দ্বেষোঽষ্টাদশধা। শব্দাদয়ো দশ বিষয়া রঞ্জনীয়াঃ স্বরূপতঃ, ঐশ্বর্য্যং ত্বণিমাদিকং ন স্বরূপতো রঞ্জনীয়ং, কিন্তু রঞ্জনীয়শব্দাদ্যুপায়াঃ। তে চ শব্দাদয় উপস্থিতাঃ পরস্পরেণোপহন্যমানা স্তদুপায়াশ্চাণি মাদয়ঃ স্বরূপেণৈব কোপনীয়া ভবন্তীতি শব্দাদিভি র্দশভিঃ সহাণিমাদ্যষ্টকমষ্টাদশধেতি তদ্বিষয়ো দ্বেষস্তামিস্রোঽষ্টাদশবিষয়ত্বাদষ্টাদশধেতি। তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ অভিনিবেশ স্ত্রাসঃ, তথেত্যনেনাষ্টাদশধেত্যনুষজ্যতে। দেবাঃ খল্বণিমাদিকমষ্টবিধমৈশ্বর্য্য মাসাদ্য দশ শব্দাদীন্ ভুঞ্জানাঃ শব্দাদয়ো ভোগ্যা স্তদুপায়াশ্চাণিমাদয়োঽস্মাকমসুরাদিভি র্মাস্ম উপঘানিষতেতি বিভ্যতি, তদিদং ভয়মভিনিবেশোঽন্ধতামিস্রোঽষ্টাদশ-বিষয়ত্বাদষ্টাদশধেতি। সোঽয়ং পঞ্চবিধ-বিকল্পো বিপর্য্যয়োঽবান্তর-ভেদাৎ দ্বাষষ্টিরিতি ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ ।। তমঃ অর্থাৎ অবিদ্যার ভেদ আট প্রকার। অব্যক্ত (প্রধান) মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই আটটী অনাত্মবিষয়ে আত্মজ্ঞানকে অবিদ্যা বা তমঃ বলে, উহার বিষয় আট প্রকার বলিয়া উহাকেও আটপ্রকার বলে। মোহের অর্থাৎ অস্মিতারও, এ স্থলেও আট প্রকার ভেদ, এ কথা-চকারের দ্বারা অনুষক্ত অর্থাৎ সমুচ্চিত করা হইয়াছে। দেবগণ অষ্টবিধ (অণিমাদি) ঐশ্বর্য্যকে পাইয়া "অমর হইয়াছি" এইরূপ জ্ঞান বশতঃ স্বকীয় অণিমাদিকে শাশ্বতিক অর্থাৎ নিত্য বলিয়া জানে, উক্ত এই অস্মিতা নামক মোহ অষ্ট-প্রকার ঐশ্বর্য্য বিষয়ে হয় বলিয়া আট প্রকার হইয়া থাকে। মহামোহ অর্থাৎ রাগ দশপ্রকার, রাগের বিষয় শব্দাদি পাঁচটী দিব্য (অলৌকিক) ও অদিব্য (লৌকিক) ভাবে দশপ্রকার, উহাতে যে তৃষ্ণা অর্থাৎ উৎকট ইচ্ছা তাহাকে মহামোহ বলে, উহার বিষয় দশপ্রকার বলিয়া উহাও দশ-প্রকার। তামিস্র অর্থাৎ দ্বেষ অষ্টাদশ প্রকার, শব্দাদি দশটী বিষয় স্বয়ং রঞ্জনীয় (যাহাকে পাইতে ইচ্ছা হয়) হয়, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য স্বয়ং রঞ্জনীয় হয় না, কিন্তু শব্দাদির সাধন বলিয়াই হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত শব্দাদি উপস্থিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গোচর হইয়া একের অপর দ্বারা প্রতিবন্ধ হইলে এবং উহার উপায় অণিমাদি স্বয়ংই ক্রোধের বিষয় হইয়া থাকে, সুতরাং শব্দাদি দশটীর সহিত অণিমাদি আটটী অষ্টাদশটী হয় বলিয়া উক্ত বিষয়ে দ্বেষও অষ্টাদশ বিষয়ে হয় বিধায় অষ্টাদশ প্রকার হইয়া থাকে। অন্ধতা-মিস্র অর্থাৎ অভিনিবেশ (ভয়) পূর্ব্বের ন্যায় হয়, "তথা" এই শব্দ দ্বারা অষ্টাদশ প্রকারের অনুবৃত্তি হইয়াছে। দেবগণ অণিমাদি আট প্রকার ঐশ্বর্য্য ও শব্দাদি দশ প্রকার (দিব্য ও অদিব্যভেদে) বিষয় ভোগ করিতে করিতে "আমাদিগের শব্দাদি উপভোগ্য ও তাহার উপায় অণিমাদি ঐশ্বর্য্য অসুরাদি দ্বারা বা বিনষ্ট হয়" এইরূপে ভীত হয়েন, এই ভয়কে অভিনিবেশ বা অন্ধতা-মিস্র বলে, উহার বিষয় অষ্টাদশটী বলিয়া উহাও অষ্টাদশ প্রকার। পাঁচ প্রকারে বিভক্ত পূর্ব্বোক্ত এই বিষয়টী অবান্তর ভেদ (মধ্যবর্ত্তী বিভাগ) বশতঃ দ্বাষষ্টি (বাষট্টি) প্রকার হইয়া থাকে ।। ৪৮ ।।

মন্তব্য ।। দেবগণের অমর বলিয়া অভিমান আছে মাত্র, বাস্তবিক উহারা অমর নহে, "আভূত-সংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে" প্রলয় পর্য্যন্ত অব-স্থানকে অমরত্ব বলা হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

সুখের সাধনকেই স্বরূপতঃ রঞ্জনীয় বলা যায়, শব্দাদির উপভোগেই সুখ হয় সুতরাং উঁহাদিগকে স্বরূপতঃ রঞ্জনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অণিমাদি ঐশ্বর্য্য পরম্পরায় সুখের সাধন হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত উহারা স্বরূপতঃ রঞ্জনীয় অর্থাৎ কামনার বিষয় নহে। রাগ বা কাম কোন কারণ বশতঃ অসম্পূর্ণ হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়। ইচ্ছাপূরণের প্রতিবন্ধক-মাত্রেই দ্বেষ জন্মে, এ স্থলে সাক্ষাৎ পরম্পরা কিছুই নাই। আমি মরিব, অথবা আমার বস্তু বিনষ্ট হইবে, এইরূপ ভয়কে অভিনিবেশ বলে। কেহ কেহ কেবল মরণত্রাসকেই অভিনিবেশ বলিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

কৌমুদী ॥ তদেবং পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদানুক্ত্বা অষ্টাবিংশতি ভেদামশক্তি মাহ।

অনুবাদ ॥ পূর্ব্বোক্তরূপে বিপর্যয়ের ভেদ পাঁচটী আঠাইশ প্রকার অশক্তি বলিতেছেন।

কারিকা ॥

একাদশেন্দ্রিয়-বধাঃ সহ বুদ্ধি-বধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টা।
সপ্তদশ বধা বুদ্ধে র্বিপর্য্যয়াত্তুষ্টি-সিদ্ধীনাম্ ॥ ৪৯ ॥

ব্যাখ্যা। বুদ্ধিবধৈঃ সহ (সপ্তদশভিঃ বুদ্ধিবিঘাতৈঃ সার্দ্ধং) একাদশ ইন্দ্রিয়-বধাঃ (বাধির্য্যাদয়ঃ একাদশ ইন্দ্রিয়-বিঘাতাঃ) অশক্তিঃ উদ্দিষ্টা (বুদ্ধী-ন্দ্রিয়-বধা এব অশক্তিঃ কথিতা,) তুষ্টিসিদ্ধীনাং বিপর্য্যয়াৎ (নবানাং তুষ্টীনাং, অষ্টানাঞ্চ সিদ্ধীনাং বৈপরীত্যাৎ) বুদ্ধে র্বধাঃ সপ্তদশ (বুদ্ধেবিঘাতাঃ কার্য্যাক্ষ-মত্বরূপাঃ সপ্তদশ স্যুরিত্যর্থঃ) ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্য ॥ বুদ্ধির অসামর্থ্যরূপ বধের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় বধকে অশক্তি বলে। তুষ্টি ও সিদ্ধির বৈপরীত্যবশতঃ বুদ্ধির বধ অর্থাৎ স্বকার্য্যে অসামর্থ্য সপ্তদশ প্রকার হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

কৌমুদী ॥ ইন্দ্রিয়বধস্য গ্রহো বুদ্ধি-বধ-হেতুত্বেন, নত্বশক্তিভেদ পূর্ণত্বেন। একাদশেন্দ্রিয়-বধাঃ, "বাধির্য্যং কুষ্ঠিতাহন্ধত্বং জড়তাহজিঘ্রতা তথা। মূকতা কৌণ্য-পঙ্গুত্বে ক্লৈব্যোদাবর্ত্ত-মন্দতাঃ।" যথাসংখ্যং শ্রোত্রাদীনামিন্দ্রিয়াণাং বধাঃ, এতাবত্যেব তু তদ্ধেতুকা বুদ্ধেরশক্তিঃ স্ব-ব্যাপারে ভবতি, তথাচৈকাদশ-হেতুকত্বাদেকাদশধা বুদ্ধেরশক্তি

রুচ্যতে, হেতু-হেতুমতো রভেদবিবক্ষয়া চ সামানাধিকরণ্যং। তদেব-মিন্দ্রিয়-বধদ্বারেণ বুদ্ধেরশক্তি মুক্ত্বা স্বরূপতোঽশক্তীরাহ,—সহ বুদ্ধি-বধৈরিতি। কতি বুদ্ধেঃ স্বরূপতো বধা ইত্যত আহ সপ্তদশ বধাঃ বুদ্ধেঃ, কুতঃ? বিপর্য্যয়াত্তুষ্টিসিদ্ধীনাং, তুষ্টয়ো নবধেতি তদ্বিপর্য্যয়াস্তন্নিরূপণাৎ নবধা ভবন্তি। এবং সিদ্ধয়োঽষ্টাবিতি তদ্বিপর্য্যয়াস্তন্নিরূপণাৎ অষ্টৌ ভবন্তীতি ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ ॥ বুদ্ধি বধের কারণ বলিয়া ইন্দ্রিয় বধের গ্রহণ করা হইয়াছে, অশক্তি বিশেষের পূরণের নিমিত্ত নহে। একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয়বধ এই,—বধিরতা (শ্রবণশক্তির অভাব,) কুষ্ঠ (স্পর্শশক্তির অভাব), অন্ধতা (দর্শন-শক্তির অভাব,) জড়তা (রসনশক্তির অভাব,) অজিঘ্রতা (ঘ্রাণশক্তির অভাব), মূকতা (বাক্‌শক্তির অভাব), কৌণ্য (গ্রহণ-শক্তির অভাব, হস্তের দোষ), পঙ্গুতা (গমন-শক্তির অভাব), ক্লীবতা (পুরুষত্ব-হীনতা, ধ্বজভঙ্গ) উদাবর্ত্ত (পায়ুর দোষ, মলত্যাগ শক্তির অভাব) ও মন্দতা (মনের দোষ, বোধশক্তির অভাব), এই কএকটী যথাসংখ্যক্রমে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বধ অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে সামর্থ্যের অভাব। ইন্দ্রিয়ের বধ বশতঃ বুদ্ধির স্বকীয় ব্যাপার অধ্যবসায়ের এই কএকটীই অশক্তি হইয়া থাকে, অতএব ইন্দ্রিয় বধ একাদশটী বলিয়া তজ্জন্য বুদ্ধির অশক্তিও একাদশ প্রকারে কথিত হয়। এ স্থলে কারণ ও কার্য্যের অভেদ বলিবার ইচ্ছাবশতঃ সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বধকেই বুদ্ধির অশক্তি বলা হইয়াছে। প্রদর্শিত ভাবে ইন্দ্রিয় বধকে দ্বার করিয়া বুদ্ধির অশক্তি বলিয়া স্বরূপতঃ (স্বাভাবিক) বুদ্ধির অশক্তি বলিতেছেন,—"বুদ্ধিবধের সহিত।" বুদ্ধির স্বরূপতঃ বধ কত প্রকার? এইরূপ প্রশ্নে বলিতেছেন,—বুদ্ধির বধ সপ্তদশ প্রকার। কি জন্য? তুষ্টি ও সিদ্ধির বিপর্য্যয় অর্থাৎ অভাব বশতঃ। তুষ্টি নয় প্রকার, তাহার দ্বারা নিরূপিত (পরিচিত) হয় বলিয়া তাহার বিপর্য্যয় নয় প্রকার। এই প্রকারে, সিদ্ধি আট প্রকার, তাহার বিপর্য্যয় তাহার দ্বারা নিরূপিত হয় বলিয়া আট প্রকার হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

বক্তব্য ॥ কৌমুদীর লিখিত বাধির্য্য ইত্যাদি শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও উত্তরার্দ্ধে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বধ উল্লেখ হইয়াছে। মনঃ উভয়াত্মক

বলিয়া "মন্দতা" পদ দ্বারা সকলের শেষে উহার বধের উল্লেখ হইয়াছে। অনেক সময় দেখা যায়, মনঃ এত দূর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন বিষয়ে চিন্তা করিতেও শক্তি নাই, ঐটী মনের মন্দতা বা বধ। ইন্দ্রিয়গণ বিষয় উপস্থাপিত করিলে সেই বিষয়ে বুদ্ধি নিশ্চয় করিতে পারে, এই নিমিত্তই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "ত্রয়স্ত বিষয়াখ্যং", অর্থাৎ বহিঃকরণ সকল অন্তঃকরণের বিষয় উপস্থাপিত করে। ইন্দ্রিয়গণের বধ অর্থাৎ বিষয়ের উপস্থাপনে শক্তি না থাকিলে, বুদ্ধিরও শক্তি থাকে না, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বধ বশতঃ বুদ্ধির বধ হয়। ইন্দ্রিয়বধটাই বুদ্ধিবধ নহে, কিন্তু বুদ্ধিবধের কারণ, "আয়ু বৈ ঘৃতম্" ইত্যাদির ন্যায় এ স্থলেও কার্য্যকারণের অভেদ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়বধ জন্য একাদশটী ও স্বাভাবিক সপ্তদশটী, মিলিত অষ্টাবিংশতি প্রকার বুদ্ধির বধ।

প্রতিযোগী দ্বারা অভাবের পরিচয় হয়, প্রতিযোগীর সংখ্যানুসারে অভাবের সংখ্যা হয়, তুষ্টি ও সিদ্ধিরূপ প্রতিযোগী সপ্তদশ প্রকার, সুতরাং তন্নিরূপিত তদ্বিপর্য্যয়ও সপ্তদশ প্রকার ॥ ৪৯ ॥

কৌমুদী ॥ তুষ্টি র্নবধেত্যুক্তং, তাঃ পরিগণয়তি।

অনুবাদ ॥ তুষ্টি নয় প্রকার এ কথা বলা হইয়াছে, তাহাদিগের গণনা করিতেছেন।

কারিকা ॥
আধ্যাত্মিক্যশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদান-কাল-ভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ ॥ ৫০ ॥

ব্যাখ্যা ॥ আধ্যাত্মিক্যঃ (আত্মানং অধিকৃত্য ভবাঃ, তুষ্টয়ঃ) প্রকৃত্যুপাদান-কাল-ভাগ্যাখ্যাঃ (প্রকৃত্যাদিঃ আখ্যা সংজ্ঞা যাসাং তা স্তথোক্তাঃ) চতস্রঃ (চতুর্বিধাঃ, ভবন্তীতি শেষঃ) বাহ্যা (বহির্ভবাঃ আত্মান মনপেক্ষ্য জাতাঃ) বিষয়োপরমাৎ (শব্দাদি-পঞ্চ-বিষয়-বৈরাগ্যাৎ) পঞ্চ (শব্দাদি-পঞ্চবিষয়কত্বাৎ অর্জ্জনাদি-পঞ্চোপায়-দোষদর্শন-জন্যত্বাচ্চ তুষ্টয়ঃ পঞ্চ ভবন্তি) তুষ্টয়ঃ নব অভিমতাঃ (মিলিতাস্তুষ্টয়ো নব অঙ্গীকৃতা শাস্ত্রকারৈরিতি শেষঃ) ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য ॥ প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্যনামক আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার। বিষয়-বৈরাগ্য বশতঃ বাহ্য অর্থাৎ আত্মার অপেক্ষা না রাখিয়া পাঁচ প্রকার তুষ্টি হয়, আধ্যাত্মিক চারিটী ও বাহ্য পাঁচটী মিলিত তুষ্টি নয় প্রকার ॥ ৫০ ॥

কৌমুদী॥ প্রকৃতি-ব্যতিরিক্ত আত্মাস্তীতি প্রতিপদ্য ততোঽস্য শ্রবণ-মননাদিনা বিবেক-সাক্ষাৎকারায় হ্যসদুপদেশ-তুষ্টো যো ন প্রযততে, তস্য চতস্র আধ্যাত্মিক্যস্তুষ্টয়ো ভবন্তি। প্রকৃতি-ব্যতিরিক্ত মাত্মান মধিকৃত্য যস্মাত্তাস্তুষ্টয়স্তস্মাদাধ্যাত্মিক্যঃ, কা স্তা ইত্যত আহ প্রকৃত্যুপাদান-কাল-ভাগ্যাখ্যাঃ, প্রকৃত্যাদি রাখ্যা যাসাং তা স্তথোক্তাঃ। তত্র প্রকৃত্যাখ্যা তুষ্টি র্যথা কস্যচিদুপদেশে "বিবেক-সাক্ষাৎকারো হি প্রকৃতি-পরিণাম-ভেদঃ, তঞ্চ প্রকৃতিরেব করোতীতি কৃতং তে ধ্যানাভ্যাসেন, তস্মা দেবমেবাস্ব বৎসেতি" সেয়মুপদেষ্টব্যস্য শিষ্যস্য প্রকৃতৌ তুষ্টিঃ প্রকৃত্যাখ্যা তুষ্টিঃ প্রকৃত্যাখ্যা তুষ্টিঃ অম্ভ ইত্যুচ্যতে, যা তু "প্রাকৃত্যপি বিবেকখ্যাতি র্ন সা প্রকৃতিমাত্রাদ্ভবতি, মাভূৎ সর্ব্বস্য সর্ব্বদা তন্মাত্রস্য সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষাৎ, প্রব্রজ্যায়া স্তু সা ভবতি, তস্মাৎ প্রবজ্যামুপাদদীথাঃ, কৃতং তে ধ্যানাভ্যাসেনায়ুষ্ম-ন্নিত্যুপদেশে" যা তুষ্টিঃ সা উপাদানাখ্যা সলিলমুচ্যতে। যা তু "প্রব্রজ্যাঽপি ন সদ্যো নির্ব্বাণদেতি সৈব কাল-পরিপাকমপেক্ষ্য সিদ্ধি স্তে বিধাস্যতি, অলমুত্তপ্তুতয়া তবে" ত্যুপদেশে যা তুষ্টিঃ সা কালাখ্যা মেঘ উচ্যতে। যা তু "ন কালাৎ নাপ্যুপাদানা দ্বিবেকখ্যাতি রপি তু ভাগ্যাদেব, অতএব মদালসাপত্যানি অতিবালানি মাতু রুপদেশ-মাত্রাদেব বিবেকখ্যাতি-মন্তি মুক্তানি বভূবুঃ, তত্র ভাগ্য মেব হেতু র্নান্য" দিত্যুপদেশে যা তুষ্টিঃ সা ভাগ্যাখ্যা বৃষ্টি রুচ্যতে।

বাহ্যা দর্শয়তি,—বাহ্যাস্তুষ্টয়ো বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ যা খল্বনাত্মনঃ প্রকৃতি-মহদহঙ্কারাদীন্ আত্মেত্যভিমন্যমানস্য বৈরাগ্যে সতি তুষ্টয় স্তা বাহ্যাঃ. আত্মজ্ঞানাভাবেঽনাত্মানমধিকৃত্য প্রবৃত্তে রিতি, তাশ্চ বৈরাগ্যে সতি সম্ভবন্তি তুষ্টয় ইতি বৈরাগ্যস্য পঞ্চ-হেতুকত্বা দ্বৈরাগ্যাণ্যপি পঞ্চ, তৎপঞ্চকত্বাৎ তুষ্টয়ঃ পঞ্চেতি, উপরম্যতেঽনেনেত্যুপরমো বৈরাগ্যং, বিষয়া-দুপরমো বিষয়োপরমঃ। বিষয়া ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চ, উপরমা অপি পঞ্চ। তথাহি, অর্জ্জন-রক্ষণ-ক্ষয়-ভোগ-হিংসা-দোষ-দর্শন-হেতু-জন্মান

উপরমাঃ পঞ্চ ভবন্তি। তথাহি সেবাদয়ঃ ধনোপার্জ্জনোপায়া স্তে চ সেবকাদীন্ দুঃখা-কুর্ব্বন্তি, "দৃপ্যদ্দুরীশ্বর-দ্বাঃস্থ-দণ্ডি-চণ্ডার্দ্ধ-চন্দ্রজাং। বেদনাং ভাবয়ন্ প্রাজ্ঞঃ কঃ সেবাস্বনুষজ্যতে"। এব মন্যেঽপ্যর্জ্জনোপায়া দুঃখা ইতি বিষয়োপরমে যা তুষ্টিঃ সৈষা পারমুচ্যতে। তথার্জ্জিতং ধনং রাজৈকাগারিকাগ্নি-জলৌঘাদিভ্যো বিনঙ্ক্ষ্যতীতি তদ্রক্ষণে মহদ্দুঃখ মিতি ভাবয়তো বিষয়োপরমে যা তুষ্টিঃ সা দ্বিতীয়াসুপারমুচ্যতে তথা মহতা য়াসেনার্জ্জিতং ধনং ভুজ্যমানং ক্ষীয়তে ইতি তৎপ্রক্ষয়ং ভাবয়তোবিষয়োপরমে যা তুষ্টিঃ সা তৃতীয়া পারাপারমুচ্যতে। এবং শব্দাদি-ভোগাভ্যাসাদ্বিবর্দ্ধন্তে কামা স্তে চ বিষয়া-প্রাপ্তৌ কামিনং দুঃখয়ন্তীতি ভোগদোষং ভাবয়তো বিষয়োপরমে যা তুষ্টিঃ সা চতুর্থী অনুত্তমাম্ভ উচ্যতে। এবং নানুপহত্য ভূতানি বিষয়োপভোগঃ সম্ভবতীতি হিংসা-দোষ-দর্শনা দ্বিষয়োপরমে যা তুষ্টিঃ সা পঞ্চমী উত্তমাম্ভ উচ্যতে। এব মাধ্যাত্মিকীভিশ্চতসৃভি র্বাহ্যাভিশ্চ পঞ্চভি র্নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ॥ ৫০॥

অনুবাদ॥ প্রকৃতির অতিরিক্ত আত্মা আছে, এ বিষয় অবগত হইয়া যে ব্যক্তি অসাধু উপদেশে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রবণ-মননাদি দ্বারা প্রকৃত্যাদি হইতে আত্মার ভেদ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত চেষ্টা করে না, তাহার আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আত্মবিষয়ে চারি প্রকার তুষ্টি হইয়া থাকে। প্রকৃতির অতিরিক্ত আত্মাকে অধিকার করিয়া ঐ সমস্ত তুষ্টি হয় বলিয়া উহাদিগকে আধ্যাত্মিক বলে। সেগুলি কি কি? এইরূপ প্রশ্নে বলিতেছেন,—প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্যনামক, প্রকৃতি প্রভৃতি হইয়াছে সংজ্ঞা যাহাদের, তাহারা। উহাদিগের মধ্যে প্রকৃতি নামক তুষ্টি, যেমন,—"বিবেক-সাক্ষাৎকারটী প্রকৃতিরই কার্য্য-বিশেষ, উহা প্রকৃতিই করিবে, অতএব তোমার ধ্যানের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন নিরর্থক, সুতরাং এই প্রকারেই (নিশ্চেষ্টরূপে) অবস্থান কর বাছা!" এই প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া শিষ্যের প্রকৃতিতে যে তুষ্টি হয়, প্রকৃতি নামক উক্ত তুষ্টিকে অম্ভঃ বলা যায়। "বিবেকখ্যাতি প্রকৃতির কার্য্য হইলেও উহা কেবল প্রকৃতি হইতে হয় না, সেরূপ হইলে সকলেরই সকল সময় বিবেক-খ্যাতি হইতে পারে, কেন না, সকলের প্রতি প্রকৃতির সমভাব (ইতরবিশেষ

কিছুমাত্র নাই,) কিন্তু সংন্যাস দ্বারা বিবেকখ্যাতি হইতে পারে, অতএব সংন্যাস গ্রহণ কর, আয়ুষ্মন্ তোমার ধ্যানানুশীলন নিরর্থক" এই প্রকার উপদেশে উপাদান নামক যে তুষ্টি হয়, তাহাকে সলিল বলে। "সংন্যাসও তৎক্ষণাৎ মুক্তি প্রদান করিতে পারে না, অতএব উক্ত সংন্যাসই কালবিলম্ব অপেক্ষা করিয়া তোমার সিদ্ধির বিধান করিবে, বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইবে না" এই প্রকার উপদেশে কালনামক যে তুষ্টি হয় তাহাকে মেঘ বলে। "কেবল কাল হইতে অথবা কেবল সংন্যাস গ্রহণ হইতে বিবেকখ্যাতি হয় না, কিন্তু ভাগ্য হইতেই হয়, এই নিমিত্তই মদালসার (স্ত্রীলোক বিশেষের) অপত্যসকল অতি শৈশব কালেই মাতার উপদেশ মাত্র হইতে বিবেক-খ্যাতিযুক্ত হইয়া মুক্ত হইয়াছিল, উক্ত স্থলে ভাগ্যই কারণ, অপর কিছু নহে"। এই প্রকার উপদেশ ভাগ্য নামক যে তুষ্টি হয় তাহাকে বৃষ্টি বলে।

বাহ্য (অনাত্মাকে অধিকার করিয়া উৎপন্ন) তুষ্টি বলিতেছেন,—বিষয়-বৈরাগ্য বশতঃ বাহ্য-তুষ্টি পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে। প্রকৃতি, মহৎ ও অহঙ্কারাদি অনাত্ম সকলকে আত্মা বলিয়া জানেন, এরূপ ব্যক্তির বিষয় বৈরাগ্য হইলে যে তুষ্টি হয় তাহাকে বাহ্য বলে, কারণ, উক্ত ব্যক্তির আত্মজ্ঞান না থাকার দরুণ অনাত্মবর্গকে লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। প্রদর্শিত তুষ্টি সকল বিষয়-বৈরাগ্য হইলেই হইয়া থাকে, বৈরাগ্যের হেতু পাঁচটী বলিয়া বৈরাগ্যও পাঁচ প্রকার হয়, বৈরাগ্য পাঁচ প্রকার বলিয়া তুষ্টি পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে। যাহা দ্বারা উপরত অর্থাৎ উদাসীন হয়, তাহাকে উপরম বলে, উহার অর্থ বৈরাগ্য, বিষয় (শব্দাদি ভোগ্য) হইতে উপরমকে বিষয়োপরম বলে। উপভোগের কর্ম্ম শব্দাদি বিষয় পাঁচ প্রকার, সুতরাং উহা হইতে উপরমও পাঁচ প্রকার। তাহা এইরূপ—উপার্জ্জন, রক্ষা, ক্ষয়, উপভোগ ও হিংসারূপ দোষের জ্ঞানরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন উপরম পাঁচ প্রকার হয়, তাহা এইরূপ—সেবা প্রভৃতি ধনাগমের উপায়, উহারা সেবকাদিকে দুঃখিত করে, অতি-পরাক্রান্ত অবিনয়ী ধনাঢ্যের দ্বারস্থ বেত্রধারীর প্রচণ্ড অর্দ্ধচন্দ্র (গলা ধাক্কা) হইতে জাত কষ্টকে অনুভব করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেবা করিতে তৎপর হয়? এই প্রকার অপরাপর ধনোপার্জ্জনের উপায় সকলও দুঃখকর বলিয়া বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিলে যে তুষ্টি হয় তাহাকে পার বলে। এই প্রকারে "উপার্জ্জিত ধন রাজা, দস্যু, অগ্নি ও জলপ্লাবনাদি

হইতে বিনষ্ট হয়, সুতরাং উহার রক্ষা করা মহা কষ্টকর," এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিলে যে তুষ্টি জন্মে, ঐটী সু-পার বলিয়া কথিত হয়। এই প্রকারে, মহাকষ্টে উপার্জ্জিত ধনের উপভোগ করিতে করিতে ক্ষয় হয়, ধনের ক্ষয় চিন্তা করিতে করিতে বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিলে যে তুষ্টি হয়, সেইটী তৃতীয়, উহাকে পারাপার বলে। এই প্রকারে, শব্দাদির ভোগ করিতে করিতে তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়, উপভোগ্য বস্তুর অভাব হইলে উক্ত তৃষ্ণাই বিষয়-লোলুপকে দুঃখিত করে, সুতরাং বিষয় উপভোগে দোষ চিন্তা করিতে করিতে যে তুষ্টি হয়, সেইটী চতুর্থ, উহাকে অনুত্তমাম্ভঃ বলে। এই প্রকারে, প্রাণিগণের পীড়ন না করিয়া বিষয়ের উপভোগ সম্ভব হয় না, সুতরাং ভোগে হিংসারূপ দোষ দর্শন বশতঃ বিষয়-বৈরাগ্য হইলে যে তুষ্টি হয়, সেইটী পঞ্চম, উহাকে উত্তমাম্ভঃ বলে। প্রদর্শিতরূপে আধ্যাত্মিক চারিটী ও বাহ্য পাঁচটী মিলিত হইয়া নয় প্রকার তুষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৫০ ।

মন্তব্য ॥ উপাদীয়তে গৃহ্যতে ফলসাধনায় যৎ তদুপাদানং, কারিকার উপাদান-শব্দ যোগরূঢ়, সংন্যাসকে বুঝাইয়াছে। সংন্যাস, কাল বা ভাগ্য, মোক্ষের প্রাপ্তির প্রতি ইহারা কেহই প্রধান কারণ নহে, ধ্যানাভ্যাসই মুখ্য কারণ, সংন্যাসাদি উহার সাহায্য করে মাত্র। অম্ভঃ প্রভৃতি শব্দ যোগশাস্ত্রের পারিভাষিক, যথা কথঞ্চিৎ যোগার্থও দেখান যাইতে পারে। শব্দার্থক অভি ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় করিয়া অম্ভঃ পদ হয়, উপদেশরূপ শব্দ জন্ত উক্ত প্রকৃতি নামক তুষ্টি হয় বলিয়া উহাকে অম্ভঃ বলে। অঙ্কুরের প্রতি যেমন সলিল কারণ, তদ্রূপ বিবেক-সাক্ষাৎকারের প্রতি প্রব্রজ্যা কারণ, এই নিমিত্ত উপচার করিয়া উহাকে সলিল বলা যায়। যোগের অপক্ক-ভূমিতে কেবল ফলসংন্যাস করিবে, কর্ম্মসংন্যাস করিবে না, সেরূপ হইলে উভয় দিক নষ্ট হয়। অমৃতরূপ জলের বর্ষণ কালেই হইয়া থাকে বলিয়া কাল নামক তুষ্টিকে মেঘ বলে। জন্মান্তরীয় ধ্যানাদি অনুষ্ঠান ছিল বলিয়াই মদালসার অপত্যগণ কেবল আত্ম-উপদেশেই মুক্তি লাভ করে, ধ্যানাদি ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না, এ কথা অনেকবার বলা হইয়াছে। বীজের সাহায্য করিয়া বৃষ্টি যেমন অঙ্কুরের উৎপাদন করে, তদ্রূপ ধ্যানাভ্যাসের সহায়তা করিয়া ভাগ্য বিবেক-সাক্ষাৎকারের হেতু হয়, এই নিমিত্তই ভাগ্যনামক তুষ্টিকে বৃষ্টি বলা হইয়াছে।

উভয়বিধ কারণে বাহ্য-তুষ্টি পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে, শব্দাদি ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য পাঁচ প্রকার এবং অর্জ্জনাদি দোষ পাঁচ প্রকার। বিষয়োপভোগে আপাততঃ ক্ষণিক সুখ হয় বটে, কিন্তু ক্রমশঃ ভোগতৃষ্ণা প্রবল হওয়ায় ভোগ্যবস্তুর অভাবে সহস্রগুণ দুঃখ অনুভব করিতে হয়। ভোগ দ্বারা তৃষ্ণার বৃদ্ধি ভিন্ন কখনই হ্রাস হয় না। "একস্মিন্ মুখ্যে অগারে গৃহে চরতীতি প্রধান গৃহে (যে ধনাদি থাকে) প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে বলিয়া ঐকাগারিক শব্দে চোর বুঝায়। গৃহ-দাহ বা জল-প্লাবনে যে হৃত-সর্ব্বস্ব হইতে হয় ইহা সকলেই অবগত আছেন। অর্থের কোন দিকে সুখ নাই, "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং" ॥ ৫০ ॥

কৌমুদী ॥ গৌণ-মুখ্য-ভেদাঃ সিদ্ধী রাহ।

অনুবাদ ॥ গৌণ ও মুখ্যভেদে দুই প্রকার সিদ্ধি বলিতেছেন।

কারিকা ॥ উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখ-বিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশ স্ত্রিবিধঃ ॥ ৫১ ॥

ব্যাখ্যা ॥ অধ্যয়নং (অধ্যাত্ম-শাস্ত্রাণামক্ষরগ্রহণং) শব্দঃ (অর্থবোধঃ) উহঃ (মননং) সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ (সতীর্থৈঃ সহ সম্বাদঃ) দানং (শুদ্ধিঃ) দুঃখবিঘাতা স্ত্রয়ঃ (ত্রিবিধ-দুঃখ বিনাশঃ) অষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ (অধ্যয়নাদয়ঃ অষ্টৌ গৌণ-মুখ্য-সিদ্ধয়ঃ) সিদ্ধেঃ পূর্ব্বঃ ত্রিবিধঃ অঙ্কুশঃ (বিপর্য্যয়া-শক্তি-তুষ্টিরূপঃ সিদ্ধি-পরিপন্থিত্বাৎ অঙ্কুশ ইব নিবারকঃ) ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য্য ॥ অধ্যাত্মশাস্ত্রের পাঠ, তদর্থবোধ, পঠিত বিষয়ের মনন, তত্ত্বনির্ণয়ের নিমিত্ত সমপাঠীদিগের সহিত আলাপ, বিবেকজ্ঞানের পরিশুদ্ধি ও ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশ এই আটপ্রকার সিদ্ধি। সিদ্ধির পূর্ব্বে তিনটী অর্থাৎ বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি ইহারা পরমসিদ্ধি কর প্রতিবন্ধ করে বলিয়া উহাদিগকে অঙ্কুশ বলে ॥ ৫১ ॥

কৌমুদী ॥ বিহন্যমানস্য দুঃখস্য ত্রিত্বাত্তদ্বিঘাতা স্ত্রয় ইতি, ইমা মুখ্যাঃ তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ, তদুপায়তয়াত্বিতরা গৌণ্যঃ পঞ্চ সিদ্ধয়ঃ, তা অপি হেতু-হেতুমত্তয়া ব্যবস্থিতাঃ। তাস্বাদ্যা অধ্যয়ন-লক্ষণা সিদ্ধিঃ হেতুরেব, মুখ্যাস্তু হেতুমত্যঃ। বিধিবদ্ গুরুমুখাদধ্যাত্মবিদ্যানামক্ষর-স্বরূপ-গ্রহণমধ্যয়নং প্রথমা সিদ্ধি স্তার মুচ্যতে, তৎকার্য্যং শব্দঃ, শব্দ-জনিত-

মর্থজ্ঞানমুপলক্ষয়তি কার্য্যে কারণোপচারাৎ, সা দ্বিতীয়া সিদ্ধিঃ সুতার-মুচ্যতে, পাঠার্থাভ্যাং তদিদং দ্বিধা শ্রবণম্। উহ স্তর্কঃ আগমা-বিরোধি-ন্যায়েনা-গমার্থ-পরীক্ষণং, পরীক্ষণং চ সংশয়-পূর্ব্বপক্ষ-নিরাকরণেন উত্তরপক্ষ ব্যবস্থাপনং, তদিদং মনন মাচক্ষতে আগমিনঃ, সা তৃতীয়া সিদ্ধি স্তারতার মুচ্যতে। স্বোৎপ্রেক্ষিতং মনন মমনন মেবাস্মুহৃৎ সম্মত মিতি দ্বিতীয়ং মনন মাহ সুহৃৎপ্রাপ্তি রিতি, ন্যায়েন হি স্বয়ং পরী-ক্ষিতমপার্থং ন শ্রদ্দধতে, ন যাবৎ গুরু-শিষ্য-সব্রহ্মচারিভিঃ সহ সংবাদ্যতে, অতঃ সুহৃদাং গুরু-শিষ্য-সব্রহ্মচারিণাং সংবাদকানাং প্রাপ্তিঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ, সা সিদ্ধিশ্চতুর্থীরম্যক মুচ্যতে। দানঞ্চ শুদ্ধি র্বিবেকজ্ঞানস্য, দৈপ্ শোধনে ইত্যস্মাদ্ধাতো র্দান-পদ-ব্যুৎপত্তেঃ, যথাহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ "বিবেক-খ্যাতিরবিপ্লবা দুঃখত্রয়স্য হানোপায়" ইতি, অবিপ্লবঃ শুদ্ধিঃ, সা চ সবাসন-সংশয়-বিপর্য্যাসানাং পরিহারেণ বিবেকসাক্ষাৎ-কারস্য স্বচ্ছপ্রবাহেঽবস্থানং, সা চ ন বিনা দরনৈরন্তর্য্য-দীর্ঘকাল-সেবিতাভ্যাস-পরিপাকাস্তবতীতি দানেন বিবেকখ্যাত্যা কার্য্যেণ অভ্যাসঃ সোঽপি সংগৃহীতঃ। সেয়ং পঞ্চমী সিদ্ধিঃ সদামুদিত মুচ্যতে। তিস্রশ্চ মুখ্যাঃ সিদ্ধয়ঃ প্রমোদ-মুদিতমোদমানা ইত্যষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ।

অন্যেত্বাচক্ষতে, - উপদেশাদ্বিনা প্রাগ্ভবীয়াভ্যাস-বশাৎ তত্ত্বস্য স্বয় মূহনং যৎ সা সিদ্ধিরূহঃ। যস্য সাংখ্যশাস্ত্র-পাঠ মন্যদীয়মাকর্ণ্য তত্ত্বজ্ঞান মুৎপদ্যতে সা সিদ্ধিঃ শব্দঃ, শব্দপাঠাদনন্তরং ভাবাৎ। যস্য শিষ্যাচার্য্য-সম্বন্ধেন সাংখ্যশাস্ত্রং গ্রন্থতোঽর্থতশ্চাধীত্য জ্ঞান মুৎপদ্যতে, সাঽধ্যয়ন-হেতুকা সিদ্ধিরধ্যয়নং। সুহৃৎপ্রাপ্তিরিতি, যস্যাধিগত-তত্ত্বং সুহৃদং প্রাপ্য জ্ঞান মুৎপদ্যতে, সা জ্ঞান-লক্ষণা সিদ্ধি স্তস্য সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ। দানঞ্চ সিদ্ধি-হেতুঃ, ধনাদি-দানাদিনারাধিতো জ্ঞানী জ্ঞানং প্রয়চ্ছতি। অস্য চ যুক্তাযুক্তত্বে সূরিভি রেবাবগন্তব্যে ইতি কৃতং পরদোষোদ্ভাবনেন নঃ সিদ্ধান্তমাত্র-ব্যাখ্যান-প্রবৃত্তানা মিতি।

সিদ্ধি-তুষ্টি-বিপর্য্যয়েণা শক্তি বুদ্ধিবধঃ সপ্তদশধা দ্রষ্টব্যঃ। অত্র প্রত্যয়সর্গে সিদ্ধিরুপাদেয়েতি প্রসিদ্ধমেব, তন্নিবারণ-হেতবস্তু বিপর্য্যয়া-শক্তি-তুষ্টয়ো হেয়া ইত্যাহ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশ স্ত্রিবিধঃ, পূর্ব্ব ইতি বিপর্য্যয়া-শক্তি-তুষ্টীঃ পরামৃশতি,তাঃসিদ্ধি-করণানামঙ্কুশো নিবারকত্বাৎ, অতঃ সিদ্ধি-পরিপন্থিত্বাৎ বিপর্য্যয়াশক্তি-তুষ্টয়ো হেয়া ইত্যর্থঃ অঙ্কুশ ইবেতি ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ ॥ বিনাশ্য দুঃখ তিন প্রকার বলিয়া উহার উচ্ছেদ তিন প্রকার, দুঃখের উচ্ছেদ তিনটী মুখ্য প্রয়োজন, ইহারই সাধন বলিয়া অপর (অধ্যয়নাদি) পাঁচটী সিদ্ধি অর্থাৎ প্রয়োজন গৌণ। সিদ্ধি সকল কার্য্য-কারণ-রূপে নির্দ্দিষ্ট। উহাদিগের মধ্যে অধ্যয়ন নামক প্রথম সিদ্ধিটী কেবল কারণ (কার্য্য-নহে)। মুখ্য সিদ্ধি তিনটী অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখাভাব কেবল কার্য্য (কারণ নহে)। বিধান অনুসারে (যে ভাবে বেদপাঠের নিয়ম আছে) গুরুর মুখ হইতে অধ্যাত্মশাস্ত্র উপনিষৎ প্রভৃতির কেবল বর্ণ সকলের গ্রহণকে অধ্যয়ন বলে এই প্রথম সিদ্ধিটীর নাম তার। উহার কার্য্য শব্দ, এ স্থলে "শব্দ" এই পদটী শব্দকৃত অর্থ জ্ঞানকে বুঝাইতেছে কার্য্যে (অর্থজ্ঞানে) কারণের (শব্দের) উপচার অর্থাৎ লক্ষণা দ্বারা প্রয়োগ করিয়া ওরূপ হইয়াছে। উক্ত দ্বিতীয় সিদ্ধিটীকে সুতার বলে। পাঠ (বর্ণজ্ঞান) ও অর্থবোধরূপে শ্রবণ এই দুই প্রকার। উহ শব্দের অর্থ তর্ক অর্থাৎ শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ যুক্তি দ্বারা শাস্ত্রীয়ার্থের নির্ণয় (পরীক্ষণ) করা, পরীক্ষা শব্দে সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিয়া সিদ্ধান্ত পক্ষের ব্যবস্থা করা বুঝায়, শাস্ত্রকারগণ ইহাকে মনন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৃতীয় এই সিদ্ধিটীকে তারতার বলে। সুহৃৎ অর্থাৎ সমপাঠীগণের সম্মতি না হওয়া পর্য্যন্ত স্বকীয় মননটী মননই নহে, এই নিমিত্ত সুহৃৎপ্রাপ্তি শব্দের দ্বারা দ্বিতীয় মনন বলিতেছেন, পদার্থ সকল যুক্তি দ্বারা স্বয়ং নিশ্চয় করিলেও উহাতে বিশ্বাস হয় না, যে কাল পর্য্যন্ত গুরু-শিষ্য ও সতীর্থগণের সহিত সম্বাদ অর্থাৎ তত্ত্ব নির্ণয়ের নিমিত্ত সম্যক্ বিচার আলাপ না হয়, এই নিমিত্ত সুহৃৎ অর্থাৎ গুরু, শিষ্য ও সতীর্থগণ রূপ সংবাদক (যাঁহারা একত্র হইয়া তত্ত্বনির্ণয় করে) সকলের প্রাপ্তিকে সুহৃৎপ্রাপ্তি বলে, চতুর্থ ঐ সিদ্ধিটীকে রম্যক বলে। দান শব্দে বিবেকখ্যাতির শুদ্ধি বলে, কারণ, শোধন অর্থে দৈপ্ ধাতু হইতে

দাম পদের নিষ্পত্তি হইয়াছে। ভগবান্ পতঞ্জলি এইরূপ বলিয়াছেন, বিপ্লব-রহিত অর্থাৎ মিথ্যা-জ্ঞান-সংস্কার-শূন্য বিবেকখ্যাতি দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত উচ্ছেদের কারণ, অবিপ্লব (বিপ্লবের অশুদ্ধির অভাব) শব্দের অর্থ শুদ্ধি, সংস্কারের সহিত সংশয় ও মিথ্যাজ্ঞানের পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল প্রবাহ (মিথ্যাজ্ঞানাদির গন্ধও না থাকে এরূপে) বিবেক সাক্ষাৎকারের অবস্থানকে উক্ত শুদ্ধি বলা যায়, আদর সহকারে নিরন্তর ভাবে দীর্ঘকাল অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন) করিলে উক্ত অভ্যাসের পরিপাক অর্থাৎ ভিত্তি দৃঢ় হয়, এইরূপ হইলেই প্রদর্শিত শুদ্ধি হইতে পারে বলিয়া দানপদের দ্বারা উক্ত বিবেকখ্যাতিরূপ কার্য্য দ্বারা কারণভাবে পূর্ব্বোক্ত অভ্যাসকেও লওয়া হইয়াছে, (অভ্যাস না হইলে পরিশুদ্ধ বিবেকখ্যাতি হয় না) পঞ্চম এই সিদ্ধিটীকে সদামুদিত বলে। মুখ্য সিদ্ধি তিনটীকে প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান বলে, অতএব (গৌণ ও মুখ্য মিলিত হইয়া) সিদ্ধি আট প্রকার হইল।

অপর ব্যাখ্যাকার (গৌড়পাদ) বলেন—উপদেশ ব্যতিরেকে পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস বশতঃ আপনা হইতেই যে উহন (তর্ক-বিতর্করূপ মনন) হয়, তাহাকে উহ নামক সিদ্ধি বলে। অপরে সাংখ্যশাস্ত্র পাঠ করিতেছে শুনিয়া যাহার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার উক্ত সিদ্ধিকে (তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তিকে) শব্দ বলে, কেন না, উক্ত সিদ্ধিটী শব্দ পাঠের অনন্তর জন্মিয়াছে। গুরু-শিষ্য-ভাবে সাংখ্যশাস্ত্রকে গ্রন্থরূপে (অক্ষর গ্রহণরূপে) ও অর্থবোধকরূপে অধ্যয়ন করিয়া যাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, অধ্যয়ন হইতে উৎপন্ন তাহার ঐ সিদ্ধিটীকে অধ্যয়ন বলে। সুহৃৎপ্রাপ্তি শব্দের অর্থ এইরূপ,—তত্ত্বের বোধ যাঁহার জন্মিয়াছে এরূপ সুহৃৎকে পাইয়া যাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, জ্ঞানরূপ উক্ত সিদ্ধিকে সুহৃৎপ্রাপ্তি বলে। দানও সিদ্ধির কারণ হইয়া থাকে, কেন না, জ্ঞানী ব্যক্তি ধনাদি দ্বারা সেবিত হইয়া জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন। এইরূপ ব্যাখ্যান সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা পণ্ডিতগণই বিচার করিবেন, আমরা কেবল সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি, পরের দোষ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের কোন ফল নাই

সিদ্ধি ও তুষ্টির বিপরীত বুদ্ধি-বধ-রূপ অশক্তি সপ্তদশ প্রকার জানা উচিত। বুদ্ধির কার্য্য বিপর্য্যয়াদির মধ্যে সিদ্ধিকে পাইতে চেষ্টা করিবে এ কথা সর্ব্বজন-বিদিত। সিদ্ধির প্রতিবন্ধক বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি এই তিনটীকে পরিত্যাগ

করিবে, এই কথা বলিতেছেন,—সিদ্ধির পূর্ব্ব তিনটী অঙ্কুশ অর্থাৎ নিবারক। পূর্ব্ব এই শব্দ দ্বারা বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টির উপস্থিতি (পরামর্শ) করা হইয়াছে। উহারা সিদ্ধির উপায়ের প্রতিবন্ধক বলিয়া অঙ্কুশ। অতএব সিদ্ধির প্রতিকূল বিধায় বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, অঙ্কুশের ন্যায় বলায় ইহাই সূচিত হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

মন্তব্য ॥ স্বতঃই যাহাকে পাইতে ইচ্ছা হয় (অন্যকে পাইবার নিমিত্ত নহে) তাহাকে মুখ্য প্রয়োজন বলে, "অন্যেচ্ছাঽনধীনেচ্ছা-বিষয়ত্বং মুখ্য প্রয়োজনত্বং" সুখ ও দুঃখাভাবই মুখ্য প্রয়োজন। অন্যকে পাইবার নিমিত্ত যাহাকে পাইতে ইচ্ছা হয় তাহাকে গৌণ প্রয়োজন বলে, 'অন্যেচ্ছাঽধীনেচ্ছা-বিষয়ত্বং গৌণ-প্রয়োজনত্বং' ধনাদি গৌণ প্রয়োজন, উহা দ্বারা সুখ বা দুঃখাভাব হইয়া থাকে। কারিকায় প্রদর্শিত অষ্টবিধ সিদ্ধির মধ্যে দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক উচ্ছেদরূপ মোক্ষই মুখ্য প্রয়োজন, অধ্যয়নাদি উহারই কারণ বলিয়া গৌণ প্রয়োজন (সিদ্ধি) পদ বাচ্য হয়। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মজ্ঞানের উপায়রূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের উল্লেখ আছে। আচার্য্যের মুখ হইতে উপনিষদাদি অধ্যাত্মশাস্ত্রের অক্ষর সমুদায় শ্রবণ করিয়া উপক্রমাদি লিঙ্গ দ্বারা উহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করাকে শ্রবণ বলে। কূটতর্ক না করিয়া অনুকূল তর্কের দ্বারা শাস্ত্রীয় বিষয়ের নিরূপণকে মনন বলে, একাকী তর্ক-বিতর্ক না করিয়া অপরাপর সহপাঠীদিগের সহিত একত্রে বিচার করিলে নির্ণয় করার সুবিধা হয়, কিন্তু ওরূপ স্থলে জিগীষা পরবশ হইয়া বিচার করিবে না, যাহাতে তত্ত্বনির্ণয় হয়, পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া সেরূপ করা কর্ত্তব্য। কারিকায় অধ্যয়ন ও শব্দ পদদ্বয় দ্বারা শ্রবণের এবং উহ ও সুহৃৎপ্রাপ্তি পদদ্বয় দ্বারা মননের উল্লেখ হইয়াছে। বিবেক-খ্যাতির স্বচ্ছপ্রবাহে অবস্থানরূপ শুদ্ধির বাচক দানপদ (শোধনার্থে দৈপ্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অনট্ প্রত্যয়) দ্বারা নিদিধ্যাসনেরই সূচনা করা হইয়াছে। বাচস্পতি-কৃত ব্যাখ্যাই প্রদর্শিত শ্রুতিসঙ্গত, অপরের ব্যাখ্যা শ্রুতিসঙ্গত নহে, বিশেষতঃ প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থের দ্বারা বশীভূত হয়েন এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। 'প্রাচীন ব্যাখ্যাকারের কথা অসঙ্গত', এরূপ না বলিয়া বাচস্পতি-মিশ্র প্রকারান্তরে সেই কথাই বলিয়াছেন।

সিদ্ধির বিপরীত অশক্তি, সিদ্ধিকে "তার" ইত্যাদি বলা হইয়াছে, উহার

বিপরীত "অতার" ইত্যাদি অশক্তির সংজ্ঞা। এইরূপ তুষ্টির সংজ্ঞা "অন্ত" ইত্যাদি, উহার বিপরীত 'অনন্তঃ' ইত্যাদি অশক্তির সংজ্ঞা বুঝিতে হইবে। অঙ্কুশের দ্বারা নিবারিত হয় বলিয়া হস্তী যেমন স্বকীয় বিহারস্থান প্রমোদ-কাননে সঞ্চরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ বিপর্য্যয়াদি দ্বারা নিবারিত হয় বলিয়া চিত্ত শান্তিমার্গে অগ্রসর হইতে পারে না, অতএব বিপর্য্যয়াদিকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, সেরূপ চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৫১ ॥

কৌমুদী ॥ স্যাদেতৎ, পুরুষার্থ-প্রযুক্তা সৃষ্টিঃ, স চ পুরুষার্থঃ প্রত্যয়সর্গাদ্বা তন্মাত্রসর্গাদ্বা সিধ্যতীতি কৃতমুভয়সর্গেণেত্যত আহ।

অনুবাদ ॥ যে হউক, পুরুষার্থ (ভোগ) বশতঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে, উক্ত পুরুষার্থ বুদ্ধির কার্য্য (ধর্ম্মাদি) দ্বারা অথবা তন্মাত্রের কার্য্য (শরীর, ভোগ্য) দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে, উভয়বিধ সৃষ্টির আবশ্যক কি ? এইরূপে প্রশ্নে বলিতেছেন।

কারিকা ॥

ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্য স্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

ব্যাখ্যা ॥ ভাবৈ বিনা লিঙ্গং ন (বুদ্ধিসর্গ মন্তরেণ তন্মাত্র-সর্গঃ ন স্যাদিত্যর্থঃ) লিঙ্গেন বিনা ন ভাব-নির্বৃত্তিঃ (তন্মাত্রসর্গং বিনা ভাবানাং ধর্ম্মাদীনাং ন নির্বৃত্তিঃ ন নিষ্পত্তিঃ) তস্মাৎ লিঙ্গাখ্যঃ ভাবাখ্যঃ দ্বিবিধঃ সর্গঃ প্রবর্ত্ততে (পূর্ব্বোক্ত-কারণাৎ ভোগ্য-শরীরয়োঃ ধর্ম্মাদীনাঞ্চ উৎপত্তি র্ভবতি)।। ৫২ ॥

তাৎপর্য্য। ধর্ম্মাদি-ব্যতিরেকে তন্মাত্রসর্গ শরীর ও ভোগ্যজাত হয় না, তন্মাত্র সর্গ ব্যতিরেকে ধর্ম্মাদির উৎপত্তি হইতে পারে না, এই নিমিত্ত লিঙ্গসংজ্ঞক তন্মাত্র সর্গ ও ভাবসংজ্ঞক ধর্ম্মাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে ।। ৫২ ॥

কৌমুদী ॥ লিঙ্গমিতি তন্মাত্র-সর্গমুপলক্ষয়তি। ভাবৈরিতি চ প্রত্যয়-সর্গং। এতদুক্তং ভবতি, তন্মাত্র-সর্গস্য পুরুষার্থ-সাধনত্বং স্বরূপঞ্চ ন প্রত্যয়সর্গাদ্বিনা ভবতি। এবং প্রত্যয়সর্গস্য স্বরূপং পুরুষার্থ সাধনত্বঞ্চ ন তন্মাত্র সর্গাদৃতে ইত্যুভয়থা সর্গ-প্রবৃত্তিঃ। ভোগঃ পুরুষার্থঃ ন ভোগ্যান্ শব্দাদীন্ ভোগায়তনঞ্চ শরীরদ্বয় মন্তরেণ সম্ভবতীতি উপপন্ন স্তন্মাত্রসর্গঃ। এবং স এব ভোগো ভোগসাধ-

নানীন্দ্রিয়াণি চান্তঃকরণানি চান্তরেণ ন সম্ভবতি, ন চ তানি ধর্ম্মাদীন্ ভাবান্ বিনা সম্ভবন্তি, ন চাপবর্গ-হেতু বিবেকখ্যাতিরুভয় সর্গং বিনা ইত্যুপপন্ন উভয়বিধঃ সর্গঃ। অনাদিত্বাচ্চ বীজাঙ্কুরবন্নান্যোঽন্যাশ্রয়-দোষমাবহতি। কল্পাদা বপি প্রাচীন-কল্পোৎপন্ন-ভাব-লিঙ্গ-সংস্কার-বশাদ্ ভাব-লিঙ্গয়ো রুৎপত্তি র্নানুপপন্নেতি সর্ব্ব মবদাতম্॥ ৫২॥

অনুবাদ॥ কারিকার লিঙ্গ শব্দে তন্মাত্রসর্গ অর্থাৎ শব্দাদি ভোগ্য ও শরীরদ্বয়কে বুঝাইয়াছে। ভাব শব্দে বুদ্ধির সর্গ সমস্তই বুঝাইয়াছে। এই কথা বলা যাইতেছে,—তন্মাত্রসর্গের ভোগরূপ পুরুষার্থ সিদ্ধি। করা কিম্বা স্বরূপকে (নিজেকে) লাভ করা বুদ্ধি সর্গ ব্যতিরেকে কিছুই সম্ভব হয় না। এইরূপ বুদ্ধি সর্গের স্বরূপ-লাভ কিম্বা পুরুষার্থ সিদ্ধি করা তন্মাত্র-সর্গ ব্যতিরেকে কিছুই সম্ভব হয় না, এই নিমিত্তই উভয়বিধ সৃষ্টি হইয়া থাকে। শব্দাদির উপভোগরূপ পুরুষার্থ শব্দাদি উপভোগ্য ও শরীরদ্বয় রূপ-ভোগের আয়তন (অবচ্ছেদ, আধার) ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না বলিয়া তন্মাত্র-সর্গের আবশ্যক। এইরূপ, উক্ত ভোগই শরীর, ভোগের উপায় ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ ধর্ম্মাদিভাব ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, মুক্তির কারণ বিবেক-জ্ঞান উভয় সর্গ ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না বলিয়া উভয় প্রকার সৃষ্টি যুক্তিযুক্ত। বীজ ও অঙ্কুরের প্রবাহের ন্যায় সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি বলিয়া অন্যোঽন্যাশ্রয় দোষ হইবে না। কল্পের আদিতে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পরও পূর্ব্বকল্পে উৎপন্ন ধর্ম্মাদি-ভাব, লিঙ্গ ও সংস্কার বশতঃ ভাব ও লিঙ্গের উৎপত্তি অসঙ্গত নহে, অতএব সমস্তই নির্দ্দোষ। ৫২॥

মন্তব্য॥ শব্দাদির অনুভবকেই ভোগ বলে। পুরুষ সর্ব্বব্যাপক হইলেও বুদ্ধির সম্পর্ক ব্যতিরেকে উহার শব্দাদি-বিষয় বোধ হয় না, বুদ্ধি লিঙ্গশরীরের অংশ-বিশেষ, লিঙ্গ-শরীর স্থূলশরীরেই থাকে, স্থূলশরীরের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে, কোন জ্ঞানই হইতে পারে না, এই নিমিত্তই শরীরকে ভোগের আয়তন অর্থাৎ অবচ্ছেদ বলা যায়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বশতঃ শব্দাদি-বিষয়ের জ্ঞান-জন্য সুখ-দুঃখের সাক্ষাৎকার হয়, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ ব্যতিরেকে শব্দাদির জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব ভোগের প্রতি শরীর-ইন্দ্রিয়, শব্দাদি-বিষয় ও ধর্ম্ম-ধর্ম্মাদি সমস্তেরই আবশ্যকতা।

ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্টবশতঃ স্থূলশরীর লাভ হয়, স্থূলশরীরে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া দ্বারা অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, এইরূপে অদৃষ্ট ও শরীর পরস্পর কার্য্যকারণ বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা হয়, কিন্তু কোন একটী শরীর বা অদৃষ্ট ইহারা পরস্পর কার্য্য কারণ হয় না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অদৃষ্ট হইতে শরীর ও পূর্ব্বপূর্ব্ব শরীর হইতে অদৃষ্টের উৎপত্তি হয়। সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি, সুতরাং প্রথমটী কিরূপে হইয়াছে এরূপ আশঙ্কাই হইবে না ।। ৫২ ।।

কৌমুদী ।। বিভক্তঃ প্রত্যয়-সর্গঃ, ভূতাদি সর্গং বিভজতে।

অনুবাদ ।। প্রত্যয়ের সর্গ অর্থাৎ বুদ্ধির কার্য্য বিভাগ করা হইয়াছে, ভূতাদির সর্গ শরীরাদিকে বিভাগ করিতেছেন।

কারিকা ।।
অষ্টবিকল্পো দৈব স্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্য শ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ ।। ৫৩ ।।

ব্যাখ্যা ।। দৈবঃ অষ্ট-বিকল্পঃ (দেব-যোনৌ ভবঃ অষ্ট-প্রকারো ভবতি) তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি (তির্য্যগ্‌যোনৌ ভবঃ পঞ্চ-প্রকারঃ স্যাৎ) মানুষ্যঃ চ একবিধঃ মনুষ্য-যোনৌ ভবঃ এক-প্রকারঃ) সমাসতঃ ভৌতিকঃ সর্গঃ (ভূত-বিকারঃ সংক্ষেপতঃ উক্ত-রূপেণ চতুর্দ্দশ-প্রকারঃ ভবতীত্যর্থঃ) ।। ৫৩।

তাৎপর্য্য ।। দেবযোনি আট প্রকার, তির্য্যগ্‌যোনি পশু পক্ষ্যাদি পঞ্চ প্রকার, মনুষ্যযোনি এক প্রকার। সংক্ষেপরূপে ভৌতিক সৃষ্টি বলা হইল ।। ৫৩।

কৌমুদী ।। ব্রাহ্মঃ, প্রাজাপত্যঃ, ঐন্দ্রঃ, পৈত্রঃ, গান্ধর্ব্বঃ, যাক্ষঃ, রাক্ষসঃ, পৈশাচঃ ইত্যষ্টবিধো দৈবঃ সর্গঃ। তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি পশু-মৃগ-পক্ষি-সরীসৃপ-স্থাবরাঃ। মনুষ্য শ্চৈক-বিধঃ, ব্রাহ্মণত্বাদ্যবান্তর-ভেদা বিবক্ষয়া সংস্থানস্য চতুর্ষ্বপি বর্ণেষ্ববিশেষাদিতি, সমাসতঃ সংক্ষেপতঃ স ভৌতিকঃ সর্গঃ। ঘটাদয় স্তু শরীরত্বেঽপি স্থাবরা এবেতি।

অনুবাদ। ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার দেবযোনি। তির্য্যগ্‌-যোনি পাঁচ প্রকার :-পশু, মৃগ, পক্ষী,

সর্প ও স্থাবর ॥ ব্রাহ্মণাদি চারি প্রকার বর্ণের আকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি অবান্তর ভেদের বিবক্ষা না করায় মনুষ্য-যোনি এক প্রকার। পূর্ব্বোক্তরূপে সংক্ষেপতঃ ভৌতিক অর্থাৎ ভূতের বিকার বলা হইল। ঘটাদির শরীর না থাকিলেও উহারা স্থাবর বলিয়াই গণ্য হইবে ॥ ৫৩ ॥

মন্তব্য ॥ দেবতার অংশে উৎপন্ন বলিয়া দেবযোনি বলে। জন, তপঃ ও সত্য এই সর্ব্বোচ্চ তিনটী লোককে ব্রাহ্মলোক বলে, উক্ত লোক-বাসী দেবগণের নাম ব্রাহ্ম। মহঃ লোকবাসী দেবগণকে প্রাজাপত্য বলে। স্বর্লোকবাসী দেবগণের নাম ঐন্দ্র। পিতৃলোকও একটী স্বর্গবিশেষ "কর্ম্মণা" পিতৃলোকঃ।" কোন কোন স্থলে পৈত্রপদের পরিবর্ত্তে সৌম্যপদের উল্লেখ দেখা যায়, অর্থাৎ পিতৃলোকের স্থানে চন্দ্রলোকের উল্লেখ আছে। দেবগণ মনুষ্য অপেক্ষা উন্নত জীব, উহাদের স্বভাবসিদ্ধ কতকগুলি শক্তি আছে। কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যেরাও দেব হইতে পারে।

"লোমবল্লাঙ্গু বলত্বং পশুত্বং" লোমযুক্ত লাঙ্গুল যাহাদের আছে তাহাদিগকে পশু বলে, এইরূপ পশুর লক্ষণ করায় ইন্দুর প্রভৃতিকে পশু বলা যায় না, পশু ও মৃগ পদ দ্বারা দুই প্রকারে পশু জাতিকে বিভাগ করা হইয়াছে, নতুবা পশু ও মৃগপদ উভয়ই পশু সামান্যের বাচক, সুতরাং পুনরুক্তি হইয়া উঠে। ফল কথা, দেব ও মনুষ্য ভিন্ন সমস্ত প্রাণীই তির্য্যগ্-যোনির মধ্যে, কেবল পশু পক্ষী নহে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিতান্ত নীচ জাতীর শরীরের অবয়বের কোন ভেদ নাই, মানসিক শক্তির ভেদেই ব্রাহ্মণাদি বিভাগ হইয়াছে, সত্ত্ব-গুণের আধিক্যে ব্রাহ্মণ, রজোগুণের আধিক্যে ক্ষত্রিয় ইত্যাদি, এই নিমিত্তই মনুতে "গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ," গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণাদির বিভাগ উক্ত আছে।

"চেষ্টাবদন্ত্যাবয়বিত্বং শরীরত্বং" চেষ্টাযুক্ত যে অন্ত্য-অবয়বী তাহাকে শরীর বলে, যেটী অন্যের অবয়ব না হইয়া অবয়বী হয়, তাহাকে অন্ত্যাবয়বী বলে। ঘটাদি অন্ত্য-অবয়বী হইলেও উহার চেষ্টা নাই। আপনা হইতে যাহার ক্রিয়া হয় না, তাহাকে স্থাবর অর্থাৎ স্থিতিশীল বলে। শরীরাতিরিক্ত সমস্ত ভৌতিকই স্থাবর-পদ-বাচ্য। বৃক্ষাদিতে জীব আছে এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

কৌমুদী ॥ ভৌতিকস্যাস্য সর্গস্য চৈতন্যোৎকর্ষ-নিকর্ষ-তারতম্যাভ্যামূর্দ্ধাধো-মধ্যভাবেন ত্রৈবিধ্যমাহ।

অনুবাদ ॥ উল্লিখিত ভৌতিক-সর্গের জ্ঞানশক্তির আধিক্য ও ন্যূনতা বশতঃ ঊর্দ্ধ অধঃ ও মধ্যরূপে তিন প্রকার বলিতেছেন।

কারিকা ॥
ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমো-বিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজো-বিশালো ব্রহ্মাদি স্তম্ব-পর্য্যন্তঃ ॥ ৫৪ ॥

ব্যাখ্যা ॥ ঊর্দ্ধং (উচ্চৈঃ স্বরাদি-সত্যপর্য্যন্তঃ লোকঃ) সত্ত্ব-বিশালঃ (সত্ত্ব বহুলঃ আধিক্যেন জ্ঞান-সুখাদিযুক্তঃ) মূলতঃ সর্গঃ (নীচৈঃ পশ্বাদি-স্থাবর-পর্য্যন্তঃ) তমো-বিশালঃ (অজ্ঞান-বহুলঃ) মধ্যে (ভূলোকঃ) রজোবিশালঃ (প্রবৃত্তি-স্বভাবঃ, কার্য্যব্যগ্রঃ) ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্য্যন্তঃ (হিরণ্যগর্ভাদি-ক্ষুদ্রতৃণান্তঃ সংক্ষেপতঃ লোকসংগ্রহঃ ইত্যর্থঃ)। ৫৪ ॥

তাৎপর্য্য ॥ স্বর্, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য লোকবাসী জীবগণ সত্ত্বহুল অর্থাৎ উহাদের অধিক পরিমাণে জ্ঞান সুখাদি আছে। পশু হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত নীচ প্রাণীর অধিক পরিমাণে অজ্ঞানাদি আছে। মধ্যবর্ত্তী ভূলোকবাসী মনুষ্যগণ রজোবহুল অর্থাৎ সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যগ্র। হিরণ্যগর্ভ হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত প্রাণীর সমষ্টি বুঝিতে হইবে ॥ ৫৪ ॥

কৌমুদী ॥ ঊর্দ্ধং সত্ত্ব-বিশালঃ, দ্যু-প্রভৃতি-সত্যান্তো লোকঃ সত্ত্ব-বহুলঃ। তমো-বিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ, পশ্বাদিঃ স্থাবরান্তঃ, সোঽয়ং মোহময়ত্বাত্তমো-বহুলঃ। ভূর্লোকস্তু সপ্তদ্বীপ-সমুদ্র-সন্নিবেশো মধ্যে রজো-বিশালঃ, ধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠানপরত্বাদ্দুঃখবহুলত্বাচ্চ। তাং ইমাং লোকসংস্থিতিং সংক্ষিপতি ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্য্যন্তঃ, স্তম্বগ্রহণেন বৃক্ষাদয়ঃ সংগৃহীতাঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ ॥ দ্যুলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত উন্নত জীবগণ (দেবগণ) সত্ত্বাধিক। অতি নীচ পশু হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত লোক সকল তমো-বহুল, উহাদের মোহাধিক্য বশতঃ তমো-বহুল বলে। সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র গঠিত মধ্যবর্ত্তী ভূলোক (ভূলোকস্থ প্রাণী, মনুষ্য) রজোবহুল, কেন না, উহারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর, এবং উহাদের অধিক পরিমাণে দুঃখ

(রজের ধর্ম্ম) আছে। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত এই কথা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত লোকসংগ্রহ সংক্ষেপরূপে বলা হইয়াছে। স্তম্ব শব্দের উল্লেখ থাকায় বৃক্ষাদির সংগ্রহ বুঝিতে হইবে ॥ ৫৪ ॥

মন্তব্য ॥ পাতঞ্জল-দর্শনের বিভূতিপাদের "ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ" ২৬ সূত্রে লোকসংস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ আছে। প্রাণী সকলের মধ্যে জ্ঞান ও সুখ দ্বারা সত্ত্বগুণের, প্রবৃত্তি ও দুঃখ দ্বারা রজোগুণের এবং মোহ দ্বারা তমোগুণের অনুসন্ধান করা উচিত। এ স্থলে ব্রহ্ম শব্দে হিরণ্যগর্ভ রূপ প্রথম জীব বুঝাইবে, ঈশ্বর কোটির ব্রহ্মা নহে ॥ ৫৪ ॥

কৌমুদী ॥ তদেবং সর্গং দর্শয়িত্বা তস্যাপবর্গ-সাধন বৈরাগ্যো-পযোগিনীং দুঃখরূপতা মাহ।

অনুবাদ ॥ পূর্ব্বোক্তরূপে সৃষ্টির বিবরণ করিয়া উহা (সংসার) দুঃখরূপ তাহা বলিতেছেন, কেন না, সংসার দুঃখময় জানিলে উহাতে বৈরাগ্য হয়, বৈরাগ্য মোক্ষের কারণ।

কারিকা ॥ তত্র জরা-মরণ-কৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যা-বিনিবৃত্তে স্তস্মা-দ্দুঃখং স্বভাবেন ॥ ৫৫ ॥

ব্যাখ্যা ॥ তত্র (পূর্ব্বোক্তে স্থূলশরীরাদৌ) চেতনঃ পুরুষঃ (চৈতন্যবান আত্মা) লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেঃ (লিঙ্গশরীরস্য পুরুষাদ্ভেদা-গ্রহাৎ) জরা-মরণ-কৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি (বার্দ্ধক্য-মৃত্যু-জনিতং ক্লেশমধিগচ্ছতি) তস্মাদ্ দুঃখং স্বভাবেন (পূর্ব্বোক্তকারণাৎ স্বভাবসিদ্ধ মেব দুঃখং, যাবন্মোক্ষং দুঃখানিবৃত্তিরিতি-ভাবঃ) ॥ ৫৫ ॥

তাৎপর্য্য ॥ চেতন পুরুষ অর্থাৎ আত্মা পূর্ব্বোক্ত শরীরাদিতে বার্দ্ধক্য ও মরণ-নিবন্ধ দুঃখ অনুভব করে, কেন না, লিঙ্গশরীর অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির সহিত উহার ভেদজ্ঞান থাকে না, অতএব দুঃখটী স্বভাবসিদ্ধ অর্থাৎ সংসারদশাতে দুঃখ ভোগ অপরিহার্য্য ॥ ৫৫ ॥

কৌমুদী ॥ তত্র শরীরাদৌ, যদ্যপি বিবিধা বিচিত্রানন্দ-ভোগ-ভাগিনঃ প্রাণভৃদ্ভেদাস্তথাপি সর্ব্বেষাং জরা-মরণ-কৃতং দুঃখমবিশিষ্টং,

সর্ব্বস্য খলু ক্রমে রপি মরণ ত্রাসো "মা ন ভূবং ভূয়াস" মিত্যেব-মাত্মকোঽস্তি, দুঃখঞ্চ ভয়হেতু রিতি মরণং দুঃখং। স্যাদেতৎ, দুঃখাদয়ঃ প্রাকৃতা বুদ্ধিগুণা স্তৎ কথমেতে চেতন-সম্বন্ধিনো ভবন্তীত্যত আহ পুরুষ ইতি, পুরি লিঙ্গে শেতে ইতি পুরুষঃ, লিঙ্গঞ্চ তৎসম্বন্ধীতি চেতনাঽপি তৎসম্বন্ধী ভবতীত্যর্থঃ। কুতঃ পুন র্লিঙ্গসম্বন্ধি দুঃখং পুরুষস্য চেতনস্যেত্যত আহ লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেঃ পুরুষাদ্ভেদাগ্রহাল্লিঙ্গ-ধর্ম্মা নাত্মন্যধ্যবস্যতি পুরুষঃ। অথবা দুঃখপ্রাপ্তা ববধি রাঙাঽ নেন কথ্যতে, লিঙ্গং যাবন্ন নিবর্ত্ততে তাবদিতি ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ ॥ পূর্ব্বোক্ত শরীরাদিতে, যদিচ নানাপ্রকার বিচিত্র সুখভোগী জীব আছে দেখা যায়, তাহা হইলেও জরা ও মরণ জন্য দুঃখ সকলেরই সমান। কৃমি পর্য্যন্ত সকল প্রাণীরই 'আমি যেন না থাকি এরূপ না হয়, কিন্তু চিরকালই যেন থাকি," এই প্রকার মৃত্যুভয় আছে। দুঃখদায়ক বিষয় হইতে ভয় হয়, মরণ হইতে ভয় হয়, অতএব মরণ দুঃখকর। যাহা হউক, দুঃখাদি প্রকৃতির পরিণাম, উহারা বুদ্ধির গুণ, তবে কিরূপে ইহারা পুরুষের হইবে? এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—লিঙ্গ-শরীররূপ পুরে শয়ন করে বলিয়া আত্মাকে পুরুষ বলে, লিঙ্গশরীরে দুঃখাদির সম্বন্ধ আছে, এজন্য চেতন আত্মাও দুঃখাদির সম্বন্ধী হইয়া থাকে, এইরূপ তাৎপর্য্য। লিঙ্গশরীর বৃত্তি দুঃখ কি হেতু পুরুষের হয়? এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন,—লিঙ্গশরীরের বিনিবৃত্তি না হওয়া বশতঃ, পুরুষ হইতে লিঙ্গশরীরের ভেদজ্ঞান না হওয়ায় পুরুষ আপনাতে লিঙ্গশরীরের সমস্ত ধর্ম্ম আছে বলিয়া জানে। অথবা, দুঃখপ্রাপ্তির সীমা আঙ্ উপসর্গ দ্বারা উক্ত হইতেছে, যে কাল পর্য্যন্ত লিঙ্গশরীরে নিবৃত্তি অর্থাৎ ধ্বংস না হয়, তত কাল যাবৎ পুরুষ দুঃখ ভোগ করে ॥ ৫৫ ॥

মন্তব্য ॥ রাজাধিরাজ হউন্ অথবা ধনকুবের হউন্ অন্য অন্য দুঃখ না হইলেও বৃদ্ধতা-নিবন্ধন ও মরণ-জন্য দুঃখ সকলেরই হইবে। কোন বস্তু হইতে দুঃখ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার তৎসজাতীয় পদার্থ হইতে লোকের ভয় হয়, মরণে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে বলিয়া জাতমাত্র কৃমিরও মরিতে ভয় হয়, ঐরূপ ভয় হয় বলিয়াই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অনুমান হইয়া থাকে, জাতমাত্র শিশু ইহজন্মে মরণ-ক্লেশ অনুভব করে নাই, তবে মরণে ভয় হইবার কারণ কি?

এ স্থলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে উহার পূর্ব্বজন্মে মরণ-ক্লেশ অনুভব হইয়াছে, তাই আর মরিতে চাহে না।

"লিঙ্গস্য অবিনিবৃত্তেঃ" এই প্রকার পদচ্ছেদ করিয়া লিঙ্গশরীরের পুরুষ হইতে ভেদজ্ঞান না হওয়ায় এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। "লিঙ্গস্য আ বি-নিবৃত্তেঃ" এই প্রকার পদচ্ছেদ করিয়া লিঙ্গশরীরের নিবৃত্তি পর্য্যন্ত এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। এ স্থলে আঙ্-উপসর্গ-যোগে নিবৃত্তি শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি। পূর্ব্বকল্পে হেত্বর্থে পঞ্চমী। কেবল দুঃখ বলিয়া কথা নহে, পুরুষের কোন ধর্ম্মই নাই, সমস্তই বুদ্ধির, পুরুষে আরোপ হয় মাত্র ॥ ৫৫ ॥

কৌমুদী ॥ উক্তস্য সর্গস্য কারণ বিপ্রতিপত্তী র্নিরাকরোতি।

অনুবাদ ॥ পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে কারণ-বিষয়ে বাদিগণের বিরোধ ভঞ্জন করিতেছেন।

কারিকা। ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহদাদি-বিশেষ-ভূত-পর্য্যন্তঃ।
প্রতিপুরুষ-বিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ ॥ ৫৬ ॥

ব্যাখ্যা ॥ মহদাদি-বিশেষ-ভূত-পর্য্যন্তঃ (মহদহঙ্কারৈকাদশেন্দ্রিয়-পঞ্চ-তন্মাত্র-পঞ্চস্থূলভূতানি) ইত্যেষ আরম্ভঃ (পূর্ব্বোক্তোঽয়ং সর্গঃ) প্রতিপুরুষ-বিমোক্ষার্থং (প্রত্যেকং পুরুষান্ মোচয়িতুং) স্বার্থে ইব (স্বকীয়-প্রয়োজনে ইব) পরার্থে (পর-প্রয়োজনায়) প্রকৃতি-কৃতঃ (প্রকৃত্যৈব সৃজ্যতে নত্বন্যেন) ॥ ৫৬ ॥

তাৎপর্য্য ॥ মহত্তত্ত্ব হইতে পঞ্চস্থূলভূত পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বরূপ এই কার্য্যবর্গকে স্বকীয় প্রয়োজনের ন্যায় পরের প্রয়োজন নিমিত্তে প্রত্যেক পুরুষকে মুক্ত করিবে বলিয়া প্রকৃতিই সৃষ্টি করে, অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি হইলে যেমন সেই কার্য্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত প্রকৃতি সৃষ্টি করে, যে পুরুষ মুক্ত হয়, তাহার নিমিত্ত আর সৃষ্টি করে না ॥ ৫৬ ॥

কৌমুদী ॥ আরভ্যতে ইত্যারম্ভঃ মহদাদিভূতঃ প্রকৃতৈব কৃতো নেশ্বরেণ, ন ব্রহ্মোপাদানঃ, নাপ্যকারণঃ, অকারণত্বে হ্যত্যন্ত

ভাবোঽত্যন্তাভাবো বা স্যাৎ। ন ব্রহ্মোপাদানঃ, চিতিশক্তেরপরি-ণামাৎ। নেশ্বরাধিষ্ঠিত-প্রকৃতি-কৃতঃ, নির্ব্ব্যাপারস্যাধিষ্ঠাতৃত্বা সম্ভবাৎ, নহি নির্ব্যাপার স্তক্ষা বাস্যাদ্যধিতিষ্ঠতি। নন্নু প্রকৃতিকৃত শ্চেত্তস্যা নিত্যায়াঃ প্রবৃত্তিশীলায়া অনুপরমাৎ সদৈব সর্গঃ স্যাদিতি ন কশ্চিন্মুচ্যেত ইত্যত আহ প্রতি-পুরুষ-বিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ, যথা ওদনকাম ওদনায় পাকে প্রবৃত্ত ওদনসিদ্ধৌ নিবর্ত্ততে এবং প্রত্যেকং পুরুষান্ মোচয়িতুং প্রবৃত্তা প্রকৃতি র্যং পুরুষং মোচয়তি, তং প্রতি ন পুনঃ প্রবর্ত্ততে, তদিদ মাহ স্বার্থে ইব স্বার্থে যথা তথা পরার্থে আরম্ভ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ ॥ যেটী আরব্ধ হয়, তাহাকে আরম্ভ বলে (আঙ্-পূর্ব্বক রভ ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়,) মহত্ত্বাদি-রূপ কার্য্য প্রকৃতির দ্বারাই কৃত হয়, ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট নহে। উক্ত "কার্য্যবর্গের উপাদান (সমবায়ী) কারণ ব্রহ্ম নহে, বিনা কারণে উৎপন্ন হয় এরূপও নহে, কার্য্যবর্গের কোন কারণ নাই," এরূপ বলিলে হয় সর্ব্বদাই হইতে পারে, না হয় কখনই হইতে পারে না। কার্য্যবর্গের উপাদান ব্রহ্ম (বেদান্ত-সম্মত) নহে, কেন না, চিতিশক্তির অন্যথাভাব-রূপ পরিণাম হয় না। ঈশ্বরের দ্বারা অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) প্রকৃতি হইতে হয় (পাতঞ্জল সম্মত) এরূপও নহে, কেন না, ক্রিয়াবিহীন ব্যক্তি অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না, (পাতঞ্জলমতে পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বর, উহার গুণ ক্রিয়া নাই,) স্বয়ং ক্রিয়া-রহিত হইয়া সূত্রধার প্রভৃতি কখনই কুঠারাদির পরিচালনা করিতে পারে না। ভাল। মহদাদি কার্য্যবর্গ যদি প্রকৃতি দ্বারা কৃত হয়, তবে নিত্য প্রবৃত্তি-স্বভাব প্রকৃতির বিরাম না হওয়ায় সর্ব্বদাই কার্য্যবর্গ উৎপন্ন হউক (প্রলয়ের ও মোক্ষের অসম্ভাবনা,) এরূপ হইলে কেহই মুক্ত হইতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন, "প্রত্যেক পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত স্বার্থের ন্যায় পরার্থে আরম্ভ (সর্গ কার্য্য) হয়। যেমন ওদনকামী (অন্নার্থী) ব্যক্তি ওদনের (অন্নের) পাক করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ওদন নিষ্পন্ন হইতে পাক-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক পুরুষকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রকৃতি প্রবৃত্ত হইয়া যে পুরুষকে মুক্ত করি-য়াছে, তাহার নিমিত্ত আর পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ সৃষ্টি করে না,

স্বার্থের ন্যায় কথা দ্বারা এই কথাই বলিয়াছেন, স্বার্থে যেরূপ প্রবৃত্তি হয়, পরার্থেও সেইরূপ, এই প্রকার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে ।। ৫৬ ।।

মন্তব্য ।। কার্য্যবর্গের কোন কারণ না থাকে, কাহারই অপেক্ষা না করিয়া আকস্মিক হয়, তবে কেনই বা হয় কেনই বা না হয়, কিছুরই স্থিরতা থাকে না, বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। সর্ব্বদাই হউক্ বাধক নাই। কখনই না হউক্, হওয়ার কারণ নাই, ইত্যাদি দোষ হয়। বেদান্তমতেও কেবল চিতিশক্তি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হয় না, মায়াতে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বর-ভাব ধারণ করিলে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি হয়, এ স্থলে সাংখ্যকার বলিতে পারেন, যদি অতিরিক্ত ভাবে মায়ারই স্বীকার করিতে হইল তবে আর প্রকৃতির দোষ কি? জড়ের উপাদান জড়ই হউক্, চেতনের সাহায্যের আবশ্যক হয় তাহাতে সাংখ্যের আপত্তি নাই, কেন না, সাংখ্যমতেও পুরুষের সন্নিধান বশতঃ প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হয়। কর্ত্তার ব্যাপার জন্য করণে ব্যাপার হইয়া ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সূত্রধারের হস্তের ক্রিয়া দ্বারা কুঠারে ক্রিয়া জন্মিলে ছেদন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, স্বয়ং ক্রিয়াহীন হইয়া কূটস্থ ভাব ধারণ করিলে অপরের পরিচালনা করা যায় না, ঈশ্বরকে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতারূপে স্বীকার করিলে অধিষ্ঠানের পূর্ব্বে ঈশ্বরে ক্রিয়া স্বীকার করিতে হয়, উহা পাতঞ্জলের অনভিমত, সুতরাং ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্টি হয়, এ কথা অসঙ্গত। স্বার্থে ও পরার্থে এই উভয় স্থলে নিমিত্ত সপ্তমী ।। ৫৮ ।।

কৌমুদী ।। স্যাদেতৎ, স্বার্থং পরার্থং বা চেতনঃ প্রবর্ত্ততে ন চ প্রকৃতিরচেতনা এবং ভবিতু মর্হতি, তস্মাদস্তি প্রকৃতেরধিষ্ঠাতা চেতনঃ। ন চ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ চেতনা অপি প্রকৃতিমধিষ্ঠাতু মর্হন্তি, তেষাং প্রকৃতি-স্বরূপানভিজ্ঞত্বাৎ, তস্মাদস্তি সর্ব্বার্থদর্শী প্রকৃতেরধিষ্ঠাতা সচেশ্বর ইত্যত আহ।

অনুবাদ ।। যাহা হউক, স্বার্থেই হউক, অথবা পরার্থেই হউক, চেতনেরই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, চৈতন্যহীন প্রকৃতি কখনই ওরূপ হইতে পারে না, অতএব প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা কোনও চেতন আছে স্বীকার করিতে হইবে। ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ শরীরের অধিষ্ঠাতা জীবগণ প্রকৃতির অধিষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না, কারণ, জীবগণের প্রকৃতি-স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান নাই, (জীবগণ কেবল

শরীরকেই জানে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জননী বিশ্বব্যাপক প্রকৃতিকে জানিতে পারে না,) অতএব স্বীকার করিতে হইবে, সমস্ত পদার্থের স্বরূপাভিজ্ঞ (সর্ব্বজ্ঞ) কোন ব্যক্তি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, সেই ব্যক্তিই ঈশ্বর, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন,—

কারিকা ॥
বৎস-বিবৃদ্ধি-নিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য ।
পুরুষ-বিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥ ৫৭ ॥

ব্যাখ্যা ॥ অজ্ঞস্য ক্ষীরস্য যথা বৎসবিবৃদ্ধি-নিমিত্তং প্রবৃত্তিঃ (অচেতনস্য দুগ্ধস্য যদ্বৎ শাবক-পোষণায় ব্যাপারঃ) প্রধানস্য (মূলকারণস্য অজ্ঞস্যেতি শেষঃ) পুরুষ-বিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ (পুরুষান্ মোচয়িতুং তদ্বৎ ব্যাপারঃ কার্য্যারম্ভ ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৭ ॥

তাৎপর্য্য ॥ বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত যে প্রকার অচেতনে দুগ্ধের ব্যাপার হয়, তদ্রূপ পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্রধানের ব্যাপার হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

কৌমুদী ॥ দৃষ্টমচেতনমপি প্রয়োজনে প্রবর্ত্তমানং যথা বৎস-বিবৃদ্ধয়ে ক্ষীরমচেতনং প্রবর্ত্ততে এবং প্রকৃতিরচেতনাঽপি পুরুষ-বিমোক্ষণায় প্রবর্ত্তিষ্যতে। ন চ ক্ষীর-প্রবৃত্তেরপীশ্বরাধিষ্ঠাননিবন্ধনত্বেন সাধ্যত্বান্ন সাধ্যেন ব্যভিচার ইতি সাম্প্রতং, প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেঃ স্বার্থ-কারুণ্যাভ্যাং ব্যাপ্তত্বাৎ, তে চ জগৎ-সর্গাদ্ব্যাবর্ত্তমানে প্রেক্ষাবৎ-প্রবৃত্তি-পূর্ব্বকত্বমপি ব্যাবর্ত্তয়তঃ, নহ্যবাপ্ত-সকলেপ্সিতস্য ভগবতো জগৎ সৃজত-কিমপ্যভিলষিতং ভবতি, নাপি কারুণ্যাদস্য সর্গে প্রবৃত্তিঃ, প্রাক্ সর্গা-জ্জীবানামিন্দ্রিয়-শরীর-বিষয়ানুৎপত্তৌ দুঃখাভাবেন কস্য প্রহাণেচ্ছা কারুণ্যং সর্গোত্তর-কালং ? দুঃখিনোঽবলোক্য কারুণ্যাভ্যুপগমে দুরুত্তর-মিতরেতরাশ্রয়ত্বং, কারুণ্যেন সৃষ্টিঃ, সৃষ্ট্যাচ কারুণ্য মিতি। অপিচ করুণয়া প্রেরিত ঈশ্বরঃ সুখিন এব জন্তূন্ সৃজেৎ ন বিচিত্রান্। কর্ম্ম-বৈচিত্র্যাৎ বৈচিত্র্যমিতি চেৎ কৃতমস্য প্রেক্ষাবতঃ কর্ম্মাধিষ্ঠানেন, তদনধি-ষ্ঠান-মাত্রা দেব অচেতনস্যাঽপি কর্ম্মণঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তে স্তৎকার্য্যশরীরে-ন্দ্রিয়-বিষয়ানুৎপত্তৌ দুঃখানুৎপত্তেরপি সুকরত্বাৎ। প্রকৃতে স্ত্বচেতনায়াঃ প্রবৃত্তেঃ ন স্বার্থানুগ্রহো ন বা কারুণ্যং প্রয়োজকমিতি নোক্ত-দোষ-

প্রসঙ্গাবতারঃ। পারার্থ্য-মাত্রন্তু প্রয়োজকমুপপদ্যতে। তস্মাৎ সুষ্ঠুক্তং বৎস-বিবৃদ্ধি-নিমিত্ত মিতি ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ॥ অচেতন বস্তুও প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়, এরূপ দেখা যায়, যেমন বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত অচেতন দুগ্ধের ব্যাপার হয়, (তৃণ উদকাদি গবাদি দ্বারা ভক্ষিত হইয়া দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, ঐ দুগ্ধ স্তন-মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া বৎসের পুষ্টি সম্পন্ন করে,) তদ্রূপ প্রকৃতি অচেতন হইয়াও পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইবে। দুগ্ধের ব্যাপারও ঈশ্বরের অধিষ্ঠান জন্য রূপে সাধ্য (উপপাদ্য) বলিয়া সাধ্যের সহিত ব্যভিচার হইবে না, এরূপ বলা যায় না (মন্তব্য দেখ), কারণ, বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যকারী ব্যক্তির ব্যাপার স্বার্থ বা দয়ার দ্বারা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হয় নিজের প্রয়োজন বশতঃ, না হয় পরের দুঃখে নিবারণের নিমিত্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, জগতের সৃষ্টিতে উক্ত দুইটী (স্বার্থ ও কারুণ্য) না থাকায় "প্রেক্ষাবানের যত্নপূর্ব্বক জগতের সৃষ্টি হইয়াছে" ইহারও অসম্ভব হয়। ভগবান্ (ঈশ্বর) অভীষ্ট সকল বস্তুই পাইয়াছেন, জগৎ সৃষ্টি করিতে গিয়া উহার কোন বিষয় অভীষ্ট হইতে পারে না, অর্থাৎ কোন অভিলষিত বিষয় পাইবেন বলিয়া ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ বলা যায় না, ঈশ্বর পূর্ণকাম, কোন বিষয়ের অভাব থাকিলে আর ঈশ্বরত্ব ঘটে না। ভগবানের দয়া বশতঃ সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয়, এরূপও বলা যায় না, কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবগণের ইন্দ্রিয়, শরীর ও ভোগ্য বিষয়ের উৎপত্তি না হওয়ায় দুঃখের সম্ভাবনা নাই, তবে কোন্ দুঃখের হানিবিষয়ে দয়া হইবে? সৃষ্টির পরে দুঃখিত জীবগণ দেখিয়া দয়া হয় এরূপ বলিলে অন্যোহন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, কেন না, দয়া বশতঃ সৃষ্টি ও সৃষ্টি বশতঃ দয়া, এইরূপ হয়। ঈশ্বর দয়া করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন না, এ বিষয়ে আরও কারণ,— দয়া-পরতন্ত্র হইয়া ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করিলে কেবল সুখী জীবগণকেই সৃষ্টি করিতেন, সুখী দুঃখী নানারূপ জীব সৃষ্টি করিতেন না। কর্ম্মের বিচিত্রতা বশতঃ সৃষ্ট প্রাণীর বিচিত্রতা হয়, অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্ম অনুসারে সুখ ও অধর্ম্ম অনুসারে দুঃখ ভোগ করে এরূপ যদি হয়, তবে প্রেক্ষাবান্ (বুদ্ধিমান্) ঈশ্বরের কর্ম্মে অধিষ্ঠানের আবশ্যক কি? ঈশ্বর কর্ম্মে অধিষ্ঠান না করিলে অচেতন কর্ম্মেরও প্রবৃত্তি না হওয়ায় উহার কার্য্য শরীর, ইন্দ্রিয় ও ভোগ্য-পদার্থের উৎ-

পত্তি না হওয়ায় দুঃখের অনুৎপত্তিও সহজে ঘটিয়া উঠে। অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তির প্রতি স্বার্থসিদ্ধি বা দয়া ইহার কোনটী কারণ নহে, সুতরাং উল্লিখিত দোষের সম্ভাবনা নাই। পরের প্রয়োজন-সিদ্ধিরূপ প্রয়োজকটী উপপন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ জড় প্রকৃতি পুরুষের ভোগাপবর্গ সিদ্ধির নিমিত্ত সৃষ্টি করে এ কথা অসঙ্গত নহে। অতএব বৎসের বিবৃদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ বলা ঠিকই হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥

মন্তব্য ।। অচেতনের ব্যাপার চেতনের অধিষ্ঠান বশতঃই হইয়া থাকে এইরূপ নিয়ম, সারথির অধিষ্ঠানে রথের ব্যাপার হইয়া থাকে, প্রকৃতি অচেতন উহার ব্যাপার হইতে হইলে কোন এক চেতনের অধিষ্ঠান আবশ্যক, জীবগণের অধিষ্ঠান এরূপ বলা যায় না, জীবগণ পরিচ্ছিন্ন, উহারা অপরিচ্ছিন্ন প্রকৃতির অধিষ্ঠান (চালনা) করিতে পারে না, কারণ, প্রকৃতির স্বরূপ কি ? তাহা উহারা জানে না, প্রকৃতির স্বরূপ জানেন এরূপ ব্যক্তি ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না, ঈশ্বরবাদী নৈয়ায়িকের এইরূপ আপত্তি হওয়ায় সাংখ্যকার দেখাইয়াছেন "অচেতনের ব্যাপার চেতনের অধিষ্ঠান বশতঃই হয়" এরূপ নিয়মের ব্যভিচার আছে, বৎসের বৃদ্ধির নিমিত্ত অচেতন ক্ষীরের ব্যাপার হয়, এ স্থলে চেতনের অধিষ্ঠান নাই। ঈশ্বরবাদী বলেন,—ক্ষীরের ব্যাপার স্থলেও আমি বলিব ঈশ্বরের অধিষ্ঠান আছে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অক্ষুণ্ণ থাকিল, অর্থাৎ এরূপ স্থান নাই যেখানে চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতনের ব্যাপার হইয়াছে।

সাংখ্যকার বলেন, ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ বলা যায় না, কারণ, ঈশ্বর বিশেষ জ্ঞানী, জ্ঞানী ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধি অথবা পরের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্তই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, জগতের সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের স্বার্থসিদ্ধি হয়, এ কথা বলা যায় না, সেরূপ হইলে ঈশ্বরের কোন কোন বিষয়ের অভাব আছে ইহাই বলা হয়, সেরূপ ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলা যায় না, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি কিরূপে সর্ব্বেশ্বর হইবে ? জীবগণের দুঃখ মোচনের নিমিত্ত ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপও বলা যায় না, সৃষ্টির পূর্ব্বে দুঃখ থাকে না, সৃষ্টি করিয়া জীবের দুঃখ বিধান করিয়া সেই দুঃখের মোচন করা অপেক্ষা সৃষ্টি না করাই ভাল, "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং।" জীবগণ স্বকীয় কর্ম্মের ফলে দুঃখ ভোগ করে, সেই দুঃখ মোচনের নিমিত্ত ঈশ্বর সৃষ্টি করেন ইহাও বলা যায়

না, কারণ, ঈশ্বরই কর্ম্মফল প্রদান করেন। এরূপ ক্ষেত্রে না করিলেই ভাল হইত। অতএব ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন, নৈয়ায়িকের এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। স্ব-মতে প্রকৃতি অচেতন, উহার প্রতি স্বার্থ বা কারুণ্য কিছুরই কথা উঠিবে না, পরের নিমিত্ত প্রকৃতি সৃষ্টি করে, এ কথা বৎস-বিবৃদ্ধি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশেষরূপে বলা হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥

কৌমুদী ॥ স্বার্থ ইবেতি দৃষ্টান্তিতং, তদ্বিভজতে।

অনুবাদ ॥ স্বার্থের ন্যায় বলিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে, উহা বিশেষরূপে দেখাইতেছেন।

কারিকা ॥
ঔৎসুক্য-নিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে লোকঃ।
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তম্ ॥ ৫৮ ॥

ব্যাখ্যা ॥ লোকঃ ঔৎসুক্য-নিবৃত্ত্যর্থং ক্রিয়াসু যথা প্রবর্ত্ততে (জনঃ ইচ্ছা পূরণার্থং যদ্বৎ কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠতি) অব্যক্তং পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং তদ্বৎ প্রবর্ত্ততে (প্রকৃতিঃ পুরুষান্ মোচয়িতুং তথা প্রবর্ত্ততে, জগৎ সৃজতি) ॥ ৫৮ ॥

তাৎপর্য্য ॥ সাধারণ লোকে যেমন ইচ্ছা পূরণের নিমিত্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অভীষ্ট বিষয় পাইলে আর সে কার্য্য করে না, তদ্রূপ পুরুষকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রকৃতি সৃষ্টি করে, মুক্ত পুরুষের নিমিত্ত আর পুনর্ব্বার সৃষ্টি করে না ॥ ৫৮ ॥

কৌমুদী ॥ ঔৎসুক্যমিচ্ছা, সাথল্বিষ্যমাণ-প্রাপ্তৌ নিবর্ত্ততে, ইষ্যমাণশ্চ স্বার্থঃ, ইষ্ট-লক্ষণত্বাৎ ফলস্য। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তং ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ ॥ ঔৎসুক্য শব্দের অর্থ ইচ্ছা, অভীষ্ট বস্তু পাইলে ইচ্ছার নিবৃত্তি হইয়াই থাকে, স্বার্থ অর্থাৎ স্বকীয় প্রয়োজনকেই অভীষ্ট বলে, কেন না, ফলই অভিলষিত হয়। দার্ষ্টান্তিক অর্থাৎ উপমেয়ে যোজনা করিতেছেন,—পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত সেইরূপ প্রধান প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

মন্তব্য ॥ ফলেচ্ছা বশতঃ উপায়ে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হইলে যত্ন হয়, যত্ন হইলে ক্রিয়া হইয়া থাকে, অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলে আর পাইবার ইচ্ছা থাকে না, সুতরাং ক্রিয়াও করে না, উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইলে আর ক্রিয়ার প্রয়োজন কি?

প্রকৃতির উদ্দেশ্য পুরুষকে মুক্ত করা, পুরুষ মুক্ত হইলে আর প্রকৃতির ব্যাপার হয় না ॥ ৫৮ ॥

কৌমুদী ॥ নন্বু ভবতু পুরুষার্থঃ প্রকৃতেঃ প্রবর্ত্তকঃ, নিবৃত্তিস্তু কুতস্ত্যা প্রকৃতে রিত্যত আহ।

অনুবাদ ॥ প্রশ্ন, পুরুষার্থ প্রকৃতির প্রবর্ত্তক হউক, অর্থাৎ ভোগাপবর্গ-রূপ পুরুষার্থ সম্পাদনের নিমিত্ত প্রকৃতির প্রবৃত্তি হউক, সৃষ্টি কার্য্য হইতে প্রকৃতির নিবৃত্তি হইবার কারণ কি ? এইরূপ প্রশ্নে বলিতেছেন।

কারিকা ॥
রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ ॥ ৫৯ ॥

ব্যাখ্যা ॥ নর্ত্তকী রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা যথা নৃত্যাৎ নিবর্ত্ততে (নৃত্যজীবিনী রঙ্গ-স্থেভ্যঃ স্বকীয়ং শরীর-চেষ্টাদিরূপং নর্ত্তনং প্রদর্শ্য নর্ত্তনাৎ যদ্বৎ নিবৃত্তা ভবতি) তথা প্রকৃতিঃ পুরুষস্য আত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে (তদ্বৎ প্রধানং শব্দাদ্যাত্মনা ভেদেন চ পুরুষায় আত্মানং দর্শয়িত্বা সৃষ্টি-ব্যাপারা দুপরমতি) ॥ ৫৯ ॥

তাৎপর্য্য ॥ যেমন নর্ত্তকী রঙ্গালয়ে লোকগণের সাক্ষাতে নৃত্য প্রদর্শন করাইয়া নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের উদ্দেশ্যে স্বকীয় কার্য্য প্রদর্শন করাইয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

কৌমুদী ॥ রঙ্গস্যেতি স্থানেন স্থানিনঃ পারিষদা নুপলক্ষয়তি, আত্মানং শব্দাদ্যাত্মনা পুরুষাদ্ভেদেন চ প্রকাশ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ ॥ স্থান-বাচক রঙ্গপদ দ্বারা স্থানবাসী সভ্য সকলকে বুঝাইয়াছে, অর্থাৎ রঙ্গ শব্দের অর্থ রঙ্গালয়ে অবস্থিত ব্যক্তিগণ। প্রকৃতি আপনাকে শব্দাদিরূপে ও পুরুষ হইতে ভিন্নরূপে প্রকাশ করিয়া, এইরূপ তাৎপর্য্য ॥ ৫৯ ॥

মন্তব্য ॥ কারিকার "রঙ্গস্য" এই ষষ্ঠী বিভক্তি চতুর্থীর অর্থে। প্রকৃতি শব্দাদিরূপ কার্য্যরূপে পুরুষের গোচর হইলে ভোগ হয়। পুরুষ হইতে ভিন্ন-রূপে প্রকৃতির জ্ঞান হইলে মোক্ষ হয় ॥ ৫৯ ॥

কৌমুদী ॥ স্যাদেতৎ, প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিঃ পুরুষার্থং, পুরুষা-দুপকৃতাৎ প্রকৃতি র্লপ্স্যতে কঞ্চিদুপকারং, আজ্ঞা-সম্পাদনারাধিতা

দিবা জ্ঞাপয়িতু র্ভূজিষ্যা, তথাচ ন পরার্থোহস্যা আরম্ভ ইত্যত আহ।

অনুবাদ॥ যাহা হউক্, প্রকৃতি পুরুষার্থের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয় হউক্, উপকৃত পুরুষ হইতে প্রকৃতি কিছু উপকার লাভ করিবে, যেমন কিঙ্করী প্রভুর আদেশ-পালন-রূপ আরাধনা করিয়া উহার নিকট হইতে কিছু পাইয়া থাকে। এরূপ হইলে প্রকৃতির প্রবৃত্তি আর পরার্থ হইল না, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন।

কারিক॥

নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্য নুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্য গুণস্য সত স্তস্যার্থমপার্থকং চরতি ॥ ৬০ ॥

ব্যাখ্যা॥ নানাবিধৈঃ উপায়ৈঃ (বিবিধৈঃ ফল-সাধনৈঃ) উপকারিণী (কৃতোপকারা) গুণবতী (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি রিতি শেষঃ, কিঙ্করী-পক্ষে বিনয়ার্জ্জবাদি-গুণযুক্তা চ) অগুণস্য সত স্তস্য (নির্গুণত্বেন অনুপকারিতয়া বর্ত্তমানস্য পুরুষস্য) অর্থং (প্রয়োজনং) অপার্থকং চরতি (ব্যর্থং সম্পাদয়তি) ॥ ৬০ ॥

তাৎপর্য্য॥ গুণশালিনী প্রকৃতি নানা প্রকার উপায়ে পুরুষের উপকার করে, নির্গুণ পুরুষ হইতে কিছুই লাভ করে না, অতএব পুরুষের অর্থ প্রকৃতি নিঃস্বার্থ ভাবে করে ॥ ৬০ ॥

কৌমুদী॥ যথা গুণবানপি উপকার্য্যপি ভৃত্যো নির্গুণে অত-এবা নুপকারিণি স্বামিনি নিষ্ফলারাধনঃ, এব মিয়ং প্রকৃতি স্তপস্বিনী গুণবত্যুপকারিণ্যপি অনুপকারিণি নির্গুণেঽপি পুরুষে ব্যর্থ-পরিশ্রমেতি পুরুষার্থ মেব যততে ন স্বার্থমিতি সিদ্ধম্॥ ৬০ ॥

অনুবাদ॥ যেমন সেবক গুণী ও উপকারী হইয়াও গুণহীন অতএব উপকার করিতে অসমর্থ স্বামির আরাধনা নিরর্থক করে, তদ্রূপ এই নিষ্কাম-ব্রত গুণশালী উপকারক প্রকৃতি উপকার করিতে অসমর্থ গুণহীন পুরুষের নিমিত্ত বিফল পরিশ্রম করে, অতএব প্রকৃতি পুরুষার্থের নিমিত্তই চেষ্টা করে, স্বার্থের জন্য নহে, এ কথা উপপন্ন হইল ॥ ৬০ ॥

মন্তব্য ॥ প্রভু নিঃস্ব হইয়া ভৃত্যের উপকার করিতে অক্ষম হইলেও অনেক স্থলে দেখা যায়, গুণবান্ ভৃত্য অম্লানবদনে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করে, কিন্তু ওরূপ স্থলে পূর্ব্বে প্রভুর নিকট হইতে ভৃত্য অনেক উপকার পাইয়াছে, এরূপ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, কোন কালে বা কোন পুরুষে উপকার না পাইলে এক অপরের ভৃত্যই বা কেন হইবে? প্রকৃতি কিন্তু নির্গুণ পুরুষের নিকট কোন কালেই কিছু পায় না, পুরুষের কোন ক্ষমতাই নাই, অতএব দৃষ্টান্তটী সামান্য ভাবেই বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ৬০ ॥

কৌমুদী ॥ স্যাদেতৎ, নর্ত্তকী নৃতং পরিষদ্ভ্যো দর্শয়িত্বা নিবৃত্তাঽপি পুনস্তদ্দ্রষ্টৃ-কৌতূহলাৎ প্রবর্ত্ততে যথা, তথা প্রকৃতি রপি পুরুষায়াত্মানং দর্শয়িত্বা নিবৃত্তাঽপি পুনঃ প্রবর্ৎস্যতীত্যত আহ।

অনুবাদ ॥ যাহা হউক, নর্ত্তকী সভ্যগণের সমক্ষে নৃত্য প্রদর্শন করাইয়া নিবৃত্ত হইয়াও দর্শকগণের কৌতুক বশতঃ যেমন পুনর্ব্বার নৃত্যে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষের উদ্দেশ্যে আপনাকে দেখাইয়া নিবৃত্ত হইয়াও পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হউক, সৃষ্টি করুক, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন।

কারিকা ॥ প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাঽস্মীতি পুন র্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য ॥ ৬১ ॥

ব্যাখ্যা ॥ প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং কিঞ্চিন্নাস্তীতি মে মতি র্ভবতি (প্রধানাৎ অধিকং লজ্জাবৎ ন কিমপ্যস্তীতি মে মতং) যা দৃষ্টাঽস্মীতি পুনঃ পুরুষস্য দর্শন-পথং ন উপৈতি (যা প্রকৃতিঃ অহং পরিজ্ঞাতাঽস্মীতি পুনঃ পুরুষস্য দৃক্‌পথং ন গচ্ছতি) ॥ ৬১ ॥

তাৎপর্য্য ॥ প্রকৃতি হইতে অধিক লজ্জাশীল আর কেহ আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না। যে প্রকৃতি "আমি অপরের দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়াছি" এইরূপ লজ্জিত হইয়া পুনর্ব্বার পুরুষের দৃষ্টির গোচর হয় না ॥ ৬১ ॥

কৌমুদী ॥ সুকুমারতা অতিপেশলতা পরপুরুষ-দর্শনা-সহিষ্ণু-তেতি যাবৎ। অসূর্য্যংপশ্যা হি কুলবধূঃ অতি-মন্দাক্ষ-মন্থরা প্রমাদাদ্বিগলিত-শিরোঽঞ্চলা চে দালোক্যতে পর-পুরুষেণ, তদাঽসৌ তথা প্রযততে অপ্রমত্তাং যথৈনাং পুরুষান্তরাণি ন পুনঃ পশ্য-

স্তীতি। এবং প্রকৃতিরপি কুলবধূতোঽপ্যধিকা দৃষ্টা বিবেকেন ন পুনর্দ্রক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ ॥ সুকুমারতা শব্দে অত্যন্ত লজ্জাস্বভাব অর্থাৎ পরপুরুষ কর্তৃক স্বকীয় দর্শনের অসহিষ্ণুতা (সহনের অভাব) বুঝায়। সূর্য্যকেও দেখে না, (এরূপ কুল-স্ত্রী) অত্যন্ত লজ্জায় ধীর-পদন্যাসে অনবধান বশতঃ যদি অপর পুরুষ কর্তৃক আলোকিত হয়, তবে উক্ত স্ত্রী এরূপ যত্নসহকারে কার্য্য করে যাহাতে প্রমাদ (অনবধান) রহিত উহাকে অন্য পুরুষগণ দেখিতে না পায়। এইরূপে প্রকৃতিও কুল-বধূ হইতেও অধিক ভাবে পুরুষ হইতে ভিন্নরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার আর পুরুষ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হয় না ॥ ৬১ ॥

মন্তব্য ॥ পরপুরুষ ও কুল-স্ত্রী ইহাদের ভেদ থাকিলেও "উহা হইতে আমি ভিন্ন" এরূপে জ্ঞান হয় না, সামান্যাকারে জ্ঞান হয় মাত্র। প্রকৃতির জ্ঞানস্থলে পুরুষ হইতে ভিন্নরূপে জ্ঞানের আবশ্যক, নতুবা মুক্তি হয় না, এইরূপ অভিপ্রায়ে কুল-বধূ হইতে অধিক ভাবে প্রকৃতির জ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

কৌমুদী ॥ স্যাদেতৎ পুরুষ শ্চে দগুণোঽপরিণামী, কথমস্য মোক্ষঃ ? মুচে র্বন্ধন-বিশ্লেষার্থত্বাৎ, সবাসন-ক্লেশ-কর্ম্মাশয়ানাঞ্চ বন্ধন-সংজ্ঞিতানাং পুরুষেঽপরিণামিন্য সম্ভবাৎ। অতএবাস্য ন সংসারঃ প্রেত্যভাবাপরনামাঽস্তি নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ। তস্মাৎ পুরুষ-বিমোক্ষার্থমিতি রিক্তং বচঃ ইতীমা মাশঙ্কা মুপসংহার ব্যাজেনা-ভ্যুপগচ্ছন্ অপাকরোতি।

অনুবাদ ॥ যাহা হউক, পুরুষ যদি নির্গুণ ও পরিণামরহিত হয়, তবে কিরূপে উহার মোক্ষ হইবে ? কেন না, মুচ ধাতুর অর্থ বন্ধন হইতে বিচ্যুত হওয়া, বন্ধন শব্দে সংস্কারের সহিত অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝায়, পরিণামরহিত পুরুষে উহাদের সম্ভাবনা হয় না। এই নিমিত্তই প্রেত্য-ভাব (মরিয়া জন্মগ্রহণ করা) নামক সংসার পুরুষের হইতে পারে না, কারণ, পুরুষের ক্রিয়া নাই। অতএব পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত এই কথা মিথ্যা বলা হইয়াছে, এইরূপ আশঙ্কাকে উপসংহারচ্ছলে স্বীকার পূর্ব্বক দূর করিতেছেন।

তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা নমুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
কারিকা ।।
সংসরতি বধ্যতি মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ ॥ ৬২ ॥

ব্যাখ্যা ॥ তস্মাৎ (অপরিণামিত্বাৎ নির্গুণত্বাচ্চ) কশ্চিৎ (কোঽপি পুরুষঃ) অদ্ধা (সত্যং) ন বধতে (ন দুঃখাদিভাগ্ ভবতি) ন মুচ্যতে (বন্ধনাৎ ন বিযুজ্যতে) নাপি সংসরতি (ন চ শরীরাৎ শরীরান্তরং ব্রজতি) প্রকৃতিঃ (বুদ্ধ্যহঙ্কার-তন্মাত্ররূপতয়া লিঙ্গশরীর-ভাবেন) নানাশ্রয়া (নানাযোনিগতা) সংসরতি, বধ্যতে, মুচ্যতে চ (সর্ব্বমেব হি সংসার-বন্ধন-মোক্ষাদি প্রকৃতেরেবেত্যর্থঃ) ॥ ৬২ ॥

কৌমুদী ॥ অদ্ধা ন কশ্চিৎ পুরুষো বধ্যতে, ন কশ্চিৎ সংসরতি, ন কশ্চিন্মুচ্যতে ইতি। প্রকৃতিরেব তু নানাশ্রয়া সতী বধ্যতে চ, সংসরতি চ, মুচ্যতে চ, বন্ধ-মোক্ষ-সংসারাঃ পুরুষে উপচর্য্যন্তে, যথা জয়-পরাজয়ৌ ভৃত্যগতা বপি স্বামিন্যুপচর্য্যেতে তদাশ্রয়েণ ভৃত্যানাং তদ্‌ভাগিত্বাত্তৎফলস্য চ শোকলাভাদেঃ স্বামি-সম্বন্ধাৎ। ভোগাপবর্গয়োশ্চ প্রপ্রতিগতয়োরপি বিবেকাগ্রহাৎ পুরুষ-সম্বন্ধ উপপাদিত ইতি সর্ব্বং পুষ্কলং ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ ॥ বাস্তবিক-পক্ষে (অদ্ধা) কোন পুরুষের বন্ধন সংসার বা মুক্তি হয় না। প্রকৃতিই (লিঙ্গশরীররূপে) নানাবিধ স্থূলশরীর লাভ করিয়া বদ্ধ, সংসারী ও মুক্ত হয়। বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার পুরুষে আরোপ হয় মাত্র। যেমন ভৃত্যের জয় ও পরাজয় প্রভুতে আরোপ হয়, কারণ, ভৃত্যগণ প্রভুর আশ্রিত হইয়াই জয়-পরাজয়ের ভাগী হয়, এবং জয়-পরাজয়ের ফল শোক-লাভাদি সম্বন্ধ প্রভুতে হয়। ভোগ ও অপবর্গ প্রকৃতির হইলেও প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান না থাকায় পুরুষের বলিয়া বোধ হয়, এ বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং সমস্তই অতিশোভন (নির্ব্বিবাদ) হইল ॥ ৬২ ॥

মন্তব্য ॥ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণ পরাস্ত হয়, জগতে প্রচার হয় "অমুক রাজার পরাজয় হইয়াছে," এইরূপ বিজয়ী হইলে "অমুকের জয় হইয়াছে" বলিয়া প্রচার হয়। যুদ্ধস্থলে রাজা উপস্থিত না থাকিয়াও জয়-পরাজয়ের ভাগী হয়েন, জয় জন্য হর্ষ এবং পরাজয় জন্য দুঃখ অনুভব করেন। প্রকৃতস্থলে বুদ্ধিই সমস্ত করে,

পুরুষ কেবল ফলভাগী হইয়া থাকে। সৈন্ত ও রাজার স্থলে স্ব-স্বামি-ভাব-সম্বন্ধ থাকে, রাজা অর্থাদির দ্বারা সৈন্তের পোষণ করেন, সৈন্যগণও রাজকার্য্য সাধন করে। প্রকৃত স্থলেও পুরুষ ও বুদ্ধির সহিত স্ব-স্বামি-ভাব-সম্বন্ধ আছে, "স্ব-ভুক্ত-বৃত্তি-বাসনাবত্ত্বং স্বত্বং" পুরুষের ভোগের বিষয় চিত্তবৃত্তি জন্য সংস্কার বুদ্ধিতে থাকে, এই সম্বন্ধ অনাদি।

কারিকার পাঠক্রমের অনাদর করিয়া অর্থক্রমানুসারে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বন্ধন, মুক্তি ও সংসার এইরূপে পাঠ ছিল, কিন্তু সেরূপ ক্রমে অর্থ হয় না বলিয়া বন্ধন, সংসার ও মোক্ষের যথাক্রমে বর্ণনা করা হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

কৌমুদী ॥ নন্ববগতং প্রকৃতিগতা বন্ধ-সংসারাপবর্গাঃ পুরুষে উপচর্য্যন্তে ইতি, কিংসাধনাঃ পুনরেতে প্রকৃতে রিত্যত আহ।

অনুবাদ ॥ প্রশ্ন, প্রকৃতি-বৃত্তি বন্ধন, সংসার ও মোক্ষ পুরুষে উপচরিত হয়, এ কথা জানা গিয়াছে, প্রকৃতির উক্ত ধর্ম্ম সকল কোন্ উপায়ে সাধিত হয়? এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন।

কারিকা ॥ রূপৈঃ সপ্তভি রেব বধ্নত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥ ৬৩ ॥

ব্যাখ্যা ॥ প্রকৃতিঃ এব (বুদ্ধি হি) পুরুষার্থং প্রতি (ভোগাপবর্গসম্পাদনায়) সপ্তভিঃ রূপৈঃ (জ্ঞানবর্জং ধর্ম্মাদিভিঃ সপ্তভাবৈঃ) আত্মানং আত্মনা বধ্নাতি (স্বয়ং স্বকীয়দুঃখাদিকং সম্পাদয়তি) সৈব চ (বুদ্ধিরূপা প্রকৃতিঃ) একরূপেণ বিমোচয়তি (তত্ত্বজ্ঞানেন স্বমেব মোচয়তি) ॥ ৬৪ ॥

তাৎপর্য্য ॥ বুদ্ধিরূপ প্রকৃতিই পুরুষার্থ-সম্পাদনের নিমিত্ত ধর্ম্মাদি সাতটী ভাবের দ্বারা আপনাকে আপনিই বদ্ধ করে। উক্ত বিধ প্রকৃতিই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিজেকে নিজে মুক্ত করে ॥ ৬৩ ॥

কৌমুদী ॥ তত্ত্বজ্ঞানবর্জং বধ্নাতি ধর্ম্মাদিভিঃ সপ্তভিঃ রূপৈ র্ভাবৈ রিতি, পুরুষার্থং প্রতি ভোগাপবর্গং প্রতি, আত্মনা আত্মানমেকরূপেণ তত্ত্বজ্ঞানেন বিবেকখ্যাত্যা বিমোচয়তি পুনর্ভোগাপবর্গো ন করোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ॥ তত্ত্বজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাদি সাতটী ভাবের দ্বারা ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থ সম্পাদন করিবে বলিয়া প্রকৃতি আপনার বন্ধন আপনি করে। তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ বিবেক-সাক্ষাৎকার-রূপ একটী ভাবের দ্বারা নিজেই নিজের মুক্তি করে, পুনর্ব্বার ভোগাপবর্গ সম্পাদন করে না॥ ৬৩॥

মন্তব্য॥ তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ জড়বর্গ হইতে ভিন্নরূপে পুরুষের জ্ঞান পর্য্যন্তই বন্ধন দশা, দুঃখাদি ভোগই বন্ধন, ধর্ম্মাদিসহকারে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হইলেই সংসার বন্ধন হয়, যে পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে তাহার উদ্দেশ্যে আর সৃষ্টি হয় না, ইহাকেই মুক্তি বলে। বন্ধ মোক্ষ বস্তুতঃ বুদ্ধির ধর্ম্ম হইলেও পুরুষের অজ্ঞান বশতঃ আরোপ হয়॥ ৬৩॥

কৌমুদী॥ অবগতমীদৃশং তত্ত্বং, ততঃ কিমিত্যত আহ।

অনুবাদ॥ পূর্ব্বোক্তরূপ তত্ত্বের জ্ঞান হইলে কি হয়? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন।

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাঽস্মি ন মে নাঽহমিত্যপরিশেষং।

কারিকা॥

অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥ ৬৪॥

ব্যাখ্যা॥ এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ (পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনাৎ) নাঽস্মি (নিষ্ক্রিয়োঽহং) নাঽহং (ন কর্ত্তাঽহং) ন মে (স্বামিত্বং ন ময়ি) অপরিশেষং (সর্ব্ব-বিষয়কং) অবিপর্য্যয়াৎ (অজ্ঞান-সংশয়াভাবাৎ) বিশুদ্ধং (সত্যং) কেবলং (উত্তরকালমপি বিপর্য্যয়-রহিতং) ইতি জ্ঞানং উৎপদ্যতে (উক্ত-রূপং তত্ত্বজ্ঞানং জায়তে)॥ ৬৪॥

তাৎপর্য্য॥ পূর্ব্বোক্তরূপে তত্ত্বজ্ঞানের বারম্বার চর্চ্চা করিলে "আমার ব্যাপার নাই, আমি কর্ত্তা নহি, আমি কোন বিষয়ের ফলভোগী নহি" ইত্যাকারে জ্ঞান জন্মে, উক্ত জ্ঞানে সংশয় ও ভ্রম না থাকায় উহা বিশুদ্ধ, ভাবিকালেও উহা মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হয় না, কোন বস্তুই উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের অবিষয় হয় না॥ ৬৪॥

কৌমুদী॥ তত্ত্বেন বিষয়েণ বিষয়ি জ্ঞানমুপলক্ষয়তি, উক্তরূপ-প্রকার-তত্ত্ব-বিষয়-জ্ঞানাভ্যাসাৎ আদর-নৈরন্তর্য্য-দীর্ঘকাল-সেবি-

তাং সত্ত্ব-পুরুষান্যতা-সাক্ষাৎকারি জ্ঞান মুৎপদ্যতে। যদ্বিষয়শ্চাভ্যাস স্তদ্বিষয় মেব সাক্ষাৎকারমুপজনয়তি, তত্ত্ব-বিষয়শ্চাভ্যাস ইতি তত্ত্বসাক্ষাৎকারং জনয়তি. অত উক্তং বিশুদ্ধমিতি। কুতো বিশুদ্ধমিত্যতে আহ অবিপর্য্যয়াদিতি, সংশয়-বিপর্য্যয়ৌ হি জ্ঞানস্যাবিশুদ্ধী, তদ্রহিতং বিশুদ্ধং, তদিদমুক্তমবিপর্য্যয়াদিতি, নিয়তমনিয়ততয়া গৃহ্নন্ সংশয়োঽপি বিপর্য্যয়ঃ, তেনাবিপর্য্যয়া দিতি সংশয়-বিপর্য্যয়া ভাবো দর্শিতঃ, তত্ত্ববিষয়ত্বাচ্চ সংশয়-বিপর্য্যয়া ভাবঃ।

স্যাদেতৎ, উৎপদ্যতামীদৃশাভ্যাসাৎ তত্ত্বজ্ঞানং, তথাপ্যনাদিনা মিথ্যা-জ্ঞানসংস্কারেণ মিথ্যা-জ্ঞানং জনয়িতব্যং, তথা চ তন্নিবন্ধনস্য সংসারস্যানুচ্ছেদ-প্রসঙ্গ ইত্যত উক্তং কেবলং,—বিপর্য্যয়েণাসম্ভিন্নং। যদ্যপ্যনাদি-বিপর্য্যয়-বাসনা, তথাপি তত্ত্বজ্ঞান-বাসনয়া তত্ত্ববিষয়-সাক্ষাৎকার মাদধত্যা আদিমত্যাঽপি শক্যা সমুচ্ছেত্তুং, তত্ত্ব-পক্ষপাতো হি ধিয়াং স্বভাবঃ, যথাহু র্বাহ্যা অপি, "নিরুপদ্রবভূতার্থ-স্বভাবস্য বিপর্য্যয়ৈঃ। ন বাধো যত্নবত্ত্বেঽপি বুদ্ধেস্তৎপক্ষপাততঃ" ইতি।

জ্ঞানস্বরূপ মুক্তং নাঽস্মি, নামে, নাহহমিতি, নাহস্মীত্যাত্মনি ক্রিয়ামাত্রং নিষেধতি, যথাহুঃ "কৃভ্বস্তয়ঃ ক্রিয়া-সামান্য-বচনা ইতি, তথাচাধ্যবসায়াভিমান-সঙ্কল্পালোচনানি চান্তরাণি, বাহ্যা শ্চ সর্ব্বে-ব্যাপারাঃ, আত্মনি প্রতিষিদ্ধানি বোদ্ধব্যানি। যতশ্চাত্মনি ব্যাপারাবেশো নাস্ত্যতো নাঽহং, অহমিতি কর্ত্তৃপদং, "অহং জানামি, অহং জুহোমি, অহং দদে, অহং ভুঞ্জে" ইতি সর্ব্বত্র কর্ত্তুঃ পরামর্শাৎ। নিষ্ক্রিয়ত্বেচ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাভাবঃ ততঃ সুষ্ঠূক্তং নাহমিতি। অতএব ন মে, কর্ত্তা হি স্বামিতাং লভতে, তদভাবাত্তু কুতঃ স্বাভাবিকী স্বামিতেত্যর্থঃ। অথবা "নাঽস্মি" ইতি পুরুষোঽস্মি, ন প্রসব-ধর্ম্মা, অপ্রসব-ধর্ম্মত্বাচ্চাকর্ত্তৃত্ব মাহ নাহ মিতি। অকর্ত্তৃত্বাচ্চ ন স্বামিতেত্যাহ "ন মে" ইতি।

নন্বেতাবৎস্মু জ্ঞাতেম্বপি কশ্চিৎ কদাচিদজ্ঞাতো বিষয়োঽস্তি, তদজ্ঞানঞ্চ জন্তূন্ বন্ধয়িষ্যতীত্যত আহ অপরিশেষ মিতি, নাস্তি কিঞ্চিদস্মিন্ পরিশিষ্টং জ্ঞাতব্যং যদজ্ঞানং বন্ধয়িষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ ॥ তত্ত্বরূপ বিষয়ের দ্বারা বিষয়ি জ্ঞানের উপলক্ষণ করিতে হইবে, অর্থাৎ কারিকার তত্ত্বশব্দে তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তত্ত্ববিষয়ে জ্ঞানের অভ্যাসের দীর্ঘকাল নিরন্তর আদর সহকারে অনুষ্ঠান করিলে বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকারক-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অভ্যাসটী যে বিষয়ে হয়, সেই বিষয়েরই প্রত্যক্ষ জন্মায়, তত্ত্ববিষয়ে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া তত্ত্বের সাক্ষাৎকার জন্মাইবে, এই নিমিত্তই উক্ত জ্ঞানকে বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত জ্ঞান বিশুদ্ধ কি জন্য? এইরূপ প্রশ্নে বলিয়াছেন,— বিপর্য্যয়ের অভাব বশতঃ, সংশয় ও বিপর্য্যয় (ভ্রম) এই দুইটীই জ্ঞানের অবিশুদ্ধি অর্থাৎ মল, উহা না থাকিলে বিশুদ্ধ হয়, এই কথাই অবিপর্য্যয়াৎ এই শব্দ দ্বারা বলা হইয়াছে। নিশ্চিত পদার্থটীকে অনিশ্চিত ভাবে গ্রহণ করে বলিয়া সংশয় ও বিপর্য্যয় বলা যায়, এই নিমিত্ত বিপর্য্যয়ের অভাব বলায় সংশয় ও বিপর্য্যয় উভয়েরই অভাব বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান তত্ত্ব (যথার্থ) বিষয়ে হয় বলিয়া উহাতে সংশয় ও বিপর্য্যয়ের অভাব আছে।

যাহা হউক্, উক্ত প্রকার অভ্যাস বশতঃ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হউক্, তাহা হইলে, অনাদি মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা, সেরূপ হইলে অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান জন্মিলে তজ্জন্য সংসারের অনুচ্ছেদের আপত্তি, এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন,—উক্ত জ্ঞানটী কেবল অর্থাৎ বিপর্য্যয়ের দ্বারা অবিমিশ্রিত হয়। যদিচ মিথ্যা-জ্ঞান-জন্য সংস্কার অনাদি, তাহা হইলেও যথার্থ-জ্ঞান-জন্য সংস্কার তত্ত্ববিষয়ের সাক্ষাৎকার জন্মায় বলিয়া উহা আদিমান্ হইলেও উহা দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান জন্য সংস্কারের উচ্ছেদ হইতে পারে, কেন না, বুদ্ধির স্বভাব যথার্থ পক্ষ অবলম্বন করা, বাহ্য অর্থাৎ বহির্মুখ বৌদ্ধগণও উক্ত বিষয়ে সম্মতি দিয়া থাকেন,—"বিপর্য্যয় জ্ঞানের দ্বারা যত্নপূর্ব্বকও দোষশূন্য যথার্থ-বিষয়ক জ্ঞানের বাধা জন্মান যায় না, কারণ, বুদ্ধি যথার্থ জ্ঞানের পক্ষপাতিনী।

জ্ঞানের আকার বলা হইয়াছে,—"আমার কোন ক্রিয়া নাই, কোন বিষয়ে

সম্বন্ধ নাই, আমি কর্ত্তা নহি।” “ন অস্মি” এই পদদ্বয় দ্বারা আত্মাতে সাধারণ ক্রিয়ার নিষেধ করা হইয়াছে, “কৃ, ভূ ও অস্ ধাতু, ইহারা সাধারণ ক্রিয়ার বাচক” এইরূপই (শাস্ত্রকারগণ) বলিয়াছেন, অতএব আত্মার ক্রিয়া নাই এ কথা বলায় “অধ্যবসায় (নিশ্চয়, বুদ্ধির ধর্ম্ম), অভিমান (আমি বা আমার, অহঙ্কারের ধর্ম্ম), সঙ্কল্প (বিশেষরূপে বস্তুর নির্ণয়, মনের ধর্ম্ম) ও আলোচন (সামান্যাকারে বস্তুর জ্ঞান, ইন্দ্রিয়ের কার্য্য), এই কএকটী আন্তর ধর্ম্ম এবং বাহিরের সমস্ত ব্যাপারও আত্মার নাই এ কথা বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যে হেতু আত্মাতে কোন ব্যাপারের সম্পর্ক নাই, এই নিমিত্তই আমি কর্ত্তা নহি, অহং শব্দে কর্ত্তাকে বুঝায়, কেন না, আমি জানি, আমি হোম করি, আমি দান করি, আমি ভোগ করি ইত্যাদি সকল স্থানেই কর্ত্তার (অহং পদ দ্বারা) উল্লেখ হইয়া থাকে। ক্রিয়া না থাকিলে কর্ত্তৃত্বও থাকে না অর্থাৎ কিছু না করিলে কর্ত্তা হওয়া যায় না, অতএব ক্রিয়া নাই বলিয়া আমি কর্ত্তা নহি এ কথা ভালই বলা হইয়াছে। এই নিমিত্তই কিছুতে আমার সম্বন্ধ নাই, কারণ, কর্ত্তাই স্বামিত্বকে লাভ করে, কর্ত্তৃত্ব না থাকায় স্বাভাবিক অর্থাৎ বাস্তবিক স্বামিত্ব কিরূপে হইবে? ইহাই তাৎপর্য্য? প্রকারান্তরে অর্থ করিতেছেন, “না অস্মি” আমি না (নৃ-শব্দ প্রথমা একবচন) অর্থাৎ পুরুষ, প্রসবরূপ ধর্ম্ম আমার নাই, অর্থাৎ আমাতে কোন বিকার হয় না, বিকার নাই বলিয়াই কর্ত্তা নহি বলিয়াই আমি কোন বিষয়ের স্বামী নহি।

প্রশ্ন, পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বসকল জানিলেও কখনও কোন অজ্ঞাত বিষয় থাকিয়া যায়, উক্ত বিষয়ে অজ্ঞান জীবগণকে বদ্ধ করিবে, এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন, উক্ত জ্ঞানে কিছুরই অবশেষ থাকে না, জানিতে হইবে এরূপ কোন বস্তুই পরিশিষ্ট থাকে না, যাহার অজ্ঞান পুনর্ব্বার বন্ধন করিবে, এইরূপে তাৎপর্য্য ॥ ৬৪ ॥

মন্তব্য। পাতঞ্জল-দর্শনে চিত্ত-বৃত্তি-বিভাগ-প্রকরণে সংশয়কে বিপর্য্যয়ের অন্তর্গত বলা হইয়াছে। “পুরুষো ন বা?” পুরুষ কি না? ইত্যাদি স্থলে বস্তুতঃ চিরকালই যে পুরুষ সে পুরুষই থাকে, জ্ঞাতার দোষেই কেবল সংশয়-দোলায় আরূঢ় হয়। একটী ধর্ম্মীতে ভাব ও অভাব-বিষয়ক সংশয় হয়। তদভাববিশিষ্ট পদার্থে তৎপ্রকারক-জ্ঞানকে বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান বলে।

ভ্রমটী নিশ্চয় স্বরূপ, সংশয় নিশ্চয়ের বিপরীত, এইটুকু মাত্র বিভেদ, সংশয়ের অসৎকোটিতে একটীকে আর একটী বলিয়া জানা থাকে।

সংস্কারের প্রতিবন্ধক সংস্কারই হইয়া থাকে, অনাদিকাল হইতে মিথ্যা সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে, উহার উচ্ছেদ করিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞানের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া সত্য সংস্কারের উৎপত্তি আবশ্যক, পাতঞ্জলে এই কথাই বলিয়াছেন, "তজ্জঃ সংস্কারঃ অন্যসংস্কার-প্রতিবন্ধী"।

কৌমুদীতে "নিরুপদ্রব ইত্যাদি শ্লোক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত। বুদ্ধির স্বভাব বস্তুর স্বরূপকে পাইলে আর পরিত্যাগ করে না, তত্ত্বকে না পাওয়া পর্য্যন্ত অস্থির ভাবে নানা প্রকারে ভ্রান্ত হয়, একবার তত্ত্বাবলম্বন করিতে পরিলে সুখে আসীন হয়, তখন আর চেষ্টা করিয়াও উহাকে স্থানচ্যুত করা যায় না।

কারিকার "নাহস্মি" স্থলে প্রথমকল্পে "ন অস্মি," নিষেধার্থ নকারের সহিত সন্ধি, দ্বিতীয়কল্পে "ন অস্মি," পুরুষ-বাচক নৃ-শব্দ প্রথমার একবচনে "না" ইত্যাকার হইয়াছে, উহার সহিত সন্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ৬৪ ॥

কৌমুদী ॥ কিং পুনরীদৃশেন তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারেণ সিধ্যতীত্যত আহ।

কারিকা ॥

তেন নিবৃত্ত প্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপ-বিনিবৃত্তাং।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ ॥ ৬৫ ॥

ব্যাখ্যা ॥ তেন নিবৃত্ত-প্রসবাং (তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারেণ কার্য্যোৎপাদ-রহিতাং) অর্থবশাৎ সপ্তরূপ-বিনিবৃত্তাং (তত্ত্বজ্ঞানেন বিনাশিত-ধর্ম্মাদিকাং) প্রকৃতিং (বুদ্ধিরূপাং ইত্যর্থঃ) স্বস্থঃ পুরুষঃ (অনারোপিত-বুদ্ধি-ধর্ম্মা আত্মা) প্রেক্ষক বদবস্থিতঃ পশ্যতি (উদাসীন-দর্শক ইব তিষ্ঠন্ চিত্তবৃত্তিং অবভাসয়তি) ॥ ৬৫ ॥

তাৎপর্য্য ॥ তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে প্রকৃতির আর কার্য্য থাকে না। তত্ত্ব-জ্ঞানের উৎপত্তিতে ধর্ম্মাদির বিগম হয়, এই অবস্থায় পুরুষ স্বকীয় নির্ম্মলরূপে অবস্থান করিয়া উদাসীনের ন্যায় প্রকৃতিকে দর্শন করে, বুদ্ধির ধর্ম্ম আর পুরুষে আরোপ হয় না ॥ ৬৫ ॥

কৌমুদী ॥ ভোগ-বিবেক-সাক্ষাৎকারৌ হি প্রকৃতেঃ প্রসোতব্যৌ, তৌ চ প্রসূত বিতি নাস্যাঃ প্রসোতব্যমবশিষ্যতে, যৎ প্রসোষ্যতে

ইতি নিবৃত্ত-প্রসবা প্রকৃতিঃ। বিবেক-জ্ঞানরূপো যোঽর্থ স্তস্য বশঃ সামর্থ্যং, তস্মাৎ। অতত্ত্ব-জ্ঞান-পূর্ব্বকাণি খলু ধর্ম্মাধর্ম্মাজ্ঞান-বৈরাগ্যাবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্যাণি, বৈরাগ্যমপি কেবল-তৌষ্টিকানাং অতত্ত্ব-জ্ঞানপূর্ব্বকমেব, তত্র তত্ত্বজ্ঞানং বিরোধিত্বেন অতত্ত্বজ্ঞান মুচ্ছিনত্তি, কারণ-নিবৃত্ত্যা চ সপ্তরূপাণি নিবর্ত্তন্তে ইতি সপ্তরূপ-বিনিবৃত্তা প্রকৃতিঃ॥ অবস্থিত ইতি নিষ্ক্রিয়ঃ। স্বস্থ ইতি রজ স্তমো-বৃত্তি-কলুষয়া বুদ্ধ্যা অসম্ভিন্নঃ, সাত্ত্বিক্যা তু বুদ্ধ্যা তদাপ্যস্য মনাক্ সম্ভেদোঽস্ত্যেব, অন্যথৈবম্ভূত-প্রকৃতি-দর্শনানুপপত্তে রিতি॥ ৬৫॥

অনুবাদ॥ শব্দাদির উপভোগ ও প্রকৃতি পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকার এই দুইটীই প্রকৃতির কার্য্য, উহা সম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং, যাহাকে উৎপন্ন করিতে হইবে এরূপ কোন কার্য্য প্রকৃতির অবশিষ্ট নাই, কাজেই প্রকৃতি নিবৃত্ত প্রসব অর্থাৎ কার্য্যজনন হইতে বিরত হয়। বিবেক-সাক্ষাৎকার-রূপ যে প্রয়োজন উহার সামর্থ্য বশতঃ প্রকৃতির সমস্ত কার্য্য বিনষ্ট নয়। অযথার্থ-জ্ঞান (ভ্রম) হইতেই ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য ইহাদের উৎপত্তি হয়। কেবল তৌষ্টিক অর্থাৎ যাঁহারা আত্মাকে না জানিয়া প্রকৃত্যাদিকে আত্মা বলিয়া জানিয়া সন্তুষ্ট থাকে, উহাদের বৈরাগ্যও অতত্ত্বজ্ঞান হইতে হইয়া থাকে। ধর্ম্মাদির মধ্যে বিরোধী বলিয়া অতত্ত্বজ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান উচ্ছেদ করে, অন্য কয়েকটী কারণের (ভ্রম-জ্ঞানের) নিবৃত্তি বশতঃ নিবৃত্ত হয়, এইরূপে প্রকৃতি ধর্ম্মাদি সাতটী ভাব শূন্য হয়। কারিকার "অবস্থিত এই পদের দ্বারা পুরুষকে ক্রিয়াহীন বলা হইয়াছে। "স্বস্থ" এই পদের দ্বারা রজঃ ও তমঃ গুণের বৃত্তি দুঃখ-মোহাদি দ্বারা কলুষিত বুদ্ধির সহিত সম্পর্কশূন্য বুঝাইয়াছে, সাত্ত্বিক বুদ্ধির সহিত তখনও পুরুষের অল্প-পরিমাণে সম্বন্ধ থাকে, নতুবা উক্তরূপ (নিবৃত্ত-প্রসব, ধর্ম্মাদি সহিত) প্রকৃতির দর্শনের যোগ্যতা থাকে না॥ ৫৫॥

মন্তব্য॥ অতত্ত্ব-জ্ঞানপূর্ব্বক অজ্ঞান হয় শুনিলে আপাততঃ পুনরুক্তি বোধ হয়, কিন্তু এ স্থলে কারণরূপে মিথ্যা-সংস্কারের উল্লেখ অতত্ত্ব-জ্ঞান পদ দ্বারা করা হইয়াছে, অজ্ঞানশব্দে সংসার দশায় ভ্রম-জ্ঞান (একটীকে আর একটী

বলিয়া জানা) বুঝাইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহাকেই বেদান্তশাস্ত্রে মূলাবিদ্যা (কারণ অজ্ঞান) ও তূলাবিদ্যা (জন্য অজ্ঞান) শব্দে বলা হইয়া থাকে।

বুদ্ধির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে পুরুষের কোনই সামর্থ্য নাই, স্বস্বরূপেই হউক্ আর অস্বস্বরূপেই হউক্ পুরুষের কিছু দর্শন করিতে হলেই বুদ্ধির আবশ্যক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তিই পুরুষের বিষয়, উহাকে দ্বার করিয়া আর আর সকল বিষয় হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই বলা হইয়াছে "তখনও সাত্ত্বিক বুদ্ধির সহিত পুরুষের কিছু সম্বন্ধ থাকে ॥ ৬৫ ॥

কৌমুদী ॥ স্যাদেতৎ, নিবৃত্ত-প্রসবা মিতি ন মৃষ্যামহে, "সংযোগ-কৃতো হি সঃ" ইত্যুক্তং, যোজ্যতা চ সংযোগঃ ভোক্তৃত্ব-যোজ্যতা চ পুরুষস্য চৈতন্যং ভোগ্যত্ব-যোগ্যতা চ প্রকৃতের্জ্জড়ত্বং বিষয়ত্বঞ্চ, ন চৈতয়োরস্তি নিবৃত্তিঃ। নচ করণীয়াভাবান্নিবৃত্তিঃ তজ্জাতীয়স্যান্যস্য করণীয়ত্বাৎ, পুনঃ পুনঃ শব্দাদ্যুপভোগবদিত্যত আহ।

অনুবাদ ॥ যাহা হউক প্রকৃতি নিবৃত্তি-প্রসব হয়, (উহার কোন কার্য্য থাকে না) এ কথা স্বীকার করা যায় না, কারণ, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ বশতঃ সৃষ্টি হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যোগ্যতারূপই উক্ত সংযোগ, পুরুষের ভোক্তৃত্ব-যোগ্যতা অর্থাৎ ভোগ করিবার সামর্থ্য চৈতন্য, (পুরুষ চেতন বলিয়াই ভোগ করে)। প্রকৃতির জড়তা ও বিষয়তাই ভোগ্যত্ব-যোগ্যতা অর্থাৎ ভোগ্য হওয়ার সামর্থ্য (প্রকৃতি জড় বলিয়াই পুরুষের ভোগ্য হয়।) উক্ত ভোক্তৃতা ও ভোগ্যতার নিবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ চিরকালই পুরুষ চেতন থাকে, প্রকৃতি জড় থাকে। কর্ত্তব্যের অভাব বশতঃ নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থ সাধিত হইয়াছে, করিবার আর কিছুই নাই, সুতরাং উক্ত যোগ্যতা-দ্বয়ের নিবৃত্তি হয়, এরূপও বলা যায় না, কারণ, তৎসজাতীয় (অনুষ্ঠিত ভোগ ও অপবর্গের ন্যায়) অন্য পদার্থ কর্ত্তব্য হইতে পারে, যেমন বারম্বার শব্দাদির উপভোগ্য হয়, এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন।

কারিকা ॥
দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহহমিত্যুপরমতন্যা।
সতি সংযোগেহপিতয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য ॥ ৬৬ ॥

ব্যাখ্যা ॥ ময়া দৃষ্টা ইতি এক উপেক্ষকঃ (শব্দাদিরূপতয়া বিবেকেন চ

প্রকৃতি র্ময়া পরিজ্ঞাতা ইতি হেতোঃ পুরুষঃ প্রকৃতিদর্শনাৎ নিবৃত্তঃ), অহং দৃষ্টা ইতি অন্যা উপরমতি (পরিজ্ঞাতাঽস্মি সম্যক্ পুরুষেণেতি প্রকৃতিঃ সর্গাৎ নিবর্ত্ততে) তয়োঃ সংযোগে সত্যপি (প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ ভোগ্যতা-ভোক্তৃতা-রূপে সম্বন্ধে বর্ত্তমানেঽপি) সর্গস্ত প্রয়োজনং নাস্তি (সৃষ্টৌ ফলং প্রবর্ত্তকং ন বর্ত্ততে) ॥ ৬৬ ॥

তাৎপর্য্য ॥ আমি শব্দাদিরূপে ও ভিন্নরূপে প্রকৃতিকে দর্শন করিয়াছি, আর দর্শনের প্রয়োজন নাই বলিয়া পুরুষ আর প্রকৃতিকে দেখে না। আমি বিশেষরূপে পুরুষ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়াছি, পুরুষের প্রতি আর স্বকীয় কার্য্য-প্রদর্শনের আবশ্যক নাই বলিয়া প্রকৃতি সৃষ্টি হইতে বিরত হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের উভয়ের ভোগ্যতা ও ভোক্তৃতা সম্বন্ধ থাকিলেও সৃষ্টি-কার্য্যে আর প্রয়োজন না থাকায় সৃষ্টি হয় না ॥ ৬৬ ॥

কৌমুদী ॥ করোতু নাম পৌনঃপুন্যেন শব্দাত্মুপভোগং প্রকৃতিঃ যয়া বিবেকখ্যাতি র্ন কৃতেতি, কৃতবিবেকখ্যাতিস্তু শব্দাত্মুপ-ভোগং ন জনয়তি। অবিবেকখ্যাতি-নিবন্ধনো হি তদুপভোগঃ নিবন্ধনাভাবে ন ভবিতু মর্হতি, অঙ্কুর ইব বীজাভাবে। প্রাকৃতান্ হি সুখ-দুঃখ-মোহাত্মনঃ শব্দাদীন্ তদবিবেকাৎ মমৈতে ইত্যভি-মন্যমান আত্মা ভুঞ্জীত। এবং বিবেকখ্যাতিমপি প্রাকৃতীমবিবেকা দেবাত্মা মদর্থেয় মিতি মন্যতে। উৎপন্ন-বিবেকখ্যাতিস্তু তদতংসর্গান্ন শব্দাদীন্ ভোক্তু মর্হতি। নাপি বিবেকখ্যাতিং প্রাকৃতী মপি-কর্ত্তুং, ততো বিবিক্ত আত্মা স্বার্থমভিমন্তু মর্হতি। পুরুষার্থৌ চ ভোগ-বিবেকৌ প্রকৃত্যারম্ভ-প্রয়োজকা বিত্যপুরুষার্থৌ সন্তৌ ন প্রকৃতিং প্রয়োজয়তঃ, তদিদমুক্তং, প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্যেতি। অত্র প্রযুজ্যতে সর্গে প্রকৃতিরনেনতি প্রয়োজনং, তদপুরুষার্থত্বে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ ॥ যে প্রকৃতির (বুদ্ধিরূপে) দ্বারা বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, সে বারম্বার শব্দাদির উপভোগ (পুরুষ কর্ত্তৃক) সম্পাদন করুক্, বিবেকজ্ঞান জন্মাইয়া আর শব্দাদির উপভোগ সাধন করে না। শব্দাদির উপভোগ অতত্ত্ব-

জ্ঞান বশতঃই হইয়া থাকে, বীজরূপ কারণের অভাবে অঙ্কুররূপ কার্য্যের ন্যায় অতত্ত্ব-জ্ঞানরূপ কারণের অভাবে শব্দাদির উপভোগরূপ কার্য্য জন্মিতে পারে না। সুখ-দুঃখ ও মোহস্বরূপ শব্দাদি কার্য্য প্রকৃতির ধর্ম্ম, আত্মা (পুরুষ) অবিবেক বশতঃই "এই সমস্ত আমার" বলিয়া অভিমান করতঃ ভোগ করে। এইরূপে প্রকৃতির কার্য্য বিবেকজ্ঞানকেও অজ্ঞান বশতঃ আত্মা "আমার নিমিত্ত এই বিবেকজ্ঞান" এইরূপে অভিমান করে। পুরুষের বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ নাশ হওয়ায় আর শব্দাদির উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না, প্রকৃতির ধর্ম্ম বিবেক-খ্যাতিকেও আমার নিমিত্ত বলিয়া আর অভিমান করে না, অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে বিবিক্ত (পৃথক্‌রূপে জ্ঞাত) হইয়া পুরুষ আর কোন বিষয়েই নিজের বলিয়া অভিমান করিতে সমর্থ হয় না। ভোগ ও বিবেক-পুরুষের প্রয়োজনরূপেই প্রকৃতির সৃষ্টি আরম্ভে প্রবর্ত্তক হয়, সুতরাং উহারা প্রয়োজনরূপ না হইয়া প্রকৃতির প্রবর্ত্তনা করে না, এই কথাই "সর্গের প্রয়োজন নাই" বাক্য দ্বারা বলা হইয়াছে। সৃষ্টিকার্য্যে প্রকৃতি যাহা দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে প্রয়োজন বলে, অপুরুষার্থ অবস্থায় তাহার সম্ভব হয় না, এইরূপ তাৎপর্য্য॥ ৬৬॥

মন্তব্য॥ প্রকৃতি বিবেকখ্যাতি করিলে আর শব্দাদির উপভোগ সম্পন্ন করে না, এরূপ হইলে একের মুক্তি হইলে আর সৃষ্টি হইতে পারে না, প্রকৃতি এক, প্রকৃতি সৃষ্টি না করিলে আর কিরূপে সৃষ্টি হইবে? এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ, এ স্থলে প্রকৃতি শব্দে বুদ্ধিকেই বুঝাইয়াছে, বুদ্ধি নানা। বিশেষতঃ যে পুরুষের বিবেকখ্যাতি জন্মিয়াছে, তাহারই প্রতি প্রকৃতি আর সৃষ্টি করে না, পুরুষান্তরের প্রতি সৃষ্টি করায় বাধা কি? এই নিমিত্তই পাতঞ্জলে বলা হইয়াছে, "কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ"॥ ৬৬॥

কৌমুদী॥ স্যাদেতৎ, উৎপন্ন-তত্ত্বসাক্ষাৎকারশ্চেত্তদনন্তরমেব মুক্তস্য তস্য দেহপাতঃ স্যাদিতি কথমদেহঃ প্রকৃতিং পশ্যেৎ? অথ তত্ত্বজ্ঞানেঽপি ন মুচ্যতে কর্ম্মণামপ্রক্ষীণত্বাৎ, তেষাং কুতঃ প্রক্ষয়ঃ? ভোগাদিতি চেৎ, হন্ত ভোঃ তত্ত্বজ্ঞানং ন মোক্ষসাধন মিতি ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞান-জন্মনা তত্ত্বজ্ঞানেনাপবর্গ ইতি রিক্তং বচঃ। ভোগেন চাপরিসংখ্যেয়ঃ কর্ম্মাশয়-প্রচয়োঽ নিয়তবিপাক-

কালঃ ক্ষেতব্যঃ, ততশ্চাপবর্গপ্রাপ্তি রিতাপি মনোরথ-মাত্র মিত্যত আহ্।

অনুবাদ ॥ যাহা হউক, তত্ত্বসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইলে অনন্তর সে ব্যক্তির মুক্তি হয়, মুক্তি হইলে দেহের পতন সম্ভব, দেহ রহিত হইয়া কিরূপে প্রকৃতিকে দেখিবে ? আর যদি এরূপ বলা যায় তত্ত্বজ্ঞান হইলেও মুক্ত হয় না, কারণ, কর্ম্মের ক্ষয় হয় নাই, তবে কর্ম্ম সকলের ক্ষয় কিসে হয় ? ভোগ করিয়া কর্ম্ম ক্ষয় হয় এরূপ বলিলে তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ হয় না, সুতরাং ব্যক্ত, অব্যক্ত ও পুরুষের বিজ্ঞান জন্য তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি হয় এ কথা মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। যাহার বিপাককালের নিয়ম নাই, অর্থাৎ কখন ফল প্রদান করিবে তা র কিছুরই স্থিরতা নাই, এরূপ সংখ্যাতীত কর্ম্মাশয় সমূহের ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইলে মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে, ইহা কেবল মনোরথমাত্র, অর্থাৎ কখনই সম্ভব নহে, এরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন।

কারিকা ॥
সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদীনামকারণ-প্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ধৃতশরীরঃ ॥ ৬৭ ॥

ব্যাখ্যা ॥ সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাৎ (তত্ত্বজ্ঞানোদয়াৎ) ধর্ম্মাদীনাং অকারণ-প্রাপ্তৌ (কর্ম্মাশয়ানাং কারণত্বাভাবে) সংস্কারবশাৎ (ক্ষীয়মানাবিদ্যালেশাৎ, চক্রপক্ষে বেগাখ্য-সংস্কারবশাৎ) চক্রভ্রমিবৎ (কুলাল-চক্রভ্রমিরিব) ধৃত-শরীরঃ তিষ্ঠতি (জীবন্নপি মুক্তো বর্ত্ততে ॥ ৬৭ ॥

তাৎপর্য্য ॥ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয়ের জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগজননের শক্তি থাকে না। কুম্ভকারের ব্যাপার না থাকিলেও বেগাখ্য-সংস্কার-বশতঃ যেমন কিঞ্চিৎকাল কুলালচক্রের ভ্রমি থাকে (চাকা ঘুরে) তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যাদির নিবৃত্তি হইলেও কিছুকাল তত্ত্বজ্ঞানী জীবিত থাকেন ॥ ৬৭ ॥

কৌমুদী ॥ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারোদয়া দেবনাদি রপ্যনিয়ত-বিপাক-কালোঽপি কর্ম্মাশয়প্রচয়ো দগ্ধবীজ-ভাবতয়া ন জাত্যায়ু-পভোগ-লক্ষণায় ফলায় কল্পতে। ক্লেশ-সলিলা বসিক্তায়াং হি

বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্মবীজান্যঙ্কুরং প্রসুবতে, তত্ত্ব-জ্ঞান-নিদাঘ-নিপীত-সকল-ক্লেশ-সলিলায়া মূষরায়াং কুতঃ কর্ম্মবীজানামঙ্কুরপ্রসবঃ ? তদিদমুক্তং ধর্ম্মাদীনামকারণ প্রাপ্তাবিতি, অকারণত্ব-প্রাপ্তাবিত্যর্থঃ। উৎপন্ন-তত্ত্বজ্ঞানোঽপি চ সংস্কারবশাৎ তিষ্ঠতি, যথোপরতেঽপি কুলাল-ব্যাপারে চক্রং বেগাখ্য সংস্কারবশাৎ ভ্রমতিষ্ঠতি, কাল-পরিপাকবশাত্তুপরতে সংস্কারে নিষ্ক্রিয়ৎ ভবতি। শরীরস্থিতৌ চ প্রারব্ধ-পরিপাকৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সংস্কারৌ। তথাচানুশ্রূয়তে "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাঽথ সম্পদ্যতে" ইতি, "তাবদেবাস্য চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি। প্রক্ষীয়মাণাবিদ্যা-বিশেষশ্চ সংস্কারস্তদ্বশাৎ তৎসামর্থ্যাৎ ধৃতশরীরস্তিষ্ঠতি ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ ॥ যদিচ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয় সমূহ অনাদি, এবং উহাদের পরিপাকের (ফল দানের) কোন কালের স্থিরতা নাই, তথাপি তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইবা মাত্র উহাদের বীজভাব নষ্ট হয়, সুতরাং উহারা (কর্ম্মাশয়) আর জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগরূপ ফল জন্মাইতে সমর্থ হয় না। বুদ্ধিরূপ (অন্তঃকরণ) মৃত্তিকাতে অবিদ্যাদি ক্লেশরূপ জলের সিঞ্চন হইলে উহাতে কর্ম্মরূপ বীজ সকল অঙ্কুর (জাতি, আয়ু, ভোগ) জন্মাইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রখর গ্রীষ্মে সমস্ত ক্লেশরূপ জল শুষ্ক হইলে বুদ্ধিভূমি উষর অর্থাৎ মরুভূমিতে পরিণত হয়, তখন আর কিরূপে কর্ম্ম-বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইবে ? ধর্ম্মাদির অকারণপ্রাপ্তি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কথাই বলা হইয়াছে, অকারণপ্রাপ্তির অর্থ অকারণত্ব প্রাপ্তি (ভাবপ্রধান নির্দ্দেশ)। তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও সংস্কার-বশতঃ কিছুকাল (জীবন্মুক্তভাবে) অবস্থান করে, যেমন, কুম্ভকারের ব্যাপার (চাঁকা ঘুরান) না থাকিলেও চক্র বেগাখ্যসংস্কার-বশতঃ কিছুকাল ঘুরিতে ঘুরিতে অবস্থান করে, কালবিলম্বে উক্ত সংস্কার নষ্ট হইলে চক্রও ক্রিয়াহীন হইয়া অবস্থান করে (আর ঘুরে না), শরীরের স্থিতিতে প্রারব্ধ হইয়াছে পরিপাক যাহার তাদৃশ অর্থাৎ ফলপ্রদানে উন্মুক্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকেই সংস্কার বলিয়া জানিতে হইবে। সেইরূপই বেদে শুনা যায়, "অন্য ঋষিগণ (যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে) ভোগ করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়করতঃ

মুক্ত হইয়া থাকেন," "তত্ত্বজ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ না হওয়া পর্য্যন্তই মুক্তি পাইতে বিলম্ব হয়, অনন্তর সম্পন্ন অর্থাৎ মুক্ত হয়েন।" ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে এরূপ অবিদ্যাবিশেষই সংস্কার (কারিকার "সংস্কারবশাৎ" ইহার সংস্কার), তদ্বশতঃ অর্থাৎ উক্ত অবিদ্যালেশের সামর্থ্যে তত্ত্বজ্ঞানী শরীর ধারণ করিয়া (জীবন্মুক্তভাবে) অবস্থান করেন ॥ ৬৭ ॥

মন্তব্য ॥ কারিকা ও কৌমুদী দ্বারা জীবন্মুক্তের স্বরূপ দেখান হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্ম বশতঃ শরীর ধারণ করিতে হয়, কেবল তত্ত্বজ্ঞানের পরও প্রারব্ধ কর্ম্ম বশতঃ জন্মান্তর-পরিগ্রহের কথা শুনা যায়। "মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প-কোটি-শতৈরপি," ভোগব্যতিরেকে কর্ম্মের ক্ষয় কোন কালেই হয় না, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা," জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্ম ভস্মীভূত করে, উভয় শাস্ত্রে বিরোধ দেখা যাইতেছে, মাভুক্তং ইত্যাদি শাস্ত্রে বলিতেছে, ভোগের দ্বারাই কর্ম্মের ক্ষয় হয়, জ্ঞানাগ্নিঃ ইত্যাদি শাস্ত্রে বলিতেছে, তত্ত্বজ্ঞান হইলে কর্ম্ম থাকে না, জীবন্মুক্তি সিদ্ধি হইলেই উক্ত বিরোধভঞ্জন হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইলে প্রারব্ধের (যে কর্ম্ম ফলদানে প্রবৃত্ত হই-য়াছে,) ইতর সঞ্চিত-কর্ম্ম সমুদায় বিনষ্ট বা কার্য্যকরণে অক্ষম হয়, ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধের নাশ হয়, "প্রারব্ধস্য ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।" তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধের উচ্ছেদ হয় না, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকেন, এই জীবন্মুক্তের বাক্যই শাস্ত্র প্রমাণ, অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করতঃ করামলকবৎ সমস্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ না করিলে তাহার কথায় বিশ্বাস হয় না, কল্পনা করিয়া কোন কথা বলিলে তাহাতে শ্রদ্ধা হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ হয়, ইহাই অধিকাংশের মত। সাংখ্য-পাতঞ্জল-মতে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রারব্ধের ইতর সঞ্চিত কর্ম্মের সহকারী নাশ হয় মাত্র, অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশই কর্ম্মের সহকারী, কর্ম্ম সকল অবিদ্যাদির আশ্রয়ে থাকিয়াই জাতি, আয়ু ও ভোগ জন্মায়, ক্লেশ রহিত হইলে তুষ-বিমুক্ত তণ্ডুলের ন্যায় ফল জন্মাইতে পারে না। সাংখ্যকার বলেন, "তত্ত্বজ্ঞান বিরোধী বলিয়া অতত্ত্ব-জ্ঞানরূপ অবিদ্যাকেই নাশ করিতে পারে, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয়, বস্তুর নাশ হয় না, সুতরাং উক্ত সহকারী বিনাশরূপ দাহ করে ইহাই যুক্তিসঙ্গত। "সতিমূলে তদ্বিপাকো

জাত্যাম্বুর্ভোগাঃ" পাতঞ্জল-দর্শন সাধন পাদের ১৩ সূত্রে বিশেষ বিবরণ আছে।

ব্যাঘ্র-বুদ্ধিতে কোন জন্তুর প্রতি বাণ-নিক্ষেপ করার পর যদি জানা যায়, "ব্যাঘ্র নহে, গাভী" তখন ইচ্ছা থাকিলেও যেমন বাণের প্রত্যাবর্ত্তন করা যায় না, নিক্ষিপ্ত বাণ ব্যাঘ্র বলিয়া পরিজ্ঞাত গাভীর প্রাণসংহার করে, প্রারব্ধ কর্ম্ম স্থলেও ঐরূপ বুঝা উচিত, ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এখন আর তত্ত্বজ্ঞানে কি করিবে? ইচ্ছায় হউক্, অনিচ্ছায় হউক্, প্রারব্ধের ভোগ ভুগিতেই হইবে।

হস্তাদির ক্রিয়া-জন্য বেগ জন্মে, অনন্তর বেগ-জন্য বেগ প্রবাহ হইয়া কিছু কাল পর্য্যন্ত ক্রিয়া হইতে থাকে, এই কারণে ক্ষিপ্ত লোষ্টাদি অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করে, চালকের ক্রিয়া না থাকিলেও যেরূপ বেগ বশতঃ লোষ্টাদির ক্রিয়া হয়, জীবন্মুক্তের শরীর ধারণেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। অবিদ্যার আশ্রয়ে প্রারব্ধ কর্ম্মের যে বেগ জন্মিয়াছে, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার উচ্ছেদ হইলেও কিছুকাল তাহার কার্য্য চলিতে থাকে।

প্রদর্শিত শ্রুতিতে "বিমোক্ষ্যে" ও "সম্পৎস্যে" এই দুই স্থলে বিমোক্ষ্যতে ও সম্পৎস্যতে এইরূপ উত্তম পুরুষের স্থানে প্রথম পুরুষ বুঝিতে হইবে॥ ৬৭॥

কৌমুদী॥ স্যাদেতৎ, যদি সংস্কার-শেষাদপি ধৃত শরীর স্তথাপি কদাঽস্য মোক্ষো ভবিষ্যতীত্যত আহ।

অনুবাদ॥ যাহা হউক্, যদি (পূর্ব্বোক্তরূপে) সংস্কার শেষ বশতঃ জীবন্মুক্ত শরীর ধারণ করেন, তবে কোন্ কালে উহার মুক্তি হইবে? সংস্কার বশতঃ চিরকালই শরীর থাকুক্, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন।

কারিকা॥ প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধান-বিনিবৃত্তৌ
ঐকান্তিক মাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্য মাপ্নোতি॥ ৬৮॥

ব্যাখ্যা॥ শরীরভেদে প্রাপ্তে (প্রারব্ধ-ক্ষয়াৎ দেহনাশে সতি) চরিতার্থত্বাৎ প্রধান-বিনিবৃত্তৌ (সম্পাদিত-পুরুষার্থত্বাৎ প্রধানস্য সৃষ্ট্যা পরমাৎ) ঐকান্তিকং (অবশ্যম্ভাবি) আত্যন্তিকং (নিত্যং) উভয়ং কৈবল্য মাপ্নোতি (পূর্ব্বোক্তরূপং মোক্ষ মধিগচ্ছতি তত্ত্বজ্ঞানীতি শেষঃ)॥ ৬৮॥

শরীরের নাশ হইলে এবং পুরুষার্থ সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হওয়ায় পুনর্ব্বার সৃষ্টিকার্য্যে প্রধানের প্রবৃত্তি না হইলে তত্ত্বজ্ঞানীর ঐকান্তিক আত্যন্তিক মোক্ষ অর্থাৎ দুঃখত্রয়ের নাশ হয়॥ ৬৮॥

কৌমুদী॥ অনারব্ধ-বিপাকানাং তাবৎ কর্ম্মাশয়ানাং তত্ত্বজ্ঞানাগ্নিনা বীজভাবো দগ্ধঃ, প্রারব্ধ-বিপাকানাং তূপভোগেন ক্ষয়ে সতি প্রাপ্তে শরীরভেদে বিনাশে, চরিতার্থত্বাৎ কৃতপ্রয়োজনত্বাৎ প্রধানস্য তৎ পুরুষং প্রতি নিবৃত্তৌ ঐকান্তিকমবশ্যম্ভাবি, আত্যন্তিকমবিনাশীত্যুভয়ং কৈবল্যং দুঃখত্রয়-বিগমং প্রাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ৬৮॥

অনুবাদ॥ যে সমস্ত কর্ম্মাশয়ের বিপাক অর্থাৎ জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ ফল আরব্ধ হয় নাই সেই সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বীজ-ভাব বিনষ্ট হইলে অর্থাৎ অবিদ্যারূপ সহকারীর উচ্ছেদ হইলে, এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম সকলের উপভোগের দ্বারা ক্ষয় হইলে শরীরের বিনাশ উপস্থিত হয়, এ দিকে ভোগ ও অপবর্গ সম্পাদন করিয়া প্রকৃতি কৃতকার্য্য হওয়ায় সৃষ্টি-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলে পুরুষ ঐকান্তিক (যাহা হইবেই) ও আত্যন্তিক (যাহার পুনর্ব্বার সম্ভাবনা থাকে না) ভাবে দুঃখত্রয়ের বিগম অর্থাৎ তিরোধানরূপ মোক্ষ লাভ করেন॥ ৬৮॥

মন্তব্য॥ দগ্ধ ধান্যে অঙ্কুর জন্মে না, অগ্নি সংযোগে ধান্যের অঙ্কুর-জননশক্তি নাশ করে। জ্ঞানরূপ অগ্নি কর্ম্ম সকলের দাহ করে, এ স্থলে অবিদ্যারূপ সহকারীর উচ্ছেদকে দাহ বলিয়া জানিতে হইবে।

আশেরতে চিত্তভূমৌ ইতি আশয়াঃ, আঙ্-পূর্ব্বক শী-ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয়, চিত্তরূপ ভূমিতে সম্যক্‌ভাবে শয়ন করে, অর্থাৎ চিরকাল অবস্থান করে বলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকে আশয় বলে॥ ৬৮॥

কৌমুদী॥ প্রমাণেনোপপাদিতেষ্বপি অত্যন্ত-শ্রদ্ধোৎপাদনায় পরমর্ষি পূর্ব্বকত্ব মাহ।

অনুবাদ॥ যদিচ শাস্ত্রীয় পদার্থ প্রমাণের দ্বারা উৎপন্ন করা হইয়াছে, তথাপি উহাতে বিশেষরূপে বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত উক্ত বিষয় পরমর্ষি সিদ্ধ কপিলের সম্মত, অর্থাৎ কপিল-প্রণীত সাংখ্য দর্শনের অনুসারেই সাংখ্যকারিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, এ কথা বলিতেছেন।

কারিকা ॥ পুরুষার্থ-জ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতং ।
স্থিত্যুৎপত্তি-প্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাং ॥ ৬৯ ॥

ব্যাখ্যা ॥ ইদং গুহ্যং পুরুষার্থজ্ঞানং (পূর্ব্বোক্তং অতি-দুর্জ্ঞেয়ং মোক্ষ-জনকং জ্ঞানং) পরমর্ষিণা সমাখ্যাতং (ঋষিসত্তমেন কপিলেনোক্তং) যত্র (যন্নিমিত্তং, যদুৎপত্তয়ে) ভূতানাং (প্রাণিনাং) স্থিত্যুৎপত্তি-প্রলয়াঃ (অবস্থানাবির্ভাব-তিরোভাবাঃ) চিন্ত্যন্তে (সম্যগ্ বিচার্য্যন্তে) ॥ ৬৯ ॥

তাৎপর্য ॥ ঋষিপ্রধান কপিল অতিদুর্জ্ঞেয় পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। ঐ তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্তই প্রাণিগণের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের বিচার করা হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

কৌমুদী ॥ গুহ্যং গুহানিবাসি, স্থূলধিয়াং দুর্বোধমিতি যাবৎ। পরমর্ষিণা কপিলেন। তামেব শ্রদ্ধামাগমিকত্বেন দ্রঢ়য়তি স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাং, যত্র জ্ঞানে, যদর্থং, যথা চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তীতি। ভূতানাং প্রাণিনাং স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়া আগমৈশ্চিন্ত্যন্তে ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ ॥ গুহ্য-শব্দে গুহাতে (নির্জ্জন স্থানে, রহসি) অবস্থিত অর্থাৎ স্থূলবুদ্ধিগণের দুর্জ্ঞেয় বুঝায়। পরমর্ষি কর্ত্তৃক অর্থাৎ কপিলের দ্বারা। শাস্ত্রীয় বলিয়া উক্ত শ্রদ্ধাকে (বিশ্বাসকে) দৃঢ় করিতেছেন,—যাহার নিমিত্ত ভূত সকলের (প্রাণিবর্গের) সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় বিচারিত হয়। যে জ্ঞানের নিমিত্ত যেমন চর্ম্মের নিমিত্ত ব্যাঘ্রের বিনাশ করে। ভূত অর্থাৎ প্রাণী সকলের স্থিতি উৎপত্তি (আবির্ভাব) ও প্রলয় অর্থাৎ বিনাশ (তিরোভাব) আগমের দ্বারা বিচার করা হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

মন্তব্য ॥ কারিকার "যত্র" এই যদ্ শব্দের উত্তর নিমিত্তার্থে সপ্তমী, যদ্ শব্দের অর্থ এ স্থলে জ্ঞান, জ্ঞানের নিমিত্ত এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। "নিমিত্তাৎ কর্ম্মযোগে" এই বার্ত্তিক সূত্র অনুসারে কর্ম্মের সহিত যোগ থাকিলে নিমিত্তের উত্তর সপ্তমী হয়, এ স্থলে যোগ শব্দের অর্থ সংযোগ ও সমবায়রূপ সম্বন্ধ, প্রকৃত স্থলে তাদৃশ কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকিলেও "অন্তর্দ্ধৌ যেনাদর্শনমিচ্ছতি" এই জ্ঞাপক বশতঃ সামান্যতঃ নিমিত্তার্থে সপ্তমী

বুঝিতে হইবে। উক্ত সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও পাতঞ্জল-দর্শনে সমাধি-পাদে "তত্র স্থিতৌ যত্নঃ অভ্যাসঃ" সূত্রে স্থিতৌ পদে নিমিত্ত সপ্তমী বাচস্পতি ও বিজ্ঞান-ভিক্ষু উভয়ের সম্মত। যে জ্ঞানের নিমিত্ত শাস্ত্রে প্রাণিগণের উৎপত্তি প্রভৃতি বর্ণিত আছে, এ কথা দ্বারা "সকল শাস্ত্রেরই চরম লক্ষ্য তত্ত্বজ্ঞান" ইহাই বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ॥ ৬৯ ॥

কৌমুদী ॥ স্যাদেতৎ, যৎ পরমর্ষিণা সাক্ষাৎ কথিতং তৎ শ্রদ্দধীমহি, যৎ পুনরীশ্বরকৃষ্ণেন কথিতং তত্র কুতঃ শ্রদ্ধা? ইত্যত আহ।

অনুবাদ ॥ যাহা হউক, পরমর্ষি কপিল যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস হইতে পারে, ঈশ্বরকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস হইবার কারণ কি? এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন।

এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।

কারিকা ॥

আসুরি রপি পঞ্চ-শিখায় তেন বহুধা কৃতং তন্ত্রম্ ॥ ৭০ ॥

ব্যাখ্যা ॥ মুনিঃ অগ্র্যম্ পবিত্রং এতৎ অনুকম্পয়া আসুরয়ে প্রদদৌ (কপিলঃ শ্রেষ্ঠং পাবনং ইদং সাংখ্যশাস্ত্রং স্ব-শিষ্যায় আসুরয়ে কৃপয়া উপদিদেশ) আসুরি রপি পঞ্চ-শিখায় (কপিলাল্লব্ধজ্ঞান আসুরিশ্চ পঞ্চ-শিখায় প্রদদৌ, সাংখ্যজ্ঞান মিতি শেষঃ) তেন তন্ত্রং বহুধাকৃতঃ (পঞ্চ-শিখেন সাংখ্য-শাস্ত্রং বিস্তরেণ প্রোক্তং) ॥ ৭০ ॥

তাৎপর্য্য ॥ মহর্ষি কপিল অতি পবিত্র এই সাংখ্যশাস্ত্র দয়াপূর্ব্বক আসুরিকে প্রদান করিয়াছেন, আসুরিও পঞ্চ-শিখের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন। পঞ্চ-শিখাচার্য্য বিস্তারিতভাবে সাংখ্যের প্রচার করিশাছেন ॥ ৭০ ॥

কৌমুদী ॥ এতৎ পবিত্রং পাবনং দুঃখত্রয়হেতোঃ পাপ্মনঃ পুনাতীতি, অগ্র্যং সর্ব্বেভ্যঃ পবিত্রেভ্যো মুখ্যং মুনিঃ কপিলঃ আসুরয়ে অনুকম্পয়া প্রদদৌ। আসুরি রপি পঞ্চশিখায়। তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রং ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ ॥ আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের কারণ পাপ হইতে শুদ্ধির কারক এই সাংখ্যশাস্ত্র পাবিত্র্যকারক অন্য সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, মননশীল কপিল দয়া করিয়া এই শাস্ত্র আসুরিকে প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। আসুরিও পঞ্চ-শিখের প্রতি সাংখ্যের উপদেশ করিয়াছেন। পঞ্চশিখ আচার্য্যও নানারূপে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

মন্তব্য ॥ কপিল প্রভৃতি এতই পূজনীয় পুরুষ যে, তর্পণ-মন্ত্রেও উহাদের উল্লেখ আছে, "সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখ স্তথা। সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।" মন্ত্রে আসুরি ও পঞ্চশিখের মধ্যে বোঢ়ুর উল্লেখ থাকায় বোধ হয়, পঞ্চশিখ আসুরির প্রশিষ্য। পঞ্চশিখ আচার্য্যের উক্তি স্বয়ং বেদব্যাসও যোগভাষ্যে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

কারিকা ॥
শিষ্য-পরম্পরয়াগতমীশ্বর-কৃষ্ণেন চৈতদার্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যগ্বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্ ॥ ৭১ ॥

ব্যাখ্যা ॥ শিষ্যপরম্পরয়া (সম্প্রদায়াবিচ্ছেদেন) আগতং (প্রাপ্তং) এতৎ (সাংখ্যশাস্ত্রং) আর্য্যমতিনা (তত্ত্বাবলম্বিচিত্তেন) ঈশ্বরকৃষ্ণেন (সাংখ্যকারিকা-নির্ম্মাত্রা) সিদ্ধান্তং সাম্যগ্বিজ্ঞায় (সাংখ্যরহস্যং তত্ত্বতো বিদিত্বা) আর্য্যাভিঃ (আর্য্যাবৃত্তেন-রচিতৈঃ সপ্ততি-শ্লোকৈঃ) সংক্ষিপ্তং (সংক্ষেপেণ নাতিবিস্তরেণ প্রোক্তং) ॥ ৭১ ॥

তাৎপর্য্য ॥ তত্ত্বদর্শী ঈশ্বর-কৃষ্ণ কপিল হইতে শিষ্য-প্রশিষ্যাদি পরম্পরায় প্রাপ্ত এই সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্তরহস্য বিশেষরূপে জানিয়া আর্য্যাচ্ছন্দে সংক্ষেপরূপে রচনা করিয়াছেন ॥ ৭১ ॥

কৌমুদী ॥ আরাৎ যাতা তত্ত্বেভ্য ইত্যার্য্যা, আর্য্যা মতি র্যস্য সোঽয়মার্য্যমতি রিতি ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ ॥ তত্ত্বসকলের অর্থাৎ যথার্থ বিষয় সমস্তের সমীপে যে গমন করিয়াছে, (বস্তুর স্বরূপকে বিষয় করিয়াছে) তাহাকে আর্য্য বলে, উক্তরূপ আর্য্য হইয়াছে মতি (বুদ্ধি) যাঁহার, তাঁহাকে আর্য্যমতি বলে ॥ ৭১ ॥

মন্তব্য ॥ "আরাৎ দূর-সমীপয়োঃ" আরাৎ একটী অব্যয় শব্দ, উহার অর্থ সামীপ্য ও দূরতা। আরাৎ যাতা এই অর্থে পৃষোদরাদি-সূত্রে নিপাতনে আর্য্য পদ হয়। সামীপ্য অর্থে যাতা প্রাপ্তা অর্থাৎ তত্ত্বসমীপগতা এইরূপ অর্থ হয়। দূর অর্থে "আরাৎ যাতা অতত্ত্বেভঃ" এইরূপ পদচ্ছেদ করিতে হয়, সে পক্ষে অতত্ত্ব হইতে দূরে গমন করা বুঝায়, অমর ব্যাখ্যানে "আরাৎ পাপেভ্যঃ কর্ম্মেভ্যো যাতঃ ইতি আর্য্যঃ" এইরূপ দেখা যায়। তত্ত্বের সমীপে গমন করা, এবং অতত্ত্ব হইতে দূরে যাওয়া, বস্তুতঃ একই পদার্থ।

আর্য্যা একটী মাত্রাচ্ছন্দঃ, উহার প্রথম পাদে দ্বাদশ, দ্বিতীয়ে অষ্টাদশ, তৃতীয়ে দ্বাদশ ও চতুর্থ-পাদে পঞ্চদশ মাত্রা থাকে, "যস্যাঃ পাদে প্রথমে দ্বাদশ-মাত্রা তথা তৃতীয়েঽপি। অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে চতুর্থকে পঞ্চদশ সার্য্যা।" হ্রস্ববর্ণের মাত্রা এক, দীর্ঘের দুই, প্লুতের তিন ও ব্যঞ্জনের অর্দ্ধমাত্রা, "একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধ-মাত্রকং" দূর হইতে আহ্বান, গান ও রোদন ইত্যাদি স্থলে প্লুতস্বরের ব্যবহার হয় ॥ ৭১ ॥

কৌমুদী ॥ এতশ্চ শাস্ত্রং সকল-শাস্ত্রার্থং-সূচকত্বাৎ, নতু প্রকরণ মিত্যাহ।

অনুবাদ ॥ সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সমস্ত পদার্থেরই ইহাতে বর্ণনা আছে বলিয়া ইহাকে সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে, গ্রন্থখানি প্রকরণ নহে (শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয় সকলের মধ্যে এক অংশের প্রতিপাদক গ্রন্থকে প্রকরণ বলে)।

কারিকা ॥

সপ্তত্যা কিল যেঽর্থাঃ স্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টি-তন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাদ-বিবর্জ্জিতা শ্চাপি ॥ ৭২ ॥

ব্যাখ্যা ॥ যে অর্থাঃ (যে পদার্থাঃ তত্ত্বানি) সপ্তত্যা (সপ্ততিসংখ্যকৈঃ শ্লোকৈঃ উক্তা ইতি শেষঃ) তে অর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য কিল (তে পদার্থাঃ, সমগ্রস্য ষষ্টি-পদার্থ-প্রতিপাদক-সাংখ্যশাস্ত্রস্যৈব) আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ (উপাখ্যান-রহিতাঃ) পরবাদ-বিবর্জ্জিতাঃ চ অপি (পরমত-খণ্ডনশূন্যাশ্চাপি, নাত্র উপাখ্যানানি, নচ পরোক্তিখণ্ডনানিচ) ॥ ৭২ ॥

তাৎপর্য্য ॥ উপাখ্যান ও পরমতখণ্ডন ব্যতিরেকে, সাংখ্যশাস্ত্রের সমস্ত পদার্থই এই সত্তরটী কারিকার দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ৭২ ॥

কৌমুদী ॥ তথা চ রাজবার্ত্তিকং—

'প্রধানাস্তিত্বমেকত্বমর্থবত্ত্বমথান্যতা।
পারার্থ্যঞ্চ তথানৈক্যং বিয়োগো যোগ এবচ ॥
শেষ-বৃত্তিরকর্ত্তৃত্বং মৌলিকার্থাঃ স্মৃতা দশ।
বিপর্য্যয়ঃ পঞ্চবিধ স্তথোক্তা নব তুষ্টয়ঃ ॥
করণানামসামর্থ্যমষ্টাবিংশতিধা মতং।
ইতি ষষ্টিঃ পদার্থানামষ্টাভিঃ সহ সিদ্ধিভি" রিতি ॥

সেয়ং ষষ্টি-পদার্থী কথিতেতি সকল-শাস্ত্রার্থ-কথনান্নেদং প্রকরণ মপি তু শাস্ত্র মেবেদ মিতি সিদ্ধম্। একত্ব মর্থবত্ত্বং পারার্থ্যঞ্চ প্রধান-মধিকৃত্যোক্তম্। অন্যত্বমকর্ত্তৃত্বং বহুত্বঞ্চেতি পুরুষমধিকৃত্য। অস্তিত্বং বিয়োগো যোগশ্চেত্যুভয়মধিকৃত্য। বৃত্তি স্থিতি রিতি স্থূল-সূক্ষ্মমধিকৃত্য ॥ ৭২।

মনাংসি কুমুদানীব বোধয়ন্তী সতাং মুদা।
শ্রীবাচস্পতি মিশ্রাণাং কৃতিঃ স্তাত্তত্ত্ব-কৌমুদী ॥
ইতি ষড়্দর্শন-টীকাকৃদ্বাচস্পতি-মিশ্র-বিরচিতা
সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী সমাপ্তা ॥

অনুবাদ ॥ রাজবার্ত্তিক গ্রন্থে ঐরূপই অর্থাৎ সাংখ্যের ষষ্টি পদার্থের উল্লেখ আছে,—প্রধানের অস্তিত্ব (সত্তা,) একত্ব (প্রধান এক) অর্থবত্ত্ব (প্রধান ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থ সম্পাদন করে,) অন্যতা (ভেদ, পুরুষ সকলের পরস্পর ভেদ আছে,) পরার্থতা (পুরুষস্বরূপ পরের নিমিত্ত প্রকৃতি ও তৎকার্য্য-বর্গের ব্যাপার হয়) অনৈক্য (বহুত্ব, পুরুষ নানা,) বিয়োগ (প্রলয়কালে

প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ বিশেষ থাকে না, আত্মজ্ঞানের পর উক্ত সম্বন্ধের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়) যোগ (ভোগ্যতা ও ভোক্তৃতা সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধই সৃষ্টির কারণ,) শেষ বৃত্তি (গুণ-প্রধানরূপে অবস্থান,) অকর্তৃত্ব (কৃতির অভাব, পুরুষ কর্ত্তা নহে,) এই দশটী মৌলিক অর্থ, ইহারা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের ধর্ম্ম। পাঁচ প্রকার বিপর্য্যয়, নয় প্রকার তুষ্টি, অষ্টাবিংশতি প্রকার করণ বৈকল্য অর্থাৎ অশক্তি এবং আট প্রকার সিদ্ধি, বুদ্ধির ধর্ম্ম এই পঞ্চাশ প্রকার ও পূর্ব্বোক্ত দশটী মিলিয়া ষাটটী পদার্থ হয়, এইরূপে ষষ্টি পদার্থের সমষ্টি বলা হইল। এই কারিকা সকলে সাংখ্যশাস্ত্রের সমস্ত পদার্থের বর্ণনা আছে বলিয়া ইহা প্রকরণ অর্থাৎ শাস্ত্রের অংশবিশেষ নহে, কিন্তু ইহাই সাংখ্যশাস্ত্র, ইহা স্থির হইল। একত্ব, অর্থবত্ত্ব ও পারার্থ্য এই কএকটী প্রধানকে অধিকার করিয়া বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ তিনটী প্রধানের ধর্ম্ম। অন্যত্ব, অকর্তৃত্ব ও বহুত্ব এই তিনটী পুরুষকে অধিকার করিয়া উক্ত হইয়াছে। অস্তিত্ব, বিয়োগ ও যোগ এই তিনটী প্রধান পুরুষ উভয়কে অধিকার করিয়া বলা হইয়াছে। বৃত্তি অর্থাৎ স্থিতিটী স্থূল ও সূক্ষ্ম (ভূত ও শরীর, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়) উভয়কে অধিকার করিয়া বলা হইয়াছে ॥ ৭২ ॥

যেমন কৌমুদী অর্থাৎ জ্যোৎস্না কুমুদগণের বিকাশ করে, তদ্রূপ বাচস্পতি মিশ্র কৃত তত্ত্ব-কৌমুদী আনন্দের নিমিত্ত পণ্ডিতগণের চিত্ত-বোধের কারণ হউক্ ॥

ষড়্দর্শনের টীকাকারক বাচস্পতি মিশ্র বিরচিত সাংখ্য-তত্ত্ব কৌমুদী সমাপ্ত হইল ॥

মন্তব্য ॥ রাজবার্ত্তিকের প্রধানাস্তিত্বের শেষ অংশ অস্তিত্ব এবং শেষ বৃত্তির শেষাংশে বৃত্তি-পদের গ্রহণ করিয়া বাচস্পতি উহার বিষয় প্রদর্শন করাইয়াছেন। স্থিতিটী বৃত্তি শব্দেরই অর্থ, কোন কোন পুস্তকে কেবল স্থিতির উল্লেখ দেখা যায়, "বৃত্তি স্থিতি" এই ভাবে পাঠ হইলেই সঙ্গত হইত। স্থূল সূক্ষ্ম মাত্র এই উভয়ের গ্রহণ থাকিলেও স্থিতিশব্দে স্বকারণে অবস্থানরূপ অর্থ করিয়া উহাকে কার্য্যমাত্রের ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। ব্যক্তের সাধর্ম্ম্য প্রকরণে "আশ্রিতং" এই পদের দ্বারা উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

"ষণ্ণাং পদার্থানাং সমাহারঃ" এইরূপ অর্থে দ্বিগু সমাস করিয়া ঈ-প্রত্যয়ে ষষ্টি-পদার্থী পদের সিদ্ধি হইয়াছে ॥ সাংখ্য-শাস্ত্রে উল্লিখিত ষষ্টি পদার্থের

বর্ণনা আছে বলিয়া শাস্ত্রকেও ষষ্টিতন্ত্র বলা যাইয়া থাকে। "স্তাৎ" ক্রিয়া পদটী অস্ ধাতুর উত্তর লোটের (পঞ্চমীর) হি স্থানে তাৎ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৭২ ॥

——oo——

খুল্না জেলা, সেনহাটী গ্রাম নিবাসী বাৎস্য-গোত্র কাঁজড়ি-বংশোদ্ভব
তারণচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যাত্মজ
শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেদান্ত-চুঞ্চু
সাংখ্য ভূষণ-সাহিত্যাচার্য্য-বিরচিত সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী
ব্যাখ্যা, তাৎপর্য্য, অনুবাদ, ও মন্তব্য
সমাপ্ত

শ্রীকৃষ্ণার্পণ মস্তু
হরিঃ ওম্ ॥

—∘◯∘—

শকাব্দা ১৮২৩। বৈশাখ।